আলমগীর

সাং চাপদানী

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম. এ.

[কর্ণওয়ালিস্ থিয়েটারে প্রথম অভিনীত—১০ই ডিসেম্বর ১৯২১]

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অগ্রহায়ণ—১৩২৮

প্রকাশক—
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

All rights reserved to the Author.

প্রিণ্টার—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
কালিকা প্রেস
২১, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা

উপহার

আমার সোদরপ্রতিম

অকৃত্রিম সুহৃৎ

নিমতিতার জমিদার

শ্রীমান্ মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

স্নেহভাজনেষু-

N.S.S.
Acc. No. 12612
Date ২৩.৩.৭৭
Item No ৪৩/বি-৫৩৪৪
Don. By

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

আলমগীর্	দিল্লীর সম্রাট।
আকবর	ঐ পুত্র।
কাম্‌বক্‌স	ঐ (উদিপুরী বেগমের গর্ভজাত)
দিলীর খাঁ	উজীর।
..বর খাঁ	সেনাপতি।
..রাদৎ খাঁ, সেফি খাঁ	সৈন্যাধ্যক্ষ।
রাজসিংহ	মেবারের রাণা।
ভীমসিংহ	ঐ প্রথমাস্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র।
জয়সিংহ	রাণী বীরাবাইয়ের গর্ভজাত পুত্র।
দয়াল সা	দেওয়ান।
গঙ্গাদাস, গরীবদাস	শক্তাবৎ সর্দার— রাণার দেহরক্ষী।
রামসিংহ	জয়পুরের রাজা।
শ্যামসিংহ	বিকানীরের রাজা।

বিক্রমসিংহ	রূপনগরের রাজা।
সালুম্ব্রা সরদার	
রাজপুত বালক।	
দীপচাঁদ	উম্মানাথ মন্দিরের পুরোহিত।

মোগল এবং রাজপুত সৈন্যগণ, বান্দা, প্রহরী, চারণবালকগণ,
রূপনগরের দেওয়ান, কর্ম্মচারী, মন্‌সব্‌দারগণ, সর্দ্দারগণ,
অন্ধ, খঞ্জ, বৃদ্ধ রাজপুত পুরুষগণ, ভীলসর্দ্দার
মোসাহেবগণ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

স্ত্রী

উদিপুরী	আলমগীরের বেগম।
বীরাবাই	মেবারের রাণী।
সুজাতা	দয়ালসার কন্যা গরীবদাসের স্ত্রী।
রূপকুমারী	বিক্রমসিংহের ভগ্নি।

বাঁদী, সহচরীগণ, নর্ত্তকীগণ, রাজপুত-রমণীগণ,
বন্দিনীগণ, চারণীগণ ইত্যাদি ইত্যাদি।

সাং চাঁপদানী

আলমগীর।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দিল্লী প্রাসাদ—রংমহল।

বাঁদীগণ।

গীত।

তোরে লিয়ে জাগি (রয়না) তোরে লিয়ে জাগি,
লুগি মোরি মাতোয়া ময় অনুরাগী (রয়না)
অরুণ বরণ তুমে নয়না কিওরে নয়নু ক্যায়সে জানে
রস রস পাগি (রয়না)। [প্রস্থান।

(উদিপুরী ও শ্যামসিংহের প্রবেশ)

উদি। আপনি তাকে দেখেছেন রাজা ?

শ্যাম। সে আমার ভগিনীর কন্যা। আমি তাকে দেখিনি ? ত
বছর খানেক তাকে দেখিনি।

উদি। সেকি বড়ই সুন্দরী ?

শ্যাম। একথা আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন বেগমসাহেব ?

উদি। রামসিংহ, শুনলুম, সম্রাটকে বলেছে যে, সেরূপ সুন্দরী তঁ অন্তঃপুরে নেই। তার কন্যার সত্যতার প্রমাণ একমাত্র আপ কাছে পাব বলে জিজ্ঞাসা করছি।

শ্যাম। অম্বরপতি মিছে বলেনি।

উদি। উদিপুরী বেগমকে ত আপনি সর্ব্বদাই দেখেছেন রাজা !

শ্যাম। আপনি পরমা সুন্দরী।

উদি। সেত আমিও জানি। রূপকুমারী আমা হ'তেও সুন কি না ?

শ্যাম। দেশভেদে রুচিভেদে সৌন্দর্য্যের প্রকার ভেদ।

উদি। সুতরাং আমি বুঝে নিলুম আপনার চক্ষে রূপনগরওয় আমার চেয়েও বেশী সুন্দরী। কেমন—না রাজা ? আপ নীরবতাই আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। সম্রাট তার রূ কথা শুনে কিছু বলেছেন ?

শ্যাম। রাজা রামসিংহ হীন কাপুরুষ। নিজে সেই কন্যাকে ল করতে পারেনি ব'লে তার রূপের কথা বৃদ্ধ সম্রাটের কা তুলেছে।

উদি। পারেনি কেন ? রামসিংহ ত একজন বিশিষ্ট রাজা।

শ্যাম। ওই কুৎসিত ! আর কিসের বিশিষ্ট সে ? আমাদের সমা ঐশ্বর্য্যের সম্মানের চেয়ে বংশের সম্মান ঢের বেশি। রূপনগর-রা ক্ষুদ্র ভূস্বামী বটে কিন্তু বংশ মর্য্যাদায় সে রামসিংহ হ'তে অনে উঁচু।

উদি। যদি তাকে বেগম করতে বৃদ্ধ সম্রাটের অভিরুচি হয়?

শ্যাম। সে ভয় নেই বেগমসাহেব। সে সম্বন্ধে আমি সম্রাট জিজ্ঞাসা ক'রেছিলুম। তিনি বলেছেন রূপ নিয়ে খেলা কর তাঁর বয়স গেছে। বিশেষতঃ সাম্রাজ্যের ব্যাপার নিয়ে বি এখন বড়ই ব্যস্ত।

উদি। সে ত ক্ষুদ্র যোধপুর দখল করবার জন্য।

শ্যাম। না বেগমসাহেব, শুধু যোধপুর নয়। সম্রাট ভারতের স হিন্দুর মাথায় খাজনা বসিয়েছেন। ভেবেছিলেন নিরীহ নীরবে তাঁকে এ কর দেবে। কিন্তু তা হয়নি।

উদি। হিন্দু মাথা তুলেছে?

শ্যাম। অন্যে মাথা তুললে সম্রাটের তত চিন্তার কারণ ছিল না। রাণা বিরোধী হয়েছেন।

উদি। সম্রাট কি রাণারও মাথায় করধার্য্য করেছেন?

শ্যাম। তা বোধ হয় নয়। রাণা সমস্ত হিন্দুর প্রতিনিধি স্বরূপ জিজিয়া করের উপর আপত্তি করেছেন।

উদি। কি বলেছেন জানেন?

শ্যাম। দূত দিয়ে সম্রাটের নামে এক পত্র পাঠিয়েছেন। পত্রের মর্ম্ম আমি জানিনা। তবে পত্র পেয়ে বাদসাহকে কিছু বি রকমের বিচলিত দেখছি।

উদি। মনে করেছেন কি রাণার সঙ্গে সম্রাটকে যুদ্ধ করতে হবে?

শ্যাম। খুব সম্ভব। যখন রাণা যোধপুরকুমার অজিতকে অ দিয়েছেন, তখনই ত বুঝেছিলুম তাঁর সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ অনিবা

তার ওপর এই জিজিয়া করের প্রতিবাদ। ক'দিন ধ'রে বাদসার যেরূপ মুখের ভাব দেখছি, তাতে বেশ বুঝতে পারছি পত্রের লেখা বড় ঝাঁজালো।

উদি। 'আমাদের' বললেন যে রাজা ?

শ্যাম। ও! কথাটা ধরেছেন বেগমসাহেব! আমাতে আর রাজপুতের কি আছে। ব একটা নাম। ভিতরটার সমস্তই মোগল হয়ে গেছে। আপনি জানেন না, এই জিজিয়া কর প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে আমি কত আনন্দ প্রকাশ করেছি।

উদি। না রাজা, তা করেন নি।

শ্যাম। যে হিন্দু সে করবে না, করতে পারে না। কিন্তু বেগমসাহেব, আমাতে হিন্দুর জাতীয়ত্বের কি কিছু চিহ্ন আছে ?

উদি। আছে বইকি রাজা! সে মোগলের প্রতাপের ভয়ে বাইরে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। কিন্তু নির্জ্জনে চোখের জল ফেলে 'আছি' বলে নিজের পরিচয় দেয়। যাক্, আমি স্ত্রীলোক— ও সাম্রাজ্যের নীতিকথায় আমার প্রয়োজন নেই। আপনি মনে মনে যা' করছেন—রাণাকে ধন্যবাদ দেওয়া—আমি প্রকাশ্যে সেই কথা ব'লে—রাণাকে সহস্র ধন্যবাদ দিয়ে ও সাম্রাজ্যের কথা ছেড়ে দিই। এখন বলুন দেখি, এত যুদ্ধ-বিগ্রহের চিন্তার ভিতরেও রূপনগরওয়ালীকে আনবার জন্য যদি সম্রাটের ইচ্ছা জেগে উঠে ?

শ্যাম। না বেগমসাহেব, আপনি সে সন্দেহ করবেন না।

উদি। যদি জাগে ? আপনি ত জানেন শ্রেষ্ঠ সুন্দরী বলে মনে

হয়েছিল বলেই সম্রাট এই আরমানী বিবিকে কাশ্মীর থেকে কুড়িয়ে এনে তাঁর পবিত্র হারেমে স্থান দিয়েছেন। যদি জাগে রাজা?

শ্যাম। তাহ'লে বালিকার বড়ই দুর্ভাগ্য।

উদি। আপনি কোন প্রতীকার করতে পারেন না?

শ্যাম। আমি?

উদি। আপনি না করতে পারেন, যদি আমি পারি?

শ্যাম। কি রকম করে করবেন?

উদি। তা এখন কেমন ক'রে বলব! যদি সম্রাটের ইচ্ছা না হয়, তা হ'লে সকল গণ্ডগোল চুকে গেল। কিন্তু যদি হয়—রাজা! এ আমার রাজ্য নিয়ে লড়াই—প্রতীকারের চেষ্টা না করে ত আমি চুপ ক'রে থাকতে পারব না।

শ্যাম। তাইত! রূপনগর কোথায়—আর আপনি কোথায়? আপনি কি ক'রে প্রতীকার করবেন!

উদি। না করতে পারলে রাজ্য হারাবো। সুতরাং সে বিষয়ে আপনার চিন্তা করবার বিশেষ কিছু নেই। করতে পারলে আপনি সুখী হবেন ত?

শ্যাম। সুখের অবধি থাকবে না।

উদি। তাহ'লে গোপনে গোপনে জানুন সম্রাটের অভিপ্রায় কি।

শ্যাম। এখন থেকেই জানতে নিযুক্ত রইলুম বেগমসাহেব!

উদি। অনুগ্রহ ক'রে তয়বর খাঁকে ব'লে আসুন, তিনি যেন আমার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করেন। [শ্যামসিংহের প্রস্থান।

মূর্খ রাজা, তার বাইরেটা দেখে তুমি তার ভিতরটা কি স্থির করবে। তাহ'লে আওরঙ্গজেবের কবর প্রবেশের আর বিলম্ব নেই। তার ইচ্ছা আমি এইখান থেকেই বুঝতে পারছি। তার মনের হাসি আমি এইখান থেকেই শুনতে পাচ্ছি।

(বাঁদীর প্রবেশ)

কি জেনে এলি?

বাঁদী। সম্রাট নিজের কামরায় মাথা হেঁট ক'রে পায়চারি করছেন।

উদি। কাছে কেউ নেই?

বাঁদী। কই, কাউকেও ত দেখলুম না। প্রহরীরা সব ঘরের বাইরে আছে। আমি আপনার কথা বলতে বললেন—"আমার যেতে বিলম্ব হবে। হয়ত আজ যেতেই পারব না। আমি আজ একটা কোন দুরূহ ব্যাপারের চিন্তায় ব্যস্ত আছি।"

উদি। আচ্ছা, কাম্‌বক্‌স্‌কে একবার ডেকে দে। [বাঁদীর প্রস্থান।

(রামসিংহের প্রবেশ)

রাম। আমাকে ডাকিয়েছেন কেন বেগমসাহেব?

উদি। হাঁ রামসিংহ! রূপনগরওয়ালীর কাছে তুমি তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসেছ?

রাম। ওই বুড়ো ভণ্ড বুঝি আপনাকে ব'লে গেল!

উদি। বিকানীর ব'লে গেল রামসিংহ হীন কাপুরুষ! রূপনগর-ওয়ালীর কাছে অপমানিত হ'য়ে প্রতিহিংসা নিতে তার রূপের কথা বৃদ্ধ বাদসার কানে তুলেছে।

রাম। আমার অসাক্ষাতে আপনার কাছে যে আমাকে হীন কাপুরুষ বলতে পারে, হীন কাপুরুষ সে।

উদি। বলে ওই ভুষিভরা পেটের মালিককে সে অনুপমা সুন্দরী পছন্দ করবে কেন?

রাম। সুন্দরী আমাকে দেখলে পছন্দ করত কিনা আমি বুঝে নিতুম।

উদি। ও! তুমি পথ থেকেই তাড়া খেয়েছ?

রাম। তার ভাই বিক্রমসিংহ ওই বুড়ো বেটারই মত ভণ্ড

উদি। বুঝেছি। তা তুমি একটা দেশ-জানিত বীরপুরুষ, তুমি তার অপমান সয়ে চ'লে এলে

রাম। সে যে বাদসার খাস প্রজা। নইলে—

উদি। রূপনগরটা একেবারে সমভূম ক'রে দিয়ে আসতে?

রাম। নিশ্চয়।

উদি। তা তাদের উপর রাগ ক'রে আমার মাথাটা খেতে এসেছ ন?

রাম। কি ক'রে?

উদি। কি ক'রে যদি বুঝতে পারবে, তাহ'লে স্ত্রীলোকের তাড়া খেয়ে মোগলের হারেমে পালিয়ে এস! নিশ্চয় তুমি রূপকুমারীর কথায় উত্তেজিত হয়েছ। তার ভাই বললে কখন তোমার এত রাগ হ'ত না।

রাম। না—না—সে চিকের আড়ালে ছিল।

উদি। তুমি তাকে দেখনি?

রাম। একটু একটু। সে না বললেই হয়। বড় ঘন চিক।

উদি। তা হ'লে তার মুখের কথা শুনেছ। নিশ্চয় শুনেছ। গোপন ক'র না রাজা!

রাম। তা শুনেছি।

উদি। কি বলেছে আমায় বলতে হবে।

রাম। (হস্ত বিকৃত করিয়া) উঃ! বাদসা যে আমার কথাটায় ভালো ক'রে কান দিচ্ছেন না।

উদি। আমাকে বন্ধু জেনে বল রাজা!

রাম। আপনি সে অপমানের শোধ নিতে পারবেন?

উদি। তুমি বলেই দেখ না।

রাম। প্রথমে সে কোনও কথা কয়নি। তার ভাইএর সঙ্গে কথাবার্ত্তার পর যেমনি আমি আসন ছেড়ে উঠেছি, অমনি মেয়েটা ভিতর থেকে তাদের পুরোহিতকে বলে উঠল।—"ওই ভুঁড়িসার তুর্কীর শ্যালক যেখানে বসেছিল, সেখানে গঙ্গাজল দাও।"

উদি। মানেকি?

রাম। মানে, স্থানটা এতই অপবিত্র হয়েছে যে, যা তা জল দিয়ে ধু'লে সে পবিত্র হবে না।

উদি। তা হ'লে বিলক্ষণই ত অপমান ক'রেছে।

রাম। কিন্তু আমি যে এ অপমানের শোধ নেবার কোনও উপায় দেখছি না।

উদি। কি করতে পারলে, তোমার অপমানের শোধ হয় মনে কর?

রাম। তাকে তুর্কীর বাদী দেখলেই শোধ হয় মনে করি।

উদি। সম্রাট কি তাকে দিল্লীতে আনতে চান না?

রাম। কই সে রকম ভাবত তাঁর দেখতে পেলুম না।

উদি। আমি যদি তাকে আনাবার চেষ্টা করি?

রাম। আনিয়ে তাকে বাঁদী করবেন?

উদি। বাঁদী কেন—পুত্রবধূ করব। দেখ—রাজি আছ?

রাম। তা হ'লে তার ঠিক শাস্তি হ'ল কই!

উদি। এর বেশি তার শাস্তির প্রত্যাশা ক'রনা অম্বরপতি। যে তুর্কীর শ্যালককে ঘৃণা দেখিয়েছে, সেই তুর্কীর বধূ হ'লে তার মর্ম্মভেদ হয়ে যাবে। বৃদ্ধসম্রাটকে সে কন্যা দেবার প্রত্যাশা পরিত্যাগ কর। কেননা আমি জেনেছি।

রাম। বেশ—তাই।

উদি। তা হ'লে আমার পুত্রকে একবার সে কন্যা দেখাতে হবে।

রাম। কেমন ক'রে?

উদি। সে ব্যবস্থা আমি করব। তুমি যখন পূর্ণভাবে তাকে দেখনি, তখন তার রূপ সম্বন্ধে তোমার জ্ঞানের উপর আমি সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করতে পারছি না।

রাম। উত্তম—ব্যবস্থা করুন, আমি সাজাদাকে দেখাব।

উদি। সম্রাটের সঙ্গে আর এ সম্বন্ধে কোনও কথা কয়ো না।

রাম। আবার!

উদি। যাও, নিশ্চিন্ত হয়ে আজকের মত বিশ্রাম গ্রহণ কর।

[রামসিংহের প্রস্থান।

ঠিক হয়েছে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলব। মূর্খ রামসিংহ আর সরল প্রকৃতি বৃদ্ধ বিকানীর, এদের কাছে সাধু সেজে তুমি

আমার চোখে ধূলি দিয়েছ মনে কর না। চতুর সম্রাট! রাজকুমারীর পাণি লোভে যখন তুমি মুখোস খুলবে, তখন দেখবে তোমার পুত্র আগেই তার হাতে হাত দিয়েছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দিল্লী প্রাসাদ—পাঠাগার।

আওরঙ্গজেব।

আও। মন্দ কি! দাম্ভিকা কাশ্মীরী বাইএরও দর্পটা চূর্ণ ক'রে দেওয়া যাক্ না। সে একেবারে বুঝে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে, ভূবিজয়ী আলমগীর্ তার কাছে পরাজিত। তার ভ্রমটা ঘুচিয়ে দেবার এইত একটা বেশ সুযোগ এসে উপস্থিত হয়েছে। রূপনগর-ওয়ালী—সে আমার নাতিনীর বয়সী কুমারী। সে রূপযৌবন। রামসিংহের একটার অভাব। তাইতেই বালিকা তাকে দূর ক'রে দিয়েছে। আমার রূপও নেই—যৌবনও নেই। কিন্তু আছে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন তক্তুতাউস্ আর তার চার পাশ ঘেরে আসমুদ্র হিন্দুস্থান! এ যার আছে, তার রূপও আছে, যৌবনও আছে। যতদিন ময়ূরসিংহাসনে বসে থাকবো, ততদিন আমার তুল্য সুন্দর কে? তবে দেখি না। বিক্রমসিং আমার একান্ত আশ্রিত ভুঁইয়া রাজা। তার ভগ্নি। আমি সে কন্যাকে বিবাহ করতে চাইলে—থাক—মনেও এখন এ কথার আলোচনা চলবে

না।. বৃদ্ধ বিক্যনীর আগছে—ভাগিনেয়ীর ভবিষ্যৎ চিন্তায় ব্যাকুল হয়েছে—থাক্ না—আমি রামসিং নই।

(শ্যামসিংহের প্রবেশ)

হাঁ রাজা, রামসিংহটা কি মূর্খ! নিজের এই লজ্জাকর অপমানের কথাটা আমাকে এসে শোনাচ্ছে।

শ্যাম। মূর্খ নয় সম্রাট্, পাজী।

আও। ঠিক্ বলেছেন, শুধু মূর্খ নয়। আমাকে রূপের কথায় উত্তেজিত করতে এসেছে। যদিই বালিকা তুর্কীকে গাল দিয়ে থাকে তা সে কথা আমাকে শোনানো কি তার উচিত হয়েছে?

শ্যাম। সম্রাট! একি বিশ্বাসের কথা! যার ভ্রাতা স্বতঃপরতঃ সম্রাটের অনুগ্রহ ভাজন তার ভগ্নি আপনাকে গাল দেবে!

আও। আমাকে বলবার উদ্দেশ্য বুঝেছেন?

শ্যাম। সে সম্রাটকে তার মত হীনমতি মনে করেছে।

আও। মনে করেছে, সেই কথা শুনলেই আমি রেগে যাব, আর আপনার ভগিনী-পুত্রীকে দিল্লীর হারেমে ধরে নিয়ে আসব।

শ্যাম। ও পশুর কথা নিয়ে আর আলোচনা করবেন না জাঁহাপনা!

আও। না, আর বেশিক্ষণ আলোচনা করব না; প্রথম তার কথা শুনে আমার হাসি পাচ্ছিল। এখন একটু একটু ক্রোধের উদ্রেক হচ্ছে।

শ্যাম। আপনি যদি কাছে না থাকতেন, আমি তখনই তার দাঁত কটা ভেঙ্গে দিতুম। এত বড় বেহায়া; নিজের লাঞ্ছনার কথা বলে আর হাসে।

আও। মির্জারাজা জয়সিংহের পুত্র সে, পেজোমী তার পৈত্রিক সম্পত্তি। বালিকার আচরণের প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে আমাকেও সে এক ঘা মেরে গেছে। এ কথা সে আমার পুত্রদের মধ্যে কারও কাছে বলতে পারত; আমার প্রিয়তম পুত্র কাম্‌বক্‌সের সঙ্গী—একথা অন্ততঃ তাকে বলতে পারত!

শ্যাম। কনিষ্ঠ সাজাদা যদি আমার ভাগ্নীকে বিবাহ করতে এখানে নিয়ে আসে?

আও। তাহ'লে ত আর প্রতিশোধ লওয়া হয় না। কাম্‌বক্‌স্ যুবা ও সুশ্রী।

শ্যাম। আর আপনি বৃদ্ধ।

আও। শুধু বৃদ্ধ! রামসিং কুৎসিত—আমি বৃদ্ধ ও কুৎসিত। ভালো রাজা আপনার ভগিনী-কন্যা শুনলুম কুড়ি একুশ বৎসরের যুবতী। আজও পর্য্যন্ত তার বিবাহ হয়নি কেন?

শ্যাম। আমাদের ও জাতের খবর সম্রাট! কেন, বললে আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন না। বংশের যোগ্য পাত্রের অভাবে বালিকার আজও পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই।

আও। আচ্ছা রাজা, আপনাদের ওই রাজপুত জাতটা কি? এত মহৎ, এত উদার, এমন বীরগর্ব্বী—তবু তাদের ভিতর পরস্পরে একটু মিল নেই কেন?

শ্যাম। রাজপুত বংশে জন্মেছি, বৃদ্ধ হয়েছি—আমিই নিজের জাতের সব সমস্যা বুঝতে পারলুম না। আমি আপনাকে কি বুঝাবো! দেশে একটা চলিত কথা আছে—"বারো রাজপুত, তার তেরো হাঁড়ী।"

আও। তাতো দেখছি। বিদেশী শত্রু যদি একজনকে আক্রমণ করে, ত আর একজন তার পাশে কোষবদ্ধ অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। আমার প্রপিতামহ আকবর যখন মেবার আক্রমণ করেন, তখন শুনেছি চারদিকের বীর রাজপুত—বিকানীর, যোধপুর, কোটা, বুন্দি, সিরোহী—নিশ্চিন্ত দ্রষ্টার মত মেবারের লাঞ্ছনা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে।

শ্যাম। না সম্রাট, শুধু দেখেনি—দেখেছে আর প্রতাপের মহত্ত্বকে ধন্যবাদ দিয়েছে।

আও। কিন্তু—

শ্যাম। একজনও তাঁকে সাহায্য করতে হাত তোলে নি। ওই মূর্খ রামসিংহের পূর্ব্বপুরুষ মানসিংহ ত মোগলের পক্ষ নিয়ে তার সঙ্গে যুদ্ধই করেছে।

আও। সেও কি প্রতাপ সিংহকে ধন্যবাদ দিয়েছে?

শ্যাম। নিশ্চয়—যদি খাঁটি রাজপুত বলে সে নিজের অভিমান রাখতো।

আও। আপনাদের ভিতরে এ রকমটা কেন রাজা?

শ্যাম। কেন সম্রাট? মহাবীর রাণা সঙ্গ, বাদসা বাবরকে পরাস্ত করতে এসে তার মেবারী পলটনকে সিক্রির মাঠে শয়ন করিয়ে পরাজয়ের অপমান মাথায় ক'রে ফিরে গেল। তখনকার সময়ের কথা সম্রাট—আমাকে দয়া ক'রে বন্ধু বলেন,—আমার কাছে সত্য কথা শুনে আপনি আনন্দ পান—

আও। আপনি কি বলবেন আমি বুঝেছি।

শ্যাম। জয়পুর, যোধপুর, বিকানীর—সব নয় তাঁদের মধ্যে একটা রাজা শুধু জয়পুর, শুধু যোধপুর, শুধু বিকানীর—অন্ততঃ একটা ক্ষুদ্র রাজপুত রাজাও যদি তার সঙ্গে যোগদান করতো, তা হ'লে বাবরকে তল্পী নিয়ে দেশে ফিরে যেতে হ'ত।

আও। কেন তারা যোগ দিলে না?

শ্যাম। দাম্ভিক রাণা তাদের সাহায্য চাইলে না।

আও। রাণার শুধু এই অপরাধে তারা দেশের শত্রুকে দূর করাতে তার সাহায্য করলে না!

শ্যাম। আর ত তার কোনও অপরাধের কথা শুনিনি। শুনেছি সঙ্গ সর্ব্বজনপ্রিয় রাণা ছিলেন।

আও। আরও কোন গুরুতর অপরাধ ছিল—স্মরণ করুন রাজা!

শ্যাম। আর কে স্মরণ করবে! সেই একদিনের বাঁদরামীর ফলে এক মেবার ছাড়া আর সমস্ত রাজপুতের স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছে। আপনার জিজিয়া কর স্থাপনের কথা শুনে অবশিষ্ট দাঁত কটা বার করেও আমি হেসেছি। আর রামসিংহ আমার ভাগ্নীকে বিবাহ করতে পেলে না বলে রোষের বশে আপনাকে বালিকা বিবাহে উত্তেজিত করতে এসেছে।

আও। আপনি এক কাজ করুন। রূপনগরে গিয়ে শীঘ্রই সেই কুমারীর যে কোনও সৎপাত্রের সঙ্গে বিবাহের ব্যবস্থা করুন। কেন না আমার অনেকগুলি ছেলে আছে। এখানে অকৃতকার্য্য হয়েছে বুঝলে তাদের মধ্যে একজনকে রামসিংহ উত্তেজিত করতে পারে।

শ্যাম। তাই করব সম্রাট?

আও। করব কি, যত শীঘ্র পারেন ক'রে ফেলুন। রাজপুতকন্যা ঘরে এনে মোগলের কিছুমাত্র লাভ হয়নি।

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবা। জাঁহাপনা! উজীর সাহেব।

আও। পাঠিয়ে দাও।

[দৌবারিকের প্রস্থান।

শ্যাম। তাহ'লে অনুমতি করুন সম্রাট, আমি আসি।

আও। আসুন। বালিকাকে পাত্রস্থ ক'রে আমাকে সংবাদ দেবেন। যে রাজকুমার তাকে বিবাহ করবে দিল্লীর দরবারে তাকে উপযুক্ত আসন দিতে আমি প্রস্তুত রইলুম।

শ্যাম। এ সম্রাট আলমগীরের যোগ্য কথা।

[প্রস্থান।

আও। পরস্পরের প্রতি দ্বেষ ঈর্ষায় বুদ্ধিহীন রাজপুত, তোমরা এতকাল মিলতে পারনি। তোমার কথায় বুঝলুম, এই জিজিয়া-কর অবলম্বনে এইবারে তোমাদের ভিতরে মেলবার প্রবৃত্তি জেগেছে। আমিও ত সেটা জাগাতে চাই। দিল্লীর ময়ূরাসন-ঘেরে কতকগুলো অস্থিরচিত্ত সামন্তকে আমি আর বসতে দিতে চাই না। সমস্ত রাজপুত রাজাগুলোকে যদি সাধারণ প্রজার পর্য্যায়ে ফেলতে পারি তবেই আমার আলমগীর উপাধি সার্থক। সঙ্গে কেউ আছে?

(দিলীর খাঁর প্রবেশ)

দিলীর। না সম্রাট, আমি একা, দ্বারমুখে বৃদ্ধ বিকানীরকে দেখলুম।

আও। সে আর ফিরবে না। কিছুদিনের জন্য রাজা দিল্লী পরিত্যাগ করছে।

দিলীর। সাম্রাজ্যের কোন কাজে কি তাকে নিযুক্ত ক'রেছেন ?

আও। কিছু না। মেয়েলি রাজা, তাকে একটা মেয়ের ঘটকালি করতে পাঠিয়েছি।

দিলীর। কি জন্য ভৃত্যকে তলব ক'রেছেন ?

আও। কি জন্য ক'রেছি ? ব'স ভেবে দেখি।

দিলীর। ভেবে বলতে হবে এমনি কাজের জন্য আমাকে এত ব্যস্ততার সঙ্গে ডেকে পাঠিয়েছেন ?

আও। স্মৃতিপথের মাঝে এক একবার ওই মেয়েটা এসে দাঁড়াচ্ছে।

দিলীর। কে মেয়ে ?

আও। সেটা কে, কোথাকার, কি, কেন—শ্যামসিং চলে গেল ?

দিলীর। তাকে ডেকে আনব ?

আও। না, যখন চলে গেছে, তখন আর তাকে প্রয়োজন নেই। সে থাকলে বলতুম। তখন স্মরণে এলো না। আমিই সেই মেয়েটার ঘটকালি করতুম। তার যোগ্য পাত্রের সন্ধান ব'লে দিতুম। তারপর নিজেই তার প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তুম। সেও অনেকটা আমার বয়সী। কিন্তু সে আমাকেও উপদেশ দেয় এত বড় বিজ্ঞ।

দিলীর। এই হেঁয়ালী শোনাবার জন্যই কি আমাকে ডাকিয়েছেন ?

আও। না—না—তোমার অন্য কাজ আছে। এক মাসের মধ্যে তোমাকে অন্ততঃ তিন লক্ষ ফৌজ যোগাড় করতে হবে।

দিলীর। এত ফৌজ! তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার শত্রু কে?

আও। শত্রু অনুসন্ধান ক'রে বা'র করতে হবে। মুখের দিকে চাচ্ছ কি দিলীর খাঁ! এখনও কথা হেঁয়ালী ব'লে বোধ হচ্ছে?

দিলীর। ভৃত্যের সঙ্গে এরূপভাবে বাক্যালাপ আর কখন ত শুনিনি সম্রাট! আমাকেও যেন বিশ্বাস করতে আপনার সঙ্কোচ হচ্ছে।

আও। তোমার নিতান্ত ভুল। যখন সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য তোমার সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন। তোমাকে এই বিশাল সৈন্যের সেনাপতি হ'তে হবে।

দিলীর। সম্রাট! এ আয়োজন কি রাণা রাজসিংহের জন্য।

আও। দিলীর খাঁ? আমি সমস্ত রাজস্থানকে সাম্রাজ্যের একটা সুবা করব ইচ্ছা করেছি। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় যেমন এক সুবেদার আছে, অযোধ্যা, মালোয়ায় যেমন আছে, তেমনি সমস্ত রাজস্থান এক সুবেদারের অধীন করবো। মুখের দিকে বিস্মিত-নেত্রে চাচ্ছ কেন উজীর! এটা কি অসম্ভব?

দিলীর। যদি বলি অসম্ভব?

আও। তাহ'লে বুঝবো দিলীর খাঁ দুনিয়া জয়ে সম্রাট আলমগীরের সাহায্য ক'রে শেষ কালে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারিয়েছে।

দিলীর। না জাঁহাপনা, শক্তিতে বিশ্বাস এখনও আছে ব'লে অসম্ভবকে আমি সম্ভব বলতে পারছি না। যদি বাতুল হ'তুম, তাহ'লে আপনার কথায় সায় দিতে পারতুম। দিল্লী সহরে আপনার বাড়ীর সুমুখে রাজপুত-শক্তির সে অপূর্ব্ব নিদর্শন আপনিই দেখেছেন। আমি ত তা দেখিনি সম্রাট! পাঁচ-হাজার

মোগল আড়াইশো মাত্র রাজপুতের মোহাড়া আগলাতে পারলে না। অক্লেশে তাদের পদদলিত ক'রে অদ্ভুত রাজপুত রাজা যশোবন্তের মহিষী ও শিশুপুত্রকে নিজের দেশে নিয়ে গেল।

আও। সে অবস্থায় তুমিও পারতে দিলীর খাঁ।

দিলীর। না সম্রাট, স্তোক বাক্যে আমাকে ভুলাবেন না—আমি পারতুম না। থরমাপলির গিরিপথে এক গ্রীক মহাপুরুষের বীরত্বের কথা শুনেছি, আর শুনলুম এই। শোনা কেন, যখন আপনি দেখেছেন, তখন সে আমারও দেখা—সেই অদ্ভুত বীরত্ব কাহিনীর নায়ক অদ্ভুত দুর্গাদাস।

আও। আমার চোখে দেখবার প্রয়োজন কি, নিজেই একবার বীর দুর্গাদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর না।

দিলীর। কোন মুখ নিয়ে করব সম্রাট! আমারই কথায় সে তার প্রভুর পত্নী ও পুত্রকে কাবুল থেকে দিল্লীতে এনেছিল।

আও। সেটা তার নির্ব্বুদ্ধিতা। সে ভেবেছিল সদ্যোজাত শিশুর উপর আমি কখন অত্যাচার করতে পারব না।

দিলীর। তাই যদি সে ভেবে থাকতো, তাহ'লে সে অন্যায় ভাবেনি।

আও। তুমি বলবে, মানুষে সে কাজ করতে পারে না। 'আমিও তাই বলছি। এক পারে পশু, আর পারে সে যে মানুষের উপর।'

দিলীর। জাঁহাপনা!

আও। বল দিলীর খাঁ!

দিলীর। যশোবন্ত সিংহকে হত্যা করিয়ে, তার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে হত্যা করিয়ে এখনও কি তার উপর আপনার আক্রোশ গেল না!

আও। ভুল বুঝছ দিলীর খাঁ। আক্রোশ আমার কারও উপর নেই। ভালবাসা—যে কথাটার সাধারণ অর্থ মমতা—তাও কারও উপরে নেই। ভালবাসি একমাত্র ধর্ম্ম। ফকিরী নিতে গিয়ে সেই ধর্ম্মেরই জন্য আমি বাদসাহী নিয়েছি। ধর্ম্মের গায়ে আঘাত লাগবার সম্ভাবনা হয়েছিল, তাই অমন প্রজারঞ্জন পিতাকে সিংহাসনচ্যুত হ'তে হয়েছে। অমন লোকপ্রিয় দারাকে অকালে দুনিয়া ছাড়তে হয়েছে। সুজা কোন দূর আরাকানে বর্ব্বর কাফেরের হাতে প্রাণ দিয়েছে। এমন কি আমার জ্যেষ্ঠ ও প্রিয়তম পুত্র মহম্মদ গোয়ালিয়রের দুর্গে তার যৌবন স্বাস্থ্য সমাধিস্থ ক'রেছে। সেরি ঐ বিশ্বাসঘাতক বিধর্ম্মী—দিলীর, সেই উদ্ধত রাজপুতের চিহ্ন রাখতে ধর্ম্ম আমাকে উপদেশ দেয় না।

দিলীর। কিন্তু সম্রাট, এই দুর্গাদাসকে দিল্লীতে আসতে আমিই সাহস দিয়েছিলুম।

আও। তা জানি দিলীর খাঁ!

দিলীর। সম্রাট! আমার প্রভু দারাসেকোর নিষ্ঠুর হত্যাকারীর চাকরী আমি কি সর্ত্তে নিয়েছিলুম, তাকি আপনার মনে আছে?

আও। খুব আছে। তোমার মনুষ্যত্বের হানি হয়, এমন কোনও কার্য্যে আমি তোমাকে বাধ্য করব না। তাতো আজও করিনি দিলীর খাঁ। বরং আমার পরম শত্রুর সেনাপতিকে আমি সাম্রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ দিয়েছি।

দিলীর। আমার বিশ্বাস কায়মনোবাক্যে সম্রাটের সেবায় এতদিন আমি সে পদের মর্য্যাদাই রেখে এসেছি।

আও । তা রেখেছ দিলীর খাঁ ।

দিলীর । কিন্তু এখন—

আও । নিঃসঙ্কোচে বল ।

দিলীর । আমাকে রেহাই দিন ।

আও । তুমি সেনাপতি হ'তে পারবে না ?

দিলীর । আমার মনুষ্যত্বের যেটুকু অবশিষ্ট আছে সেইটুকু রক্ষা করুন ।

আও । আর কোনও কথা বলবার আগে একবার কাজোয়ার রণ-ক্ষেত্রের কথা মনে কর । তখন তুমি বন্দীভাবে আমার সঙ্গে ছিলে ।

দিলীর । তা জানি সম্রাট ।

আও । সম্মুখে লাখের উপর সৈন্য ও হাজারের উপর কামান নিয়ে ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বী সুজা । তার অর্দ্ধেকেরও কম আমার সৈন্য, অর্দ্ধেকেরও কম আমার কামান । শুধু যশোবন্তের সাহসেই আমি সে যুদ্ধে দাঁড়িয়ে ছিলুম । কিন্তু যেই যুদ্ধ বাধলো, অমনি তার সমস্ত রাজপুত নিয়ে যশোবন্ত রণস্থল পরিত্যাগ ক'রে চলে গেল ।

দিলীর । জানি সম্রাট যশোবন্তের বিশ্বাসঘাতকতা ।

আও । বিশ্বাসঘাতকতা কেমন ক'রে বলি দিলীর খাঁ । সে দিন কেন যে সে সেরূপ আচরণ ক'রেছিল, আজও পর্য্যন্ত আমি তা বুঝতে পারিনি । কিন্তু সেই একদিনের আচরণে সে আমার যা অনিষ্ট ক'রে গেছে, বিশাল সাম্রাজ্য লাভ করেও সে অনিষ্টের প্রতীকার হ'লনা । সেই ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিনে উদ্দেশ্যহীন দাম্ভিকতায়

আমাকে সে যে বিপদে ফেলেছিল তাতে তার বংশের চিহ্ন মুছে ফেললেও তার সেদিনের আচরণের সম্যক শাস্তি হয় না।

দিলীর। আপনার এ ক্রোধ অন্যায় নয়।

আও। দুরাত্মা যদি সেদিন আমাকে সামান্যমাত্র সাহায্য করতো তাহ'লেও সুজাকে আমি ধরতে পারতুম। আমার সমস্ত ভাইদের মধ্যে সুজাই আমার একমাত্র প্রিয় ছিল। মূর্খ, দাম্ভিক, মাতাল কিন্তু উদার সুজা। একবার তাকে ধরতে পারলে, মিষ্টব্যবহারে সহজেই তাকে আপনার ক'রে নিতে পারতুম।

দিলীর। সম্রাট! এ গোলাম আপনার কার্য্যের ত কোনও সমালোচনা করছে না।

আও। তার পত্নী পিয়ারিবানু নারীরত্ন। মোগলহারেমে তার মত মহিমময়ী রমণী আমি দেখিনি। আজও পর্য্যন্ত তার স্মরণে আমার চিরনীরস চক্ষুও সজল হয়। মনে কর দিলীর খাঁ, দেহের পবিত্রতা রক্ষা করতে আরাকানের সেই বর্ব্বর রাজার সম্মুখে তার ভীষণ আত্মহত্যা।

দিলীর। সম্রাট!

আও। রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে অনেক ভীষণ মৃত্যু দেখেছি। কিন্তু দেয়ালে বারংবার মাথার আঘাতে নিজের অনুপম রূপরাশিকে ছারখার ক'রে মরা—এরূপ মৃত্যুর কথা—

দিলীর। দোহাই জাঁহাপনা, বর্ণনায় ক্ষান্তি দিন।

আও। তার প্রিয়তমা কন্যা—আমার ভাবী পুত্রবধূ—হিন্দুস্থানের ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্ঞী তৈমুর বংশের কোহিনুর তার পিতৃঘাতী

মাতৃঘাতী শয়তানের অন্তঃপুরে—উঃ! দিলীর খাঁ! সমস্ত মারোয়ারকে লোকশূন্য করবার সাহায্য না ক'রে, সেই দুরাত্মার বংশের জন্য তুমি ওকালতী করতে এসেছ!

দিলীর। (নতজানু) তথাপি মহিমান্বিত সম্রাট!—ভিক্ষা। এ প্রতিহিংসার কাজ থেকে গোলামকে রেহাই দিন। অন্য কোনও কাজ করবার থাকে আদেশ দিন।

আও। ভাল, তোমাকে রেহাই দিলুম। এ কাজ আমিই করব। অন্য কাজ—তা করবার আছে। কিন্তু সে কথা শোনবার আগে এই চিঠিখানা পড়তে হবে। এখানে নয়, নির্জনে। এ পত্রের মর্ম্ম আমি জেনেছি। আর জানবে তুমি। তৃতীয় ব্যক্তি নয়। তিন দিন তোমাকে সময় দিলুম। পত্রের মর্ম্ম বুঝে যদি প্রয়োজন বোধ কর, আবার আমাকে প্রশ্ন ক'র। যাও বিলম্ব করনা। আমিও যাই—ক্লান্ত হয়েছি।

[দিলীর খাঁর প্রস্থান।

(আওরঙ্গজেবের অবনত মস্তকে পাদচারণ)।

তৃতীয় দৃশ্য।

উদয়পুর—প্রাসাদ। সময়—সূর্য্যাস্ত।

জয়সিংহ ও ভীমসিংহ

তরবারি হস্তে পরস্পরের প্রতি তীব্র দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া দণ্ডায়মান। মধ্যে রাজসিংহ।

রাজ। ভীমসিংহ! অসি কোষবদ্ধ কর।

ভীম। জয়সিংহকে আদেশ করুন পিতা। আমি শুধু আত্মরক্ষার জন্য তরবারি কোষ মুক্ত করেছি।

রাজ। তবু তোমাকেই আমি আদেশ করছি। (ভীমসিংহ অসি কোষবদ্ধ করিলেন) জয়সিংহ! অসি কোষবদ্ধ কর এবং এখনি এ গৃহ পরিত্যাগ কর। (জয়সিংহ প্রস্থানোদ্যত)

ভীম। জয়সিংহ! শুনে রাখ এ আমার বিরোধ নয়। উদ্ধত কনিষ্ঠকে একটু শিক্ষাদান। আশা করি এবার থেকে তুমি নিজের পদমর্য্যাদা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে।

জয়। পিতা!

রাজ। আগে যাও—এখন আমি তোমার কোনও কথার উত্তর দেব না। ছি ভীমসিংহ! পিতার সম্মুখে যে প্রতিজ্ঞা, দুই পদ

[জয়সিংহের প্রস্থান।

অগ্রসর হ'তে না হ'তে তা ভঙ্গ করলে! মেবারীর সত্যনিষ্ঠার গৌরব একেবারে হাজার হাত মাটীর নীচে ঢুকে গেল।

ভীম। বারংবার আমাকেই তিরস্কার ক'রছেন কেন পিতা?

রাজ। যদি জ্যেষ্ঠ ব'লেই তোমার বোধ হয়েছে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে জ্যেষ্ঠের আচরণ দেখানও তোমার কর্ত্তব্য ছিল।

ভীম। কিরূপ আচরণ?

রাজ। ধৈর্য্য—ধৈর্য্য ভীমসিংহ। কনিষ্ঠের বাচালতা তোমার উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য ছিল।

ভীম। মুখের বাচালতা উপেক্ষা করা যায়—অসির বাচালতা কেমন ক'রে উপেক্ষা করি। আপনি কি ব'ল্‌তে চান পিতা, মহারাণা রাজসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র হওয়া এতই দুর্ভাগ্য যে, আততায়ী কনিষ্ঠের হাতে নীরবে প্রাণ দেওয়াই আমার কর্ত্তব্য ছিল।

রাজ। না ভীমসিংহ, তা ছিল না। সেরূপ অবস্থায় তার শিরচ্ছেদ করাই তোমার কর্ত্তব্য ছিল।

ভীম। পিতা!

রাণা। তা যখন পারনি, তখন তোমার কর্ত্তব্যের এখনও বাকি আছে।

ভীম। মহারাণা!

রাজ। আমি পিতা এবং রাজা। আমার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করে পর মুহূর্ত্তেই যে তা ভঙ্গ করে, সে মেবারের সিংহাসনে বসতে কোনও মতে যোগ্য নয়। ভীমসিংহ! এখন বুঝছি সে তোমার কাছে বধার্হ।

ভীম। আমি তাকে ক্ষমা করেছি পিতা!

রাজ। আমি এ অন্যায় ক্ষমার পোষকতা করতে পারি না। শুধু

তাই নয়, ভবিষ্যতে মেবারের সিংহাসনাধিকারে তোমার যদি বাসনা থাকে, তাহ'লেও ওই যুবককে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া তোমার কর্ত্তব্য। তোমার রাজ্য লাভের পথে ওই যুবকই হবে তোমার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। জয়সিংহ বিনামৃত্যুতে সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে নিরস্ত হবে না। এই নাও,—আমার অস্ত্র। এই আমার পক্ষে তোমার রাজ্যে উত্তরাধিকারিত্বের শ্রেষ্ঠ অঙ্গীকার। এই অস্ত্রে, যত শীঘ্র পার, তোমার ভ্রাতার শিরচ্ছেদ কর।

ভীম। একবার বলুন পিতা, আমি জ্যেষ্ঠ।

রাজ। অগ্রে আমার আদেশ পালন কর—অস্ত্র গ্রহণ কর,—পরে ব'লছি। (ভীমসিংহের সঙ্কোচ অসিগ্রহণ) ভীমসিংহ! তুমি জ্যেষ্ঠ। জ্যেষ্ঠ—কিন্তু তোমার নাম সম্বোধনে যতটুকু সময়, জয়সিংহ ভূমিষ্ঠ হবার এই সময়টুকু পূর্ব্বে তুমি পৃথিবী স্পর্শ করেছ। তথাপি তুমি জ্যেষ্ঠ। কিন্তু ভীমসিংহ, আঠারো বৎসরের সময়-স্তূপে সে সময়টুকু এমন ক'রে চাপা পড়েছে যে, তাকে খুঁজে বার করতে হ'লে পারিশ্রমিক স্বরূপ আমাকেও বুঝি আমার সিংহাসন বিক্রয় করতে হয়।

ভীম। পিতা?

রাজ। ব'লনা—ওপবিত্র নামে এত আবেগে আমাকে সম্বোধন ক'র না। রাজা রামচন্দ্রের আদর্শে রাজ্য শাসন করবার সঙ্কল্প নিয়ে প্রথমেই, দশরথের স্ত্রৈণতায়, জ্যেষ্ঠ পুত্র তোমাকে রাজ্যাধিকার হ'তে বঞ্চিত করেছি। উত্তরাধিকার স্বীকারের প্রথম নিদর্শন অমরধবতৃণ-

বলয় তোমার বাহুমূলে না পরিয়ে ওই জয়সিংহের হাতে পরিয়ে দিয়েছি। পরিয়েছি সমস্ত সামন্ত সুমুখে। পাশাপাশি রক্ষিত তোমারা দু'টি সদ্যোজাত শিশু। কিন্তু সে ছিল বলিষ্ঠ, তুমি কৃশ। জয়সিংহ যে আগে জন্মেছে, তোমাদের দু'জনকে দেখে; সে বিষয়ে কোনও সামন্তের সন্দেহ রইল না। তৃণ বলয় পরাবার সঙ্গে সঙ্গে কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ হল, সঙ্গে সঙ্গে তোমার এক মুহূর্ত্তের পূর্ব্বাগমন নিষ্ফল হয়ে গেল।

ভীম। সে তাগা কি আপনি না জেনে বেঁধে দিয়েছিলেন?

রাজ। আর সে কথা তুলছ কেন ভীমসিংহ? তোমার পিতা হয়েও এইত তোমার সম্মুখে আমি অপরাধীর মত দাঁড়িয়েছি। এখন যা তোমাকে বলছি তাই কর। এই অসি দিয়ে জয়সিংহকে মেরে নিজের অধিকারের প্রতিষ্ঠা কর। (ভীমসিংহ রাজসিংহের পদপ্রান্তে অসি রক্ষা করিল) পারবে না?

ভীম। (মস্তক অবনত করিয়া দুই পদ পিছাইয়া গেল)

রাজ। আবার ব'লছি ভীমসিংহ! যদি তোমার ধর্ম্মতঃ প্রাপ্য রাজ্য ভবিষ্যতে পাবার ইচ্ছা থাকে, মেবারকে যদি এর পর ঘোর বিপদে নিক্ষিপ্ত দেখ্‌তে অভিলাষ না হয়, (অসি কোষ মুক্ত করিয়া) এই উন্মুক্ত অসি নিয়ে এই মুহূর্ত্তেই তোমার ভ্রাতার প্রাণবধ কর।

ভীম। পিতা আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন। সমস্ত হিন্দু একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা জেনে সতৃষ্ণ নয়নে আপনার মুখের পানে চেয়ে আছে। আমার চিন্তায় আপনাকে ব্যাকুল রেখে তাদের নিরাশ করব না। আপনার পাদস্পর্শ ক'রে এই আমি প্রতিজ্ঞা করছি—আজ থেকে

আমি সমস্ত স্বত্বের আশা পরিত্যাগ করলুম। প্রফুল্লমনে জয়-সিংহকে আমার সমস্ত ন্যায্যাধিকার দান করলুম।

রাজ। ভবিষ্যৎ রাণা ভীমসিংহ!

ভীম। আর নই। ভবিষ্যৎ এই পদরেণুতে মিশিয়ে দিয়েছি। এই রাত্রেই আমি এ রাজ্য পর্য্যন্ত ত্যাগ করব।

রাজ। বৎস! অভিমান ক'রনা।

ভীম। আমার মনের প্রফুল্লতায় বিশ্বাস হ'ল না পিতা? আপনার অভিমান ব'লে বোধ হল? বেশ তবে অভিমান। প্রথমতঃ, সূতিকাগৃহে মাতৃঘাতী নিয়তির উপর অভিমান। দ্বিতীয়তঃ না—না—হে পিতা, হে রামচন্দ্রের তুল্য গুণালঙ্কৃত অনাথ শরণ মেবাররাজ! আপনার উপরে অভিমান করতে গেলে অগ্রে আমার দেহ ধারণের উপরেই অভিমান আসে। সে অভিমান দারুণ বজ্রের প্রহারের মত, শিলাবিদ্রাবী আগ্নেয়-গিরিগহ্বরের উত্তাপের মত, বস্তুতাবিহীন হয়েও কঠোর, অন্ধকারে জন্ম গ্রহণ করেও শতসূর্য্যের প্রখরতায় প্রদীপ্ত। আর—আর তোর লক্ষ্য বস্তু কোথা আছে অভিমান? এ বিশাল ভুবনের কার উপর আর আমি অভিমান করতে পারি? কই মহারাজা আর কেউ নেই! হারে বিষয় বাসনা! তোর এত প্ররোচনা যে, এই পৃথিবীতে স্বর্গের যা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিবিম্ব, জননীর সন্তান স্নেহ—তাও কিনা নারী তোর জন্য অনায়াসে সপত্নীপুত্রকে বিক্রয় করে!

রাজ। ক্ষান্ত হও ভীমসিংহ! রাত্রি প্রভাতে সামন্ত, সরদার প্রজা-

সকলকে ডাকিয়ে তাদের সম্মুখে আমি তোমাকে সিংহাসন দান করতে প্রস্তুত হচ্ছি।

ভীম। সিংহাসন? আপনাকে নিক্ষেপ করে, আপনার জীবদ্দশায় রাজপুতানার শ্রেষ্ঠ নৃপতির সিংহাসন গ্রহণ করব আমি? (প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ) পিতা! এই চললুম। যদি রাজসিংহের ঔরসে জন্মগ্রহণ করে থাকি, আজ থেকে তবে আর এই দোবারি গিরি-পথের মধ্যে বিন্দুমাত্রও জলগ্রহণ করব না। [প্রস্থান।

রাজ। গরীব দাস—গরীব দাস! যাক্!—মিলিয়ে গেল! কিসের সঙ্কোচ অন্ধকার? তুমি লজ্জায় মুখ আনত করছ কেন? আর আমি ওকে দেখতে পাচ্ছিনা বলে? তাতে তোমার লজ্জা কেন? আমি ওকে কখন দেখতে পাইনি। ওর জন্মের পরমুহূর্ত্ত থেকে তোমার এই ঘনীভূত হয়ে আসার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত একদিনের জন্যও ওরূপ আমার চক্ষে প্রস্ফুটিত হয়নি। সুতরাং সঙ্কোচ কেন অন্ধকার? পর্ব্বত প্রাচীরের মত, মৃত্যুর যবনিকার মত চির দুর্ভেদ্য হৃদয় নিয়ে তুমি নিঃসঙ্কোচে এই অন্ধদৃষ্টিকে আবৃত কর।

(গঙ্গাদাসের প্রবেশ)

গঙ্গা। গরীবদাসকে ডাকছিলেন কেন মহারাজ? সে ত এখানে নেই!

রাজ। ঠিক—ঠিক। সে এখানে নেই। এ যে রাত্রিকাল! সে ত এ সময় এখানে থাকে না!

গঙ্গা। আজ্ঞে না মহারাজ, তাকে যে আপনি কোথায় পাঠিয়েছেন।

রাজ। ওঃ! মনে ছিল না। তা হ'লে, প্রভাত না হ'লে তার সঙ্গে দেখা হবে না।

গঙ্গা। প্রভাতেই বা সে কেমন ক'রে আসবে!

রাজ। ঠিক্ ঠিক্—সালুম্ব্রা সরদারকে আনতে তাকে পাঠিয়েছি। সত্যই ত, তাহ'লে প্রভাতে সে কেমন ক'রে আসবে। কিন্তু কি জান গঙ্গাদাস, আমি আজিকার রাত্রি-প্রভাতের কথা বলছি না। এক মাস পরে যদি সে ফিরে আসে, আমি সেই এক মাস দূরের প্রভাতের কথা বলছি। এক বৎসর পরে যদি সে ফিরে আসে, আমি সেই আরও দূরের কথা বলছি, যদি এক যুগ পরে আসে—না, না, না গঙ্গাদাস—মাস দিয়ে, বছর দিয়ে, যুগ দিয়ে সে প্রভাতের দূরতা মাপতে যাচ্ছি কি! সে কি এত কাছে? সে প্রভাতের অভ্যুদিত সূর্য্য এমন করে কি রাত্রির অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে? ওই বীরের অভিমান রঞ্জিত মুখশ্রী দেখতে এখনও পর্য্যন্ত কি সে প্রলুব্ধ হয় না? অন্ততঃ এই উত্তপ্ত মরুসম চক্ষুতারকার উপরে নৃত্যশীল মরীচিকার মত একটি বারের জন্যও কি তাকে ভাসিয়ে তোলে না?

গঙ্গা। কাকে মহারাণা?

রাজ। আমি ধরতে যাব, সে সরে যাবে। আবার ধরতে যাব, আবার সে সরে যাবে। যখন ধরব গঙ্গাদাস, তখন জগৎ দেখবে উত্তপ্ত বালুকা পাহাড় হয়ে আমাকে আবার নরকের অন্ধকারে ডুবিয়ে দিয়েছে। [প্রস্থান।

গঙ্গা। এ কি রকমটা হল! মহারাণার এরূপ ভাব ত আমি আর কখন দেখিনি! মহারাজ! মহারাজ!

চতুর্থ দৃশ্য।

উদয়পুর—প্রাসাদ অন্তঃপুর।

বীরাবাই ও জয়সিংহ।

রাণী। ধিক্ তোমাকে জয়সিংহ!

জয়। তুমি আমাকে ধিক্কার দিচ্ছ?

রাণী। একবার—বার বার তোমাকে বলি—ধিক্। মহারাণার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা ক'রে পিছন ফিরতে না ফিরতেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে? তোমাকে গর্ভে ধরেছি ব'লে গর্ব্ব করবারও অধিকার আমার রইল না!

জয়। সেটা আর মনে করবার দরকার কি? মনে কর ভীমসিংহকেই তুমি গর্ভে ধারণ করেছ।

রাণী। হায়! তা যদি মনে করতে পারতুম!

জয়। আক্ষেপ কেন, তাই কর। আমাকে মনে কর তোমার সপত্নী পুত্র! মা! এখন বুঝতে পারছি, তুমিও ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছ।

রাণী। কিসের ষড়যন্ত্র জয়সিংহ?

জয়। মেবারের সিংহাসনে আমার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে। নইলে, কোথাও কিছু নেই, ছোটভাই নিজেকে আজ বড় বলে পরিচয় দেয় কেন? পিতা বিলক্ষণ জানেন, এরূপ ধৃষ্টতার কথা আমার সম্মুখে কইলেই ভীমসিংহ আমার কাছে শাস্তি

পাবে, তাই কৌশলে প্রতিজ্ঞার ছল করে আমার হাত পা বাঁধবার চেষ্টা করেছিলেন। মনে করেছিলেন, প্রতিজ্ঞা করলেই ভীমসিংহের কাছে আমার সমস্ত অপমান, আমি নীরবে সহ্য করব। আমার সঙ্গে সরল ব্যবহার করলে আমি অনায়াসে তাঁর সম্মুখে রাজ্যের অধিকার পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করতে পারতুম। কিন্তু মা, শুনে রাখ, আমি প্রতারণার কেউ নই। যদি বুঝি তুমিও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছ, তাহলে তোমাকেও 'মা' বলা পরিত্যাগ করতে ইতস্ততঃ করব না।

রাণী। অতি অল্প সময় তোমরা মহারাণার কাছ থেকে চলে এসেছ। এরই মধ্যে ভীমসিংহ তোমার কি অপমান করলে?

জয়। কি করলে, তোমার সেই প্রিয় সন্তান কাছে এলে তাকে জিজ্ঞাসা ক'র।

রাণী। আমার যে কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না জয়সিংহ?

জয়। বিশ্বাস হচ্ছে না? তবে কি আমি এতই পশু যে, পিতার কাছে প্রতিজ্ঞা করবার পরক্ষণেই বিনা উত্তেজনায় কনিষ্ঠ ভাইয়ের গায়ে অস্ত্র তুলতে উদ্যত হয়েছিলুম! এক বিছানায় শুতে গিয়ে আমার মাথায় তার পা ঠেকে গেল। তখন মনে করেছিলুম, অসাবধানে ঠেকেছে। এখন বুঝছি দুরাত্মা ইচ্ছা পূর্ব্বক ঠেকিয়েছে। অসাবধানতা মনে করে আমি প্রথমে সেটা গ্রাহের মধ্যেই আনিনি। কিন্তু তার কথা শুনে আমি আর ধৈর্য্যধারণ করতে পারলুম না।

রাণী। কি বললে?

জয়। বললে—"ভাই! হঠাৎ তোমার মাথায় পা ঠেকে গেছে, কিছু মনে কর না। তবে আমি জ্যেষ্ঠ। এতে তোমার কল্যাণ হবে।"

রাণী। অমনি বুঝি তুমি অস্ত্র নিয়ে তাকে আক্রমণ করলে?

জয়। তবে কি ফুল বিল্বপত্র নিয়ে সেই চরণে অঞ্জলি দেব নাকি। আজই তার ধৃষ্টতার শেষ করতুম, পিতা সহসা উপস্থিত হয়ে সে শুভ কার্য্যে বাধা দিলেন।

রাণী। সে ঠিক বলেছে। (জয়সিংহ তীব্র দৃষ্টিতে রাণীর মুখপানে চাহিল) তোমার কল্যাণই হবে জয়সিংহ!

জয়। মা!

রাণী। উত্তেজিত হয়ো না—

জয়। সে আমার জ্যেষ্ঠ?

রাণী। তোমার জ্যেষ্ঠ। যদিও অতি অল্প সময় পূর্ব্বে সে ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তথাপি সে জ্যেষ্ঠ। সর্ব্ব প্রকারে তোমার নমস্য। জ্ঞানেই হ'ক, অন্যমনস্কতাতেই হ'ক সে যদি তোমার মাথাতে পা ঠেকিয়ে থাকে, তা'তে তুমি নিজেকে ভাগ্যবান ভিন্ন কদাচ ভাগ্য-হীন মনে কর না।

জয়। সত্য বলছ মা?

রাণী। এখনও তুমি এ কথাকে কি মিথ্যা বলতে সাহস কর?

জয়। আমি তার কনিষ্ঠ?

রাণী। তুমি তার কনিষ্ঠ।

জয়। জ্যেষ্ঠের ন্যায্য প্রাপ্য যে শ্রদ্ধা আঠারো বৎসর ধরে আমি তার

কাছে দাবী ক'রে এসেছি, সেই শ্রদ্ধা সুদে আসলে অবনত মস্তকে তার চরণপ্রান্তে আমাকে উপস্থিত করতে হবে ?

রাণী । আমার কথা যদি মিথ্যা মনে না কর ।

জয় । মিথ্যা বলতে আর সাহস করি না, কিন্তু সত্য বলতেও ভয় করছে । ভীমসিংহের প্রতি তোমার যে স্নেহ দেখেছি, তাইতেইত তার প্রতি আমার এত ঈর্ষা । মা ! এত বড় একটা জগতের অনুপম বস্তু মাতৃস্নেহ, সেটা তোমার কাছে কিনা অভিনয়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল ?

রাণী । আমি তাকে স্নেহ দিয়েছি, তোমাকে তৎপরিবর্তে রাজ্য দিয়েছি জয়সিংহ ।

জয় । রাজ্য—রাজ্য ? মা ! শত মেবারের সিংহাসন বিনিময় কর—আমার স্নেহ ফিরিয়ে দাও । ফিরিয়ে দাও মহারাণী, সেই মাতৃস্নেহ, যার একটু সূক্ষ্মধারায় দুনিয়ার সমস্ত সিংহাসনের মণি-দীপ্তি নৃত্য করে, আকাশের জ্বলন্ত চন্দ্র তারকা অবগাহন ক'রে শান্তি পায় ।

রাণী । এখন ! এখন আর স্নেহ কোথায় পাব জয়সিংহ ! অভিনয় দেখাতে গিয়ে, কোন্ অসাবধান মুহূর্তে স্নেহের ভাণ্ডার উন্মুক্ত ক'রে ওই সপত্নীপুত্রের মাথায় নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছি । জয়সিংহ ! তুমি রাজ্য নাও । আজ আমি তাকে সত্য কথা না বললে, আর তার সুমুখে দাঁড়াতে পারব না । জয়সিংহ, জয়সিংহ ! পালাও, পালাও । শিগ্‌গির পালাও ।

জয় । কেন ? (নেপথ্যাভিমুখে নিরীক্ষণ করিয়া) পালাবো ?

আমি? পিতা—রাজা। তাঁর শাসনদণ্ডকে রাণাবংশধর হয়ে আমি পৃষ্ঠ দেখাব?

রাণী। দাঁড়া হতভাগ্য, দাঁড়া। মেবারীর প্রাণ উৎসর্গ করবার কত মাহেন্দ্রক্ষণ এর পর তোর সুমুখে উপস্থিত হবে। (জয়সিংহকে আকর্ষণ করিয়া নিজের পশ্চাতে আনয়ন।) দাঁড়া।

(উন্মুক্ত অসি হস্তে রাজসিংহের প্রবেশ)

রাজ। ধিক্ কাপুরুষ! মায়ের অঞ্চলতলে লুকিয়ে বাঁচতে চাও।

জয়। মা! ছেড়ে দাও।

রাণী। মহারাজ! অগ্রে আমাকে হত্যা করুন।

রাজ। সরে যাও রাণী! ওরূপ কুলাঙ্গার পুত্রের জীবন রক্ষার ব্যাকুলতা দেখিয়ে নিজের গৌরব হানি ক'র না। তুমি মেবারী মহিলাকুলের প্রতিনিধি।

রাণী। কাটতে হয়—বিচার করে কাটো রাজা।

রাজ। আমি নিজেই সাক্ষী। দুরাত্মা আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করে, পিছন ফিরতে না ফিরতেই ভঙ্গ করলে! ওরূপ কুলাঙ্গার কাপুরুষ সিংহাসনে বসবার পরদিনেই মেবার মোগলের করতলগত হবে। সরে যাও—আমি ওকে কাটবো।

জয়। সরে যাও মা, সরে যাও। আমি তোমার ভিক্ষা দেওয়া জীবনে বেঁচে থাকতে চাই না। কি আপদ, ছেড়ে দাও।

(রাণীকে পশ্চাৎ করিয়া, ও রাজসিংহের সম্মুখে জানু পাতিয়া অবনত মস্তকে অবস্থান)

রাজ। পুত্রের মৃত্যু দেখতে সাহস থাকে দাঁড়াও। না থাকে চলে যাও। গেলে না? বেশ! তোমার হৃদয়বলের প্রশংসা করি।

(অস্ত্র উত্তোলন। পশ্চাৎ হইতে গঙ্গাদাসের প্রবেশ ও রাজসিংহের উদ্যত হস্তধারণ)

রাজ। বড় বেয়াদবী কার্য্য করলে গঙ্গাদাস!

গঙ্গা। শক্তাবতেরা এ কার্য্যটা চিরকালই যে করে আসছে রাণা! মহাত্মা প্রতাপসিংহের সময় থেকে আরম্ভ করে, আজও পর্য্যন্ত কোনও শক্তাবৎ কোনও রাণার খেয়ালের পোষকতা করতে পারলে না। কিন্তু বিধাতার কি বিচিত্র আদেশ, আজও পর্য্যন্ত তারাই কেবল রাণার পবিত্রদেহের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হয়ে আসছে।

রাণী। মহারাজ! যদি রামচন্দ্রের আদর্শে রাজ্যশাসনই আপনার অভিপ্রায় হয়, তাহ'লে সর্ব্বাগ্রে আমাকে শাস্তি দেওয়াই আপনার কর্ত্তব্য। কেননা আমিই সবার চেয়ে অপরাধী।

জয়। মিছে কথা মা! সবার চেয়ে অপরাধী ইনি। এই সকল স্ত্রৈণের শিরোমণি মেবারপতি রাজসিংহ। যিনি জীবিত স্ত্রীর প্ররোচনায় তাঁর পরলোকগতা পাটরাণীকে প্রতারণা করেছেন। মহাবীরের অভিমান নিয়ে একটা সদ্যোজাত শিশুর কাছ থেকে তার রাজ্য ঐশ্বর্য্য কেড়ে নিয়েছেন।

রাজ। উঠ জয়সিংহ! তুমি ঠিক বলেছ। সর্ব্বাপেক্ষা অপরাধী আমি। যদি কাউকেও শাস্তি দিতে হয়, তাহলে সর্ব্বাগ্রে আমাকেই শাস্তি দেওয়া আমার কর্ত্তব্য।

রাণী। মহারাজ! এইবারে আমি গলবস্ত্রে করজোড়ে আ
কাছে প্রার্থনা করছি, জয়সিংহকে তার জ্যেষ্ঠ সহোদরের পা
মাথা রাখবার অধিকার প্রদান করুন।

গঙ্গা। জ্যেষ্ঠ?—আবার জ্যেষ্ঠ কে রাণী? এই ত রাণার জ্যে
জয়সিংহ!

রাণী। না গঙ্গাদাস।

গঙ্গা। মহারাণা!

রাজ। না গঙ্গাদাস!

রাণী। আদেশ করুন মহারাণা। জয়সিংহের হয়ে আমি ব
এ জীবনে আর কখন সে ভীমসিংহের সঙ্গে বিরোধ করবে না।

জয়। কেন—তুমি আমার হয়ে বলবে কেন? আমি বলছি—
পিতা, কিরূপে প্রতিজ্ঞা করলে আমার কথায় আপনার বি
হয়? যদি এই অস্ত্র বুকে প্রবেশ করালে আপনার বিশ্বাস
আমি এখনি তাও করতে প্রস্তুত আছি!

রাজ। (কম্পিত কণ্ঠে) জয়সিংহ!

রাণী। মহারাণা! নিঃসঙ্কোচে আদেশ করুন। যদি আমা
আপনার অবিশ্বাস হয়, যদি মনে হয়, রাজজননী হবার লো
ভবিষ্যতে ভীমসিংহের বিরুদ্ধে পুত্রকে আমি উত্তেজিত কর
পুত্রকে আত্মঘাতী হ'তে না দিয়ে, এখনি আপনার সম্মুখে পু
ঘাতিনী হই।

রাজ। না রাণী, আমাকে অপুত্রক ক'র না।

রাণী। অপুত্রক? কি মহারাজ? কোথা ভীমসিংহ?

রাজ। জয়সিংহ! অসি নাও।

জয়। কোথায় আমার দাদা?

রাজ। রাণী! বালক আমার হাত থেকে অসি না নিতে চায়, তুমি দাও। সূতিকাগৃহে তোমার পুত্রের হাতে স্বর্ণবলয় পরিয়ে তাকে ভবিষ্যতে সিংহাসনের অধিকার অঙ্গীকার ক'রেছিলুম। আজ এই অসি তাকে দিয়ে আজ হ'তেই তাকে মেবারের রাণা বলে স্বীকার করছি। ভয় নেই রাণী, আমি তোমার পুত্রকে শঙ্কটে ফেলে চ'লে যাব না। মোগলসম্রাটের সঙ্গে সত্বরই আমাদের বিরোধ বাধবার সম্ভাবনা। যদি হয়, আমি রাণার সঙ্গে মেবার সৈন্যের সেনাপতিত্ব করব। নাও রাণী, আমি অতি আনন্দের সহিত তোমার পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করছি—মেবারের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকবে জেনে করছি। নাও রাণী, নাও। আমাকে সত্যে পতিত কর না।

জয়। বলুন পিতা, কোথায় আমার দাদা?

রাণী। বল স্বামিন্, কোথায় আমার পুত্র ভীমসিংহ?

রাজ। তুমি যে স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে আছ গঙ্গাদাস। আমি ভীমসিংহের কনিষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সমস্ত সামন্তের সন্দেহ দূর করেছি। কেবল তোমাদের দুই ভ্রাতার সন্দেহ দূর করতে পারিনি। রাণার রক্ষক হওয়া শক্তাবৎ কুলের চিরাধিকার। কই তুমি ত জিজ্ঞাসা করলে না "কোথায় ভীমসিংহ?"

গঙ্গা। আপনি তাকে হত্যা করেছেন রাণা! (গঙ্গাদাস প্রস্থানোদ্যত)

রাজ। না—না গঙ্গাদাস ফেরো। আমি তাকে হত্যা করিনি

[

সে আমাকে হত্যা করেছে। হত্যা ক'রে পিতৃঘাতী উদয়পুর থেকে পালিয়েছে।

গঙ্গা। পালিয়ে থাকেন, আমি তাঁকে ধ'রে আন্‌বো রাণা!

রাজ। বেশ—বেশ—তবে শোন গঙ্গাদাস! সে যদি উদয়পুরে ফিরে আসে—আমি তার মুখ দর্শন করব না।

রাণী। দোহাই রাণা, এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য মুখে আনবেন না।

রাজ। কিন্তু যদি না আসে—যদি না আসে? গঙ্গাদাস! আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, সে পিপাসার তাড়নায় উন্মত্ত হয়ে দোবাবির গিরি-পথ লক্ষ্যে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছে। গঙ্গাদাস! দোবারি ঘাটের এপাশে কোনও প্রকারে তাকে এক বিন্দু জল খাওয়াতে পারো। একবিন্দু—একবিন্দু নিদাঘে চাতক যা পাবার জন্য আকাশ পানে চেয়ে আর্ত্তনাদ করে। পিতৃপুরুষ যা পাবার জন্য উন্মত্ত ঝঞ্ঝায় হাহারবে ঘুরে বেড়ায়—একবিন্দু।

[প্রস্থান।

গঙ্গা। মা! আমি যে বড় বিপদে পড়্লুম। কি কর্‌ব বুঝতে পার্‌ছি না।

রাণী। আমি বুঝতে পেরেছি। তোমার আর কিছু করতে হবে না। তুমি রাজার অনুসরণ কর।

গঙ্গা। কুমারকে ফিরিয়ে আনতে যাব না।

রাণী। তুমি তাকে ফেরাতে পার্‌বে না। লাভের মধ্যে পথের মাঝে তার গতিরোধ করে তুমি তার মৃত্যুর কারণ হবে। যেতে চাও, এই বুঝে তার অনুসরণ কর।

গঙ্গা। তবে কি রাণার জ্যেষ্ঠপুত্র বিনাপরাধে চির নির্ব্বাসিত!

রাণী। দেখি—দাঁড়াও, ভেবে দেখি। দোবারি? এখান থেকে কতদূরে সে গিরি শঙ্কট গঙ্গাদাস?

গঙ্গা। কুমার ভীমসিংহের ন্যায় শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী এখন থেকে যদি ছুটতে আরম্ভ করে, কাল সন্ধ্যায় তার পাদমূলে উপস্থিত হতে পারে। [গঙ্গাদাসের প্রস্থান।

রাণী। দোবারি পার হ'তে?

জয়। সে দূরের কথা তোমার জানবার দরকার কি মা? আমি যাচ্ছি।

(জয়সিংহ প্রস্থানোদ্যত, রাণী ছুটিয়া চলিলেন ও তাহাকে ধরিলেন।)

রাণী। ভবিষ্যৎ রাণা! তুমি কোথায় যাও!

জয়। ভবিষ্যৎ রাণা আমি নই রাণী। ভবিষ্যৎ রাণা ভীমসিংহ।

রাণী। ঠিক?

জয়। আগে ভাইকে ধ'রে আনি, তারপর জিজ্ঞাসা ক'র।

রাণী। তবে শোন জয়সিংহ! রাজ-জননী হবার জন্য এতদিন বড়ই ব্যাকুল ছিলুম। আজ আমি দরিদ্রের জননী হবার জন্য ব্যাকুল হয়েছি। সে যদি রাজা হয়, তবেই জানবে আমি তোমার মা। তুমি যদি রাজা হও, আমি মনে করব, সেই মাতৃহীন শিশুকেই আমি গর্ভে ধারণ করেছি।

পাং· চাপদানী

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গরীবদাসের গৃহ।

গরীব দাস ও সুজাতা।

সুজাতা। বটে! তুমি রোজ রোজ চোরের মত লুকিয়ে লুকিয়ে আসবে, আর লুকিয়ে লুকিয়ে পালাবে? কেন না আমি তোমাকে বিবাহ-বন্ধনে ফেলে তোমাকে চোরের চেয়েও অপরাধী করেছি? কেন না আমি তোমাকে সাধারণ স্ত্রীর চেয়ে একটু বেশি রকমের আদর করি? কুঞ্চিত কেশগুচ্ছে মাঝে মাঝে খেয়ালের ঝোঁকে দু'একটা অযাচিত টান দিই! আর পৃষ্ঠদেশে অন্যমনস্কে দু'একটা অপ্রয়োজনীয় মুষ্টির মাধুর্য্য মাখিয়ে দি! কেমন? এই জন্যই না তুমি এমন ভালবাসা-মহাকাব্যের পলায়ন সর্গটা দেখাতেই সর্ব্বদা শশব্যস্ত! আজ তোমায় বেশ সুবিধা মত পাকড়াও করেছি। আমি বাড়ীতে নেই জেনে তুমি নিঃসঙ্কোচে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছ—সুতরাং তুমি আজ সুবিধা মতই আমার আয়ত্তে এসেছ। আমি যে এত রাত্রে পিত্রালয় থেকে শ্বশুরালয়ে অভিসার করবো, সু পরিপাটি আহারের চাপে বিরহব্যথাকে কুক্ষিগত না ক'রে সুনিদ্রিত অবস্থায় বিছান থেকে উঠে, আমি যে আমার নাথের

জন্য ব্যাকুল ভাবে তার ঘরের দ্বার আগলে দাঁড়াবো, এত আমার মূর্খ নাথ বুঝতে পারে নি। (দ্বারের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল)। ওই যে বঁধু তাড়াতাড়ি পোষাক পরিবর্ত্তন করছেন। অতিব্যগ্রতায় কোমর বন্ধ আঁটছেন। ওই যে মাথার উষ্ণীশ পর্‌ছেন। ওই যে বড় আয়নায় একবার মুখ খানা দেখে নিচ্ছেন। ওই আয়নার ভিতর দিয়ে আমাকে দেখতে পেয়েছেন। ওই পালাবার পথ খুঁজছেন। কিন্তু হায় মুর্খ প্রাণেশ, বাড়ী থেকে পালাবার এই একমাত্র পথ। যেখানে দাঁড়িয়ে তোমার গতিরোধ কর্‌তে বড় সতর্ক প্রহরিণী।

(গরীবদাসের দ্বার সমীপে আগমন)

গীত

ওসে এসে কেন চলে যায়,
জেনে আয় সখি জেনে আয় সখি জেনে আয়।
কি যেন কি কথা বলিবে বলে,
এসে সে দাঁড়ালো বকুল তলে,
চোখে চোখ দিয়ে ফিরায়ে সে নিলে
যেন কি গভীর নিরাশায়।

গরীব। আরে গেল! আমি মনে ক'রেছিলুম এতদিন পরে যখন বাপের বাড়ীতে গেছে, তখন কিছুদিনের জন্য এখানে আসবে না। এই রাত্রিতেই ফিরে এসেছে!

সুজাতা। তোর অন্যায় সুজা? তুই এত ভালবাসতে যাবি কেন তোর এমন স্বামী সর্ব্বদাই তোর কাছটিতে বসে থাকতে ভালবাসে

তোকে এক দণ্ড না দেখলে দুনিয়া অন্ধকার দেখে—নামেও গরীব, কাজেও গরীব—আহা! একে ছেড়ে তুই তাকে এত ভাল বাসতে যাবি কেন? বল্ নইলে এখনি একটি কিলে তোর মাথা চূর্ণ ক'র্‌বো। তুই তাকে দেখবার জন্য সমস্ত দৃষ্টি তার আসবার পথে ছড়িয়ে রাখিস্। তার কথা শোনাবার জন্য তোর কান দুটোকে দুনিয়ার সমস্ত শব্দের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখিস্! তোর বাড়ীর উঠানে তার পায়ের মৃদু শব্দ পাহাড় ভাঙার সুরে তোর হৃদয় দ্বারে আঘাত করে।

গরীব। তোমার মুণ্ডু করে। নাও, পথ ছাড়।

সুজাতা। য়্যা তুমি! সে নয়—তার বদলে ছি ছি, তুমি! আহা! কি অন্যায় রকমের সুন্দর সে! তার চঞ্চল চক্ষু পলকের তলে নীল তারা দুটো কি নিষ্ঠুর রকমের উজ্জ্বল! তার কথার ভিতরে ভিতরে কি এক পাগল সেতারের আত্মহারা ঝঙ্কার!

গরীব। বেশ, সেই সুন্দরকে নিয়েই তুমি দিন কতক নিরালায় কাটিয়ে দাও। আর আমার পথ ছাড়। আমাকে এখনি অন্যত্র যেতে হবে।

সুজাতা। সেকি নাথ! আমার এই কথা শুনে তুমি আমাকে তিরস্কার কর্‌লে না!

গরীব। তুমি যে তিরস্কারের উপরে চলে গেছ।

সুজাতা। তাই যদি গিয়ে থাকি, তাহলে এমনি ক'রে (উষ্ণীষ আকর্ষণ) আমার সুবিন্যস্ত কেশরাশি করায়ত্ত ক'রে, পৃষ্ঠদেশে এইরূপ মুদ্গর সদৃশ মুষ্টি প্রহারে আমাকে বুঝিয়ে দিলে না কেন,

আমি এই হৃদয় আরশিতে পড়া নিজের ছায়াটাকেও তিরস্কার ক'র্‌তে পার্‌ব না।

গরীব। সুজা! (করযোড় করিল)

সুজা। (সহসা গম্ভীর হইয়া) ওকি!

গরীব। আজ আমাকে ছেড়ে দাও!

সুজা। (পথ ছাড়িয়া, হস্ত নির্দ্দেশে) যাও।

গরীব। কিছু মনে ক'র না। আমাকে মেবারের এক শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহীর অনুসরণে যেতে হবে। যেতেই হবে। সে অনেকক্ষণ নগর ছেড়ে চলে গেছে। যাঁরা আমাকে পাঠাচ্ছেন, তাদের বিশ্বাস, আমি ভিন্ন এখন আর কেউ তাঁকে ধরতে পার্‌বে না। আমিও যদি পারি নিজেকে বহু ভাগ্যবান মনে ক'র্‌ব। মনে ক'রব—

সুজা। সে ত ভীমসিংহ।

গরীব। এই ত তুমি জানো সুজা। সে রাজার উপর অভিমান করে গৃহত্যাগ করেছে। তাকে ধ'র্‌তে হবে।

সুজা। ধ'র্‌তেই হবে?

গরীব। ধ'র্‌তেই হবে। সুতারাং তুমি কিছু মনে ক'র না।

সুজা। তোমার কথায় আলাপে আদরের একান্ত অভাব দেখেও কখনও কিছু মনে করিনি। একথা যদি সত্য হয়, তাহ'লে তোমার সেই সমস্ত পূর্ব্ব অবজ্ঞার সমষ্টি নিয়ে আজ আমি মনে ক'র্‌লুম। মনে করলুম, যথার্থই তুমি আমাকে অবজ্ঞা কর সর্ব্ব প্রকারেই তোমার স্ত্রী হবার যোগ্য নয় জেনে তুমি আমার সঙ্গে একটা কথার বিনিময় ক'র্‌তেও ঘৃণা কর।

গরীব। তা যদি মনে কর আমার দুর্ভাগ্য।

সুজা। যাও (গরীব গমনোদ্যত) তবে একটা কথা।

গরীব। বল।

সুজা। যেহেতু আমি তোমার স্ত্রী।

গরীব। বল—আমি শোনবার জন্য দাঁড়িয়েছি।

সুজা। ভীমসিংহকে ঠিক ভালবাস?

গরীব। তুমি মহাত্মা দয়ালসার কন্যা। সুতরাং আমার বিশ্বাস সত্যকথা শুনে তুমি কখনও বিচলিত হবে না।

সুজা। বল না, আমার চেয়েও তুমি তাকে ভালবাস।

গরীব। তুমিও তাকে ভালবাস বলে, আমি তোমায় এত ভালবাসি। নইলে, আমি শক্তাবৎ—আজন্ম সৈনিক। শয্যায় বিশ্রাম লওয়া দূরে থাক্, এ বয়স পর্য্যন্ত মাটীতেই আমি অল্প সময় পা দিয়েছি। অশ্বপৃষ্ঠে বসা, অশ্বপৃষ্ঠে আহার, অশ্বপৃষ্ঠেই আমার নিদ্রা। এই শক্তিতে আমার সমকক্ষ ব'লে এ মেবারে ভীমসিংহকে আমি সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসি। আমিও এ মেবারের মধ্যে তার একমাত্র সখা।

সুজা। না শক্তাবৎ!

গরীব। কি সুজা, আমি কি মিছে কইলুম!

সুজা। বোধ হচ্ছে। আগে একথা বিশ্বাস ক'রেছিলুম, কিন্তু এখন দেখছি, তুমি তার শত্রু। পরম শত্রু। তাকে ধরবার নাম করে হত্যা ক'রতে চলেছ।

গরীব। একথা বলবে শুধু দেওয়ানননন্দিনী অপূর্ব্ব বুদ্ধিমতী সুজাবাই।

সুজা। না প্রভু, সুজাবাই শুধু নির্জ্জনে নীরবে কাঁদবে। নির্জ্জনে

কেন? সে তখন আর কারও কাছে মুখ দেখাতে পার্‌বে না। নীরবে কেন—সে বুঝবে, যে এক মাতৃহীনকে আর এক মাতৃহীনা সহোদরার প্রাণে ভালবাসতো, তারই স্বামী তাকে পথের মাঝে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেছে। তার এ করুণকণ্ঠ দেবতাকে শোনা-বার তার উপায় থাকবে না।

গরীব। কি বলছ, আমি বুঝতে পারছি না।

সুজা। সুতরাং তুমি মূর্খ। সুতরাং তুমি যদি তার মিত্রও হও, তোমার মত মূর্খের মিত্রতার চেয়ে, তুমি পণ্ডিত হ'লে তোমার শত্রুতাও তার পক্ষে শতগুণে ভাল হ'ত।

গরীব। হেঁয়ালি রেখে, খুলে বল, আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।

সুজা। তাহ'লে তুমি আরও মূর্খ। রাজা আপনার কলঙ্ক ক্ষালন করবে, রাণী করবে। শেষে দেশবাসী জানবে, রাণার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে মিত্রতার অছিলায় হত্যা ক'রেছ তুমি।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। প্রভু! ঘোড়া তৈয়ার।

সুজা। যা—ফিরে যা। সাজ খুলেদে। আর এক ঘণ্টা পরে প্রস্তুত ক'রে নিয়ে আয়।

ভৃত্য। প্রভু।

গরীব। রক্ষা কর সুজা, আমি এখনও কিছু বুঝতে পারিনি।

সুজা। ভীমসিংহের অনুসরণে তুমি যাচ্ছ জেনে, তোমাকে নিয়ে

[।

করতে পিতৃগৃহ থেকে আমি ছুটে আসছি। আমার ভাগ্য ভালো, তাই তোমাকে ধরেছি।

গরীব। (ভৃত্যের প্রতি) ঘোড়া ধ'রে অপেক্ষা কর্।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

সুজা। আমি আড়াল থেকে আমার বাবার সঙ্গে আমার ভাসুরের কথাবার্ত্তা শুনেছি। শুনে বুঝেছি, রাণার উপর কি একটা দারুণ অভিমানে সে উদয়পুর ত্যাগ করেছে।

গরীব। তা ঠিক্। সহুরে যখন ফিরি, তখন তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আমি তাকে ডেকেছিলুম। সে কথার উত্তর দিলে না। তীরবেগে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে গেল। সঙ্গে সালুম্বা-সরদার। আমি অনুসরণ করতে পারলুম না।

সুজা। তুমি সখা। তবু সে তোমার কথায় উত্তর দেয়নি। সুতরাং বোঝ, তার কি প্রচণ্ড অভিমান! অভিমানের প্রথম উদ্যমে, স্থির জেনো, সে জীবন থাকতে কোনও উদয়পুরীকে ধরা দেবে না।

গরীব। ঠিক বলেছ সুজা! আমাকে আবদ্ধ করার অর্থ এইবারে বুঝতে পেরেছি।

সুজা। কেউ পিছনে আসেনি জানতে পারলে, অতি ক্লান্ত অশ্বারোহী পথের এক স্থানে না একস্থানে বিশ্রাম গ্রহণ করবে। কিন্তু যদি সে তোমাকে পিছনে দেখে, তাহ'লে আর সে বিশ্রাম করবে না। ছুটবে—যে বেগে সে আগে ছুটছিল, তার চেয়ে আরও অধিক বেগে ছুটবে। তার ফলে যদি তার জীবন যায়, সে মৃত্যুর জন্য দায়ী হবে তুমি।

গরীব। তবে কি যাবো না?

সুজা। অবশ্য যাবেন তবে তার অভিমানের প্রথম প্রকোপ বিলীন হ'তে দাও। আজ না ধ'র্‌তে পার কাল ধ'র্‌বে। তাকে ধরবার জন্য তোমার যথেষ্ট সময় পড়ে আছে। আগে সে তৃষ্ণার্ত্তকে জল অন্বেষণ করতে দাও। অশ্ব বাঁচুক, অশ্বারোহীর জীবন রক্ষা হ'ক, তার পর তাকে ধ'র। ধরতে যদি সারাজীবন তোমাকে তার অন্বেষণ করতে হয়—ক'র। আমি নির্জনে ব'সে কাঁদবো, তবু তোমার উপর অভিমান করব না।

(জলপাত্র হস্তে রাজসিংহের প্রবেশ)

রাজ। কিন্তু আমি যে অভিমান করব সুজাতা!

সুজা। একি! আমাদের এত ভাগ্য! তাঁর দরিদ্র কন্যার ঘরে রাণা!

রাজ। 'দেওয়ান কন্যা!' ভাগ্য কার, আগে আমার কথা শুনে উত্তর দাও। আমি অতি ভয়ে তোমার স্বামীর অন্বেষণে এসেছি। স্থির জেনেছিলুম, আমি তাকে দেখতে পাবনা। কিন্তু এসে দেখি বুদ্ধিমতী তুমি তাকে ধ'রে রেখেছ। না ধরলে, গরীবদাস, দোবারির পারে পৌঁছে, তোমাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই হতভাগ্যের মৃত্যু দেখতে হ'ত। দোবারির এপারে অগাধ জলরাশি। ঘাটের মধ্যে পাহাড়ভেদী ঝরণা। কিন্তু পারে? সুজাতা! কি শুষ্ক, কি কঠোর, কি উত্তপ্ত শিলা-প্রান্তর। আকাশ সেখানে কখন মেঘের অবগুণ্ঠন মুখে দেয় না। পাহাড় সেখানে কাঁদতে জানেনা। বায়ু সেখানে অগ্নিকণায় নিজের

তৃষ্ণা নিবারণ করে। যাও, এই জলপাত্র। সে অভিমানে দোবারির ঐ পাশে জলস্পর্শ করবে না প্রতিজ্ঞা ক'রে চলে গেছে।

গরীব। সুজা! এইবারে যাই?

সুজা। আর জিজ্ঞাসা করবার সময় নেই!—রাণার হাত থেকে জল নাও।—এখনি যাত্রা কর।

রাজ। এই নাও। মনের আবেগে এই জল নিয়ে আমিই ছুটে-ছিলুম। কিন্তু সুজাতা! কিছুদূর গিয়েই আমার ভয় হ'ল। হতভাগ্য এইখান থেকেই পিপাসা নিয়ে ছুটেছে। যদি আমার সুমুখেই তার মৃত্যু হয়? চোখের উপরে নিরপরাধ পুত্রের মৃত্যু দেখতে আমার সাহস হ'ল না। আমার পরে একমাত্র গরীবদাসই উপযুক্ত সময়ে তাকে ধরতে পারে, এই জেনে মা, আমি তোমার স্বামীর শরণাপন্ন হ'তে এসেছি।

গরীব। (নতজানু হইয়া) ওকথা বলবেন না প্রভু! আমি আপনার চিরদাস।

সুজাতা। (নতজানু) ও কথা বলে রাণা, আমার স্বামীর শক্তি লোপ করবেন না।

রাজ। তবে যাও—আর দাঁড়িয়োনা।

[গরীবদাসের প্রস্থান।

(নেপথ্যে অশ্বপদ শব্দ)

সুজা। (সিঁড়ি বাহিয়া ছাঁদে উঠিল।) দেখো অহঙ্কারী অশ্বারোহী! দেখো যেন তার নিষ্পন্দ ওষ্ঠের কাছে এ জলপূর্ণ পাত্র তুলতে

না হয়। শক্তাবতের বিপুলখ্যাতি, দোবারির পারে, মরুভূমির বক্ষের উপরে, যেন জলস্তম্ভের প্রতিষ্ঠা ক'রে উদয়পুরে ফিরে আসে।

রাজ। ভয় নেই সুজাতা, সে মরবে না। তুমিই তাকে বাঁচিয়েছ। শক্তাবতের প্রভুভক্তি আর পুত্রের দুর্ভাগ্য দুয়ে মিলে সে মুমূর্ষুর প্রাণকে তার দেহের ভিতরে ধ'রে রাখবে। তুমি চলে এস।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদয়পুর—রাজ-অন্তঃপুর।

বীরাবাই ও জয়সিংহ।

বীরা। ভ্রাতার অনুসন্ধানে বেরিয়ে এখনি যে ফিরে এলে জয়সিংহ?

জয়। পিতার আদেশে ফিরে এলুম। যাবার মুখেই তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ। তিনি বললেন, "বাদসার সঙ্গে যখন আমাদের যুদ্ধ বাধবার সম্ভাবনা, তখন প্রভাতেই তুমি বুন্দী যাত্রা কর। হার-রাজকুমারীকে বিবাহ ক'রে, সপ্তাহ মধ্যে তুমি উদয়পুরে নিয়ে এস। কেননা একবার যুদ্ধ বাধলে, আমরা অনেক দিন কোনও মাঙ্গল্য কর্ম্মের অবসর পাবোনা।"

বীরা। জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকতে কনিষ্ঠের বিবাহ কেমন ক'রে বৈধ হবে?

জয়। সে কথাও তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছি, তাতে তিনি যা উত্তর করলেন, তার প্রত্যুত্তর দিতে আমার আর বাক্য ছিল না।

বীরা। কি বললেন?

জয়। বললেন—"ভীমসিংহ যদি উদয়পুরে ফিরে আসে, তা'হলে তুমিই আমার একমাত্র পুত্র। যদি না আসে, তুমিই আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র। সুতরাং রাজ্যের উত্তরাধিকারী। বংশের উত্তরাধিকার বজায় রাখতে অচিরেই তোমার বিবাহ করা কর্ত্তব্য?"

বীরা। তবে তাকে ফিরিয়ে আনতে আমাকে অনুমতি দিলেন কেন?

জয়। বললেন—"আনতে পারলে অন্ততঃ তোমার কলঙ্কের মোচন হয়। প্রজারা অন্ততঃ জেনে সুখী হয়, তার নির্ব্বাসনে তোমার কোনও অপরাধ নেই!

বীরা। সে হতভাগ্য এমন কি অপরাধ করলে যে, মহারাণার ক্রোধ মর্ম্মান্তিক হয়ে গেল।

জয়। জিজ্ঞাসা ক'রে ছিলুম। উত্তর দেন নি।

বীরা। জয়সিংহ! তাহ'লে আমার প্রতিজ্ঞার কি হবে?

জয়। মা! তোমারও বড় বিষম অবস্থা।

বীরা। বিষম কি জয়সিংহ, আমার অবস্থা সেই নির্ব্বাসিত হতভাগ্যের চেয়েও ভীষণ। সমস্ত লোকাপবাদ অগ্রাহ্য ক'রে যদি আমি উদয়পুরে থাকতে পারি, তবেই আমার এ পুরীতে বাস সম্ভব। কিন্তু আমি রাঠোরকন্যা। আমি ত সে অপবাদ সহ্য করে এখানে এক তিলার্দ্ধ সময়ও থাকতে পারবো না।

জয়। তা বুঝেছি।

বীরা। হয় সেই চির নির্বাসিত হতভাগ্যের সঙ্গে বাস, নয় আত্মহত্যা, আমার তৃতীয় পথ আমি দেখতে পাচ্ছিনা। রাত্রি প্রভাতেই সমস্ত রহস্য প্রকাশিত হয়ে পড়বে। নিদ্রিত নগরবাসী ঘুম ভেঙে উঠে শুনবে ভীমসিংহই মহারাণার জ্যেষ্ঠ পুত্র। শুধু তারা শুনবে। আর তারা তাকে দেখতে পাবে না।

জয়। মা! তোমার অবস্থা দেখে আমি যে চোখের জল রাখতে পারছি না। অথচ বুঝে দেখ মা, প্রতিকারে আমি শক্তিহীন।

বীরা। জয়সিংহ! আমি দেখছি, প্রভাতের অরুণ আমাকে অঙ্গার-বর্ণা প্রেতিনী করবার জন্য উদয় অচলের অন্তরালে বসে এখন থেকেই আমার বুকের রক্ত দিয়ে তার ক্রুদ্ধ চক্ষু রঞ্জিত করছে। কি করি জয়সিংহ?

জয়। আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা ক'র না মা। তোমাকে যেটুকু বলতে পারি, সেইটা কেবল শুনে রাখ। পিতার সময়ে ভাই যদি উদয়পুরে প্রবেশ করতে না পায়, আমার সময়ে তাকে নিয়ে এস। যদি অদৃষ্ট বশে আমাকেই সিংহাসন পেতে হয়, আমি রাণা ভীম-সিংহের প্রতিনিধি হয়ে সে সিংহাসন গ্রহণ করব। যখনি সে ফিরবে, তখনি তার রাজদণ্ড তার হাতে তুলে দেব।

বীরা। যাও জয়সিংহ, প্রভাতে যদি তোমাকে হার-রাজকুমারীকে আনতে বন্দী যেতেই হয়, রাত্রির অবশিষ্ট সময়ের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ কর। তোমার কথায় অনেকটা আশ্বস্ত হলুম। অন্ততঃ বুঝলুম, আত্মহত্যায় জীবনের হীন অবসান আমাকে করতে হবে না। তাহ'লে—

জয়। এখনি কি যাত্রা করবে ?

বীরা। আর সময় কই জয়সিংহ! কাল যদি আমাকে যেতে হয়, তাহলে নগরবাসী বলবে—"আমাদের দৃষ্টির প্রকোপ সহ্য করতে না পেরে চোর রাণী পালিয়ে গেল।"

জয়। মা! আর তোমার মুখের দিকে চাইতে পারছি না। (অভিবাদন) বড়ই আক্ষেপ সঙ্গে যেতে পারলুম না। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) মা! মা! বৃদ্ধ দেওয়ান বুঝি তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে!

বীরা। বুঝি কেন—এত রাত্রে রাজগৃহে—আমার মহলে—বুঝি কেন, নিশ্চয় দেওয়ান আমারই কাছে আসছে। সন্তান মোহে আমি সকলকেই প্রতারিত করেছিলুম। জয়সিংহ! অনেকেই আমার কথায় সন্দেহ করেছিল, কেবল ওই বৃদ্ধ করেনি। আমাকে বাল্যে ওই মহাত্মাই রাণার গৃহে আশ্রয় দিয়েছে। আজকের সত্য প্রকাশে ওঁর উন্নত মস্তক রাণার চেয়েও হেঁট হয়েছে। তাই আসছে। সংবাদ পেয়েই ক্রুদ্ধ হয়ে ছুটে আসছে। রাত্রি প্রভাতের অপেক্ষা করতে পারেনি। যাও, তুমি আর দাঁড়িয়ো না। এই দিক দিয়ে চলে যাও। আমার সঙ্গে ওঁর কথাবার্তা তোমার শ্রুতিসুখকর হবে না। অথচ জয়সিংহ, তার মুখ হ'তে নির্গত অতি তীব্র বাক্যই বৃদ্ধের নিকটে আমার ন্যায্য প্রাপ্য—তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে আমাকে লজ্জিত হ'তে হবে। (কিঞ্চিৎ উগ্রভাবে) যাও জয়সিংহ সে লজ্জা থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দাও।

[জয়সিংহের প্রস্থান।

(গঙ্গাদাস ও দয়ালসার প্রবেশ)

গঙ্গা। এই যে রাণীমা, এইখানেই দাঁড়িয়ে আছেন।

দয়াল। মা! গঙ্গাদাসের মুখে যা শুনলুম তা ঠিক ?

বীরা। গঙ্গাদাসের মুখে আপনার শোনবার প্রয়োজন কি ? আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করুন।

দয়াল। ভীমসিংহ ?

বীরা। রাণার জ্যেষ্ঠ সন্তান।

দয়াল। দরবারে যখন এ কথা তুলব ?

বীরা। আমাকে দরবারে সাক্ষী মানবেন! আমি সমস্ত সামন্ত সরদারের সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করব!

দয়াল। তাঁকে যুবরাজ করলে, তোমার দিক থেকে এর পর আর কোনও আপত্তি উঠবে না।

বীরা। দয়াল সা! মন্ত্রিত্বের জটিল চিন্তার কাছে তুমি সমস্ত মাথাটাকে বিক্রয় করে ফেলেছ। সুতরাং আমার উত্তর তোমার মনোমত হবে না। প্রবীণ দেওয়ান! মাথার দিক দিয়ে চেয়ো না। যদি পার, একবার হৃদয়ের মধ্য দিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। ভীমসিংহকে রাজ্যাধিকারী করতে হয় ত এখনও আমি ইতস্ততঃ করতে পারি। এমন কি বাধা দিতে পারি। কিন্তু যাকে শৈশবে বুকে তুলে স্তন্যদান করেছি, আঠারো বৎসর মাতৃস্নেহে পালন করেছি, দয়াল সা, তার অদর্শন ক্লেশ আমি মুহূর্ত্তের জন্য সহ্য করতে পারছি না। আর কিছু তোমার বলবার আছে ?

দয়াল। কিছু না মা! কাঁদতে ভুলে গিয়েছিলুম। আজ তোমাকে অজস্র তিরস্কার করতে এসে,—এই বৃদ্ধ বয়সে চোখের জল নিয়ে ফিরে চললুম।

[দয়াল ও গঙ্গাদাসের প্রস্থান।

বীরা। ধীরে দরিদ্রা, ধীরে! দরিদ্রা ছিলি! সে দারিদ্র্যে তুই সুখ পাস্‌নি ব'লে, বিধাতা তোকে রাণী করেছিল। রাণী হয়েও সুখ পাস্‌নি। শেষে রাজ-জননী হ'বার লোভে, মৃত সপত্নীর শিশু সন্তানের রাজ ঐশ্বর্য্য চুরি ক'রে ছিলি! মনে করেছিলি, তার স্পর্শ বুঝি মলয়কণার চেয়েও কোমল। তার গান বুঝি শরতের কৌমুদী নির্ঝরের চেয়েও মধুর, তার হাসি বুঝি গগন-প্রান্তের বিজলীর চেয়েও সলজ্জ। সুতরাং ব্যস্ত কেন দরিদ্রা—ধীরে। চঞ্চলপদ! বিস্মৃত মাধুর্য্য পুনঃ সম্ভোগের জন্য এত ব্যাকুল কেন? তুই বলবি, দারিদ্র্য সদ্যোজাত শিশুর ক্রন্দনে তোকে অস্ফুট মা-মা রবে আকর্ষণ করছে। তবু ধীরে—তবু ধীরে দরিদ্রা! যখন কেঁদে কেঁদে শিশু হতাশ হয়ে বুঝবে এ জগতে তার মা নেই, তখন তাকে উষ্ণবক্ষের উপর তুলে ধ'রে তার পিপাসু অধরোষ্ঠকে বুঝিয়ে দিবি—"এই যে আমি তোর মা!" [প্রস্থান।

(সুজাতার প্রবেশ)

সুজাতা। দেখবো কেমন তুমি বিমাতা, আর দেখাবো তোমাকে আমিও কেমন সুজাতা। তোমার নিষ্ঠুরতার সঙ্গে আমার তীব্রতার আজ একটা বিষম লড়াই বাধিয়ে দেব। তাতে

চিরদিনের জন্যও যদি তোমার মুখ দেখা রহিত করতে হয়, তাতেও আমার কোনও আপত্তি নেই। রাণী! ঘর থেকে বেরিয়ে এস—কেন না তোমার ঘরের রেণু পায়ে স্পর্শ করতে আমার প্রবৃত্তি হচ্চে না। বেরিয়ে এস—ধিক্ দুর্ব্বল-চিত্তা! কথার উত্তর পর্য্যন্ত দিতে তোমার সাহস নেই! রাণী!

(জয়সিংহ ও রাজসিংহের প্রবেশ)

রাজ। কেন মিছে চীৎকারে গলা ভাঙছো সুজাতা—রাণী ঘরে নেই।

সুজাতা। তবে কোথায় রাণী?

রাজ। বলছি সরে এস। (গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া ও চাবী জয়সিংহের হস্তে দিয়া) এই নাও এ গৃহ এইরূপই রুদ্ধ রাখবে প্রতিজ্ঞা কর।

জয়। আমি তা পারবো না পিতা! (জয়সিংহের প্রস্থান)

রাজ। সুজাতা! রাণীকে তিরস্কার করতে এসেছিলে। আমি তৎপরিবর্ত্তে তোমাকে তার চির নির্ব্বাসনের ভার দিচ্ছি (চাবী ধরিয়া) গ্রহণ কর।

সুজাতা। আমি পারবনা রাণা। কোথায় রাণী আমাকে বলুন—বলুন রাণা! দয়া ক'রে বলুন।

রাজ। পুত্রদ্রোহিতা অপরাধের সমস্ত ভার সে আমার স্কন্ধে চাপিয়ে চলে গেছে। যেখানেই থাক্, শোন সুজাতা, রাজসিংহের স্ত্রৈণতা আর তার গতি ফেরাতে চাটুবাণী দিয়ে তাকে আকর্ষণ করবে না। যদি সে ফেরে, এই গৃহদ্বার থেকে ফিরিয়ে দিতে, এই অর্গল হাতে আমি নিজেই প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

সুজাতা। ধিক্ রাণা, ধিক্।

রাজ। সুজাতা! তুমি দয়ালসার কন্যা।

সুজাতা। এ ধিক্কার দিতে পিতাও যদি আমার প্রতি রুষ্ট হন—আমি তাঁকেও উদ্দেশে শুনিয়ে বলছি ধিক্ বৃদ্ধ চন্দাবৎ—ধিক্।

রাজ। তা হলে যে পথে রাণী গেছে, তোমাকেও আমি সেই পথ দেখিয়ে দিই। (হস্ত প্রসারণ করিয়া) যাও।

সুজাতা। এখনি।

তৃতীয় দৃশ্য।

দিল্লী প্রাসাদ—পাঠাগার।

আওরঙ্গজেব ও তয়বর খাঁ।

ঔরং। তয়বর! উদয়পুরে জিজিয়াকরের ইস্তাহার জারি করতে হবে! উপযুক্ত লোকের প্রয়োজন।

তয়বর। কিরূপ লোক পাঠাতে জাঁহাপনার অভিরুচি?

ঔরং। রাণার মর্য্যাদার অনুরূপ।

তয়বর। ইস্তাহার কিরূপভাবে জারি করতে চান—

ঔরং। রাণার প্রাসাদ দ্বারে।

তয়বর। জারি ক'রেই কি তাকে চলে আসতে হবে?

ঔরং। তাতে আমার দুর্নাম হবে না?

তয়বর । বিলক্ষণ দুর্নাম হবে ।

ঔরং । তবে ?

তয়বর । যেই যাক্, ইস্তাহার দিয়েই রাণার সঙ্গে তার সাক্ষাতের প্রয়োজন ।

ঔরং । কাকে তুমি পাঠাতে পার ?

তয়বর । হিন্দু না মুসলমান ?

ঔরং । হিন্দুর মধ্যে কাকে যোগ্য মনে কর ?

তয়বর । যোগ্য একমাত্র বিকানীর পতি শ্যামসিংহ !

ঔরং । আর মুসলমান ?

তয়বর । হয় দিলীর খাঁ, নয় আমি । কেননা সম্রাট কোন সাহজাদাকে পাঠাতে হয়ত সঙ্কোচ বোধ করতে পারেন ।

ঔরং । কিছু না । তবে কোনও সাহজাদা ত দিল্লীতে নেই । আকবর বাংলার পথে, আজিম কাবুলে, মোজাম দাক্ষিণাত্যে ।

তয়বর । সাহজাদা কাম্‌বক্স ?

ঔরং । সে কোথায় তুমি ত জান তয়বর খাঁ ?

তয়বর । সর্ব্বজ্ঞ সম্রাট ! আপনার দৃষ্টির সীমা আছে মনে করেছিলুম ।

ঔরং । সীমা অবশ্য আছে তয়বর খাঁ । দিল্লীশ্বর যখন জগদীশ্বর নয় । তবে সে দৃষ্টির সীমার বাহিরে যাবার শক্তি যে তোমার আছে তার নিদর্শন আমি আজও পর্য্যন্ত তোমাতে দেখতে পাইনি । তুমি জান, বেগম উদিপুরী জানে, আর যে জানে সে তার সঙ্গে গেছে । বেশ এই ইস্তাহার নিয়ে তুমিই উদয়পুর যাত্রা কর । দিলীর খাঁর দিল্লীতে থাকবার বিশেষ প্রয়োজন আছে । বিকানীর পতি বৃদ্ধ,

আমার হিতৈষী রাজপুত। মেবাররীর কাছে তাকে হাস্যাস্পদ করা আমি উচিত মনে করিনা।

তয়বর। দিন জাঁহাপনা, ইস্তাহার।

ঔরং। (ইস্তাহার দান) দিয়ে যত শীঘ্র পার, ফিরে এসো।

[তয়বরের প্রস্থান।

এই জিজিয়াকর। এটা আমার একটা বিচিত্র রকমের খেয়াল। এ খেয়ালটা যে কেন এলো তা এখনও আমি নিজেই বুঝতে পারছি না। ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, যোগী, সন্ন্যাসী—তাদের মাথার উপর কর! সে টাকা আদায় হ'য়ে যখন্ আমার রাজকোষে প্রবেশ করবে—ঘরের এককোণে তার সমস্ত জড় করলেও তা মেজের সমতলত্ব দূর করতে পারবেনা। অথচ আদেশ হিন্দু স্থানের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত চলে গেছে। এ খেয়াল কেন হ'ল! হিন্দুরা আমাকে গাল দেবে—আমি শুনে হাসবো। মুসলমান আমার জয় ঘোষণা করবে—আমি শুনে কাঁদবো। বুঝি, এই হাসিকান্নার মাঝখান দিয়ে পথ প্রস্তুত ক'রে তার উপর দিয়ে চলবার আমার ইচ্ছা হয়েছে।

(দিলীর খাঁর প্রবেশ)

চিঠি পড়লে দিলীর খাঁ?

দিলীর। পড়লুম সম্রাট!

ঔরং। কি রকম পড়লে?

দিলীর। এমন সুযুক্তি পূর্ণ পত্র আর কখন পড়েছি কি না মনে হয় না।

ঔরং। পত্রের কোন্ অংশটা সকলের চেয়ে ভাল লাগলো?

দিলীর। পত্রের আদ্যোপান্তই সুন্দর।

ঔরং। তথাপি একটা স্থানের নাম কর, যেটা তোমার বেশ মনে লেগেছে।

দিলীর। যেখানে রাণা বলছেন—"ঈশ্বর সকলেরই ঈশ্বর—একমাত্র মুসলমানের ন'ন। মুসলমান ও অন্য ধর্ম্মাবলম্বী সকলকেই তিনি সমচক্ষে দেখেন।"

ঔরং। আর কোনও স্থান?

দিলীর। যেখানে তিনি ব'লছেন—"সাহানসা আকবর জগদ্‌গুরু। হিন্দু, মুসলমান, পার্শি, খৃষ্টান, ইহুদী—সকল ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাকে ঈশ্বরের ন্যায়ই তিনি সমচক্ষে দেখতেন। সকলের ধর্ম্মকেই তিনি সম্মান দেখাতেন। এই জন্য সকলে মিলে তাঁকে ওই আখ্যা দান করেছে।"

ঔরং। আর?

দিলীর। জাঁহাপনা! তাহ'লে সমস্ত পত্রখানাকেই ভাল বলতে হয়। এখন আপনি বলুন, আমি যা বললুম, তা আপনার মনোমত কিনা?

ঔরং। ভুল বললে কেমন ক'রে মনোমত হবে দিলীর খাঁ!

দিলীর। ঈশ্বর কি তবে একমাত্র মুসলমানের?

ঔরং। তা কেন বলব? তিনি সকলেরই ঈশ্বর! তবে তিনি সকলকে সমান চক্ষে দেখেন না। মুসলমানই তার কাছে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। তবে এ কথা খাঁটি সত্য,—হিন্দুস্থানীর ভাষায় মোস্‌লেমের অর্থে

যদি প্রকৃত ভক্ত হয়, তা'হ'লে মুসলমান হওয়াটা মোগল পাঠানেরই একায়ত্ত নয়, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর ভিতরেও অনেক প্রকৃত মুসলমান আছে—অনেক প্রকৃত ঈশ্বর ভক্ত। হিন্দুদের শাস্ত্রে আছে, যে ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্ত সেই তার অতিপ্রিয়।'

দিলীর। এই যদি আপনার কথার প্রকৃত অর্থ হয়, তাহ'লে আমাদেরও ভিতর অনেকেই ত ও পবিত্র উপাধিগ্রহণের যোগ্য নয়!

ঔরং। তাতে আর সন্দেহ নেই। অতি অল্পলোকেই ঈশ্বরকে চায়। একমাত্র ধন দৌলতই প্রায় সমস্ত লোক পাবার জন্য ছুটোছুটি করছে। অন্তরের অন্তরে বিলাসবাসনা ভরে তারা এক একবার মসজিদে গিয়ে, উচ্চকণ্ঠে কেবল ঈশ্বরের প্রকৃত নামকে উপহাস ক'রে আসে। তবে হিন্দুরা তাঁকে যত উপহাস করে, মুসলমান আজিও পর্য্যন্ত তত উপহাস করতে শেখেনি। হিন্দুর তীর্থ ভণ্ডে পরিপূর্ণ। মন্দির ভণ্ডামির আশ্রয়।

দিলীর। তাই কি আপনি হিন্দুর মন্দির চূর্ণ ক'রতে এত উৎসুক!

ঔরং। কি করব। আমি আমার প্রপিতামহ আকবরের মত সাম্রাজ্যের ব্যবসা করতে আসিনি। আমি প্রকৃত সম্রাট হ'তে এসেছি। নিজের সাম্রাজ্য ভোগ অটুট রাখবার জন্য, লোকের কাছে সুযশ কেনবার জন্য, আমি ভণ্ডামীর প্রশ্রয় দিতে পারিনি। যদি পারতুম, তাহ'লে আমি তাঁর চেয়ে বড় জগতের গুরু হতুম। দুষ্কৃতের ধ্বংস আমার সিংহাসন গ্রহণের একমাত্র উদ্দেশ্য।

দিলীর। তাহ'লে শুধু গরীব হিন্দুর উপরেই আপনার কঠোর দৃষ্টি কেন? যদি জানেন মুসলমানের ভিতরেও অনেক ভণ্ড আছে—

ঔরং। সেইটী পারিনি দিলীর খাঁ! তাদের পানে কঠোর দৃষ্টিতে চাইতে আমার সাহস নেই। তা যদি পারতুম, তাহ'লে দিল্লীশ্বর বাস্তবিকই জগদীশ্বর হ'ত। পারেনি ব'লে সে শুধু ঔরংজেব। তাই সে হিন্দুর চক্ষে দৈত্য আর মুসলমানের চক্ষে ঈশ্বরের দূত। এইবারে কথাটা বুঝলে দিলীর খাঁ?

দিলীর। তাহ'লে রাণার পত্র আপনার ভাল লাগেনি?

ঔরং। ভাল লাগেনি? অপূর্ব্ব পত্র পাঠে তোমারই মত আমি মুগ্ধ হয়েছি।

দিলীর। সত্য কথা বলতে কি সম্রাট, এই পত্র পাঠ ক'রে সেই মহানুভব রাজাকে দেখতে আমার বড় ইচ্ছে হয়েছে।

(পত্রদান)

ঔরং। আমারও দেখতে ইচ্ছা হয়েছে দিলীর খাঁ! রাণা রাজসিংহ পত্রে আমাকে যে শ্রদ্ধা দেখিয়েছে, আমার অধীন কোনও রাজপুত নরপতি আমাকে এরূপ শ্রদ্ধা আজও পর্য্যন্ত দেখায়নি।

দিলীর। একথা খাঁটি সত্য।

ঔরং। তাহ'লে যথাসম্ভব সত্বর একলক্ষ ফৌজ গোপনে আজমীরে সমবেত কর।

দিলীর। এইরকম ক'রে দেখতে হবে?

ঔরং। আবার কি! এই পত্রের মধ্যে কোন্ অংশটা সর্ব্বাপেক্ষা আমার ভাল লেগেছে জান? যেখানে রাণা বলেছে, "দরিদ্র, দুর্ব্বল, অত্যাচারের প্রতিকার করতে সম্পূর্ণ অশক্ত প্রজার উপর কর নির্দ্ধারণের আগে অনুগত অম্বররাজ রামসিংহের উপর প্রথম

এই কর স্থাপন করুন।, তা করতে যদি সম্রাটের চক্ষুলজ্জা হয়, তাহ'লে তার এই হিতৈষী বন্ধুর মাথার উপর সর্ব্বাগ্রে কর ধার্য্য করুন। কেননা সেইটেই আপনার পক্ষে সহজ হবে।' পিপীলিকা পতঙ্গের উপর উৎপীড়ন কখনও বীর ও মহতের পক্ষে শোভন হয় না।" এইটুকু পড়েই আমি সবিশেষ মুগ্ধ হয়েছি। অনেক দিন থেকেই তার সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ অন্বেষণ করেছিলুম। সুবিধা হয়নি। আজ হয়েছে। মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়ালে কেন দিলীর খাঁ! সঙ্কোচ বোধ কর, অনেক যুদ্ধ করেছ—কিছু দিনের জন্য বিশ্রাম নাও। আমি আগেই রাণার প্রাসাদ দ্বারে ইস্তাহার জারী করতে তয়বর খাঁকে পাঠিয়েছি।

চতুর্থ দৃশ্য

দিল্লী প্রাসাদ—উদিপুরী মহল

বাঁদী ও উদিপুরী

বাঁদী। বেগমসাহেব! জাঁহাপনাকে ক'দিন আসতে দেখছি না কেন?

উদি। ক'দিন, বলতে পারিস বাঁদী?

বাঁদী। কেন, আপনি কি তা জানেন না?

উদি। আমি ত মনে করছি, একটু আগেই সম্রাট আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন।

বাঁদী। না বেগমসাহেব, তামাসা নয়, আমার মনে কেমন একটা ভয় হচ্ছে।

উদি। আমি তাঁর ভালবাসা হারালুম মনে করে?

বাঁদী। এ রকম ত কখন দেখিনি! এর পূর্ব্বে একদিনের জন্যও যিনি উদিপুরী বেগমের ঘরে না এসে থাকতে পারতেন না, আজ প্রায় এক সপ্তাহ তাঁর দেখা নেই। অথচ শুনছি তিনি দিল্লীতেই অবস্থিতি করছেন।

উদি। তার কারণ আছে।

বাঁদী। কি কারণ বেগম সাহেব? আমি আপনাকে এ সম্বন্ধে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করব না ঠিক ক'রেছিলুম। কিন্তু যখন দেখলুম সপ্তাহ অতীত হয়, তখন আর চুপ ক'রে থাকতে পারলুম না। কি কারণ বেগম সাহেব?

উদি। কারণ অদ্ভুত। বাঁদীর বুদ্ধিতে তা তুই বুঝতে পারবি কি?

বাঁদী। এমন অদ্ভুত যে, বুঝিয়ে দিলেও তা বুঝতে পারব না?

উদি। বাদসা আমাকে ভালবাসে কি না বলতে পারিস্?

বাঁদী। আমি ত বুঝি, এ দুনিয়ার মধ্যে বাদসার যদি কোনও প্রিয় বস্তু থাকে তা' আপনি।

বাঁদী। আমি জানি, দুনিয়ার মধ্যে যদি কোনও তার সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণার বস্তু থাকে তা আমি।

বাঁদী। এ অতি অদ্ভুত কথা। সত্যই বেগম সাহেব, এ কথার অর্থ বাঁদীর বুদ্ধির অগম্য।

উদি। আমি ত ব'লেছিলুম, তুই বুঝতে পারবিনি!

বাঁদী। এই ঘৃণার বস্তুকে দেখবার জন্য সম্রাট থাকতেন থাকতেন ব্যাকুল হ'য়ে ছুটে আসতেন!

উদি। হাঁ বাঁদী।

বাঁদী। তা হলে আমাকে বুঝতে হবে, এই যে সপ্তাহ তিনি আপনাকে দেখতে আসেন নি, এতে আপনার উপর তাঁর ঘৃণা দূর হয়ে গেছে?

উদি। হাঁ বাঁদী। এই দীর্ঘ বিশ বৎসরের পর সম্রাট বুঝেছেন, এই কাশ্মীরী বাই ঘৃণ্য নয়। দুনিয়ার মধ্যে একমাত্র এই রমণীই তাঁর বেগম হবার উপযুক্ত। বুঝে নিশ্চিন্ত হয়ে সম্রাট কিছুদিনের জন্য নির্জ্জনে বিশ্রাম নিচ্ছেন।

বাঁদী। তাহ'লে কিছুদিনের জন্য কেন, চিরদিনের জন্যই বিশ্রাম নিচ্ছেন বলুন।

উদি। পারলে নিতেন। কিন্তু অকস্মাৎ সে বিশ্রামে বাধা পড়েছে।

বাঁদী। কি ক'রে পড়লো?

উদি। আমিই বাধা দিয়েছি। সে এমন বাধা যে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও সম্রাটকে আমার সঙ্গে অচিরেই সাক্ষাত করতে হবে।

(বান্দার প্রবেশ)

কি খবর বান্দা?

বান্দা। জাঁহাপনা হুজরাইনের সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসছেন।

উদি। বহুত আচ্ছা!—আমার সেলাম দে। [বান্দার প্রস্থান।
দেখলি বাঁদী, বলতে না বলতে আমার কথা মিলে গেল!

বাঁদী। তাতো দেখলুম। কিন্তু যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেলুম—কিছুই বুঝতে পারলুম না।

উদি। রোস্ আবার কে আসছে। কি জন্য আসছে জেনে তোর কথার উত্তর দিচ্ছি।

(তয়বর খাঁর প্রবেশ)

একি সেজেগুজে কোথায় সেনাপতি?

তয়। এর উত্তর পরে। আগে বলুন পুত্রকে কোথায় পাঠিয়েছেন?

উদি। না বললে চলবে না?

তয়। জলদি বলুন—না বললে ছেলেটিকে জন্মের মত হারাতে হবে। আমি এখানে এসেছি, এ কথা যদি সম্রাটের গোচর হয়, আমারও প্রাণ যাওয়ার সম্ভাবনা। তবু এসেছি। শীঘ্র বলুন বেগম সাহেব! আমাকে নিরাশ করবেন না। সম্রাট জানতে পেরেছেন কোথায় সাজাদা।

উদি। সম্রাট এখানে আসছেন তুমি চলে যাও।

তয়। সে হবে না বেগমসাহেব—আপনাকে বলতেই হবে। আমি জীবিত থাকতে যদি আপনার পুত্রের অনিষ্ট হয়, তা হ'লে আমার জীবন ধারণ বৃথা। বলুন—বলুন—বলুন। সম্রাট চার পাঁচ হাজার ফৌজ পাঠাচ্ছেন। তারা সেখানে পৌছবার আগেই আমাকে পৌছতে হবে।

উদি। কি বিপদ! বলতেই হবে? রূপনগর্।

তয়। রূপনগর! তার রাজাত একজন ভুঁইয়া! তার কন্যা দেখতে সম্রাটপুত্রকে পাঠিয়েছেন! কাজ বড়ই অন্যায় করে বেগমসাহেব! যাক্ আমি চললুম। এ বাঁদী, আমি এখ এসেছি বাদসা যেন জানতে না পারেন।

উদি। তোমার প্রাণরক্ষার জন্যই বললুম তয়বর খাঁ, নইলে বলতুম না

তয়। বটে! বেগমসাহেব, তার জন্য আমি আপনাকে ধন্যব জানাই। [প্রস্থান।

বাঁদী। তয়বর খাঁর প্রাণরক্ষার জন্য কেন, পুত্রের প্রাণরক্ষার জ নয়?

উদি। না বাঁদী, আমি জীবিত থাকতে থাকতে তার মরণই মঙ্গল।

বাঁদী। তুমি কাশ্মীরী বাই, না কাশ্মীরী রাক্ষসী। (প্রস্থানোদ্যত)

উদি। আমার উত্তর শুনবি বলেছিলি যে!

বাঁদী। যথেষ্ট শোনা হয়েছে। এখন নিজের প্রশ্নের নিজেই উত্তর দাও আর নিজেই শোন বেগমসাহেব! [প্রস্থান।

উদিপুরীর গীত।

নয়নের কোলে একটী বিন্দু এই ঝরে এই ঝরে,
সুবধ বাতাস কোথা হতে এসে নিয়ে গেল তাকে হরে।
জগতের চোখে দিতে গো ফাঁকি,
রাখিল যে তাকে অঞ্চলে ঢাকি',
কোন ফাঁকে সে যে হলগো বাহির কি জানি কেমন করে।

আয়রে অশ্রু ফিরে আয়,
কাঁদিবার বেলা চলে যায়,
আয়রে আমার চোখের জল আমারি চোখে ফিরে,
আর মুখে হাসি মাখিতে পারি না মরমে বেদনা পূরে ।

(ঔরংজেবের প্রবেশ)

ঔরং । সেকি বাইজী, আমি আসতে না আসতে গান বন্ধ করলে কেন ?

উদি । কি জানি, বয়স্থা বাইজীর গান যদি জাঁহাপনার পছন্দ না হয় ।

ঔরং । ও ! অভিমান ! কয়দিন আমি তোমার কাছে আসতে পারিনি বলে—অভিমান !

উদি । কিছু না । এ বিশ বৎসরের মধ্যে এই কয়দিনই আমি সর্ব্বাপেক্ষা সুখী ছিলুম জাঁহাপনা !

ঔরং । সত্য নাকি প্রিয়তমে ?

উদি । চিরদিন অসুখী যে তার সঙ্গে রহস্যের কল্পনা করাও পাপ ।

ঔরং । তাহ'লে এখানে এসে তোমার সুখ ভোগে ত বাধা দিলুম !

উদি । অন্ততঃ আরও কিছুদিন আপনার না আসলে হ'ত ভাল । আমি দিন কতক নিজেকে নিয়ে থাকতুম, আপনিও দিন কতক নিজেকে সঙ্গী ক'রে হারাণো সুখের একটু অনুসন্ধান সুখটাও উপভোগ করতে পারতেন ।

ঔরং । যাই হ'ক, আজ এসে অন্ততঃ আমার একটা লাভ হ'ল ।

উদি । কি সম্রাট্ ?

ঔরং। এসে বুঝলুম কাশ্মীরী বেগম শুধু রূপ নয়।

উদি। কাশ্মীরী বেগম হ'লে শুধু রূপই হ'ত। আপনার ক্ষীণদৃষ্টিতে আপনি যে ভুল দেখছেন জাঁহাপনা! আমি যে উদিপুরী! আমাতে সে রহস্যময় জাতির রূপও আছে, গুণও আছে।

ঔরং। আচ্ছা—উদিপুরী। তাহ'লে আজ তোমার সঙ্গে সরল ভাবে গোটা দুই আলাপ করতে ইচ্ছা করি।

উদি। আজন্মের কপটতা এক মুহূর্ত্তে কি ত্যাগ ক'রতে পারবেন সম্রাট্!

ঔরং। পরীক্ষা কর।

উদি। বেশ, বলুন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমাকেও সরলভাবে উত্তর দেবার অধিকার দিন।

ঔরং। সম্পূর্ণ অধিকার দিলুম বেগমসাহেব। তুমি নিঃসঙ্কোচে উত্তর দাও।

উদি। বলুন।

ঔরং। বাহ্যরূপকে আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করি জানো?

উদি। জানি। যেহেতু আপনি অতি কুৎসিত। ঈশ্বর আপনাকে দুনিয়ার বাদসাহী দিয়েছেন। কিন্তু রূপ থেকে একেবারে বঞ্চিত করেছেন।

ঔরং। সে জন্য নিত্য আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই।

উদি। ঐ টুকু আপনার কপটতা।

ঔরং। না উদিপুরী কপটতা নয়।

উদি। নয়? তবে সেটা ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ। আপনি যে কুৎসিত তা আপনি বুঝতে পারেন না।

ঔরং। আমার রূপ আমার চক্ষে বড়ই সুন্দর ঠেকে।

উদি। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ। বানর নিজের রূপকে কখনও কুৎসিত দেখে না। গর্দ্দভ নিজের স্বরকে কর্কশ মনে করে না। তা যদি করতো, তাহ'লে বিকট চীৎকারের পরক্ষণেই সে মূর্চ্ছিত হ'ত।

ঔরং। তাইত বেগম সাহেব, তুমি ত বিশ বৎসর ধ'রে আমাকে বড়ই ঠকিয়ে এসেছ। তোমার প্রকৃত মূর্ত্তিত আমাকে দেখতে দাওনি।

উদি। যেহেতু আপনি এই দীর্ঘকাল আমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে আসছেন।

ঔরং। তুমি তা বুঝতে পেরেছ ?

উদি। আগে বলুন, ঘৃণার চক্ষে দেখেছি।

ঔরং। কিন্তু তোমাকে যে আমি অগাধ ভালবাসা দেখিয়েছি।

উদি। আগে বলুন।

ঔরং। কিন্তু আদর করতে গিয়েই আমার মনে হ'ত, কাশ্মীরের এক অতি হীন স্থান থেকে তোমাকে কুড়িয়ে এনেছি। মনে মনে অনেকবার ব'লেছি, হায়! তুমি যদি আমার দৃষ্টিপথে না পড়তে!

উদি। পড়েছিলুম, তাতে ক্ষতি কি ছিল সম্রাট! এক নর্ত্তকীর দৌলিতাকে আপনি অনায়াসে উপেক্ষা ক'রে চলে আসতে পার তেন। তাকে হারেমে প্রবেশ করালেন কেন ?

ঔরং। বাদসার অন্দরে যে রূপ নেই, সেই অনুপম সৌন্দর্য্য তুচ্ছমূল্যে যার তার উপভোগ্য হবে এটা কল্পনাতেও সহ্য করতে পারলুম না। এই জন্যই ভূস্বর্গের উদ্যানের এক আবর্জ্জনাময় অংশ থেকেও এই অনাঘ্রাত কুসুমটীকে তুলে এনেছিলুম।

উদি। যদি এনেই ছিলেন, ত অন্দরের এক পার্শ্বে অনাস্থায় তাকে ফেলে রাখেন নি কেন?

ঔরং। তা পারিনি। এবং সেই জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। এক হৃদয়হীনার আশ্রিতা পিতৃমাতৃহীনা বালিকাকে অনন্ত আশ্বাস দিয়ে ঘরে এনে তার সঙ্গে ঔরংজেব প্রতারণা করতে পারেনি।

উদি। তা ঠিক। আপনি আমাকে এখানে এনে বাদসার সাধারণ উপভোগ্যা বাঁদীর স্থান অনায়াসে দান করতে পারতেন। তা না ক'রে আপনি শাস্ত্রমত বিবাহে আমাকে সম্রাটমহিষীর মর্য্যাদা দিয়েছেন। আপনাকে লোকে আর যা বলতে ইচ্ছা করে বলুক, কিন্তু আপনার অতি বড় শত্রুও আপনাকে চরিত্রহীন বলতে পারে না।

ঔরং। আজ তোমার সঙ্গে সরলভাবে যখন কথা কইতে প্রতিশ্রুত হয়েছি, তখন কথা গোপন করব না। শুধু সেজন্য নয়। প্রধানা বেগমের দম্ভ চূর্ণ করিবার জন্যও তোমাকে তার মত মর্য্যাদা দিয়েছি। কিন্তু দিয়েই মনে হয়েছে আমি ঠকেছি। তোমাকে বিবাহ করে দেখলুম, তুমি তার চেয়েও দাম্ভিকা।

উদি। সেটা যে স্বাভাবিক জাঁহাপনা! আর আমি যে দাম্ভিকা হব, এটা ঔরংজেবের ন্যায় বুদ্ধিমানের পূর্ব্বেই বোঝা উচিত ছিল। কেননা, আপনার অন্যান্য বেগম বাদসার অন্দর কামনা করেছে। আর বাদসার অন্দর আমাকে কামনা করেছে। কাশ্মীরের সেই দেবতা বিরচিত উদ্যানে, পরীর চক্ষু-রঞ্জিত জলের সেই অপূর্ব্ব আধার হ্রদের কথা আপনি স্মরণ করুন। যে দিন সে বিশাল জলাশয়

আমাকে তার অঙ্গ স্পর্শ করতে দেখে অগণ্য হিল্লোলে আমার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। হ্রদতীরে আমার সম্বর্দ্ধনা করতে দেবতা প্রেরিত দূতের মত সারি সারি দেবদার। তাদের কাঁধে ভর দিয়ে পত্রাবগুণ্ঠনে অসংখ্য পরীর জয়গান। সেইখানে আমাকে আপনার প্রথম দেখা। হিন্দুস্থানের বাদসা হয়েও সেদিনের সে জলচারিণীর রূপ আপনি বৃক্ষান্তরালে দাঁড়িয়ে চুরি করে পান করেছিলেন। আমি সেই জলকেলিরতা মুক্ত আকাশের পাখী—লোভ দেখিয়ে আপনি আমাকে এই সোণার পিঞ্জরে আবদ্ধ ক'রেছিলেন। এখানে এসে দেখি আমাকে প্রলুব্ধ করতে পারে এমন কোনও ঐশ্বর্য্য আপনার নেই। এ বিশ বৎসরেও আমি নিজেকে এ বাদসাহী সুখে অভ্যস্ত করতে পারলুম না। পুত্র হ'ল, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, সে আপনার মুখসাদৃশ্য লাভ করতে পারলে না। চক্ষুতারকায় সে সেই হ্রদের গাঢ় নীলিমা মাখিয়ে নিয়ে এসেছে। তার বর্ণে কাশ্মীর পাহাড়ের সেই অরুণগর্ভ তুষারশ্রী জড়িয়ে দিয়েছে। তার মুখ থানায় সমস্ত অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত কাশ্মীর কুসুমের বিজড়িত রহস্য, তার হৃদয়ে অজস্র উচ্ছ্বসিত সেই সমস্ত কুসুম গন্ধের প্রেরণা। তার রূপের অন্তরাল থেকে কাশ্মীরী প্রকৃতি নিত্য আমাকে শুনিয়ে বলে—"আর কেন সখী, ও অসার ঐশ্বর্য্যের মাঝে, তুমি ফিরে এস।" ফিরতে পারি না সম্রাট, তাই আপনাকে ভুলে থাক্‌বার জন্য যে কার্য্য আপনার চোখে সবার চেয়ে ঘৃণ্য তাই করি—একটু একটু সরাব খাই। একি নাথ, চলে যাচ্ছ যে!

ঔরং। তাইত প্রিয়তমে!

উদি। অবশ্য এ মিষ্ট সম্বোধন বাদসা আলমগীর আজ সরল হৃদয়েই করেছেন!

ঔরং। নিশ্চয় সম্রাজ্ঞী, নিশ্চয়!

উদি। চলে যাচ্ছেন যে, সরলভাবে আমার সঙ্গে কি আলাপ করতে এসেছিলেন না!

ঔরং। এসেছিলুম, কিন্তু কি বলতে এসেছিলুম ভুলে গেছি।

উদি। এরূপ ভোলা আলমগীরের পক্ষে এই প্রথম।

ঔরং। আমি তোমাকে, মনে হচ্ছে যেন, শাস্তি দিতে এসেছিলুম।

উদি। তা হ'লে পরাজিত হ'লেন স্বীকার করুন।

ঔরং। চিরজয়ী আলমগীরের এই প্রথম পরাজয়।

উদি। কি জন্য শাস্তি দিতে এসেছেন আমি বলছি।

(নেপথ্যে।—জাঁহাপনা)

ঔরং। ভিতরে এস দিলীর খাঁ!

(দিলীর খাঁর প্রবেশ)

দিলীর। এরাদৎখাঁ প্রস্তুত।

ঔরং। ফৌজ?

দিলীর। আপনি যেরূপ আদেশ ক'রেছিলেন—দু'হাজার।

ঔরং। আমাকে বন্দী কর দিলীর খাঁ।

দিলীর। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আপনার কথার অর্থ বুঝতে পারলুম না যে জাঁহাপনা।

ঔরং। বন্দী ক'রে এই আলমগীর-বিজয়িনী সম্রাজ্ঞীর ইচ্ছামত যে

কোন দুর্গে আমাকে আবদ্ধ কর। আমি কি করতে এসেছিলুম ভুলে গিয়েছি। আমার সঙ্কল্পচ্যুতি হয়েছে। আর আমার দ্বারা সাম্রাজ্য শাসন চলবে না।　　[প্রস্থান।

উদি। সম্রাট কি জন্য এসেছিলেন জানেন সেনাপতি ?

দিলীর। আপনাকে বন্দী করতে।

উদি। শুধু আমাকে ?

দিলীর। আপনি ও আপনার পুত্র উভয়কে।

উদি। পুত্র কোথায় জানেন ?

দিলীর। জানি—রূপনগরে। তাঁকেই বন্দী করতে এরাদৎখাঁ রূপনগরে চলেছে।

(ঔরংজেবের পুনঃ প্রবেশ)

ঔরং। মনে পড়েছে—মনে পড়েছে। তোমাকে আমি শাস্তি দিতে এসেছিলুম। শাস্তি কঠোর। তোমাকে ও তোমার পুত্রকে চিরদিনের জন্য গোয়ালিয়র দুর্গে আবদ্ধ করতুম। যেখানে আমার প্রিয়তম পুত্র মহম্মদ শয়ন ক'রে আছে। কালে তোমরা মাতাপুত্রে তারই পার্শ্বে শয়ন করতে।

উদি। তা যদি করতে পারেন জাঁহাপনা, তাহ'লে সত্যসত্যই আপনার ভালবাসার একটা জাজ্বল্যমান নিদর্শন পাই।

ঔরং। সরলভাবে বলছ ?

উদি। এত সরলভাবে আর কখন আপনার সঙ্গে কথা কইনি।

দিলীর। বেগমসাহেব! আর সম্রাটকে উত্তেজিত করবেন না।

উদি। সম্রাটের পরিবর্ত্তে তবে তুমি শোন দিলীর খাঁ! ক্রুর তুর্কীর ঔরসে, তরলমতি কাশ্মীরী রমণীর গর্ভে কামবক্স্ জন্মেছে। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য, পিতা কিম্বা মাতা কারও প্রকৃতিতে সে অধিকারী হয় নি'। সরল, উদার, মধুর,—সম্রাট! সে আপনারই জ্যেষ্ঠ দারার মত কবি। তার দুর্ভাগ্য দিলীর খাঁ, আত্মরক্ষার একটাও অস্ত্র না দিয়ে ঈশ্বর তাকে দিল্লীর বাদসাহী জঙ্গলে নিক্ষেপ করেছে। অকাল মৃত্যু তার অনিবার্য্য। আমার প্রতি প্রচ্ছন্ন ঘৃণায়, মৌখিক স্নেহে সম্রাট সে হতভাগ্যকে সর্ব্বদা কাছে রেখেছেন। তার সকল ভাই কোন না কোন একটা প্রদেশের সুবেদার। কিন্তু বাঁদীর পুত্র ব'লে সম্রাট তাকে সে গৌরবের পদ দান ক'রেন নি। অথচ বাদসাহীর ঐশ্বর্য্যের নিত্য প্রলোভন তার সম্মুখে। পিতার চরিত্র ইতিহাসে সুপরিচিত। সে সাম্রাজ্যলোভ ত্যাগ করতে পারবে না। সুতরাং অকাল মৃত্যু তার অনিবার্য্য। তা হ'লে সেনাপতি, পিতার পথানুসারী রাজ্যলোলুপ যে কোন নিষ্ঠুর ভ্রাতার হস্তে তার শোচনীয় মৃত্যু অপেক্ষা স্নেহময় পিতার হস্তে গৌরবময় মৃত্যু কি তার ভাল নয়?

দিলীর। অতি অদ্ভুত কথা সম্রাজ্ঞী! আমিও আমার সম্মুখস্থ বংশ-মর্য্যাদা হীনা কাশ্মীরীবেগমকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতুম। আজ তাঁর সম্মুখে এই আমি প্রথম শ্রদ্ধার সঙ্গে—

উদি। আগে আমাকে উদিপুরী বল সেনাপতি, তার পর মস্তক অবনত কর। আমি অত্যন্ত ঘৃণ্য জেনে—সম্রাট আমাকে ওই পদবী দিয়েছিলেন। কিন্তু এসে দেখলুম, বাদসার অন্তঃপুরে

সমস্ত বেগমদের মধ্যে ওইটাই হচ্ছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিধান। এসে জানলুম, সম্রাট আকবরের সময় থেকে অম্বর, মাড়োয়ার, বিকানীর—সমস্ত রাজপুত কন্যা মাথা হেঁট ক'রে দিল্লীর হারেমে প্রবেশ করেছে। একমাত্র উদয়পুরী আজও পর্য্যন্ত উচ্চশিরে দাঁড়িয়ে আছে। সে মাথা অবনত করা দাম্ভিকশ্রেষ্ঠ আলমগীরেরও সাধ্যাতীত। তখনি আমি হর্ষের সঙ্গে ওই উপাধি গ্রহণ করলুম। এবং এই কুৎসিতের অজ্ঞাতসারে তাকে হৃদয়ের সঙ্গে ভালবাসলুম। উপাধির সঙ্গে সঙ্গে কি এক স্বর্গীয় গর্ব্ব আমার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করেছিল। নইলে সরাবের সঙ্গে বিষ মিশ্রিত ক'রে এই চির-মুক্তা কাশ্মীরী পাখীকে স্বামীর ঘৃণার দৃষ্টি থেকে কোন্ অতীতকালে আমি সরিয়ে দিতুম।

দিলীর। সম্রাট!

ঔরং। বেশ—বেশ সরলতা প্রিয়তমে! তোমার এই সরল তেজস্বি-তাকে আমিও একটা সেলাম করি। আলমগীর্ ভণ্ডজগতের উপর খড়্গহস্ত—কুটীলতা তার চক্ষুশূল। কিন্তু উদার সরলতার সম্মুখে সে, তরল জলধারার কাছে বেতসলতার ন্যায়, নমনীয়। তবে, তবে এতই যদি তোমার সরলতা—এতই যদি তোমার মেবারী অভিমান উদিপুরী, তবে আমাকে গোপন ক'রে রূপনগরী সুন্দরীকে দেখতে পুত্রকে পাঠিয়েছ কেন?

উদি। আগে বলুন, রামসিংহের মুখে তার রূপের কথা শুনে আপনি তাকে বিবাহ করতে অভিলাষ করেছিলেন কিনা?

ঔরং। দিলীর খাঁ! আমার মুখে স্বীকারের ভাষা কি ভেসে উঠেছে?

দিলীর। জ্বলন্ত অক্ষরে ভেসে উঠেছে জাঁহাপনা ?

উদি। হে বৃদ্ধ! একথা আমার কাছে বলতে যদি কুণ্ঠা হয়, আমিই বলছি শ্রবণ কর। যখন জানলুম, আপনি তাকে দিল্লীতে আনতে ইচ্ছা করেছেন, এবং সে এলে যদি সে আমা অপেক্ষা সুন্দরী হয়, তা'হলে আপনার এই চক্ষুশূলকে চিরদিনের জন্য দৃষ্টির অন্তরাল করতে অভিলাষী হয়েছেন, তখন আমি আপনার পুত্রকে সেই কন্যা দেখতে পাঠিয়েছি। দেখতে পাঠিয়েছি—আমার পুত্রকে কবি ও দ্রষ্টা জেনে। দুই উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছি। এক—আমার পুত্র দেখবে রূপনগরী আমার হ'তেও সুন্দরী কিনা! দুই—রূপনগরীও দেখবে আমার পুত্র অনুপম সুন্দর কিনা! যদি পরস্পরকে দেখে পরস্পরে মুগ্ধ হয়, তাহ'লে আমি জাঁহাপনার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করেছি জেনে নিশ্চিন্ত হব। এর পর—আমি ক্লান্ত হয়েছি—আর কি আমাকে বলতে হবে জাঁহাপনা?

ঔরং। আর এক কথা। যদি তোমার পুত্রকে দেখে রূপকুমারী মুগ্ধ না হয়?

উদি। যা অসম্ভব, সে কথার আমি উত্তর দিতে পারি না।

দিলীর। নিশ্চয়—আপনি উত্তর দেবেন না। বিশ্রাম গ্রহণ করুন গে।

উদি। সম্রাট!

ঔরং। আমি কিন্তু অসম্ভব মনে করি না। আর যখন করি না, তখন তোমার ছেলে যদি সেখানে থেকে অপমানিত হয়ে আসে?

উদি। আগেই ত তার উত্তর দিয়ে রেখেছি—তাকে ও আমাকে আপনার ইচ্ছামত শাস্তি দেবেন।

ঔরং। তাও দেব—আর তোমার রূপকুমারীকেও গ্রহণ করবো।

উদি। বেশ সম্রাট! সে অসম্ভবের প্রতীক্ষায় আমি আজ থেকে একটু আগ্রহ সহকারে নিদ্রা যাই।

ঔরং। চলে এস দিলীর খাঁ! একটা ক্ষুদ্র ভূঁইয়ার কুমারীকে নিয়ে আসা যদি আলমগীরের পক্ষে অসম্ভব হয়, তাহ'লে আলমগীর্‌ মানে ভূ-বিজয়ী নয়—স্ত্রী পরাজিত।

[দিলীর ও ঔরংজেবের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

দোবারি ঘাট।

শিলাতলে পৃষ্ঠ দিয়া অর্দ্ধ শায়িত ভাবে ভীমসিংহ।

ভীম। উপরে যুবকযুবতীর নৃত্যগীত মুখর ভীলপল্লী! নীচে মৃত্যুর ন্যায় নীরব, শুষ্ক কঠোর শিলাক্ষেত্র। আমাকে মরণমদিরা পান করাবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলবালা যেন একএকটা পিয়ালা হাতে করে আমার সম্বর্দ্ধনার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। আমার অনুমতির প্রতীক্ষা। তা হলেই বুঝি নিশ্চল কুমারীগুলো সচল হয়! দোবারি পার হয়েছি। ওপারের বড় বড় জলাশয় আমার বিদ্যুৎগামী অশ্বের দিকে স্নেহপূর্ণ হৃদয় নিয়ে, ছুটে এসেছে। আমি সে স্নেহ পশ্চাতে ফেলে সেই বিদ্যুৎবেগেই ছুটেছি। গিরিপথ মধ্যে কত ঝরণা করুণ সঙ্গীতে আমার অশ্বপদতলে আছাড় খেয়ে পড়েছে।

ধন্য খোরাসান! পায়ের শীতলতায় লুব্ধ হয়ে আমারই মত তৃষ্ণার্ত্ত সে একটীবার দেখবার জন্যও মুখ নীচু কর্‌লেনা। পিপাসার্ত্ত প্রভুকে দোবারির পারে এনে, তবে সে নিশ্চিন্ত হয়েছে। সে শুয়েছে আমিও শুতে এসেছি। যদি মরি, এখন আমার আক্ষেপ নেই। যদি কেউ করুণা ক'রে এই মৃতের মুখে জল দেয়, নিষ্পন্দ ওষ্ঠ নিশ্চয় দোবারির ওপারের জল স্পর্শ করবে না। কিন্তু মরতে আমার ইচ্ছা নাই। আমি রাণার জ্যেষ্ঠ পুত্র। রাণার উত্তরাধিকারী জগৎবাসীর অলক্ষ্যে এমন ক'রে অক্ষত দেহে একটু জলের অভাবে মরতে পারে না। আমি জয়সিংহকে সব দিয়ে এসেছি, কিন্তু আমার জ্যেষ্ঠত্বের অভিমানটী দিয়ে আসিনি। জন্মের সঙ্গে হারাণো পরিচয় কপট স্নেহের আবর্জনার ভিতর থেকে হঠাৎ কুড়িয়ে পেয়েছি। তাকে বক্ষের ভিতর লুকিয়ে এনেছি। তার বিনিময়ে রাজ্য। সে অভিমান এ নীরস প্রান্তরে সমাধিস্থ করতে পারি না। এ প্রান্তরের সীমা আছে। রাণার জ্যেষ্ঠপুত্র এই অভিমানের ভিতরে যে ইচ্ছামৃত্যুর শক্তি, তার সীমা এই মত সহস্র প্রান্তরের পারে। ওঠ ভীমসিংহ! এখানে তোমার মৃত্যুর দরিদ্রতা কোনও মেবারীর চক্ষু থেকে একবিন্দু অশ্রুও আকর্ষণ করতে পারবে না। (দাঁড়াইয়া) চারিদিকে অন্ধকার! হোক্,—পরাজিত দোবারি শৃঙ্গে শৃঙ্গে দীপ ধ'রে তার বিজয়ী প্রভুর গন্তব্য পথ আলোকিত করুক্। শরীর অবসন্ন—হোক্—আমার সত্য হোক্ আমার যষ্টি। আমি তাকে পালন করেছি; সে বাহুবেষ্টনে আমাকে ধারণ করে প্রতি পদস্খলনে—পতন থেকে আমাকে রক্ষা করুক।

(ভীম সিংহ কম্পিত দেহে দুইপদ অগ্রসর হইলেন। এমন সময় দূর হইতে শব্দ উঠিল) "হো সফেদ্ ঘোড়াকা আসোয়ার!" (ভীমসিংহ পশ্চাতে চাহিলেন ও হস্ত উত্তোলন করিলেন। জলপূর্ণ পাত্র হস্তে গরীবদাস প্রবেশ করিলেন। তাহাকে দেখিয়াই ভীমসিংহ পাত্র গ্রহণের অভিলাষে হস্ত প্রসারণ করিলেন।)

গরীব। আগে ব'স। এ জল তোমার জন্যই এনেছি। কোন কথা বলবার প্রয়োজন নেই, জল নাও। (প্রথমে ভীমসিংহ পরে গরীবদাস উপবিষ্ট হইলেন। ভীমসিংহ পাত্র গ্রহণ করিলেন। পান করিতে গিয়া সহসা নিবৃত্ত হইলেন।)

গরীব। কি হল ? জল খেতে গিয়ে, নিবৃত্ত হ'লে কেন ?

ভীম। এখানে এ জল কোথায় পেলে ?

গরীব। জল খাও, তারপর প্রশ্ন কর।

ভীম। আগে বল। আমি চারিদিক অন্বেষণ ক'রে ছিলুম ? কোথাও জলকণা দেখতে পাইনি।

গরীব। এখানে কোথায় পাব ! সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

(ভীমসিংহ পাত্র প্রত্যর্পণ করিতে হস্তপ্রসার করিলেন।)

গরীব। আমার আনা জল নয়, আমার আসবার পূর্ব্বক্ষণে মহারাণা আমাকে এই জলপূর্ণ পাত্র দিয়েছেন। (ভীমসিংহ পাত্র মস্তক স্পৃষ্ট করিলেন।) খাবে না ? কি করে এনেছি জান ?

ভীম। বুঝেছি। এই মুক্ত পাত্র জলে পূর্ণ। আসোয়ার ! তুমি ধন্য।

গরীব। আমি শুষ্ক ধন্যবাদ চাইনা। জীবন রক্ষা কর। আর জীবনে

যে কার্য্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব সে কার্য্য নিষ্ফল কর না। তবু খাবে না? মরবে?

ভীম। মরতে ইচ্ছা নেই। তবে এখন মরতে আপত্তি নেই। তুমি আমার সত্যপালনের সাক্ষী। পিতাকে ব'ল। আর ব'ল, সত্য সত্যই এই জল যদি তিনি আমার পানের উদ্দেশ্যেই পাঠিয়ে থাকেন, তা হ'লে আমার পরলোকগতা জননীর উপর এ তাঁর চরম শত্রুতা।

গরীব। তা হ'লে আমি মরি কেন?

ভীম। না—না—আমারই মত পিপাসার্ত্ত আসোয়ার! এই জলে তোমার জীবন রক্ষা কর! জেনে রাখ, দোবারির ওপারে আমার মৃত্যু হয়েছে। তবে রাণার জ্যেষ্ঠ পুত্র এখনও জীবিত আছে। যদি সে বাঁচে, একদিন সে তোমার সঙ্গে দেখা করবে। তোমার এ উদার মহত্ত্বকে যে কোন নির্জ্জনে একদিন সে কৃতজ্ঞতার বাহুপাশ দিয়ে জড়িয়ে ধরবে। কিন্তু যদি সে মরে—সাবধান মেবারী—তার মৃত অধরোষ্ঠকে যেন দোবারির ওপারের জলধারায় স্নান করিয়ো না। তুমি এই জল খাও। আমি দেখি মেবারের গৌরব গৃহের একটা স্তম্ভ ভাঙতে ভাঙতে দেবতার কৃপায় রক্ষা পেয়েছে।

গরীব। তুমি কি আর মেবারে ফিরবে না?

ভীম। ফিরবো বলে কি তোমার বোধ হচ্ছে?

গরীব। তোমার ভবিষ্যতের অধিকার?

ভীম। সে সমস্ত আমি আমার কনিষ্ঠ জয়সিংহকে দিয়ে এসেছি।

গরীব। ধিক্ কাপুরুষ! তোমার জীবনের তাহ'লে কোনও মূল্য

নেই। কিন্তু আমার জীবনের কিছু মূল্য আছে। (জলপান, পাত্র নিক্ষেপ) [প্রস্থান।

ভীম। মেবারীর পক্ষে এর চেয়ে আর তীব্র গালি হ'তে পারে না। যাও গরীব দাস—বাঁচবার যখন আর কোনও উপায় দেখতে পাচ্ছি না, তখন তোমার কথার জবাব দিতে পারলুম না (নেপথ্যে—অশ্বপদ শব্দ) যাও—তবে আক্ষেপ রইল শক্তাবৎ!

(অন্য দিক দিয়া বীরাবাইএর প্রবেশ)

বীরা। ধিক্ তোমাকে ভীম সিংহ!

ভীম। কে তুমি! না—না তুমি কেন?

বীরা। ক্ষুদ্র শক্তাবৎ তোমাকে কাপুরুষ ব'লে চলে গেল, আর তুমি রাণার জ্যেষ্ঠ পুত্র হ'য়ে নিজেকে কর্ম্মদোষে এত শক্তি হীন ক'রে ফেলেছ যে, তার মাথাটা মাটিতে লুটিয়ে দিতে একবার পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতেও পারলে না!

ভীম। অসম্ভব—অসম্ভব!

বীরা। না। রাজপুতের পক্ষে যা সম্ভব, রাজপুতনীর পক্ষে তা অসম্ভব নয়।

ভীম। তুমি কি ঠিক এসেছ মা? না মৃত্যু আসছে? তাই আসবার পূর্ব্বে আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য তোমার একখানা কথাভরা ছবি পাঠিয়ে দিয়েছে?

বীরা। মৃত্যু যদি আসে—এই অকারণে অকালে—আসবে শুধু তোমার

অপরাধে। যে অপরাধের দেবতার কাছেও মার্জ্জনা নেই। যে অপরাধ লিখিত থাকবে মেবার পাহাড়ের শিখরশিলায়। লিখিত থাকবে চিরদিনের জন্য, শেল চিহ্নের ন্যায়। হ'তে পারি আমি তোমার বিমাতা, স্বীকার করছি আমি কপটচারিণী—পুত্র-স্বার্থান্ধ রমণী। কিন্তু এটা সত্য, সূতিকাগারে আমি তোমাকে বিষমিশ্রিত স্তন্য পান করাইনি। অন্ততঃ নিজের কাপুরুষ নাম দূর ক'রে আমার সে স্তন্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখানো রাণাপুত্রের কর্ত্তব্য ছিল!

ভীম। মা! যদি পার, বাঁচিয়ে আমাকে তিরস্কার কর।

বীরা। এই নাও—দোবারির ওপারে নয়—এ পারে। জল নয়—দুগ্ধ। বিষ নয়—শৈশবে যা পান ক'রে আজ তুমি বলশালী যুবা, এ তোমার সেই বিমাতার নির্ম্মল স্নেহ-রসের প্রতিনিধি। (পাত্রদান)

ভীম। (পান) আঃ! বাঁচলুম। মা! আর একটা যদি রাজ্য থাকতো, তোমার পুত্রকে দিয়ে আসতুম।

বীরা। একথার উত্তর দেবার আগে আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করি—উত্তর দাও ভীমসিংহ!

ভীম। (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শিলাতলে পুনরায় অর্দ্ধশায়িত ভাবে অবস্থিতি) উত্তর আর কেন রাণা-মহিষী! তোমার স্তন্য বহুদিন পান করেছি—অমৃততুল্য—জয়সিংহের নিজস্ব কেড়ে খেয়েছি। মা! না কই মা?

বীরা। ভীমসিংহ!

ভীম। কে মা? তুমি—তুমি। একমাত্র তুমি। তুমি ছাড়া কি আমার মা ছিল?

বীরা। একবার গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হ'লে আর ত সহজে তুলতে পারব না। ভীমসিংহ!

ভীম। তারা বলে ছিল। এখন আমি বলি—না। তারা আমাকে রহস্য ক'রেছিল।

বীরা। ভীমসিংহ! এ ঘুমা'বার স্থান নয়। ওঠ। অন্যত্র তোমার বিশ্রামের ব্যবস্থা করি।

ভীম। কি মা, এখনও তুমি দাঁড়িয়ে আছ?

বীরা। তোমাকে সুস্থ না দেখে যেতে পারছি না।

ভীম। আমিত সুস্থ হয়েছি। আমাকে একটু অবসন্ন দেখে সন্দেহ করছ? এই আমি জেগেছি—এই বসেছি। যাও মা, দয়াময়ী, এইবারে রাজধানীতে ফিরে যাও।

বীরা। আর তুমি?

ভীম। আমার ত আর ফেরবার উপায় নেই মা!

বীরা। কেন?

ভীম। আমি এমন প্রতিজ্ঞা করেছি যে, এদিকে মুখ পর্য্যন্ত ফেরাতে আমার ভয় হচ্ছে। মা! আমি চিরদিনের জন্য মেবার থেকে আমাকে নির্ব্বাসিত করেছি।

বীরা। এমন কঠিন প্রতিজ্ঞা?

ভীম। মেবারের জল পর্য্যন্ত মুখে দেবার অধিকার রাখিনি।

বীরা। শত্রু যদি মেবার আক্রমণ করে?

ভীম। তোমার পবিত্র স্তন্যকে অশ্রদ্ধা ক'রনা মা! যেখানেই থাকি, আমি মেবারী। বর্ত্তমানে রাণা রাজসিংহের, যদি বাঁচি, ভবিষ্যতে রাণা জয়সিংহের প্রজা আমি।

বীরা। অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে, আমিও যে একটা প্রতিজ্ঞা ক'রে ফেলেছি ভীমসিংহ!

ভীম। কি করেছ বল?

বীরা। তুমি যদি রাণা হও, আমি জয়সিংহের মা। আর সে যদি রাণা হয়, আমি মনে করব তোমাকেই আমি গর্ভে ধারণ করেছি।

ভীম। কি বলছ! (দাঁড়াইলেন)

বীরা। বুঝতে পারছ না?

ভীম। ফিরে যাও—ফিরে যাও। মেবার পরিত্যাগ করেছি—সজ্ঞানে! আমি পাগল নই।

বীরা। আমিও নই। দাঁড়াও দাম্ভিক মেবারী! তোমার প্রতিজ্ঞারই কি কেবল অর্থ আছে? আমার নেই?

ভীম। তুমিও কি আর মেবারে ফিরবে না?

বীরা। আমি ফিরবো না কেন? কিন্তু যখন ফিরবো, তখন দেখবো সারি সারি মেবার পুরাঙ্গনা তোমার বীরত্ব কাহিনী অঞ্চলে পুরে, লাজের মত পথে ছড়াতে ছড়াতে, আমাকে আগিয়ে নিতে পুরদ্বারে উপস্থিত হয়েছে।

ভীম। (পদতলে মস্তক রাখিয়া) মা! এ মমতার সঙ্গীতে এ বিশ্ব পথের পথিককে চলচ্ছক্তিহীন ক'র না। আমি আজ ধন্য! ভাগ্যে মেবারের তুচ্ছ সিংহাসনের লোভ ত্যাগ করেছিলুম, তাই এই

পথের মাঝে আমার মাকে কুড়িয়ে পেলুম। আমার জন্ম থেকে হারাণো মা—শৈশব থেকে যাকে পাবার জন্য হাত বাড়িয়েছি। ঐশ্বর্য্যে যাকে পায়নি, প্রাসাদে যাকে পাইনি। যখন ভিখারীর অঞ্জলি নিয়ে বিশ্ববাসীর দ্বারে দাঁড়িয়েছি, তখন দেখি দেবতাকেও গোপন ক'রে আমার অঞ্জলির ভিতরে কোন্ স্বর্গরাজ্য থেকে আমার সেই মা এসেছে। দেবতা যদি জানতো, আজ নন্দন তরু শূন্য ক'রে পুষ্পরাশি এই প্রান্তরে স্তূপীকৃত করতো! যাও মা, এইবারে ঘরে যাও। এখন থেকে যেখানে আমি থাকবো, সেই খানেই মনে করবো, মা আমার সঙ্গে আছে।

বীরা। না পুত্র! তোমাকে উপার্জ্জন করতে বিদেশে পাঠাচ্ছি। সুতরাং পথে আর তোমার বিঘ্ন হ'ব না। তবে কি জান ভীমসিংহ, ঐশ্বর্য্যের মোহে যে দিন আমি তোমাকে প্রতারণা করেছি, সেই দিন থেকে, এর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত একটি দিনের জন্যও সুখী হইনি। আজ এই সুখের প্রারম্ভ! প্রারম্ভেই আঠারো বৎসরের হারাণো সুখের উচ্ছ্বাস। তাই আমার অনুরোধ, অন্ততঃ দু'টো দিনও তোমার মাকে তোমার সেবা পেতে দাও।

ভীম। তবে চল মা, যে কোন পর্ণকুটীরে। মাতাপুত্রে সেখানে এক সঙ্গে ব'সে জয়সিংহের মাতৃবিয়োগে অশ্রুবর্ষণ করি।

(ভীল সরদারের প্রবেশ)

বীরা। সরদার্! নিকটে কোনও সহর আছে?

ভী, স। রইছে ত রাণী! হিঁয়াসে দশ কোশ তফাৎ—রূপনগর।

বীরা। আমাদের সেইখানে পৌঁছে-দেবার ব্যবস্থা কর্।

শ্রীঅমিয় বান্ধব মুখোপাধ্যায়
সাং চাঁপদানী

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

উদয়পুর প্রাসাদ—মন্ত্রণাকক্ষ।

দয়াল সা ও গঙ্গাদাস।

দয়াল। এখনি রাণাকে বল। যদি এইরূপ উদাসভাবে তিনি ঘুরে বেড়ান, তাহ'লে আমি কালই কর্ম্ম থেকে অবসর গ্রহণ করবো।

গঙ্গা। আজই বলব দেওয়ানজী!

দয়াল। হাঁ, বল। এ রকম করলে মেবারের স্বাধীনতা বজায় রাখাই দুর্ঘট হবে। জিজিয়া করের শুধু প্রতিবাদ ক'রে নিশ্চিন্ত থাকলে, হয় না। বল—বুঝিয়ে বল। শুধু তিনিই কি স্নেহ একায়ত্ত ক'রেছেন? আমার নেই? আমার একমাত্র কন্যা। কন্যা কেন, আমার সে পুত্র। রাজনীতির শঙ্কট সমস্যায় সে আমাকে অনেক পরামর্শ দিয়ে রক্ষা করে। সেই সুজাতাও ত চলে গেছে। আমাকে না বলে চলে গেছে। আমি তার জন্য ব্যাকুল হয়ে ঘুরতে জানি না?

গঙ্গা। এখনি বলব দেওয়ানজী।

দয়াল। হাঁ বল। এত কাল সম্মানের সঙ্গে রাণার দরবারে চাকরী

ক'রে বৃদ্ধ বয়সে যে লোকের চক্ষে হেয় হ'ব, তা হ'তে পারব না।

গঙ্গা। আপনি যান—আমি এখনি বলছি।

দয়াল। শুধু প্রতিবাদে কি হবে? লাভের মধ্যে সমস্ত রাজাদের কাছে আমরা হাস্যাস্পদ হ'ব। বাদসাকে কার্য্যক্ষেত্রে বাধা দেবার আয়োজন কই? যদি একেবারে লক্ষ মোগল সৈন্য মেবারের প্রান্তে রাণার পত্রের উত্তর বহন ক'রে আনে?

গঙ্গা। পত্রের উত্তর দিতে বাদশার বিলম্ব দেখে মনে হচ্ছে তিনি ওই রকমের উত্তরেরই ব্যবস্থা করেছেন। আপনি যান—আপনি যান। আমি নিশ্চয় বলব। তাঁর অসন্তোষ উৎপাদনের ভয়ে চুপ ক'রে থাকবোনা।

[দয়াল সার প্রস্থান।

মিছেকি! দেওয়ান ত একটিও অন্যায় কথা ক'ন্ নি। যার আর উদয়পুরে ফেরবার কোনও উপায় নেই, সে পুত্রের জন্য এতটা ব্যাকুল হওয়া রাণার মত মহাত্মার পক্ষে ভালো দেখাচ্ছে না।

(রাজসিংহের প্রবেশ)

মহারাণা!

রাজ। চুপ! আমাকে এখন মহারাণা ব'ল না। সামান্য সৈনিক মনে ক'রে কথা কও। দিল্লী থেকে এক ওমরাও আসছেন—বোধ হয় সম্রাটের উত্তর নিয়ে। কিন্তু বিস্মিত হচ্ছি, একখানা সামান্য উত্তর-পত্র নিয়ে—দিল্লীদরবারের বিশিষ্ট ওমরাও!

গঙ্গা। তিনি কোথায় ?

রাজ। আসছেন। বরাবর দিল্লী থেকে অশ্বারোহণে এসে তিনি ক্লান্ত। তাই রাজ-সমুদ্র তীরে ক্ষণেকের জন্য বিশ্রাম নিচ্ছেন। তিনি আমারই মত প্রবীণ। দিল্লীতে যখন ছিলুম, তখন তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল! কিন্তু দীর্ঘ সময় এই দেহের উপর এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে দিয়েছে যে, তিনি আমাকে দেখে চিনতে পারেন নি। তিনি এলে তাঁর সেবার ভার তুমি গ্রহণ ক'র। সাজাহান-মহলে তাঁকে স্থান দিয়ো। জেনো। তিনি আমার একজন সদাশয় বন্ধু। যাও—অগ্রসর হ'য়ে তাঁকে তুমি নিয়ে এস।

গঙ্গা। মন্ত্রী আপনার কাছে অনুযোগ ক'র্তে এসেছিলেন।

রাজ। সে কথা শোনবার সময় আছে গঙ্গাদাস। এখন—শীঘ্র যাও! যাও! অতিথির পদবীর উপযুক্ত মর্য্যাদা দিয়ে আমার মুখ রক্ষা কর। কি উদ্দেশ্যে এসেছেন, না জানলে এখন আমি তাঁর কাছে আত্ম-প্রকাশ করতে পারি না। [গঙ্গাদাসের প্রস্থান।

রাজ। তয়বরখাঁ আমাকে চিনতে পারলে না। কিন্তু আমি ত তাকে দেখামাত্র চিনতে পারলুম! যৌবনের সেই দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ—সে আজ ত্রিশ বৎসরের কথা—এখনও পর্য্যন্ত ঠিক সেই রকমটিই আছে। কিন্তু আমার কি এতই পরিবর্ত্তন হয়েছে? যদি হয়ে থাকে, হয়েছে এই সাতদিনে। এই দুরন্ত সপ্তাহের পীড়নে বুঝি ত্রিশ বৎসরের সময় প্রবাহ আমার দেহের উপর দিয়ে চলে গিয়েছে! নইলে তয়বরখাঁ আমাকে চিনতে পারলে না কেন? কিন্তু কর্ত্তব্য বোধশূন্য যুবকটা করলে কি! সে কি হতভাগ্য

পুত্রের সন্ধান পেলে না! নাই যদি পেয়ে থাকে ত ফিরে আসতে মূর্খ এত বিলম্ব করলে কেন ?।

(গরীবদাসের প্রবেশ)

কেও ?

গরীব। আপনার ভৃত্য গরীবদাস।

রাজ। এত বিলম্ব করলে কেন গরীবদাস ? কাছে এস। ভয় নেই, তোমাকে আমি তিরস্কার করব না। উল্লাসভরা মুখ নিয়ে তুমি ফিরে আসছ দেখবার জন্য, আমি এই কয়দিন ব্যাকুল নেত্রে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। তোমার শ্বশুর আমাকে পাগল স্থির করেছে। তোমার ভাই আমাকে দেখে হতাশ হয়েছে। আমি তা গ্রাহ্য করিনি।

গরীব। আপনার পুত্র বেঁচেছে রাণা!

রাজ। বাঁচাতে পেরেছ শক্তাবৎ!

গরীব। আমি পারিনি।

রাজ। তুমি পারনি! তবে কে তাকে বাঁচালে ?

গরীব। রাণী।

রাজ। মিথ্যা কথা! রাণী তোমার অনেক পরে এখান থেকে যাত্রা করেছেন। তাহ'লে দুরাত্মা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারে নি। পিপাসায় আতুর হয়ে দোবারির এ পারে জলপান করেছে। সত্য ক'রে বল্ সে বেঁচে আছে কি না। যদি বাঁচে, পৃথিবীর যেখানে সে লুকিয়ে থাক্, আমি সে জারজকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে আসব

গরীব। সে জারজ নয় রাণা। সে মেবারপতির আত্মজ, মেবারী-শ্রেষ্ঠ ভীমসিংহ।

রাজ। তাহ'লে বল শক্তাবৎ, সে মরেছে। তোমার হাতের জলপাত্র তার জীবিত ওষ্ঠের কাছে পৌঁছিতে পারেনি!—বল—বল—

গরীব। পেরেছিল রাণা। দোবারির পারে গিয়ে দেখি, সে পিপাসায় মুমূর্ষু। আমার হাতে জলপাত্র দেখে সে পাগলের মত হাত বাড়িয়েছিল। আমি সেই পাত্র তার হাতে দিয়েছিলুম। পাত্র মুখের কাছে ধরে হঠাৎ সে পান করতে নিরস্ত হল। জিজ্ঞাসা করলে, জল আমি কোথা থেকে এনেছি। যেই শুনলে, আপনার প্রদত্ত জল, অমনি ললাটে স্পর্শ মাত্র ক'রে সে পাত্র আমাকে ফিরিয়ে দিলে। আমি যখন সেই জল পানে তাকে আবার অনুরোধ করলুম; তখন সে বললে—"পিতাকে ব'ল, আমার পরলোকগতা জননীর উপর এ তাঁর চরম অত্যাচার।"

রাজ। তার পর?

গরীব। তার পর যখন বুঝলুম, কিছুতেই সে জল সে পান করবে না, তখন কি করি, নিজের প্রাণ বাঁচাতে সেই জল নিজে পান ক'রে পাত্র নিক্ষেপ ক'রে চলে এসেছি।

রাজ। উত্তম করেছ শক্তাবৎ। তাহ'লে ফিরে গিয়ে দেখে এস—সে সেই খানেই মরে আছে।

গরীব। না রাণা, সে বেঁচেছে।

রাজ। কে বাঁচালে?

গরীব। এই যে বললুম রাণা। তাকে মুমূর্ষু ফেলে চলে এসেছিলুম।

ভেবেছিলুম, রাণা-পুত্রের শোচনীয় মৃত্যুটা আর দাঁড়িয়ে দেখবো না। কিন্তু সঙ্কল্প রাখতে পারিনি। কিছুদূর গিয়ে দোবারির মুখে ঘোড়ায় চড়তে তার দিকে ফিরে দেখি, পাতার পাত্র হাতে ক'রে আপনার পুত্রের পার্শ্বে রাণী।

রাজ। অসম্ভব—অসম্ভব। তৃতীয়বার এই মিথ্যা কথা কইলে, আমি তখনি তোমার শিরচ্ছেদ করবো। (অস্ত্র বহিষ্করণ)

(সুজাতার প্রবেশ)

সুজাতা। তৃতীয়বার বল শক্তাবৎ, তৃতীয়বার বল—রাণী। তা হ'লেই মিত্রদ্রোহীর উপযুক্ত পুরস্কার হয়।

রাজ। রাণী—সুজাতা ?

সুজাতা। নিশ্চয় রাণী। ভীমসিংহ বেঁচেছে—পুত্রদ্রোহী পিতার জলে নয়, মায়ের স্নেহ রসে। এই পত্র-পাত্র তার সাক্ষী। নাও রাজা উপহার। ভাণ্ডারে রক্ষা কর। রাণার রত্নভাণ্ডারে এই বস্তুই হবে শ্রেষ্ঠ রত্ন।

রাজ। কেমন ক'রে রাণী তোমার স্বামীর আগে সেখানে উপস্থিত হ'ল ?

গরীব। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার জানবার চেষ্টাতেই আমার ফিরতে এত বিলম্ব হয়েছে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। জানতে পারিনি রাণা।

সুজাতা। কেমন ক'রে, আসুন আমার সঙ্গে, আমিই জানিয়ে দোবো রাণা। আপনি না আসতে চান, আমার মূর্খ স্বামীকে আদেশ করুন। তার বড় অহঙ্কার। দোবারির পথ ঘাট সে যেমন জানে, এমন আর কেউ জানেনা।

রাজ। জেনে এসো শক্তাবৎ। নতুবা তোমার শাস্তি প্রাপ্য রইল্ জেনে রেখো। যদি জানতে পার, এসে ব'ল। যদি মেবারের আধিপত্য পুরস্কার চাও, তাই তোমাদের স্বামী-স্ত্রীকে দান করবো।

সুজাতা। আর আমি যে পুরস্কার বহন ক'রে আনলুম রাণা—?

রাজ। ওর মূল্য এখনও আমি বুঝতে পারি নি। যখন বুঝবো, তখন চেয়ে নেবো। মেবারের রত্ন ভাণ্ডারেই ওই পাত্রের স্থান হবে।

সুজাতা। চলে এস শক্তাবৎ।

[সুজাতা ও গরীবদাসের প্রস্থান।

(কর্ম্মচারীর প্রবেশ)

কর্ম্ম। মহারাণা! দিল্লী থেকে এক পেয়াদা এসে দেউড়ির দেয়ালে ইস্তাহার মেরে দিয়েছেন। পেয়াদার আমীরের পোষাক। সেই জন্য দেওয়ানজি আপনার কাছে জানতে চেয়েছেন, তাঁর কি রকম খাতির করবেন।

রাজ। চল দেওয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে ঠিক করছি।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদয়পুর,—সাজাহান মহল।

তয়বরখাঁ ও বন্দিনীগণ।

(বন্দিনীগণের গীত)

দীর্ঘ বরষ পরে যদি ফিরে এলে ঘরে
ওগো বঁধু এই অবেলায়,
না বসিতে যাই যাই বলনা বলনা হে
ছেড়ে আজ দিবে কে তোমায়!
দিবস করিছে রাতি রাতিকে দিবস গো—
এতকাল দিন গুণে গুণে,
আকাশ হইতে বুকে বাজ যেন ঝরেগো—
তোমার যাবার কথা শুনে।
সুমুখ আঁধার রেতে একান্ত চলে যেতে—
হে নিঠুর মন যদি চায়,
বল্ কে সে—কোথা পিয়া এ ঘর তোমাকে দিয়া—
আমি ঝাঁপ দিই দরিয়ায়।

তয়। তোমাদের নৃত্যগীতে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমরা কিছু বক্‌সিস্ নাও।

১ম, ব। না জনাব আমরা নেবো না।

তয়। কেন নেবে না? আমি সন্তুষ্টচিত্তে দিচ্ছি।

১ম, ব। না জনাব, আমরা নেবো না।

৩য়। কেন নেবে না? তোমরা এর পূর্ব্বে আর কখন কোন ও আমীর ওমরাওয়ের কাছে বক্‌সিস্ নাও নি?

১ম, ব। নিয়েছি জনাব।

৩য়। তবে? আমার কাছ থেকে নিতে তোমাদের আপত্তি কেন?

১ম, ব। বললে যে আপনার মনে কষ্ট হবে!

৩য়। না কষ্ট কেন হবে,—তোমরা নিঃসঙ্কোচে বল।

১ম, ব। আমীর ওমরাওয়ের কাছে পুরস্কার নিতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। পেয়াদার কাছে নিতে আপত্তি আছে। সে নিজেই বক্‌সিসের জন্য হাত পেতে বসে থাকে। জোঁকের পায়ে কি জোঁক বসে জনাবালি?

৩য়। খুব সুন্দর কথা বলেছ বালিকা!

(উপঢৌকন পাত্র হস্তে ভৃত্য ও দয়াল সার প্রবেশ)

দয়াল। যা এইবারে তোদের খোলসা। [বন্দিনীগণের প্রস্থান

জনাবালি! এইটে গ্রহণ করুন।

৩য়। আমার ইস্তাহার জারির বক্‌সিস্ এনেছ নাকি রাজপুত?

দয়াল। না জনাব, পাথেয়। যে ব্যক্তি পরোয়ানা ইস্তাহার বহন করে আনে, তার পাথেয় প্রজারাই দেয়।

৩য়। (হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া) এই আমার লওয়া হ'ল জনাব।

[দয়ালসার ইঙ্গিতে ভৃত্যের প্রস্থান।

রাণা কি এই ভাবেই আমাকে গ্রহণ করলেন?

দয়াল। আর কি ভাবে তাঁর গ্রহণ করা আপনি প্রত্যাশা করেন?

তয়। (উঠিয়া) সেটা তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লে বলতে পারতুম।

দয়াল। তাঁর সঙ্গে দেখার যোগ্য পরিচয় নিয়ে আসুন।

তয়। শীঘ্রই পরিচয় নিয়ে ফিরে আসছি জনাবালি।

দয়াল। তখন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ও তদুপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে রাণার কোনও আপত্তি থাকবে না।

তয়। যাও বৃদ্ধ, আপনাদের আদর আপ্যায়ন চিরদিন এই দীন পত্র-বাহকের স্মরণীয় থাকবে।

তৃতীয় দৃশ্য।

উদয়পুর—পথ।

তয়বর খাঁ।

তয়। এ অপমান আমার কে করলে? রাণা না সম্রাট? হিসেব ক'রে বুঝতে গেলে রাণার ত বাস্তবিকই কোনও দোষ দেখতে পাই না। তথাপি অপমান—বিষম অপমান! যদি বুঝি সম্রাট, তুমিই ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাকে এইরূপ অপমানিত করিয়েছ, তা হ'লে আমি হ'ব তোমার চিরশত্রু। যদি সরল বিশ্বাসে রাণার মর্য্যাদা রাখ্‌তেই আমাকে ক্ষুদ্র পত্রবাহক নিযুক্ত ক'রে থাকো, তা হ'লে মেবারের ধ্বংস আমার প্রতিজ্ঞা।

রাজ। (নেপথ্যে) তয়বর খাঁ!

তয়। কে তুমি? ও! উদয়পুর প্রবেশ মুখে প্রথমেই এই লোকটার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। আমার অপমানের এখনও শেষ হয়নি। বাকি যেটুকু প্রাপ্য ছিল, সেইটুকু আমাকে এখানে দিতে এসেছে। সামান্য রাজপুত যেন ইয়ারের মত, নাম ধ'রে আমার সম্বর্দ্ধনা করলে!

(রাজসিংহের প্রবেশ)

তুমি কি চাও?

রাজ। লহমার জন্য তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাই। (ক্রোধের দৃষ্টিতে চাহিলেন)—আমাকে এখনও চিনতে পারলে না তয়বর খাঁ?

তয়। কে—কে—কে আপনি? রাণা রাজসিংহ?

রাজ। রাণা নই, বন্ধু! রাণা হ'লে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসতুম না। শুধু রাজসিংহ। যৌবনের সেই অকৃত্রিম বন্ধুত্ব স্মরণ ক'রে এসো ভাই উভয়ে একবার পরস্পরকে আলিঙ্গন করি।

তয়। তাইত—তাইত রাণা!

রাজ। আবার রাণা? তা হ'লে এইখান থেকেই ফিরে যাই তয়বর খাঁ!

তয়। তুমি এত মহৎ!

রাজ। সখাকে অভিবাদন করা যদি মহত্ত্ব হয়, তা হ'লে আমাদের আলিঙ্গনের ব্যবধান মধ্যে দাবানল প্রজ্বলিত হয়ে উঠুক। আমাদের উভয়কেই সে ভস্মীভূত করুক।

তয়। তবে এমনটা করলে কেন সখা ?

রাজ। কি করলুম ?

তয়। যখন দেখা করতে চাইলুম, দেখা দিলে না কেন ?

রাজ। এইত বললুম, রাণা হ'য়ে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসিনি।

তয়। বুঝেছি। কিন্তু আমাকে তুচ্ছ পত্রবাহক নিযুক্ত ক'রে সম্রাট ত মেবারপতির যোগ্য মর্য্যাদা রক্ষা ক'রেছেন।

রাজ। তা ক'রেছেন, কিন্তু তোমার প্রতি বড় অসদ্ব্যবহার করেছেন।

তয়। যদি কোনও সাজাদা দিল্লীতে থাকতেন, সম্রাট তাঁকে দিয়েই এই ইস্তাহার পাঠাতেন।

রাজ। তাতে দোষ হ'ত না তয়বর খাঁ! বাদসার পুত্র শুধু নাম। তা দরবারে তাদের অন্য কোনও স্বতন্ত্র পদবী নেই। কিন্তু তুমি একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। এ পত্র বহন ক'রে আনায় তোমার মর্য্যাদার বড়ই লাঘব হয়েছে।

তয়। এখন বুঝলুম হয়েছে।

রাজ। যদি সরলভাবে বাদসা তোমাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত ক'রে থাকেন, তা হ'লে তাঁর কার্য্য আমি তত দোষাবহ মনে করি না। কিন্তু সে কথা আমার মনে হয় না।

তয়। তোমার কি মনে হয় ?

রাজ। তুমি নিশ্চয় কোনও একটা ভুল ক'রেছ। কুটীল তাতারী তাই এই অপমানের কার্য্যে তোমায় শাস্তি দিয়েছে। (তয়বর রাজ-

সিংহের মুখের দিকে সবিস্ময়ে চাহিল) কি মোগল সেনাপতি! আমার অনুমানটা কি সত্য?

তয়। আপনি আমাকে সখা ব'লে সম্বোধন করলেন কেন মহারাণা! উভয়ে কোন যুগারম্ভে হয়ত সখা ছিলুম। তারপর অসম্ভব যুগ পরিবর্ত্তন। আপনি এক স্বাধীন রাজ্যের রাজা, সুতরাং মহান্। আমি এক অকৃতজ্ঞ নরপতির গোলাম— সুতরাং হীন। আপনার বুদ্ধি অবস্থা-মাহাত্ম্যে উদারতা প্রাপ্ত হয়েছে। আমার বুদ্ধি নীচ, গোলামীতে অসম্ভব সঙ্কুচিত। যথার্থই একটা ভুল করেছি রাণা। কুটীল প্রভু মুখে সৌজন্য দেখিয়ে আমাকে তার শাস্তি দিয়েছে। যদি অনুগ্রহ ক'রে পূর্ব্বভাব স্মরণে সখা বলে আমাকে এতই অনুগ্রহ দেখিয়েছেন; তা হ'লে অনুগ্রহ ক'রে এই নগরের সীমা পর্য্যন্ত আসুন। আমি সে ভুলের কথা বলতে বলতে যাই। কেননা, আমি আর বিলম্ব করতে পারবো না। এখনি এই অবস্থায় আমাকে রূপনগর যেতে হবে।

রাজ। চলুন সেনাপতি!

তয়। ধন্য আপনার রাজবুদ্ধি! ভুলের শাস্তি নিষ্ঠুর সম্রাট আমাকে দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি বেইমান নই ব'লে শাস্তির পরিবর্ত্তে ঈশ্বর আমাকে আপনার এই অমূল্য হৃদয়ের স্পর্শ পুরস্কার দিয়েছেন। আমার দারুণ মনক্ষোভে এই একমাত্র আমার সান্ত্বনা। আসুন মহিমান্বিত মহারাণা রাজসিংহ!

রাজ। চলুন সেনাপতি।

চতুর্থ দৃশ্য।

রূপনগর—পথ।

কাম্‌বক্‌স্‌ ও রামসিংহ।

কাম। এ কোথায় আনলে রাজা ? কি জংলি এরা! এতক্ষণ এসেছি, তবু খাতির করতে কেউ নেই।

রাম। আমি ত আর এদের দেখাতে নিয়ে আসিনি।

কাম। তা বটে! তুমি সুন্দরী দেখাতে নিয়ে এসেছ।

রাম। আর আপনি এখানে সাজাদা হয়েও আসেন নি।

কাম। তা বটে!

রাম। আপনি এসেছেন সাজাদা কাম্‌বক্‌সের বন্ধু দেদারবক্‌স্‌।

কাম। ওঃ! সেটা মনে ছিল না।

রাম। আপনি যে সাজাদা তাকি এদের জানাতে চান ?

কাম। কিছুতেই না।

রাম। এরা যদি ঘূণাক্ষরে জানতে পারে আপনি সাজাদা—

কাম। তাহ'লে এরা একজাই খাতির করতে থাকবে।

রাম। তাও করবে, আর কথাটাও সঙ্গে সঙ্গে বাদসার কানে উঠবে।

কাম। উঃ! ঠিক বলেছ—খাতির চাইনা।

রাম। বাদসা যদি জানতে পারেন আমি আপনাকে একটা তুচ্ছ সামন্তের বাড়ীতে এনেছি।

কাম। অমনি তোমার নাসিকা কর্ণ স্থানচ্যুত হবে।

রাম। তা হ'তে পারে। কিন্তু আপনারও নাসিকা কর্ণের নিকট গলদেশ বলে যে একটা স্থান আছে।—

কাম। সেটা অসি-সংলগ্ন হ'তে পারে।

রাম। পারে কেন—হবেই সাজাদা। বাদসা ঔরংজেব বিচারের সময় পুত্র ও প্রজাতে ভেদ দেখেন না।

কাম। কাজ নেই রামসিংহ খাতিরে। তুমি শুধু সুন্দরীকে দেখিয়ে দাও।

রাম। ব্যস্ত হবেন না।

কাম। কিছু না। এই আমি পাথরের মত নিশ্চল হয়ে বসলুম।

রাম। শুধু আপনার মায়ের সাহসে আপনাকে নিয়ে এসেছি। বেগমসাহেবের একান্ত ইচ্ছা, আপনার যিনি স্ত্রী হবেন, বাদসার হারেমে তাঁর সমকক্ষ রূপসী কেউ না থাকে।

কাম। মা সেখানে সবার চেয়ে রূপসী কিনা!

রাম। তাঁর পুত্রবধূর রূপ অন্ততঃ তার মত হওয়া ত চাই।

কাম। উহু! রূপনগরী তার চেয়ে বেশি রূপসী!

রাম। কি করে বুঝলেন সাজাদা?

কাম। প্রথমতঃ এই জংলা দেশ দেখে।

রাম। জংলা দেশ দেখে!

কাম। নিশ্চয়। তুমি যখন আমাকে আজমীরের সেই বেহেস্তের মত বাগিচা থেকে আগ্রহ ক'রে টেনে এনেছিলে, তখন ভেবে ছিলুম নিশ্চয় ভারী সুন্দরী হবে এই রূপনগরী!

রাম। হেঃ হেঃ! সাজাদা! আপনার বুদ্ধিটেও একটা ভাববার বিষয়।

কাম। তারপর এই জংলা দেশ দেখে একেবারেই বুঝে ফেললুম সে সুন্দরী বটে।

রাম। এ কথাটা বোঝা যে আমার বুদ্ধির বাইরে চলে গেল!

কাম। তুমি ভুঁড়ে রাজা—ঘেসো বুদ্ধি।

রাম। হেঃ—হেঃ—হেঃ—হেঃ!

কাম। বুঝতে পারলে না? সুরা যতই জংলা হয় ততই বেশি মিষ্টি।

রাম। হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ! সাজাদা! আপনার বুদ্ধির তুলনা নেই।

কাম। তার ওপর এই খাতির করা দেখে একেবারে ঠিক ক'রে ফেলেছি রূপনগরী শিরীর মত কোন একটা পরী জাতীয় সুন্দরী। যার ঘরে এত রূপ, সে দুনিয়ার বাদসাকেও খাতির করবে না।

রাম। এখন বেশ বুঝতে পারছি ভবিষ্যতে আপনিই তক্তাউসে বসছেন।

কাম। তাতো বসছি, কিন্তু তার মনের মত একটি বেগম বগাতে না পারলে, সিংহাসনে বসেও যে সুখ হবে না।

রাম। বেগমসাহেব সেই জন্যই ত আপনাকে সঙ্গে নিয়ে আসতে আমাকে হুকুম করেছিলেন।

কাম। কিন্তু বেগম যে ধরা দিতে চাচ্ছে না, তার এখন করছ কি!

রাম। মনের মত বেগম কি সহজে ধরা দেয়, তাকে ধরতে হ'লে আগে নিজেকে ধরা দিতে হয়।

কাম। রাজা! রাজা! এরাত একেবারে জংলী নয়, খাতির আসে যে!

রাম। আসবেনাত কি! আপনি যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন!

কাম। রামসিংহ! মনের মত বেগম পেয়েছি!

রাম। কই—কই? কোথায়?

কাম। বেগম পেয়েছি রামসিংহ! রূপনগরীর কি রূপ!

রাম। কি বিপদ! কোথায় রূপনগরী?

কাম। কি রাজা, ধরা দেব নাকি?

রাম। ছিঃ সাজাদা!

কাম। আরে ভুঁড়ে রাজা, দেদারবক্‌স্ বল।

রাম। তা দেদারবক্‌স্ই তুমি বটে! তুমি এই বুনো মারোয়ারীদের কাছে আমার মাথাটা হেঁট করাবে দেখছি।

কাম। না রাজা, না।

রাম। আর না। আসছে ওরা যে নর্ত্তকী!

কাম। সমস্ত বুদ্ধিটে পেটে পুরে কেবল পেটটাকে অসম্ভব ফুলিয়ে ফেলেছ। ওরা নর্ত্তকী, তা কি আমি বুঝিনি!

রাম। কই রূপনগরীকেত আমি দেখতে পাচ্ছি না।

কাম। তুমি কেবল ভোজ্য বস্তু দেখতেই জন্মগ্রহণ ক'রেছ। রূপ কেমন ক'রে দেখতে হয়, তুমি জানো রাজা?

রাম। খুব জানি দেদারবক্‌স্!

কাম। উঁহুঁ—বোধ হচ্ছে না। তুমি বলবে চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত করে, ঘাড়টা ঈষৎ বাঁকিয়ে, চোখের প্রান্তভাগ দিয়ে শ্যেনপক্ষীর মত লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে হয়। তাতে রূপ বেঁধা হয়, দেখা হয় না।

রাম। তা কেন? বিস্ফারিত চক্ষে, তারা দুটোকে নিশ্চল করে—যেমন আপনি ওই গুসোর প্বানে চেয়ে আছেন।

কাম। উঁহুঁ! তাতে কেবল রূপ খাওয়া হয়, দেখা হয় না।

রাম। রূপ দেখতে হয় কেমন্ করে?

কাম। রূপ দেখতে হ'লে, তারা দু'টোকে এই রকম ক'রে একবার কপালের কাছে টেনে তুলতে হয়। তার পর একেবারে মুদ্রিত ক'রে শুম হয়ে বসে যেতে হয়।

রাম। সেত কবর ফাবার পূর্ব্বক্ষণে!

কাম। বা! বা! এক দুই তিন—ওই নর্ত্তকীদের রূপের ভিতর দিয়ে আমি রূপনগরীর রূপ দেখতে পাচ্ছি রামসিংহ। দেখছি যেন চাঁদিনী-মাখা দরিয়ার উথলে-ওঠা তরঙ্গ। তাতে ওই রূপালি মাছের টুকরো টুক্‌রো চাঁদগুলো, ডুবছে, ভাসছে, সাঁতার কাটছে।

রাম। রাজকুমারীকে না দেখেই যদি এই রকম ক'রে কবিতার স্রোত ছুটতে থাকে, দেখ্‌লে কি হবে বন্ধু?

কাম। দেখলে একেবারে চুপ।

রাম। তা হ'লে এখন থেকেই চুপের আরম্ভ হ'ক।

(এক এক করিয়া নর্ত্তকীত্রয়ের প্রবেশ)

কাম। এক, দুই, তিন—

রাম। দেখছি দেদারবক্‌স্, তুমি গোল বাধালে!

কাম। মুদারা, উদারা, তারা!

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ)

রাম। কর কি বন্ধু, ওরা যে শুনতে পাবে ?

কাম। বাঃ—বাঃ তার উপরে আবার সারেগামা পাধানি!—উঃ! এর উপরেও চড়া স্বরে রূপকুমারী !

রাম। কি রে! এসে থমকে দাঁড়ালি যে ?

১ম, ন। তোমাকে দেখে গো !

কাম। বক্‌সিস্ দাও রাজা! ঠিক জবাব দিয়েছে।

রাম। তোদের কে এখানে পাঠালে ?

(দেওয়ানের প্রবেশ)

তোমরা ত বড় অসভ্য! এতক্ষণ পরে খোঁজ নিতে এলে !

কাম। আরে! কেয়া তাজ্জব—বিকানীর ?

[শ্যামসিংহের প্রবেশ]

শ্যাম। আমরা অসভ্য বটে, কিন্তু আমাদের যা কিছু ত্রুটী, তা আপনার সভ্যতার দোষেই হয়েছে অম্বরপতি! রূপনগর আপনার অম্বরের মত বিশাল নয় ব'লে আমার ভাগিনেয়ীকে দেখাতে সাজাদাকে এখানে ছদ্মবেশে সাজিয়ে নিয়ে এসেছেন। ওমরাও জেনে, আপনাদের অভ্যর্থনার একরূপ ব্যবস্থা করেছিলুম; কিন্তু যখন জানতে পারলুম, আমাদের সৌভাগ্যবশে আমার রাজপুত্র এদের গৃহে পদার্পণ করতে এসেছেন, তখনি আমাদের ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করতে হয়েছে।

দেও। হুজুরালি! তাই আমাদের আসতে বিলম্ব। কসুর মাপ করুন।

কাম। আর মুখ ঢোকাচ্ছ কেন রাজা, ধরা পড়ে গেছ! এইবারে চল। এদের তুমি অসভ্য বলছিলে না?

রাম। সে আমি না আপনি সাজাদা।

কাম। ওই আমার বলা হ'লেই তোমার হ'ল। যেহেতু এখনও আমি তোমার মোসাহেব দেদারবক্‌স্ হে বৃদ্ধ, এ কারও দোষ নয়। যদি কারও কিছু দোষ হয়ে থাকে ত আপনার ভাগিনেয়ীর। এতটুকু ছোট জঙ্গুলে দেশের ভিতর তার এত সুন্দরী হওয়া অতি অন্যায় হ'য়েছে।

শ্যাম। কথা শুনে মুগ্ধ হলুম সাজাদা!

কাম। তাতো হ'লে, এখন তোমাদের কন্যাকে দেখে আমি মুগ্ধ হলে হয়।

শ্যাম। সেটা কন্যার ভাগ্য, রূপনগরের ভাগ্য। এইবারে গোলামদের গৃহে আসতে আজ্ঞা হোক হুজুরালি।

কাম। ওঠ রামসিংহ!

শ্যাম। আপনাকে একা যেতে হবে সাজাদা! এ শোভা-যাত্রায় আপনার সঙ্গে যাওয়ায় রামসিংহের অধিকার নেই।

কাম। কেন নেই?

শ্যাম। আপনি সম্রাটের পুত্র, আপনার সঙ্গে সমান মর্য্যাদা আমরা অম্বরপতিকে দিতে পারি না।

কাম। তা হ'ক। আমিই ওঁকে মর্য্যাদার সঙ্গে, সঙ্গে ক'রে এনেছি।

শ্যাম। তা হ'লেও পারি না।

কাম। কেন পারবে না রাজা?

শ্যাম। বললে কি আপনি বুঝতে পারবেন সাজাদা?

কাম। বুঝিয়ে বললে পারবো না কেন?

রাম। আর বুঝতে হবে না। আপনিই যান সাজাদা।

দেও। আপনি অগ্রসর হ'ন। আমি ওঁকে নিয়ে যাবার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করছি।

রাম। আমার যাবার প্রয়োজন কি? ওঁকে আপনারা কন্যা দেখিয়ে দিন, তাহ'লেই হবে। তবে বিলম্ব করবেন না। কেননা আজই আমাদের দিল্লী রওনা হ'তে হবে।

কাম। বল রাজা, কেন পারবে না।

শ্যাম। এ সামাজিক কথা সাজাদা। এরা রাঠোর, আর আপনার সঙ্গী কছোয়া রাজপুত। যদিও ওঁর চেয়ে দরিদ্র, সমাজে কিন্তু ওঁর চেয়ে এদের স্থান অনেক উচ্চে। এটা বললেই বুঝতে পারবেন— এই ক্ষুদ্র ভুঁইয়াকে ভগিনী দান ক'রে বিকানীর ধন্য হয়েছে। বিশেষতঃ উনি আপনার পিতার শ্যালক-পুত্র। সম্রাটের পুত্র আর তাঁর শ্যালক-পুত্র এক মর্য্যাদা পেতে পারে না।

কাম। ও! ওদিকে রাঠোর, এদিকে কছোয়া, এবং শ্যালক-পুত্র— তাহ'লে আর কি করব, আমি চলি, তুমি পেছিয়ে এস রামসিংহ।

(নর্ত্তকীগণের গীত)

অতিথি এসেছে দ্বারে ছিল সে নদীর পার,
তারে জানি জানি যেন জানিগো, চেনা চেনা যেন মুখটী তার।

ওপারে ছিল সে রাজা, এপারে ভিখারী বেশ,
ছিল যেন তার মাথায় তাজ, এপারে রুক্ষ কেশ।
তার চাহনি কাঁদুনী-মাখা, দেখিয়া এ হিয়া হ'ল যে ভার—
এস হে অতিথি ঘরে এস দিব হে তোমারে উপহার।

[কাম্‌বক্‌স্ ও নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

(নেপথ্যে নহবতাদি বাদ্যধ্বনি)

শ্যাম। এইবার আমার সঙ্গে আসুন অম্বরপতি!

রাম। মূর্খ রাজা! এ প্রলাপগুলো সাজাদার সাক্ষাতে না বললে কি হ'ত না।

শ্যাম। অপমান বোধ হয়েছে রামসিংহ?

রাম। রাজা মানসিংহের অপমান ক'রে রাণাপ্রতাপের কি দুর্দ্দশা হয়েছিল জান?

শ্যাম। তার মর্য্যাদা বোধ ছিল। ঘট্‌কি কছোয়া! তোমার কি মান অপমান জ্ঞান আছে? আমার ভাগ্‌নীকে নিজে লাভ কর্‌তে না পেরে, প্রতিশোধ নিতে তুর্কীকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছ। কেন না বুঝেছ, এটা চিতোর নয়, ক্ষুদ্র ভুঁইয়া—সম্রাট্‌পুত্রের আবেদন অগ্রাহ্য করতে সাহস করবে না। তাই এদের পবিত্র কুল নষ্ট ক'রে একটু আনন্দ উপভোগ করতে এসেছ।

রাম। বৃদ্ধ তুমি, নইলে মাথাটা তোমার কাঁধ থেকে আলাদা ক'রে এ প্রশ্নের উত্তর দিতুম।

শ্যাম। আমাকে বৃদ্ধ মনে করছ কেন? এ কব্‌জীতে এখনও যে

জোর অবশিষ্ট আছে, তাতে তোমার মত দু'দশটা কছোয়াকে অক্লেশে কবন্ধ ক'রে দিতে পারি।

রাম। দেখো দেওয়ান! ব্যাপার কিছু গুরুতর হয়ে পড়েছে।

দেও। করেন কি রাজা, অম্বরপতি আজ আমাদের অতিথি।

শ্যাম। তবে যাও, সাজাদা অনেকদূর চলে গেছে। এইবারে এই উদর-সর্ব্বস্বকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

রাম। আমি আর যাব না—তুমি যাও। আজ যদি সাজাদাকে সঙ্গে না আন্‌তুম, তাহ'লে এ ভুঁইয়ার গ্রামকে পুড়িয়ে ছাই করে চলে যেতুম।

দেও। না রাজা, ক্রোধ করবেন না। বৃদ্ধ বিকানীর মাথা ঠিক রাখতে পাচ্ছেন না।

রাম। আমি তোমাদের কি উপকার করেছি, তা জানো?

দেও। আপনি চলুন—

রাম। ওই ছেলেই ভবিষ্যতে বাদসা হবে—তা জানো?

দেও। চলুন—রাজা চলুন।

রাম। এর পরে বিক্রম সোলাঙ্কী হবে বাদসার শালা। দেখতে দেখতে হয়ে যাবে একটা সুবেদার। আজকে আমাকে দেখে এদের রাগ হচ্ছে। কা'ল আর ওরা আমাকে চিনতে পারবে না।

দেও। রাজা আপনার গুণের মর্ম্ম বুঝতে পারেননি—আপনি চলুন।

রাম। আমাকে দেখে দন্তবিকাশ! ক্রোধটা হ'তে হ'তে হঠাৎ থেমে গেল। নইলে এখনি রক্তগঙ্গা হয়ে যেতো তা জানো!

দেও। আপনার ধৈর্য্য দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়েছি।

রাম। আমি নিজেই আশ্চর্য্য হচ্ছি। এখন বুঝেছি এই ধৈর্য্যই আমার এক মাত্র অবলম্বন, আমার ভাই সিংহাসন লোভে অধীর হয়ে পিতাকে হত্যা করলে। কিন্তু ধৈর্য্য আমাকেই সিংহাসনে বসালে। আমি রাজকন্যাকে বিবাহ করতে চাইলুম। বৃদ্ধ আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে। আমি অমনি ধৈর্য্য ধারণ করলুম। ফলে সাজাদা তাকে বিবাহ করতে এলো। শোন দেওয়ান, আবার ওই বুড়ো রাজা যদি ওই রকম পাগলামী করে, তা হ'লে আবার আমি ধৈর্য্য ধারণ করব। তখন কি হবে তা জানো? বাদসা আলমগীর্ নিজে ওই কন্যার পাণিগ্রহণ করবেন।

দেও। না—না। খুব জেনেছি রাজা, অনর্থক আর বিপদ বাড়াবেন না। আমরা সকলেই সম্রাটপুত্রকে রাজকন্যা দানের মত করেছি। আমি হাত জোড় করছি—আপনি আসুন।

রাম। তুমি বার বার যখন বলছ, তখন আমি যাচ্ছি। কিন্তু এর পরে যদি বুড়ো বিকানীর ওইরূপ আচরণ করে, তখন কিন্তু আমার আর ধৈর্য্য থাকবে না। তখন হয়ত আমি নিজে আবার ওই কন্যার পাণিগ্রহণ করতে এই বীরবাহু প্রসারণ করবো।

দেও। আর কেউ কিছু বলবেনা—ধৈর্য্য—রাজা, ধৈর্য্য।

রাম। বেশ—ধৈর্য্য।

পঞ্চম দৃশ্য।

রূপনগর—পথ

বীরাবাই ও ভীমসিংহ।

বীরা। কিছু জানতে পারলে ভীমসিংহ?

ভীম। সহরের দু'চার জনকে জিজ্ঞাসা করলুম, কেউ বলতে পারলে না।

বীরা। কাদের পল্‌টন তা বুঝতে পারলে?

ভীম। দেখে ত রাজপুত ব'লে বোধ হ'ল না।

বীরা। সংখ্যায় কত বুঝলে?

ভীম। দু' হাজারের ত কম নয়। নগরের অল্পদূরেই তারা সজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ এ দিকে দেখছি, রাজার বাড়ীতে কিসের উল্লাস হচ্ছে।

বীরা। এই রকমই হয়। এই রকম মূর্খের নিশ্চিন্ততাতেই হিন্দুস্থানের এক একটী হিন্দুরাজ্য ধ্বংস হয়েছে। এইরূপ নিশ্চিন্ততাতেই দিল্লীর বীরশ্রেষ্ঠ পৃথ্বীরাজ যুদ্ধে জয়ী হয়েও মহম্মদ ঘোরীর হাতে প্রাণ দিয়েছে। এইরূপ নিশ্চিন্ততার জন্যই তোমাদের পূর্ব্ব-পুরুষ মহাবীর সংগ্রামসিংহ হিন্দুস্থানে মোগলের আগমনের পথ প্রশস্ত ক'রে দিয়েছে। ফতেপুরে বাবরের কাছে তার পরাভবের আমি অন্য কোনও কারণ নির্দ্দেশ করতে পারিনি।

ভীমসিংহ! রূপনগরীর মত তুমিও নিশ্চিন্ত থেকোনা। তোমার গৌরব দেখাবার সময় উপস্থিত।

ভীম। আর একবার ব্যাপারটা কি জানবো না?

বীরা। জানতে জানতে ওরা যদি রূপনগর আক্রমণ করে? ভুল হয়; ওরা যখন ফিরবে, তখন তোমারও ভীলসৈন্য নগর প্রান্ত থেকে নিঃশব্দে ফিরে যাবে। ভুলে যেয়োনা, যদি এর পর রূপনগরী রমণীর উপরে কোনও অত্যাচার হয়, তাদের ভিতরে আমিও আছি।

ভীম। (প্রস্থানোদ্যত—ফিরিয়া) ফিরে এসে কোথায় তোমাকে দেখতে পাব?

বীরা। ওই সম্মুখের শিবমন্দির। আমি সংবাদ নিয়েছি ওখানকার পূজক যে সে আমাদের পুরোহিতের জামাতা। সুতরাং ওখানে আশ্রয় নিতে আমার কোনও শঙ্কা নাই।

ভীম। আশীর্ব্বাদ কর।

বীরা। এস। ঘোড়া যদি তোমার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়, তা হ'লে তার পিঠে চেপে তুমি অশ্বারোহীর রাজা হয়ে ফিরে এস।

[ভীমসিংহের প্রস্থান।

হায়! আগে কে জেনেছিল, আমার সকল আনন্দ আমাকে ঐশ্বর্য্যের মদিরায় ঘুম পাড়িয়ে এইরূপ পথের ধূলায় লুকিয়েছিল।

[প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রূপনগর—শিব-মন্দির

রূপকুমারী।

রূপ। ধিক্ ধিক্! যে কেবল লালসার দাস, তার ঘরে গিয়ে দাসী হওয়া! তার চেয়ে মৃত্যু কত সুখের। সহজ উপভোগ্য বস্তু জেনে বিধর্ম্মী যখন তখন এই অধরে তার পিপাসু ওষ্ঠ স্পর্শ করাতে আসবে! তার চেয়ে মৃত্যুর চুম্বন কত মধুর! উমানাথ! কথায় তোমাকে তিরস্কার করি, সে সময় নেই। তোমার রহস্যের ভিতরে আশ্বাস কথা শুনি, সে কাণ নেই, তোমার এই পাথরের দেহের ভিতরে প্রাণ খুঁজে বা'র করি সে চক্ষু নেই। তখন মিছামিছি কতকগুলো ফুলের আঘাতে তোমাকে আর ব্যাকুল করব না। এই এনেছি, (বিষপাত্র ধারণ) দেবতার আবেদনে একদিন তুমি যা আকণ্ঠ পান করেছিলে। সে সময় তুমি সব খেতে পার নি, এই রূপনগরী প্রসাদ পাবে ব'লে, সে হলাহলের এইটুকু অবশিষ্ট ছিল। তোমার মত পতি পাব বলে,—শৈশব থেকে তোমার অর্চ্চনা ক'রে আসছি। তার যা ফল, তার তীব্রতা এর চেয়ে অনেক বেশি। সুতরাং নিঃসঙ্কোচে এ আমি তোমার সুমুখে পান করতে পারি।

(বিষপাত্র মুখের কাছে তুলিলেন ; পশ্চাৎ হইতে বীরাবাই আসিয়া হাত ধরিয়া ফেলিলেন।)

বীরা। করছ কি ?

রূপ। কে তুমি ?

বীরা। আগে পাত্র ছাড়, তার পর বলছি।

রূপ। এ পাত্র ছাড়বো ব'লে আমি মুখের কাছে তুলিনি। হাত ছাড়।

বীরা। আমিও ছাড়বো ব'লে তোমার হাত ধরিনি। শেষ না দেখে, এ শেষ উপায় অবলম্বন করছ কেন? এই মাত্র শুনলুম শিবের মত পতি লাভে শৈশব থেকে এই ঠাকুরের অর্চনা ক'রে আসছ। রাজপুত্‌নী! এত শীঘ্র ফলের উপর সন্দেহ ক'রে নিজের পূজাকে অশ্রদ্ধা করছ কেন? আমি ত দেখছি, তোমার অদৃষ্টে শিবেরই তুল্য বর আছে।

রূপ। রহস্য ক'রনা—রহস্য ক'রনা!

বীরা। বেশ, কথা রহস্য ব'লে বোধ হয়, এই আমি তোমারই নিকটে একে রেখে দিচ্ছি? এর পরে পান ক'র। যে খাঁটি রাজপুত্‌নী, মর্য্যাদা ত তার চরণ রেণুতে প্রতিপদক্ষেপে সৃষ্ট হয়। তার আবার মর্য্যাদানাশের ভয়! ছি বালা! তোমার রূপ দেখে ঈর্ষান্বিতা হয়েছি; তোমার মুখ দেখে মুগ্ধ হয়েছি, তোমার মনের কথা শুনে ভালবেসেছি—কার্য্য দেখিয়ে আমাকে হতাশ ক'রনা। মরবারই যদি প্রয়োজন হয়, তার ঢের সময় আছে। কথায় বিশ্বাস না হয়, এই দেখ মরণ আমার আঁচলে বাঁধা। (বিষ

কৌটা প্রদর্শন) আঁচল থেকে মুখে উঠতে তার বিলম্ব হয়, দেখ হৃৎপিণ্ডকে আগুলিয়া মরণ প্রহরী। (ছুরিকা প্রদর্শন)

রূপ। আমাকে রক্ষা কর। (নতজানু)

বীরা। তুমি আগে আমাকে রক্ষা কর। তুর্কীর সঙ্গে তোমার বিয়ে কথা শুনে, এ নগরে জল স্পর্শ করব না সঙ্কল্প করেছিলুম আমি বড় পিপাসার্ত্ত আমাকে একটু জল দাও।

রূপ। দাঁড়াও এখনি আনছি।

[রূপকুমারীর প্রস্থান।

বীরা। উমানাথ! এই অবকাশে তোমাকে একটা প্রণাম ক'রে নিই আমাকে দিয়ে কুমারীর প্রাণরক্ষা করালে। এইবারে তার মানরক্ষা কর। নষ্ট-মর্য্যাদায় নারীর প্রাণের কোনও মূল্য নেই।

(জল লইয়া রূপকুমারীর প্রবেশ)

রূপ। তাইত গা! তোমাকে—তোমাকে—

বীরা। কি সম্পর্কে ডাকবে বুঝতে পারছ না? ভয় কি! এখনি সম্পর্ক ঠিক ক'রে নিচ্ছি। (জল পানান্তে পাত্রদান) তোমার বয়স কত?

রূপ। উনিশ বৎসর!

বীরা। আ আমার পোড়া কপাল! স্বর্গে গিয়েও যে সতীন উষ্ণ-নিশ্বাসের জ্বালায় অস্থির ক'রে আমাকে গৃহ ছাড়িয়েছে, পথের মাঝে সেই সতীন নব কলেবর ধরে আমারই কাঁধে ভর করলে! নাও, এইবারে মন প্রস্তুত কর। সাবধান! পদস্খলিত হয়ো না।

তুর্কী বিলাস-পরবশ হ'য়ে তোমাকে স্পর্শ করতে এসে আভূমি প্রণত হয়ে যেন তোমাকে কুর্নীশ করে। নারীর সতীত্ব রাখতে মা, বাপ, ভাই, বন্ধু দেশ—কারও মুখের প্রতি লক্ষ্য ক'র না। যদি পার, তাহ'লে তোমার স্বামীর নাম এই উমানাথের সম্মুখে উচ্চারণ করি।

রূপ। এই উমানাথের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা। তুমি যে নাম ক'রবে তাকেই জানবো আমার স্বামী।

বীরা। তাহ'লে এটাকে আধার আঁচলে বাঁধ। (বিষপাত্র অঞ্চলে বন্ধন) ভগিনী! তোমার স্বামী নরশ্রেষ্ঠ মহারাণা রাজসিংহ।

রূপ। (প্রণাম করিতে করিতে) দেবী! স্বামীর নাম এই ইষ্টমন্ত্রের মত আমার নিশ্বাসের সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে, মনের সঙ্গে গেঁথে নিলুম।

বীরা। এইবারে—যতশীঘ্র পার—কেননা আমার মনে হচ্ছে, তারা তোমাকে খুঁজছে, অনুসন্ধানে হয়ত তারা এখনি এখানে এসে উপস্থিত হবে—যতশীঘ্র পার, রাণার নামে একখানি পত্র লিখে আমাকে এনে দাও।

রূপ। এই খানেই লেখবার উপকরণ আছে, আমি এখনি লিখে আনছি। [প্রস্থান।

বীরা। আমি একটু উমানাথের চরণতলে বসে বিশ্রাম গ্রহণ করি। আমিও নারী—আমাকেও অবসন্ন করতে, নারী-সুলভ আতঙ্ক অতি উদ্বেগে কখন কখন বক্ষের মধ্যে স্পন্দিত হয়।

(বীরাবাইএর গীত)

গিরিশ মহেশ হে গৌরীপতি,
অভয় চরণে করি নতি হে,
হে শশাঙ্ক মৌলী অজ্ঞাত পথে চলি—
জানিনা কোথায় মম গতি হে।
অন্তর্য্যামী তুমি আর কি জানাব আমি,
পথে যেতে যদি কাঁপে মতি হে—
অন্ধ নয়ন মোর করে যেন উজ্জ্বল,
ঢালি' ত্রিনয়ন-বিগলিত জ্যোতি হে।

(রূপকুমারীর প্রবেশ)

রূপ। দিদি !

বীরা। এনেছ ?

রূপ। এনেছি। এই নাও পাঠ কর। মনের আবেগে কি লিখতে কি লিখেছি। বুক কেঁপেছে, হাত কেঁপেছে—চক্ষু জলে ভরেছে—চিত্ত স্থির রাখতে পারিনি।

বীরা। এইতেই যে একখানা কাব্য লিখে ফেলেছ ভগিনী। এইবারে হাসি মুখে তুর্কী বালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর।

সপ্তম দৃশ্য।

রূপনগর—রাজবাটী।

কাম্‌বক্‌স।

(কক্ষে পাদচারণ করিতে করিতে)

কাম। কি সুন্দর উদার বীরত্বব্যঞ্জক মুখশ্রী! এই হচ্ছে রূপকুমারীর সহোদর বিক্রমসিংহ! সুন্দর, সরল, অল্পভাষী, অথচ গর্ব্বিত ক্ষুদ্র ভুঁইয়া আমাকে বাদশাপুত্রের উপযুক্ত মর্য্যাদা দিয়েও বেশ একটু গর্ব্বভরা স্বাতন্ত্র দেখিয়ে চলে গেল! এইবারে তার ভগিনী। দেখতে তাকে ইচ্ছাও হচ্ছে, আবার নাও হচ্ছে। এক একটা নর্ত্তকী থেকে আরম্ভ ক'রে এই বন্যপ্রদেশবাসিনী গুলোর রূপ যেন এক একটা ধাপে পা দিয়ে একটা আকাশস্পর্শী অট্টালিকার ছাদে ওঠবার ভাব দেখাচ্ছে। রূপকুমারীকে না দেখলে মনে হচ্ছে যেন দৃষ্টির ভাগ্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। দেখতেই হবে। বিশেষতঃ যখন মা'র আদেশ। মা যে কেন আদেশ ক'রেছেন, তা বুঝেছি। দিল্লীর অন্তঃপুরের সেই শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যের অত্যাচার পিতার একান্ত অসহ্য হয়ে উঠেছে। তিনি বহুদিন ধ'রে সেই জন্য এমন রূপের সন্ধান করছেন, যার সম্মুখে মায়ের সৌন্দর্য্য

লজ্জিত, পরাস্ত, লাঞ্ছনা-বিনত হয়। ভাবে বুঝেছি, রূপকুমারীর সেইরূপ। সে রূপ দেখতেই হবে। শুধু দেখতে হবে? কিন্তু পা'বার কথা মনে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা আশঙ্কা। সঙ্গে বলি কেন—মনে ওঠবার আগেই, রক্তবর্ণ পাগড়ীর মত সেটা যেন আমার ইচ্ছার মাথায় দীপ্যমান হয়ে উঠছে। আমি এত চেষ্টা করছি, তবু ইচ্ছা থেকে এ আশঙ্কাটাকে কোনও মতে পৃথক করতে পারছিনা। এমন রাজভক্ত, এমন আতিথেয়, এমন সদালাপী, মধুর প্রকৃতি, কিন্তু দেখে 'মনে হচ্ছে যেন অতি যত্নে তারা মৌখিক আনন্দের আচ্ছাদনে একটা কি তীব্র বিষাদ লুকিয়ে রেখেছে। এই নিস্তব্ধ বিষণ্ণতার অন্তরালে লুকিয়ে আছে সেই কুমারী। দেখতে হ'লে বিষাদের পরকোলায় চক্ষু আবৃত করতে হয়, পেতে হ'লে বিষণ্ণতায় হৃদয়টাকে চিরজীবনেরই মত বুঝি জড়িয়ে ফেলতে হয়।

(বিক্রমসিংহের প্রবেশ)

এখনি যে ফিরে এলে বিক্রমসিংহ?

বিক্রম। একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি সাজাদা। যেতে যেতে সেইটে মনে পড়ে গেল, তাই বলতে এসেছি।

কাম। বল।

বিক্রম। আমার ভগিনীকে এখানে যখন নিয়ে আসবো, তখন আপনি ভিন্ন আপনাদের আর কেউ এখানে থাকতে পাবেন না।

কাম। ভাবে বোধ হচ্ছে, আমারও এখানে আসাতে তোমরা কেহ সুখী নও? মাথা নীচু করলে কেন? কথায় উত্তর দাও।

বিক্রম। রাজার পুত্র—দেবতা। যদি ভক্তি-পুষ্পের অঞ্জলি নিতে এখানে এইরূপ অতর্কিত ভাবে আসতেন, আমরা কৃতকৃতার্থ হয়েছি মনে করতুম সাজাদা!

কাম। তবে আমাকে ভগিনী দিতে আসছ কেন?

বিক্রম। আমরা দিচ্ছি কই সাজাদা, আপনি নিতে এসেছেন।

কাম। বাধা দেবার ক্ষমতা নেই!

বিক্রম। আমরা অতি ক্ষুদ্র।

কাম। তবে সমস্ত নাগরিক এত উল্লাস দেখাচ্ছে কেন?

বিক্রম। যখন ভগিনীকে নিয়ে এ স্থান ত্যাগ করবেন, তখন তারা কাঁদবে, এখন চক্ষুজলের উপর কৃত্রিম উল্লাসের আবরণ দিয়ে লুব্ধ বাতাসকে তারা প্রতারিত করছে।

কাম। তোমার ভগিনীকে ত এখনও দেখিনি। তবে আগে হ'তে এত ভয় পাচ্ছ কেন?

বিক্রম। মনে করছেন, আমার ভগিনীর রূপ যদি আপনার পছন্দ না হয়?

কাম। পছন্দ যে হবে, এমন নিশ্চয়তা কি!

বিক্রম। কই সাজাদা, আপনার চক্ষুত পাথরের নয়! খঞ্জনের নৃত্য হতেও চঞ্চল পলক! আমি দেখছি তার অন্তরালে চোখের তারা শ্রেষ্ঠরূপ দেখবার পিপাসায় ছট্‌ফট্‌ করছে!

কাম। যাও বিক্রমসিংহ, ভগিনীকে নিয়ে এস। আর অযথা বিলম্ব কর না।

বিক্রম। না সাজাদা, বিলম্ব করতে আমাদেরই এখন ভালো লাগছে না। বেলা থাক্‌তে থাকুতে আপনাকে দেখিয়ে দি'। বেলা শেষে আপনি তাকে রূপনগর থেকে নিয়ে যান। সন্ধ্যার অন্ধকার বিস্মৃতির অঞ্চল দিয়ে রূপনগরের এ বিষাদ-কাহিনী আবৃত করুক।

কাম। বিক্রমসিংহ!

বিক্রম। হুকুম জনাবালি!

কাম। আমাকে কেমন দেখছ?

বিক্রম। যদি আপনাকে না দেখে আপনার চিত্র দেখতুম, তাহ'লে আমাদের গৃহের দেওয়ালে যেখানে দেবতাদের চিত্রপট আছে, তাদের পাশে একস্থানে তাকে ঝুলিয়ে রাখতুম। হায়! আপনি এত সুন্দর!

কাম। যাও, তোমার ভগিনীকে নিয়ে এস। শুধু তাই নয়, রামসিংহ এখানে উপস্থিত থাকবে বিক্রমসিংহ! এবং তোমাকেই তাকে এখানে আসবার কথা ব'লে আসতে হবে।

বিক্রম। (চলিতে চলিতে) দুর্ব্বল— দুর্ব্বল—একান্ত দুর্ব্বল! যত পারো কর অত্যাচার তাতারী! [প্রস্থান।

কাম। অত্যাচার? না দুর্ব্বল রূপনগরী রাজপুত। তাতারী নিজের উপর আজ যত অত্যাচার করছে, তার শতাংশ অত্যাচারও সে তোমাদের উপর করতে পারছে না। ছদ্মবেশের ভিতরে তার সমস্ত মর্য্যাদা লুকিয়ে একটা ভিক্ষুকের মত সে আজ রূপনগরে প্রবেশ করেছিলে। অনাতিথেয় রাজপুত! তুমি তাকে ভিক্ষা দিতে

পরাঙ্মুখ। ক্ষোভে লজ্জায় সে এখন সেই মর্য্যাদা তোমাদের এই জঙ্গলের ভিতর সমাধিস্থ করতে ব্যাকুল হ'য়েছে।

(তয়বর খাঁর প্রবেশ)

আসুন তয়বর খাঁ। এতক্ষণ ধ'রে একজন মনোমত সঙ্গীর বড়ই অভাব অনুভব করছিলুম।

তয়। আমার আর আসতে হবে না সাজাদা! আপনি এখনি এসব পরিত্যাগ করে আমার অনুসরণ করুন।

কাম। রাজকুমারীকে না দেখে?

তয়। আর তাকে দেখবার অবকাশ থাকবে না।

কাম। খুব থাকবে। আপনি কাছে আসুন।

তয়। আমি মিছে কইনি সম্রাট-পুত্র!

কাম। সম্রাট আলমগীরের একজন বীর সেনাপতি রহস্যের ছলেও মিথ্যা কইতে পারে না—এটা আমার জানা আছে।

তয়। সম্রাটের অভিসন্ধি আমি বুঝতে পারছি না। তিনি এরাদৎ খাঁকে দু'হাজার ফৌজের সঙ্গে রূপনগরে পাঠিয়েছেন।

কাম। সে অভিসন্ধি আমি জানি। তবু আমি রূপনগরওয়ালীকে না দেখে যাবোনা।

তয়। কিন্তু এটা জানি, এরাদৎখাঁ এখানে আপনাকে দেখতে পেলেই বন্দী করবে। সে সম্রাটের পরোয়ানা নিয়ে আসছে।

কাম। তবু আমি রূপনগরওয়ালীকে না দেখে যাবো না।

তয়। এই অসভ্যদের দেশে বন্দী হয়ে বাদসাপুত্রের মহৎসম্ভ্রম নষ্ট করবেন?

কাম। নষ্ট হয়ত কি করব তয়বর খাঁ!

তয়। আমি যখন এসে পড়েছি, তখন তা' কি হ'তে দিতে পারি?

কাম। আমি যদি না যাই, আপনি কি করতে পারেন তয়বর খাঁ!

তয়। আপনাকে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যেতে পারি।

কাম। আমি যুবা—আপনার মত বৃদ্ধের পক্ষে তা অসম্ভব।

তয়। ফুলের মত কোমল, নারীর মত দুর্ব্বল, তুষারের মত লঘু সাজাদা কাম্‌বক্‌স্‌কে তুলে নিয়ে যাবো—এমন কার্য্যে অশক্ত হবার বার্দ্ধক্য এখনও আমার আসেনি। উঠে আসুন। আমি সম্রাটের আদেশ লঙ্ঘন ক'রেও আপনাকে রক্ষা করতে এসেছি। সে হুকুম অমান্য করার ফল সম্বন্ধে চিন্তা করবারও অবকাশ পাইনি।

কাম। আপনি আমার চিন্তা ত্যাগ ক'রে এখনি চলে যান।

তয়। যাবেন না?

কাম। আমি রূপনগরওয়ালীকে না দেখে যাবোনা। মায়ের এই আদেশ তয়বর খাঁ। আমি দেখবো সে মায়ের চেয়ে সুন্দরী কিনা। কেননা পিতার অভিষন্ধি তাকে দিল্লীর হারেমে স্থান দিয়ে মায়ের গর্ব্ব খর্ব্ব করবেন।

তয়। না সাজাদা, উপযুক্ত সময়ে যখন এসেছি, তখন আমার আশা নিষ্ফল হ'তে দেবো না। আমি ধ'রে নিয়ে যাবো। তারপর আপনাকে নিরাপদ করবার অন্য ব্যবস্থা করবো।

কাম। ধরুন।

তয়। (হস্ত ধরিয়া) চলুন। এরাদৎ খাঁ কোনও মতে এখানে যেন আপনাকে না দেখে। জোর ক'রবেন না, হাতে আপনার আঘাত লাগবে।

কাম। টানুন। ও শক্তির কার্য্য নয়—আরও—আরও শক্তি—দেহে যত শক্তি আছে—প্রয়োগ করুন। কার্পণ্য করবেন না।

[তয়বর কাম্‌বক্‌স্‌কে সবলে আকর্ষণ করিলেন ও তাহাকে স্থানচ্যুত করিতে অশক্ত হইয়া তাহার মুখপানে সবিস্ময়ে চাহিলেন এবং বলিলেন]—"সাজাদা কাম্‌বক্‌স্ !"

কাম। আমি রূপনগরওয়ালীকে না দেখে কিছুতেই যাবো না। মায়ের হুকুম। আসুক এরাদৎ। আসুক তার দু'হাজার ফৌজ। আসুক তার সঙ্গে সঙ্গে পিতার ক্রোধের অসংখ্য নিদর্শন। (অবনত মস্তকে তয়বরখাঁ চলিলেন) আর যেতে যেতে শুনুন, এ বল আমার নয়—যে বল আপনার ন্যায় প্রভুত বলশালীকে অবহেলে পরাস্ত করে। এ বল এই কোমল দেহে সেই মাতৃশক্তির প্রেরণা। যত প্রকার বিভীষিকা হ'তে পারে, আগে সে সমস্তের ছবি আমার চোখের উপর ধ'রে তবে মা আমাকে রূপনগরে পাঠিয়েছেন। আরও শুনুন। (তয়বর চলিতে চলিতে মুখ না ফিরাইয়াই দাঁড়াইলেন) দেহের বলই বল নয়। মনের বলও বল নয়—কেন না অনেক উচ্চে উঠেও পক্ষপুট-নিরুদ্ধ বাজের মত কখন কখন সে মাটীর উপরে পড়ে যায়। একমাত্র বল এই মাতৃ-শক্তির প্রেরণা। এ যাকে তুলে ধরেছে দেহের বল তাকে ফেলতে পারে

না। এ যাকে চালিয়েছে, নিজের ইচ্ছাতেও সে তার গতি শক্তি নিরুদ্ধ করতে পারে না। [ভয়বরের প্রস্থান।

(বিক্রমসিংহ ও সহচরীবেষ্টিতা রূপকুমারীর প্রবেশ)

রূপকুমারীর অবনতমস্তক স্থিতি।

বিক্রম। সাজাদা!

কাম। এসেছ বিক্রমসিংহ? (রূপকুমারীর দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ) ইনিই তোমার ভগিনী?

বিক্রম। হাঁ সাজাদা!

কাম। সঙ্গে?

বিক্রম। সহচরী।

কাম। সহচরীরাই বাদসার হারেমে প্রবেশযোগ্যা সুন্দরী!

বিক্রম। ভগিনী যদি বাদসার হারেমে প্রবেশ করে,—ওরাও সঙ্গে সঙ্গে সেখানে প্রবেশ করবে সাজাদা!

কাম। রামসিংহ?

বিক্রম। তাঁর কাছে গিয়েছিলুম। দেখলুম, তিনি এক ওমরাওএর সঙ্গে গোপনে কি কথা কইছেন! আপনার কথা তাঁকে বলেছি। তবে তাঁর ইচ্ছামত উত্তর দেবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারিনি।

কাম। বিক্রমসিংহ! এই বালিকাদের কিছুক্ষণের জন্য স্থানান্তরে যেতে আদেশ কর। কেন না আমি এমন দু'একটা কথা ক'ইব, যা তুমি ও রাজকুমারী ব্যতীত অন্যের শ্রোতব্য নয়।

[সহচরীগণের প্রস্থান।

ভগিনী! (বিক্রমসিংহ সবিস্ময়ে কাম্‌বক্‌সের মুখের দিকে সহসা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন) তোমার ওই ভাইয়ের সঙ্গেও কি মুখ তুলে কখন কথা কও নাই? (রূপকুমারী মুখ তুলিল) হ্যাঁ বুঝেছি, মুখ তুলেছ। কিন্তু কখন কি তার সঙ্গে বাক্যালাপ কর নাই!

রূপ। কি জিজ্ঞাসা কর্‌বেন করুন সাজাদা—উত্তর দিচ্ছি।

কাম। সাজাদা! তাতারীকে ভাই বলতেও কুণ্ঠিত হও নাকি রাজপুত-কুমারী?

রূপ। কুণ্ঠা? মুখে যে বাক্য আসছে না। এমন কোন ভাষা পাচ্ছি না যা দিয়ে আমার এই তাতারী ভাইয়ের সম্বর্দ্ধনা করি।

বিক্রম। এত মহৎ আপনি! তাতারীর ছদ্মবেশে এত বড় দেবত্ব আপনি লুকিয়ে রেখেছেন!

কাম। বিক্রমসিংহ! শ্রেষ্ঠরূপ দেখতে এসেছিলুম—ওই বানর অম্বর-পতির কথায়। দেখলুম বানরটা আমাকে মিথ্যা বলেনি, ভাই, আমার ভগিনীর রূপের তুলনা নাই।

(রামসিংহের প্রবেশ)

এস অম্বরপতি রামসিংহ! তোমাকে ছি! তুমি বাদসার হারেমে প্রবেশের একেবারে অযোগ্যা এই কুমারীকে দেখাতে আমাকে এতদূরে নিয়ে এসেছ!

রাম। কই? (রূপকুমারীর দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া) আহা হা—হা—হা!

কাম। এই মুখ—যে মুখে বাদশাহী বেগমের চির অশান্ত মলিন আকাঙ্ক্ষায় লোক ভুলানো মিথ্যা উল্লাসের আবরণ নেই!

রাম। আ-হা-হা-হা !!

কাম। এই চোখ—যে চোখে বিভ্রান্ত-বিলাসের বিদ্যুদ্দীপ্তি নৃত্য করে না!

রাম। আ-হা-হা-হা !!!

কাম। তবু আ হা হা! মূর্খ রাজপুত! এই মুহূর্ত্তে তুমি এ স্থান ত্যাগ কর।

রাম। তুমি কর সাজাদা—নইলে—আ হা হা হা!

কাম। আমি ত্যাগ করব? মূর্খ, চোর, নরাধম, পশু—নিজে পবিত্রা কুমারীকে লাভ করতে পারনি ব'লে তার উপর—তোমার এই স্বজাতীয়ের উপর প্রতিশোধ নিতে বিধর্ম্মীর হাতে তাকে নিক্ষেপ করবার ষড়যন্ত্র করেছ? সাবধান রাজপুত! ফের যদি লালসার দৃষ্টি এ দিকে নিক্ষেপ কর, তাহ'লে মুষ্ট্যাঘাতে তোমার মাথা চূর্ণ করে দেব।

রাম। সাবধান সাজাদা কামবক্‌স্! আপনার নিজের এখানে কি অবস্থা আপনি বুঝতে পারছেন না!—আ হা হা হা!

কাম। খুব বুঝেছি—এবং তোমাকে যথাসাধ্য বুঝিয়ে দিচ্ছি। ফের —চল— (ধাক্কা দিতে দিতে লইয়া চলিল)

রাম। আর আমার ধৈর্য্য থাকবে না সাজাদা!—

কাম। চল—চল।

রাম। আচ্ছা—চল। [উভয়ের প্রস্থান।

বিক্রম। একি দেখ্‌লুম ভগ্নি!

রূপ। একটা স্বপ্নের খেলা দাদা! বিস্মৃতি থেকে তার উদ্ভব, চির স্মৃতিতে তার বিলয়।

চতুর্থ অঙ্ক।

পাং চাপাদানী

প্রথম দৃশ্য।

উদয়পুর—প্রাসাদ, মন্ত্রণাগার।

রাজসিংহ ও দয়ালসা।

দয়াল। আবার পত্র রাণা?

রাজ। বাদসার উপর ক্রোধে আত্মহারা হয়ে নীতি ভুলে যাবেন না। আপনি আমার পিতামহ রাণা কর্ণকেও পরামর্শ দিয়েছেন। ইস্তাহার নিয়ে কে এসেছিলেন জানেন?

দয়াল। না রাণা, আর জানবার ইচ্ছাও করিনি।

রাজ। তিনি মোগলসম্রাটের সেনাপতি।

দয়াল। তয়বর খাঁ?

রাজ। তিনিই। সম্রাট নীতিজ্ঞ। যদি তিনি কোনও নিম্নপদস্থ ওমরাওয়ের হাতে এই ইস্তাহার পাঠাতেন, তাহ'লে রাজসিংহের আজ ভিন্ন মূর্ত্তি দেখতেন।

দয়াল। আমারই ভুল হয়েছে রাণা! কি রকম পত্র লিখব?

রাজ। জিজিয়াকর নিয়ে যাবার নিমন্ত্রণ পত্র। আর ঘোষণা পাঠান সমস্ত মেবারী মেবারে ফিরে আসুক। [দয়ালসার প্রস্থান। ঘোষণা মাত্র যে যেখানে মেবারী থাকবে ছুটে আসবে। রাণীও শুনলে না এসে থাকতে পারবে না।, আসতে পারবে না, কেবল

মাত্র ভীমসিংহ—রাণার জ্যেষ্ঠপুত্র—ভবিষ্যতে রাণা হবার সর্ব্বতো-ভাবে উপযুক্ত শ্রেষ্ঠ মেবারী। আমারই অপরাধে সে আসতে পারবে না। লোকে তাকে খুঁজবে। সে কথায় আমি উত্তর দিতে পারব না।

(দয়াল সার পুনঃ প্রবেশ)

আবার ফিরলেন যে দেওয়ান ?

দয়াল। রূপনগর থেকে এক ব্রাহ্মণ—আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

রাজ। চিত্তের এই বিষম চাঞ্চল্যের সময় ?

দয়াল। বলেন—একান্ত প্রয়োজন। তিনি অন্য সকলের নিষেধ উপেক্ষা ক'রে একেবারে দ্বারদেশে। পরিচয়ে জান্‌লুম তিনি পুরোহিত ঠাকুরের জামাতা।

রাজ। নিয়ে আসুন।

দয়াল। (দ্বারসমীপে যাইয়া) এস ব্রাহ্মণ !

(দীপচাঁদের প্রবেশ)

আমি আসি রাণা !

দীপ। আপনিই কি দেওয়ান দয়াল সা ?

রাজ। উনিই।

দীপ। আপনাকেও থাকতে হবে।

দয়াল। বিষয়টা কি ?

দীপ। বিষয় এই পত্র। (রাজসিংহের হস্তে পত্রদান)

রাজ। (মনে মনে পত্র পড়িয়া) দেওয়ান ব্রাহ্মণের বিশ্রামের ব্যবস্থা করুন।

দীপ। আগে পত্রের উত্তর দিয়ে নিশ্চিন্ত করুন রাণা!

রাজ। সহসা আমি এর উত্তর দিতে পারি না।

দীপ। চিন্তা করবার এতে কি আছে?

রাজ। যথেষ্ট আছে।

দীপ। রাণার কি সাহস হচ্ছে না?

রাজ। না।

দীপ। আপনিই রাণা রাজসিংহ?

রাজ। ক্রুদ্ধ হবেন না ব্রাহ্মণ, দেওয়ানের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে অপরাহ্নে আমি আপনাকে উত্তর দেব। আপনি দেখছি ক্লান্ত— বিশ্রাম গ্রহণ করুন।

দীপ। বিশ্রাম নেবার সময় কই!

রাজ। আপনি কি এই অবস্থাতেই আমাকে প্রস্তুত হ'তে বলেন?

দীপ। আমিত আপনাকে কিছু বলিনি রাণা! পত্র আপনাকে কি বলছে আমি ত শুনতে পাচ্ছি না।

রাজ। পত্র আমাকে যা করতে বলেছে, তা করতে আমার সাহস হচ্ছে না।

দীপ। দেওয়ান! ইনিই কি মহারাণা রাজসিংহ?

দয়াল। আপনার পত্র কি তাও জানিনা। আপনাদের প্রশ্নোত্তর কি তাও বুঝতে পারছি না। আমি কি উত্তর দেবো!

রাজ। আপনিও পড়ুন। (দয়াল সার হস্তে পত্র দান) সে কি, কাঁদতে আরম্ভ করলে কেন ঠাকুর!

দীপ। আমার স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এর পর কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো, তাই ভেবে ব্যাকুল হয়েছি। রূপনগরের বাস আমার উঠে গেল। শ্বশুরের আশ্রয়ে এসে থাক্‌বো মনে ক'রে ছিলুম—

রাজ। আমার কথা শুনে, তা করতেও তোমার সাহস হচ্ছে না?

দীপ। সাহস? অতি হর্ষে এসেছিলুম। এখন অতি বিষাদ নিয়ে ফিরবো। আর রূপনগরে পৌঁছাতে শক্তি থাক্‌বে কিনা তাই ভাব্‌ছি। (উপবেশন)

রাজ। ওঠ ব্রাহ্মণ—তোমাদের রাজকুমারীকে উদ্ধার ক'রে দেবো।

দীপ। রাণা! রাণা! এমন ক'রে ব্রাহ্মণকে উৎপীড়িত করেছেন যে আশীর্ব্বাদের যোগ্য ভাষা মুখ দিয়ে বা'র করতে পারছিনা। মহারাণা! হিন্দুপতি! তুমি অমর হও।

রাজ। এ পত্র প'ড়ে সেটা হবার ইচ্ছে হচ্ছে বটে! কিন্তু তা হওয়া যায় কই! এখন থেকেই দেহে জরার অত্যাচার আরম্ভ হয়েছে। সেই জন্যই ব্রাহ্মণ, রাজকুমারীর শেষ অনুরোধ রক্ষা করতে আমার সাহস হচ্ছে না।

দীপ। মহান্ রাণা! মূর্খ ব্রাহ্মণ আমি। তার উপরে ভয়ে উদ্বেগে আমার মাথার ঠিক নেই। আমি মনে ক'রেছিলুম, তাতারীর হাত থেকে রাজকুমারীকে উদ্ধার করতে আপনার সাহস হচ্ছে না। তাই আপনার উপরে কটূক্তি প্রয়োগ ক'রেছি। আমি আপনার পুরোহিতের জামাতা। আমাকে স্নেহের পাত্র জেনে ক্ষমা করুন।

রাজ। মেবারের রাণা নাম যদি সার্থক রাখতে হয়, তাহ'লে রাজকুমারীর রক্ষা আমার জীবন-সংকল্প। কিন্তু তার উদ্ধার ক'রে উৎকোচ স্বরূপ এ বয়সে এক বালিকাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করা আমি কিছুতেই মনুষ্যত্ব মনে করতে পারি না।

দয়াল। কেন পারবেন না? বীর্য্য শুল্কে নারীগ্রহণ, এ ত একমাত্র ক্ষত্রিয়েরই কার্য্য রাণা! শিবের তুল্য স্বামী প্রার্থনা ক'রে রাজকুমারী উমানাথের পূজা করেছেন। কুমারী অবশ্যই জানেন, শিবের মত বর কোনও কালে তরল-মতি যুবা হয় না। মহাত্মা রাজসিংহেরই মত তাঁর বয়স। অসামান্য পুরুষকারই তাঁর যৌবন, সদ-প্রদীপ্ত ক্ষাত্র-তেজই তাঁর রূপ। নিশ্চিন্ত হও ব্রাহ্মণ! দেবদূতের মত অকস্মাৎ এখানে আবির্ভূত হয়ে তুমি আমাকে নিশ্চিন্ত করেছ। এক অতি অপ্রীতিকর পত্র লেখা থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দিয়েছ। সংযুক্তার স্বয়ম্বরে দিল্লীপতি পৃথ্বীরাজের পর আজও পর্য্যন্ত আর কোনও ক্ষত্রিয় রাজা বীর্য্য-শুল্কে কন্যা গ্রহণ করেন নি। রাণা রাজসিংহ! মোগল-সম্রাটের হাত থেকে এই কন্যাকে ছিনিয়ে নিয়ে ক্ষত্রিয়ের সেই গৌরব-ময় প্রথাকে লোকের বিস্মৃতি থেকে উদ্ধার করুন।

রাজ। মোগল-সম্রাট যে হ'ল না দেওয়ান! লজ্জা হচ্ছে—আমাকে একটা ক্ষুদ্র বালকের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তে হ'বে! সম্রাট এ কুমারীকে গ্রহণ করতে চাইলে, তার উদ্ধারে গৌরব অনুভব করতুম। সাজাদা কাম্‌বক্‌স শুনেছি বালক।

কাম্‌বক্‌সের প্রবেশ)

কাম। সে বালক আমি—আমি মহারাণা রাজসিংহ! আমি প্রতিদ্বন্দ্বী নই—প্রতিদ্বন্দ্বী আমার নিষ্ঠুর পিতা মোগল-সম্রাট ঔরংজেব।

রাজ। আপনিই সাজাদা কাম্‌বক্‌স্‌?

দীপ। ইনিইত বটে রাণা!

দয়াল। আপনাকে কে এখানে প্রবেশ করালে?

কাম। এই কবচ। এই দেখিয়ে, যাকে রাণার কথা জিজ্ঞাসা করলুম, সেই সসম্ভ্রমে আমাকে পথ দেখিয়ে দিলে। (রাজসিংহের হস্তে কবচদান) আরাবল্লীর গিরিপথে—যিনি আমাকে এই কবচ দিয়েছেন—তাইত রাণা, আপনারই মুখের মত ত তাঁর মুখ!

রাজ। দেওয়ান! সম্বর্দ্ধনা করুন, সম্বর্দ্ধনা করুন।

কাম। পরে—দিল্লী থেকে যদি আর কখন মেবারে ফিরে আসা আমার সম্ভব হয়—তখন। আগে সে কুমারীর উদ্ধার করুন। আমার মায়ের অনুরোধ। ঘৃণিতাজ্ঞানে বাদসা তাঁকে উদিপুরী নাম দিয়েছিলেন। সেই নাম পবিত্র জ্ঞানে, তারই দোহাই দিয়ে মা আপনাকে অনুরোধ করেছেন। কোনও মতে যেন কুমারী দিল্লীর অন্তঃপুরে প্রবেশ না করে। [প্রস্থানোদ্যত]

রাজ। সাজাদা! বিনীত অনুরোধ—ক্ষণেকের জন্য বিশ্রাম।

কাম। না—না—না যদি কখন ফিরতে পারি, তখন। আগ্রহ করবেন না—আমার বিনীত অনুরোধ,—যেতে বাধা দেবেন না।

রাজ। আমার আত্মীয়া আপনার মাতাকে আমার সম্ভ্রম জানিয়ে

বলবেন—মেবার পণ—আমি কুমারীকে দিল্লীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে দেব না।

কাম। সেলাম রাণা রাজসিংহ! সেলাম আপনার মেবার—এই মেবারের কৃপায় আমাকে তারা বন্দী করতে পারেনি।

রাজ। ক্ষণেকের জন্য অপেক্ষা। জয়সিংহ!

(জয়সিংহের প্রবেশ)

দ্বার রক্ষা করছিলে তুমি?

জয়। হাঁ পিতা!

রাজ। এ কবচ দেখেছ?

জয়। নতুবা উনি এখানে কেমন ক'রে প্রবেশ করলেন।

রাজ। জ্যেষ্ঠের কার্য্য সম্পূর্ণ কর। এই আগন্তুক যুবকের সঙ্গী হ'য়ে—কোথায় আপনাকে রেখে আস্‌তে হবে সাজাদা?

কাম। না—না—এর চেয়ে অনুগ্রহ আর আমি চাই না।

রাজ। শীঘ্র বলুন—আমি আর সময়ের অপব্যয় করতে পারবো না। দিল্লী?

কাম। সেখানে আপনার পুত্রকে পাঠাতে আপনি সাহস করেন?

রাজ। যাও জয়সিংহ! সম্রাটপুত্রকে দিল্লী পর্য্যন্ত রেখে এস।

[জয়সিংহ ও কাম্‌বক্‌স প্রস্থানোদ্যত]

দিল্লীর দ্বার পর্য্যন্ত—না—না ওঁর মায়ের কাছ পর্য্যন্ত।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

এলাহাবাদ—কেল্লা।

আকবর ও মোসাহেবগণ।

(মদ্যপান করিতে করিতে)

আক। তাহ'লে বাংলায় যাওয়া যাক্, কি বল ?

১ম, মো। বাংলাতে যেতেই হবে।

২য়, মো। না গেলে আর চলছে না, সাজাদা।

আক। তবে শুনেছি, দেশটা বড় জংলী।

১ম, মো। আর ভারি মোশা।

২য়, মো। সে গুলো রাতে বড় ভ্যান ভ্যান করে।

আক। কিন্তু ভাই আজিম বাংলার বড় সুখ্যাতি করে।

১ম, মো। যেহেতু মোশার আওয়াজ বাইজীর বারোঁয়ার চেয়ে মিষ্টি।

আক। তবে লোকগুলো বড় চেঁচায়।

১ম, মো। এই মাটি করেছে। তবে ত নেশা চটে যায় !

আক। কিন্তু জাতটা শুনেছি আগাগোড়াই কবি।

২য়, মো। তা' হলে বাংলার মাটিতে রস আছে !

১ম, মো। শুনেছি, বাংলার তোপ্‌সে মাছটি পর্য্যন্ত কবি। থাকে অগম জলে। কিন্তু যেমনি তাকে তুললে, অমনি সূর্য্যের দিকে

চাইলে, হাঁ করলেন! আর চোক বুজলে। তারপর ভেজে খাও—একখানি কাঁটা।

২য়, মো। উঃ! কি কবিত্ব! চাটের রাজা।

আক। তামাসা নয়—সত্য সত্যই বাংলার মাটি বড় সরস।

১ম, মো। যে বীজটি পুতবে, অমনি দেখতে দেখতে সেটি গাছ হবে। বেড়াল পুতলে বাঘ হয়। ছেলে পুতলে জ্যাঠা হয়।

আক। আর বাতাস বড় ফুরফুরে।

১ম, মো। নেশা একবার ধরলে আর ছাড়তে চায় না।

আক আবার একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার! নদী সেখানে উজান বয়।

৩য়, মো। এটা আমাদের দেখতেই হবে। শুধু দেখতে হবে কেন—হাত পা ছেড়ে দিয়ে ভাসতে হবে।

২য়, মো। যেহেতু সাজাদার বয়সটাতে কিছু উজান বহাবার প্রয়োজন হয়েছে।

১ম, মো। কেননা বাদসার মরণ প্রত্যাশা করতে করতে আমাদের সাজাদা মৃতপ্রায়।

আক। যা ব'লেছ—বুড়োটা অসম্ভব বয়স নিয়ে এসেছে।

১ম, মো। মরতে চায় না।

২য়, মো। বাদসা হওয়া দেখ্‌তে দিলে না।

আক। যা বলেছ—মেজাজ আর ঠিক রাখা যায় না। রোজ সকালে ঘুম ভেঙে উঠে মনে করতুম, আজ হয়ত শুনবো বুড়োর অন্ততঃ একটা শিরঃপীড়া হয়েছে। উঠে দেখি উদিপুরী বেগমের বারাণ্ডায় পায়চারি করছে।

১ম, মো। ওই বারাণ্ডাটা ভেঙে না দিলে বুড়ো বাদসা মরবে না।

আক। এখন বাংলায় পৌঁছেই যদি শুনি বাদসা মরেছে?

১ম, মো। অমনি আমরা সকলে শোক কবিতা লিখতে বসে যাব।

আক। তাতো যাবে—কিন্তু ময়ূর-সিংহাসন?

১ম, মো। কবিতা-স্রোতে ভাসিয়ে দেবো। কল্পনার রাজা হওয়া খুব মজা—যদি বউ না রাগ করে।

২য়, মো। না সাজাদা, বাংলায় যাওয়াটা আমাদের কারও পছন্দ হচ্ছে না।

১ম, মো। কিন্তু নদী সেখানে উজান বয়!

২য়, মো। তা ব'ক্—লোকগুলো বড় চেঁচায়। তাদের চীৎকারে বাদসার মরণ কথা হয়ত শুনতেই পাওয়া যাবে না।

আক। চুপ করলেও যে বিপদ্। ভাই আজিম বলে—তাদের চেঁচানো বরং ভালো। কিন্তু চুপ করলেই গণ্ডগোল! যেই চুপ করেছে, অমনি জানবে সব কবিতা লিখতে বসে গেছে।

২য়, মো। তাতে বিপদটা কি সাজাদা?

আক। সেই কবিতা শুনতে হবে। যদি বল সময় নেই—শুনবে না। যদি বল, অসুখ করেছে, শুনবে না। বলবে দেহ থাকবে দু'দিন—কিন্তু কবিতা থাকবে অনন্ত কাল।

২য়, মো। যদি বলা যায়, বাবা মরেছে?

১ম, মো। তাহ'লে আবার কবিতা লিখবে। লিখেই আবার শোনাতে আসবে।

আক। তাতে কি নিস্তার আছে?

২য়, মো। আবার কি সাজাদা!

১ম, মো। এযে দেখ্‌ছি, এলাহাবাদেই বিপদ উজান বয়ে আসছে!

আক। সেই কবিতা নিয়ে আবার দু'টো দল হয়। একদল ব'লে "কি চমৎকার করুণ শোক!" আর এক দল বলে—"এ শোক রৌদ্র, বীভৎস, হাস্য!" এক দল বলে—"বাহবা!" আর এক দল বলে—"ছ্যা-ছ্যা!" শেষে ওই বাহবা আর ছ্যা-ছ্যায় লড়াই বাধে।

২য়, মো। কি? খুনোখুনি?

আক। না—ওইটি কেবল বাদ। মারামারি, হাতাহাতি, লাঠালাঠি, মায় খুনোখুনি—সব কবিতায়।

১ম, মো। সে কবিতাও আবার শুনতে হয়?

আক। আলবৎ—দম বন্ধ ক'রে।

২য়, মো। সাজাদা! কোথায় লড়াই হচ্ছে কিনা খবর নিন্। সেই খানে যাওয়া যাক্! ও কবিতার রাজ্যে যেতে ভরসা হচ্ছে না।

আক। তাহ'লে বাংলায় যাবো না—কি বল?

২য়, মো। গেলেই গোঁফদাড়ী ঝরে যাবে। সাজাদা! আবার দিল্লীর দিকে মুখ করুন।

১ম, মো। কিন্তু নদী উজান বয়—তবে দিল্লী পর্য্যন্ত বয় কিনা, সেটা বোঝা যাচ্ছে না!

আক। তাইত! তাহ'লে কি করা যায়? বাদসার হুকুম বাংলাতে যেতেই হবে। কিন্তু ওদিকে আজিম কবিতার ভয়ে কাবুল পালিয়েছে।

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ)

১ম, মো। ঠিক সময়ে এসেছো সুন্দরীকুল! আমরা বাংলার নামে ব্যাকুল হয়েছি। শুনিয়ে দাও একটী শোক-সঙ্গীত—সেটি যেন বাংলা থেকে ভেসে আসছে। আর আমরা যেন তাই শুনতে শুনতে যমুনার উজান স্রোতে দিল্লীতে ফিরে চলেছি। যমুনা ফুরুলো। ওই দেখ সম্মুখে গঙ্গা। একবার বজরা যদি গঙ্গায় পড়ে তাহ'লে আর দিল্লী খুঁজে পাব না।

নর্ত্তকীগণের গীত।

চুপি চুপি বলি সখি শোন্ পেতে কাণ
কোন্ দেশে আমি আজ করিব প্রয়াণ।
ভাষা-ভরা লতা সেথা, ফুলে ভরা গান,
নদী জলে ভেসে চলে মান-অভিমান—
সাগরে মিলিতে যায়, যেতে যেতে ফিরে চায়—
কল্লোলে গীতি ভ'রে বহে সে উজান।
তোরা কে যাবি কে যাবি গো আমার সাথে?
সে দেশ দেখিতে আমি চলেছি পথে।
হৃদয় আকাশ পটে—আঁকা সেই নদী-তটে—
আয় আয় বসে করি গান।
ভেসে যাক্—মিশে যাক্—দান-প্রতিদান॥

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবা। হুজুরালী! উজীর সাহেব!

আক। উজীর সাহেব! উজীর সাহেব কিরে?

সকলে। চোপ্—চোপ্—উজীর সাহেব এথানে কি ?

৩য়, মো। সাজাদা! যমুনা বুঝি উজান বয়!

আক্। উজীর সাহেব কি? দেখতে ভুলেছিস্?

দোবা। গোলাম দেখতে ভুল করে নি হুজুরালি!

২য়, মো। ফের দেখে আয়। নিশ্চয় ভুলেছিস্।

১ম, মো। বামে গঙ্গা—দক্ষিণে যমুনা; মাঝে সব সুন্দরী। গঙ্গা যমুনার সঙ্গমে দুই দরিয়ার তরঙ্গের যুদ্ধের উপর ভেসে উঠে ছিল কি মধুর গান! এমন সময় রসভঙ্গ! সেই কঠোর কটূক্তির ফোয়ারা—উজীর দিলীর খাঁ!

আক। সত্যইত! এ কেয়া তাজ্জব! যাও সুন্দরীকুল—তোমরা একটু সরে যাও।　　[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

১ম, মো। সঙ্গীত বেশ ভেসে ভেসে আসছিল। মাঝদহে পড়ে বুঝি ডুবে গেল! সাজাদা! রাগ ক'রে যমুনা বুঝি উজান বয়!

আক। যা—উজীর সাহেবকে এগিয়ে নিয়ে আয়।—ভাই সব হুঁসিয়ার! পেয়ালা সরাও—

২য়, মো। এই—পেয়ালা সব লে যাও।

[ভৃত্যের প্রবেশ ও দ্রব্যাদি লইয়া প্রস্থান।

(দিলীর খাঁর প্রবেশ)

[সকলের সসম্ভ্রমে উত্থান]

দিলীর। ছি সাজাদা! ছি! তোমাকে এরূপ অবস্থায় দেখবো আমি প্রত্যাশা করিনি!

আক। আপনাকেও যে এখানে এমন সময় দেখবো, এ আমি স্বপ্নেও প্রত্যাশা করিনি।

দিলীর। তা ঠিক। যে কার্য্য সামান্য সৈনিক দিয়ে নিষ্পন্ন হত, সে কার্য্য আমি নিজে করতে এসেছি। কিন্তু যে আশায় এসেছিলুম, তোমাকে দেখে আমার সে আশা নির্ম্মূল হয়ে গেল সাজাদা!

১ম, মো। সাজাদা কবিতা—কবিতা!

দিলীর। এই কতকগুলো অপদার্থের সঙ্গে মিশে, অল্পদিনের ভিতর তোমার এত অধঃপতন হয়েছে তা বুঝতে পারিনি!

১ম, মো। শুধু কবিতা নয়—আবার শোক—কবিতা! সাজাদার পতনোপলক্ষে কথিতা! সময়—মধ্যরাত্রি। স্থান—গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম।

দিলীর। খবরদার কাসিম খাঁ!

১ম, মো। খবরদার কাসিম খাঁ! শোক-সঙ্গীত বটে, কিন্তু বাংলা থেকে ভেসে আসেনি। এ দিল্লী থেকে লাড্ডুর মত ঘোড়ায় চেপে এসেছে! খবরদার কাসিম খাঁ!

দিলীর। ফের যদি এরূপ মাতলামী কর, তাহলে সত্য বলছি, তোমাকে আমি এই তলোয়ার দিয়ে চুপ করিয়ে দেব।

১ম, মো। তাই দিন উজীর সাহেব! আপনার কবিতার চেয়ে আপনার তলোয়ারের চোট অনেক মিষ্টি।

আক। চুপ কর কাসিম খাঁ!

১ম, মো। সাজাদা বললেন—তবে চুপ।

২য়, মো। আমরা চুপ হয়েই আছি।

সকলে। চুপে চুপে কাঁপছি।

আক। আপনাকে এখানে দেখে এতই বিস্মিত হয়েছি যে, আমার বাক্যস্ফুরণ হচ্ছিল না।

দিলীর। অনেক কথা বলব বলেইত এসেছি। কিন্তু তোমাকে দেখে আমারও বাক্য স্ফুরণ হচ্ছে না।

১ম, মো। ও বাবা! অস্ফুরণেই এত কবিতা, স্ফুরণে তাহলে—না, না চুপ, কাসিম খাঁ চুপ।

দিলীর। সম্রাট আকবরের ন্যায় তোমাতে অনেক গুণগ্রাম ছিল দেখে আমি তোমাকে সম্রাট হবার উপযোগী শিক্ষা দিয়েছিলুম। তোমাকে ভালবেসে জামাতা করেছিলুম।

আক। উজীর সাহেব! বড় অনিচ্ছায় আমি বাংলাতে যাচ্ছি। লাহোর, অযোধ্যা, কাশ্মীর, মালোয়া—দিল্লীর নিকটে এত দেশ থাকতে পিতা আমাকে বাংলায় পাঠাচ্ছেন। ভাই আজিম বাংলায় ছিল, তাকে তিনি কাছে নিয়ে এলেন। আমি কাছে ছিলুম, দূরে চললুম, এত দূর যে. পিতার যদি—

দিলীর। বুঝেছি—আর বলতে হবে না। তোমার মেজাজের এখন ঠিক নেই।

আক। কারণ কিছু বুঝতে না পেরে মেজাজ এত খারাপ হয়ে গেছে যে,—

১ম, মো। মেজাজ ঠিক রাখতে উজীর সাহেব! একটু একটু—দোহাই উজীর সাহেব! শুনে আপনি কবিতা প্রয়োগ করবেন না। বাংলায় গিয়েই কবিতা শুনতে হবে, সেই ভয়ে—একটু একটু—

দিলীর। সাজাদা! আর তোমাকে বাংলা যেতে হবে না।

আক। হবে না?

১ম, মো। বস্—এবারে আর করুণ নয়—রৌদ্র, বীভৎস্য, হাস্য।

দিলীর। সম্রাটকে অনুরোধ করে, তোমাকে বাংলা পাঠাবার হুকুম রদ করিয়েছি। ও তোমার পরিবর্তে সায়েস্তা খাঁ বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয়েছেন। আমি তোমাকে ফেরাতে এসেছি। অবশ্য ফেরাবার বিশেষ কারণ না হলে নিজে আসতুম না।

আক। সেটা অবশ্য বুঝেছি উজীর সাহেব!

দিলীর। সাজাদা আকবর! তোমার যোগ্যতা দেখাবার সময় এসেছে।

আক। আমি মহাবীর দিলীর খাঁর শিষ্য। যোগ্যতা দেখাবার প্রয়োজন হ'লে দেখাবো।

১ম, মো। আমরা মাতালও হ'তে পারি, আবার মক্কায়ও যেতে পারি। যখন মাতাল হব, তখন মক্কায় যাবো না।

২য়, মো। আবার যখন মক্কা যাবো তখন মাতাল হ'ব না।

দিলীর। হতভাগ্যেরা যদি মাতালামী কর, তা'হলে তোমাদের এখান থেকে সরিয়ে দেব। যদি ভালো হয়ে শুনতে চাও ত শোন। তোমাদেরও গৌরব দেখাবার অবসর।

১ম, মো। উজীর সাহেব! মাফ করুন—এইবারে ঠিক শুনবো।

দিলীর। সম্রাট রাজপুতের সঙ্গে যুদ্ধের এক বিরাট আয়োজন করেছেন।

আক। সমস্ত রাজপুত?

দিলীর। আপাততঃ মেবারী। কিন্তু অনুমান হচ্ছে, সমস্ত রাজপুত জাতির সঙ্গে এবারে যুদ্ধ বাধবে। সেই যুদ্ধে তুমি হবে সেনাপতি। সা আজিম কাবুল থেকে ফিরে আসছে। বোধ হয় সা আলমকেও দাক্ষিণাত্য থেকে দিল্লী আসতে হবে। যুদ্ধের এত বড় বিরাট আয়োজন বাদসা আর কখন করেন নি। সে বিরাট সৈন্যের সেনাপতিত্ব তোমাকে দিতে আমি বাদসাকে স্বীকৃত করিয়েছি।

আক। আপনার এ অনুগ্রহ কদাচ বিস্মৃত হ'ব না উজীর সাহেব।

দিলীর। এক অংশের সেনাপতি হবে আজিম। এক অংশের ভার সম্রাট নিজে গ্রহণ করবেন। আমি এক অংশ নিয়ে তোমার সাহায্যের জন্য থাকবো। শুধু তাই নয়, বীরশ্রেষ্ঠ তয়বর খাঁকেও তোমার সঙ্গে দেব। এ অবস্থাতেও যদি পুরুষকার দেখাতে না পারো, তাহ'লে ভবিষ্যতে উদ্দেশ্য সিদ্ধির আর কোনও আশা ক'র না।

আক। ঠিক দেখাবো—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তবে কি না রাজপুত জাতির সঙ্গে অনর্থক বিবাদে তাদের চিরশত্রু করা আমার কেমন ভাল লাগে না।

দিলীর। তোমার আমার অনিচ্ছার উপর এ যুদ্ধ নির্ভর করছে না। এ যুদ্ধের প্রধান কারণ জিজিয়া কর। যদি মেবারী ও রাঠোর একত্র হয়, তাই'লে এ যুদ্ধটা সহজ ব্যাপার হবে না মনে রেখো।

আক। ভাই সব, বাংলাকে সেলাম করে—এইখান থেকে দিল্লীর দিকে মুখ ফেরাও।

দিলীর। তোমরা সাজাদাকে নিয়ে আগে যাও। কন্যাকে দিল্লী পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে আমি তোমাদের অনুগমন করছি।

তৃতীয় দৃশ্য।

দিল্লী—প্রাসাদ—উদিপুরী-মহল।

উদিপুরী ও ঔরংজেব।

উদি। কি জাঁহাপনা, আপনার রূপকুমারী আজও যে এলো না!

ঔরং। তুমি কি তার আসবার প্রত্যাশায় সজ্জিত হয়ে রয়েছ নাকি?

উদি। থাকবো না? মনে করেছিলুম সে এলে এই ভাঙ্গা অট্টালিকা তাকে উপহার দিয়ে আমি বিশ্রাম নেব।

ঔরং। ব্যস্ত হয়ো না প্রিয়তমে, সে আসছে। সংবাদ এসেছে, এরাদৎ তাকে নিয়ে রূপনগর পরিত্যাগ করেছে। তাদের দিল্লী পৌঁছতে অন্ততঃ একমাস সময় লাগবে।

উদি। সে সংবাদ আমিও পেয়েছি।

ঔরং। তুমি পেয়েছ!

উদি। কেন নাথ, পেতে দোষ কি? এ প্রেম-যুদ্ধে আমিই আপনার প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী।

ঔরং। তুমি! (হাস্য)

উদি। অবিশ্বাস করবার কারণ? হিন্দুস্থানের রাজারা আপনার শাসনতলে মাথা অবনত ক'রে পড়ে আছে ব'লে আপনাকে মনে করেছেন অজেয়?

ঔরং। মানুষ হ'য়ে যখন জন্মেছি, জরা মৃত্যুর উপর যখন আধিপত্য করতে পারিনি, তখন অজেয় মনে করব কেন?

উদি। জরা মৃত্যুর অধীন ক'রে ঈশ্বরইত আপনাকে প্রেরণ করেছেন। তা নয় সম্রাট আপনি স্ত্রীবুদ্ধির কাছে জেয়।

ঔরং। তা নয় কাশ্মীরী বেগম!

উদি। আবার কাশ্মীরী?

ঔরং। যখন বুঝবো, তুমি আমাকে যথার্থই পরাভূত করেছ, তখন উদিপুরী সম্বোধনে তোমাকে আবার আমি সেলাম করবো।

উদি। তবে শুনুন সম্রাট! এই কাশ্মীরী আর উদিপুরী দু'টো ভাব এ কয়দিন ধ'রে আমার ভিতরে বড়ই দ্বন্দ্ব করছে। ঝগড়া করছে তারা, কে আমাকে এইবারে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করবে। তবে এ প্রেম-রণে জাঁহাপনাকে পরাভব করতে উভয়েরই একমত। কাশ্মীরী তার স্বভাবগত ঈর্ষাবশে আর একটা সুন্দরীকে জাঁহাপনার ভালবাসা দখল করতে দিতে পারে না—জীবিত থাকতে পারে না! আর উদিপুরী তার স্বভাবজাত করুণাবশে একটী অতি কোমল লতিকাকে এক জ্বালাময় কাষ্ঠের আলিঙ্গনে অনর্থক অঙ্গার হ'তে দিতে পারে না।

ঔরং। তাহ'লে সে এলে তাকে বিনাশ করবে নাকি প্রিয়তমে?

উদি। যদি সে আসে। কাশ্মীরী বলছে—যে কোন উপায়ে পারি, তাকে বিনাশ করবো। উদিপুরী বলছে—দিবারাত্রি তার সখী হয়ে নিজ হৃদয়ের এই দীর্ঘযুগ সঞ্চিত জ্বালার ইতিহাস-কথায় তার নব জাগরিত জ্বালাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবো।

ঔরং। 'যদি সে আসে' মানে কি?

উদি। আর একটা আশ্চর্য্যের কথা জাঁহাপনা, কাশ্মীরী তাকে এখানে আনতে চায়, দেখতে চায়, কি রকম সে রূপনগরীর রূপ। কিন্তু উদিপুরী বলে, সত্য সত্যই ওই নামে যদি আমার অহঙ্কার থাকে, আমি রূপনগরীকে কোনও মতে দিল্লীতে আসতে দেবো না।

ঔরং। কিন্তু সে আসছে।

উদি। কোথায় আসছে জাঁহাপনা?

ঔরং। যেখানে দাঁড়িয়ে তুমি হিন্দুস্থানের বাদসাকে পাগলের প্রলাপ শোনাচ্ছ।

উদি। না জাঁহাপনা, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, সে এখানে আসছে না।

ঔরং। তোমার প্রতি সেদিন আমার অকস্মাৎ শ্রদ্ধা হয়েছিল, সে শ্রদ্ধাটা আজ দেখছি তুমি আর থাকতে দিলে না।

উদি। আপনার সমস্ত শক্তি তাকে এখানে আনতে পারবে না।

ঔরং। তোমায় ক্ষিপ্তা মনে করে এখনি তোমাকে বন্দিনী করতে হবে।

উদি। আমি ক্ষিপ্তা হ'তে পারি, যেহেতু একান্ত বলহীন নারী হয়ে হিন্দুস্থানের শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী এক যথেচ্ছাচার রাজার

সঙ্গে বাগ্-বিতণ্ডা করছি। কিন্তু আমি জাঁহাপনার মত জলাতঙ্ক রোগীর ন্যায় ক্ষিপ্তা নই। যে রোগী শুধু আতঙ্কের বশীভূত হয়ে সম্মুখে যাকে দেখতে পায়, তাকেই দংশন করে। শেষে যখন সে দংশন করবার অন্য বস্তু না পায়, তখন নিজের দেহ দন্তে ক্ষত বিক্ষত করে। ক'রে এই বিষম জলাতঙ্ক থেকে নিস্তার পাবার জন্য! কিন্তু ঐ রোগ এমনি এক গুঁয়ে জাঁহাপনা, যে রোগীর দেহ যায়, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত আতঙ্ক যায় না।

[ঔরংজেব চমকিতবৎ উদিপুরীর মুখের পানে চাহিলেন]

উদি। এ মুখের পানে এখন কি দেখছেন জাঁহাপনা! যদি নিদ্রাবশে কখন এ মুখ দেখবার আপনার শক্তি থাকতো, তাহ'লে দেখতেন, রাত্রিকালে আপনার পদপ্রান্তে বর্ষণ করবার জন্য সমস্ত দিন ধরে এই চক্ষু দুটির ভিতরে আমি কত অশ্রু সঞ্চিত রাখি।

ঔরং। তাহ'লে দেখছি উদিপুরী কাঁদবারও কৌশল জানে!

উদি। জানে বই কি। তবে এটা স্বার্থসুখের জন্য নয়, সম্রাটের জন্য। নিজের জন্য রোদন উদিপুরী অনেক কাল ত্যাগ ক'রেছে। এ প্রাসাদে প্রবেশ করে, সে পূর্ব্বে, নিজেকে সবার চেয়ে দুঃখী মনে করত। কিন্তু প্রবেশ করবার কিছুদিন পরেই বুঝতে পারলে যে, সম্রাট তার চেয়েও দুঃখী।

ঔরং। তুমি কার সুমুখে এ সব কথা বলছ, তা জানো।

উদি। উদিপুরীর কৃপাপাত্র, দুনিয়ার মালিক, প্রবল শক্তিধর—ঔরংজেবের সুমুখে।

ঔরং। ওরে!

(খোজা প্রহরীর প্রবেশ)

রোহিলাখাঁকে তলব দে ।

প্রহরী । তাঁকে যে প্রাতঃকালে ফৌজ নিয়ে কোথায় যেতে আদেশ করেছেন জাঁহাপনা ?

ঔরং । ঠিক্ ! তাহ'লে কে মন্‌সব্‌দার নিকটে আছে তলব দে ।

প্রহরী । সেনাপতি তয়বর খাঁ জাঁহাপার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন ।

ঔরং । নিয়ে আয় ।

উদি । ক্ষণেক অপেক্ষা কর্ ।

ঔরং । না, অপেক্ষা করবে না । এখনি যা ।

[প্রহরীর প্রস্থান ।

উদি । তাহ'লে দাসীকে একান্তই বন্দী করবেন ?

ঔরং । আবার দাসী ব'লে সুর নরম কর কেন ? এই যে বল্‌লে তুমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী । তোমাকে এখনি বন্দিনী ক'রে গোয়ালিয়র দুর্গে প্রেরণ করব ।

উদি । সম্মুখে রাত্রি যে জাঁহাপনা !

ঔরং । চির নিঃশঙ্ক আলমগীরের প্রতিদ্বন্দ্বী তুমি, সম্মুখে রাত্রি দেখে ভয় পাচ্ছ কেন ?

উদি । রাত্রি আবার অমাবস্যা ।

ঔরং । কাশ্মীরী বাইকে গোয়ালিয়র পাঠাবার এই উপযুক্ত সময় ।

উদি । তারপর ?

ঔরং। তারপর সেইখানেই তোমার জীবনের শেষ অভিনয়। অভিনয়ান্তে সমাধি।

উদি। সেত অনেকদিন পরে। কিন্তু আজ রাত্রিকালে যারা আপনাকে একাকী পেয়ে উল্লাস করবে, তাদের নিরস্ত কে করবে জাঁহাপনা?

ঔরং। (ভয়-চমৎকৃতের ভাবে) কারা?

উদি। যে সব দেবদূত আপনাকে আত্মহত্যা করাবার জন্য এই রকম অমাবস্যার রাত্রিতে ঘুমন্ত আপনার হাতে ছোরা তুলে দেয়!

(তয়বরের প্রবেশ)

ঔরং। তয়বর খাঁ! ক্ষণকালের জন্য বাহিরে অপেক্ষা কর।

[তয়বরের প্রস্থান।

উদি। আপনার সে বজ্রমুষ্টি থেকে অস্ত্র কে কেড়ে নেবে জাঁহাপনা? ঘুমন্ত শয্যা থেকে উঠে সে সকল দেবদূতের তাড়নায় যখন আপনি বারান্দা থেকে ঝাঁপ খেয়ে পড়তে যান, তখন আপনাকে ধরে শয্যায় আবার কে শয়ন করাবে হতভাগ্য সম্রাট?

ঔরং। একি সত্য বলছ?

উদি। আপনার অবহেলা লাঞ্ছনা সয়ে আর কোন্ রমণী বিনিদ্র হয়ে সারারাত আপনার শয্যা পার্শ্বে দাঁড়িয়ে থাকবে?

ঔরং। একি সত্য—সত্য—সত্য বলছ প্রিয়তমে?

উদি। আবার প্রিয়তমে কেন—তয়বর খাঁকে এইবারে ডাকো সম্রাট! হতভাগ্য ঔরংজেবের আত্মহত্যার কথা আমার কাণে যাতে না পৌছতে পারে আমি এতদূরে চলে যাই। তয়বর খাঁ!

(তয়বরখাঁর পুনঃ প্রবেশ)

ঔরং। আরও ক্ষণেক অপেক্ষা কর। আমি না ডাকলে এসোনা।

তয়। আমি বরাবর উদয়পুর থেকে আসছি। বড় ক্লান্ত। একটা কথা শোনাতে পারলে আমি বিশ্রাম নিতে পারি।

ঔরং। শুনবো, শুনবো সেনাপতি! ক্ষণেক অপেক্ষা—অনুরোধ।

[তয়বরের প্রস্থান।

এত বিস্ময়কর কথা! আমি ত এর কিছুই জানি না।

উদি। স্বপ্ন কথা কিছুই কি আপনার মনে থাকে না?

ঔরং। এক একদিন মনে হয়, রাত্রিতে একটা ভয়াবহ স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু কি দেখেছি তা আমার মনে হয় না।

উদি। তবে এখনও আপনার পুণ্য আছে। তাই সে স্বপ্ন-স্মৃতি জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে মুছে যায়। সূক্ষ্ম জলের রেখার মত তার যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, তারই আতঙ্কে আপনি কি করবেন কিছু ঠিক না করতে পেরে সমস্ত ভিন্ন-ধর্ম্মীদের উপর অত্যাচার করেন। মনে করেন—তারা কাফের। তাদের উৎপীড়ন করতে পারলেই আপনি এই আতঙ্কের হাত থেকে নিস্তার পাবেন।

[ঔরংজেব দুই হস্ত দিয়া মুখ আবৃত করিলেন]

উদি। কি সম্রাট! আপনি অজেয়?

ঔরং। তোমার এ আরব্য উপন্যাসের কথা বিশ্বাস করতে পারি না।

উদি। বিশ্বাস করবার প্রয়োজন নেই।

ঔরং। সাক্ষী কে?

উদি। একা জেগে থাকি, সাক্ষী কোথায় পাবো সম্রাট?

ঔরং। তুমি একা জেগে থাক, আর আমার এত গুলো দেহরক্ষী—সব পড়ে পড়ে ঘুমোয়?

উদি। তাদের কোনও অপরাধ নেই। সে সময় সে ঘরে ঘুমের প্রচণ্ড আক্রমণ কেউ রোধ করতে পারে না জাঁহাপনা।

ঔরং। (ব্যঙ্গের স্বরে) কেউ পারে না, পারো কেবল তুমি!

উদি। আমিও কি সহজে পারি! রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতিক্রম করবার জন্য প্রাণপণে ঘুমের সঙ্গে যুদ্ধ করি। যখন তাকে পরাস্ত করতে একান্ত অপারগ হই, তখন স্মরণ করি এই উদিপুরী নাম। বৃদ্ধ রাজা শ্যামসিংহের কাছে এই উদয়পুরের ইতিহাস শুনেছি। শুনেছি, যাকে আপনি আদর্শ করে তারই অনুকরণে খেয়ালের বশে রাজ্য শাসন করছেন,—শুনেছি সেই দুরাত্মা আলাউদ্দীনের চিতোরের উপর অত্যাচার। যখন কিছুতেই ঘুমের হাত থেকে নিস্তার পাবার উপায় না পাই, নিজ নামের সঙ্গে সঙ্গে সেই সব অত্যাচারিতাদের চির জ্বলন্ত চিতানলকে সেলাম করি। সম্রাট! অমনি দেখতে দেখতে কোথা হ'তে এক প্রচণ্ড বহ্নিশিখা এসে আমার ঘুমকে পুড়িয়ে দেয়।

ঔরং। ওরে!

(প্রহরীর প্রবেশ)

একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। সত্য উত্তর দিবি—নির্ভয়। প্রহরীর কাজ করতে করতে কখনও কোনও দিন ঘুমিয়ে পড়েছিস্?

উদি। জাঁহাপনা অভয় দিয়েছেন—বল্।

প্রহরী। পড়ি জাঁহাপনা! প্রাণপণে ঘুমের সঙ্গে লড়াই করি—পারি না। বিশেষতঃ এই অমাবস্যার রাত্রি। দেখে ভয় হচ্ছে জাঁহাপনা। দাঁড়িয়ে থেকে নিস্তার নেই—পায়চারী ক'রেও নিস্তার নেই।

ঔরং। যখন ঘুম ভেঙ্গে যায়, তখন দেখিস্ কি?

প্রহরী। দেখি, বেগম সাহেব আপনার শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।

ঔরং। আর আমি?

প্রহরী। কখন হাসছেন, কখন কাঁদছেন।

ঔরং। যা—তয়বর খাঁকে ডেকে দে।

[প্রহরীর প্রস্থান।

প্রিয়তমে!

উদি। নাথ!

ঔরং। এ কথা আমাকে আগে বলনি কেন?

উদি। আমার কথাকে কি অবিশ্বাস হচ্ছে?

ঔরং। এক বর্ণও না। অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় আমি দেবদূতের আরক্তিম চক্ষু দেখতে পাই। কিন্তু তাদের ক্রোধ দেখে আমি হাসি। তারা লজ্জিত হয়ে চলে যায়।

উদি। এখনও আপনার পুণ্য আছে।

ঔরং। পুণ্য ত আছেই এবং চিরদিন থাকবে। আমার সাহসও আছে এবং চিরদিনই থাকবে। সে সাহস দেবতারও দুষ্প্রাপ্য। সে সাহসের মালিক দুনিয়ায় একমাত্র আমি। তুমি সেই

আমাকে আতঙ্কগ্রস্ত বললে! তাইতেই তোমার উপর আমার ক্রোধ হল!

উদি। সেটা সত্য। পৃথিবীতে এমন কোন প্রবল জীব নেই যে জাগ্রত আপনাকে ভয় দেখাতে পারে। কিন্তু এমন কোন দুর্ব্বল জীবও নেই যে নিদ্রিত আপনাকে ভয় দেখাতে পারে না। এক এক দিন এক একটা মশার গানেও আপনি শিউরে উঠেন জাঁহাপনা!

ঔরং। এ কথা আগে বলনি কেন?

উদি। এখনই ব'লে কি ভালো করলেম প্রভু! বারংবার বন্দিনী করবো বলে ভয় দেখাচ্ছেন! সেই জন্য ক্রোধে আমিও এ কথা ব'লে ফেলেছি। কিন্তু এখন দেখছি ব'লে ভালো করিনি।

ঔরং। কেন প্রিয়তমে?

উদি। আমার ভয় হচ্ছে, পাছে কোনও দিন সহসা আপনার স্বপ্ন-স্মৃতি জেগে ওঠে। উঠলেই আপনার জাগ্রৎ চৈতন্যকে তারা আক্রমণ করবে। তখন কোনও দিন হয়ত আপনার আত্মহত্যার প্রবৃত্তি জেগে উঠবে। (ঔরংজেব প্রখর দৃষ্টিতে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন) জাঁহাপনা! নাথ!—বিশ্ববিজয়ী সম্রাট আলমগীর!

ঔরং। (মস্তক অবনত করিয়া) হুঁ!—কি বলছিলে প্রিয়তমে?

উদি। (নতজানু) নাথ! পুণ্য থাকতে থাকতে এখনও ফিরে আসুন। দোহাই বাঁদীর অনুরোধ।

ঔরং। পুণ্য চিরদিন আছে—চিরদিন থাকবে।

উদি। আর থাকে না। মহাত্মা আলমগীর্ জীবনে যা কখন করেন

নি, আজ তাই করতে অগ্রসর হয়েছেন। নারীর উপর অত্যাচার—এতে দেবতার পুণ্যক্ষয় হয়।

ঔরং। ধর্ম্ম—ধর্ম্ম—ইস্‌লাম ধর্ম্মের গৌরব-রক্ষার জন্য আমি সব করতে পারি।

উদি। পারেন না—পারেন না জাঁহাপনা! পারেন না সেটা আমি জানতে পেরেছি। সুতরাং আর আপনাকে অসৎকার্য্য করতে দেবো না। বাধা দিতে এখন আমি নিজেই আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী।

(প্রহরীর প্রবেশ)

ঔরং। এরে উল্লুক! তয়বর খাঁ—তয়বর খাঁ।

প্রহরী। জাঁহাপনা! তিনি সোফায় এমন ঘুমিয়ে পড়েছেন, যে, বান্দা কোন মতেই তাকে তুলতে পারছে না। (ঔরংজেব তীর দৃষ্টিতে ঊর্দ্ধ দিকে চাহিয়া রহিলেন)

উদি। এই বান্দা, চলে যা।

[প্রহরীর প্রস্থান।

জাঁহাপনা!

ঔরং। আবার!

উদি। নাথ!

ঔরং। (তরবারিতে হস্ত দিয়া) হুঁসিয়ার।

উদি। (দুই হাতে ধরিয়া) বিশ্ববিজয়ী সম্রাট আলমগীর!

ঔরং। (মুখনত করিয়া) হুঁ! (শান্তভাবে) তয়বর এলোনা?

(তয়বরের প্রবেশ)

তয়। এসেছি জাঁহাপনা। অতি ক্লান্তির জন্য নিদ্রার বেগ রোধ করতে পারিনি!

ঔরং। কি বলতে এসেছিলে?

তয়। ইস্তাহার জারি করেছি।

ঔরং। তারা জেনেছে?

তয়। সকলে,—রাণা পর্য্যন্ত।

ঔরং। জেনে তারা তোমার কি রকম খাতির করলে?

তয়। যেরূপ খাতির আপনার মহান্ পিতা একবার মেবারে গিয়ে লাভ করেছিলেন। আমাকে সাজাহান-মহলেই তারা স্থান দিয়েছিল। রাণা স্বয়ং দেখা দিয়ে আমাকে আপ্যায়িত করেছেন।

ঔরং। তা হলে তারা ভয় পেয়েছে?

উদি। কিছু না—মেবারী ভয় কাকে বলে জানে না।

তয়। এ কথা সত্য।

ঔরং। তা হ'লে তোমাকে বে-অকুফ্ মনে ক'রে তারা তামাসা করেছে।

তয়। তা হ'তে পারে জাহাপনা।

উদি। বে-অকুফ্ মনে করে এমন গৌরবকর তামাসা! না সম্রাট, এটা মেবারীর মহত্ত্ব।

ঔরং। উত্তম। তয়ব্বর খাঁ! তুমি কি রাত্রির মত বিশ্রাম নিতে ইচ্ছা কর?

তয়। আর কি কোন আদেশ আছে ?

ঔরং। তিন দিন দিবারাত্রি যুদ্ধের পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে আধ ঘণ্টা সময়ের জন্য অশ্ব পৃষ্ঠে বিশ্রাম মোগল সেনাপতি কখন কখন যথেষ্ট মনে করে।

উদি। কিছু বলবার থাকে বলুন সম্রাট। তয়বর খাঁও একজন মোগল সেনাপতি।

ঔরং। সেনাপতি!

তয়। আদেশ করুন জাঁহাপনা!

ঔরং। দু'হাজার মাত্র ফৌজ নিয়ে এরাদৎ রূপকুমারীকে আনতে গেছে।

তয়। একজন ভূমিয়ানন্দিনীর পক্ষে ওই ফৌজই যথেষ্ট জাঁহাপনা। যোধপুরী, জয়পুরী বেগম আনতে ওর বেশি ফৌজ কখন দিল্লী থেকে রওনা হয় নি।

ঔরং। তা সত্য। কিন্তু আমার ইচ্ছা আরও তিন হাজার সৈন্য তুমি রূপনগর অভিমুখে প্রেরণ কর। একজন বুদ্ধিমান মন্‌সব্‌দারের সঙ্গে।

তয়। পাঠাতে চললুম।

উদি। আর লাহোরী খাঁ, পাঁচ হাজার ফৌজ নিয়ে মরুদেশের রাণীকে আগিয়ে আনতে গেছে। তারা তাকে আনতে পারবে না, সুতরাং আর পাঁচ হাজার তার সাহায্যার্থে প্রেরণ কর।

ঔরং। এ কথা তোমাকে কে বললে ?

উদি। তয়বর খাঁ! [তয়বর খাঁর প্রস্থান।

নাম করলে, আপনি তাকে কি শাস্তি দেবেন?

ঔরং। নিশ্চয়। আর তোমারই সুমুখে দেব।

উদি। আপনি নিজে।

ঔরং। ওই নিদ্রাবস্থায়!

উদি। হাঁ জাঁহাপনা!

ঔরং। এইবারে তোমাকে অবিশ্বাস হ'ল। আর আমাকে এতক্ষণ প্রতারিত করেছ ব'লে তোমাকে হেয় জ্ঞান হ'ল।

উদি। অবিশ্বাস কর্‌বার কিছু নেই। আপনার মনের কথা আজও পর্য্যন্ত যা' মানুষের কর্ণে ওঠেনি, তা আমি জানি।

ঔরং। একটা বল।

উদি। আপনি রূপকুমারীকে যে বিবাহ করতে ইচ্ছা ক'রেছিলেন, কেউ জানতো না?

ঔরং। না।

উদি। আপনি কাম্‌বক্‌স্‌কে বিজাপুরের সুবেদারী দেবেন এটা কেউ জানে?

ঔরং। বিচিত্র!

উদি। আর একটা কথা বলব সম্রাট!

ঔরং। বল, কিন্তু শুনতে ভয় হচ্ছে।

উদি। জাগ্রত অবস্থায় আলমগীরের ভয়!

ঔরং। বল আমি আলমগীর্।

উদি। আকবরকে সম্রাট করতে চান, এটা কেউ জানে?

ঔরং। তুমি কে ?

উদি। আমি আপনার বাঁদী। কিন্তু আপনি কে? আমি দেখছি আপনার ভিতর দু'টো মানুষ আছে। একটা নকল আলমগীর্, একটা আসল। নকলটা যখন ঘুমায়, তখন আসলটা জেগে ওঠে। আবার নকলটা যখন জাগে তখন আসলটা গভীর নিদ্রায় ডুবে যায়। বাইরে তার অস্তিত্বের কিছু চিহ্ন থাকে না।

ঔরং। তা হ'লে নকলটাকে তোমারই সুমুখে শেষ করি। (অস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যার চেষ্টা)

উদি। (অস্ত্র ধরিয়া) জাঁহাপনা! এইবারে দেখেছি দেবদূতে আপনার জাগ্রৎ চৈতন্য আক্রমণ করলে।

ঔরং। যাও আমার মরা হয়েছে। তুমি আমার জীবিতেশ্বরী।

উদি। ওরে!

(প্রহরীর প্রবেশ)

জাঁহাপনাকে নিয়ে শয্যার উপর শুইয়ে দে।

চতুর্থ দৃশ্য

আরাবল্লী।

সুজাতা ও গরীবদাস।

সুজাতা। চিনে নিয়েছ?

গরীব। নিয়েছি!

সুজাতা। ভালো ক'রে ?

রীব। পাঁচবার যাতায়াত করেছি। কি সুগম, কিন্তু কি লুকানো পথ।

সুজাতা। এখনও বল, যদি কোনও স্থানে ভুল হয়, সরদারকে ডেকে দিই।

গরীব। আবার ভুল! শেষবারে চোক বুজে চলাচল ক'রেছি।

সুজাতা। রাণীকে ধন্যবাদ দাও।

গরীব। ধন্যবাদ কেন সুজাতা, রাণীর উদ্দেশে আমি এই ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করছি।

সুজাতা। ওত আমাকে প্রণাম করলে!

গরীব। তোমাকেও—তোমাকেও সুজাতা! তোমাকে আমি—

সুজাতা। (হস্ত ধরিয়া) থাক্ বাড়াবাড়ি ক'রনা। আমার কান্না পাচ্ছে।

গরীব। আমারও কান্না পাচ্ছে। কি মহিমাময়ী রাণী!

সুজাতা। থামো। আমার সুমুখে তাঁর সুখ্যাতি ক'র না। আমি তা হ'লে ডুকরে কেঁদে উঠবো। তা হ'লে ভীল গুলো এখনি 'ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া' ক'রে ছুটে আসবে। কি হয়েছে আমি বলতে পারবো না। তারা হয়ত মনে করবে তুমি আমাকে মেরেছ। ভীমসিংহকে দেখেছ?

গরীব। দেখেছি পাহাড়ের অন্তরাল থেকে এক মুসলমান ওমরাওকে উদয়পুরের পথ দেখিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু সম্মুখে উপস্থিত হয়ে দেখা করতে পারলুম না।

সুজাতা। যাক্ কান্না থেমে গেল—হাসি এলো।

গরীব। সুজাতা! ক্ষত্রিয়ত্বের অভিমানে বড়ই গর্হিত কার্য্য করেছি!

সুজাতা। কিছু গর্হিত করনি। ঠিক করেছ। দেবতা সেই সময়ে অলক্ষ্যে তোমাকে আদেশ করেছিল! মায়ের মহিমা দেখতে বুঝি তাদের বড় ইচ্ছা হয়েছিল! তুমি ভীমসিংহের জীবন রক্ষা করলে, মা আজ এত গর্ব্বভরে পথে বিচরণ করতে পারতেন না। সে গর্ব্বের সম্মুখে রাণার মস্তকও নত হয়েছে। রাণা বুঝেছেন, তিনি যেখানে মেবারের রাজধানী সেখানে নাই। রাজধানী এখন রাণীর চরণ-রেণুর সঙ্গে সঙ্গে অনুগত ভৃত্যের মত বিচরণ করছে।

গরীব। তোমার কথায় আশ্বস্ত হলুম প্রিয়তমে!

সুজাতা। আর তোমার কথায় আবার আমার চক্ষু সজল হ'ল প্রিয়তম! তুমি ভীমসিংহের প্রাণরক্ষা করলে, মেবারীর অগোচর এই রন্ধ্র-পথ চিরকালের চেষ্টাতেও জানতে পারতে না।

গরীব। ঠিক বলেছ।

সুজাতা। যদি রাজার কখন কোপ-দৃষ্টিতে পড়ে, তাই ভীলেরা আত্ম-রক্ষার জন্য এপথের সন্ধান, আজও পর্য্যন্ত কোনও রাণাকে বলে দেয় নি। মেবারী পুরুষের মধ্যে একমাত্র তুমিই কেবল এই পথের সঙ্গে পরিচিত হয়েছ। শুধু রাণীর কৃপায়। রাণী পুত্রকে পর্য্যন্ত এ পথের কথা বলে দিলে না।

গরীব। আবার উদ্দেশ্যে সে করুণাময়ীকে আমি প্রণাম করি।

সুজাতা। কিন্তু করুণাময়ী এলো—চলে গেল। তোমার মুখ দর্শন করলে না।

গরীব। কোথায় তিনি বল, আমি এখনি গিয়ে তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ি।

জাতা। তবে রাণীর ক্রোধ—দেবতার ক্রোধ—বরের তুল্য। রাণী আমাকে বললেন, "শোন্ সুজাতা—শোন্ মা, আমি আশীর্ব্বাদ করি, এই সঙ্কীর্ণ গিরিপথ যেন একদিন তোর স্বামীর প্রশস্ত গৌরব-পথের সঙ্গে মিলিত হয়!"

রাীব। কোথায় তিনি বল সুজাতা।

জাতা। না, তা ব'লব না। যেদিন গর্ব্বোজ্জ্বল মুখ নিয়ে তাঁর সুমুখে উপস্থিত হ'তে পারবে সেইদিন—সেইদিন। আজ একটু কাঁদি। মূর্খ নাথ! তোমার সঙ্গ নিতে মায়ের সঙ্গ হারিয়ে ফেল্লুম। সুতরাং ধরে চল—শোক, দুঃখ, আনন্দ, অবসাদ, এমন কি মায়ের উপর বিকট রাগ আর তোমার উপর প্রকট ভালবাসা—সব একসঙ্গে পরামর্শ ক'রে, আমার এই কঠোর কণ্ঠ আশ্রয় করেছে। সুতরাং নিরুপায়ে—

গীত।

কি যে করিব কি যে বলিব কি যে গাহিব গান,
কি যে শুনিব কি যে শুনা'ব কি যে করিব দান।
এসোনা এসোনা—যাও যাও প্রিয়, যেয়োনা যেয়োনা এসো,
দাঁড়িয়ে থাক হে যত পার দূরে—না-না কাছে এসে বসো।
একি ভালবাসা আকুল পিয়াসা—
অথবা দারুণ অভিমান!
বুঝিতে না পারি আজি এ রজনী
আঁখি জলে করি অবসান।

গরীব। তা হ'লে চল, এ পথটা আর একবার দেখে নিয়ে পথের অন্ত প্রান্ত দিয়ে রাজধানীতে ফিরে যাই।

সুজাতা। চল—মেবারে ফিরতে সমস্ত মেবারীর ডাক পড়েছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

আরবল্লী।

ভীমসিংহ ও ভীল সরদার

ভী, স। যা করতে বলবি রাজা, তাই করবো।

ভীম। আজকের দিনমানটাও চুপ ক'রে থাক্। আজও দেখি রাণা আসেন কিনা। আজ যদি দিনমানের ভিতর তাঁকে আসতে না দেখি, তাহ'লে রাত্রিতেই আক্রমণ করবো।

ভী, স। ঘাট পার হ'লে বড় মুস্কিল হবে রাজা!

ভীম। ঘাট পেরুতে দেবো না। তুই নিশ্চিন্ত থাক্। আজ দিন-মানের মত অপেক্ষা। এর পর আর বাবার আসার অপেক্ষা করব না। তুই একবার কেবল আমার মাকে খবর দে।

[ভীল সরদারের প্রস্থান।

হায় মেবার! তুমি আর আমাকে আকর্ষণ ক'রনা। তোমার প্রান্তরের শ্যামলতার আবরণে অসংখ্য বীরত্ব কাহিনী শুভ্রোজ্জ্বল

তারকা খণ্ডের মত ছড়িয়ে রয়েছে। তার এক একটা থেকে থেকে প্রদীপ্ত হয়ে আমাকে তোমার কোলে ফিরে যাবার লোভ দেখাচ্ছে। ওই দেবী পদ্মিনীর চির প্রজ্বলিত কীর্ত্তি নিকেতন। ওই রক্তাক্ত কলেবর বালক বাদলের রণরঙ্গের নৃত্য-ভূমি। ওই মহাত্মা প্রতাপের দেবাশ্ব চৈতকের সমাধি। ওই-ওই-ওই—অসংখ্য—সৌন্দর্য্যের স্তরে স্তরে আচ্ছাদিত মেবারীর কীর্ত্তিকাহিনী। না মেবার! আমাকে আর আকর্ষণ ক'র না। আমার হৃদয়ে এসো মেবার—ওই সমস্ত দেবতার মহত্ত্ব নিয়ে তুমি আমার হৃদয়সিংহাসন অধিকার কর। আমি ত আর তোমার কোলে বসতে পাবো না। মেবারীকে ঘরে ফেরবার ডাক পড়েছে। যে যেখানে মেবারী সেই আহ্বান শুনবে, অমনি সে তোমার কোলে ফিরে আসবে। সুজাতা শুনেছে—চলে গেছে। মা শুনেছে—আর আমার কাছে থাকতে পারছে না। কেবল আমি—কেবল আমি—আমার নূতন মা, সেও বোধ হয় তোমার কোলে আশ্রয় পাবে। পাব না কেবল আমি।

(বীরাবাইএর প্রবেশ)

বীরা। বোধ হয় কেন ভীমসিংহ? তোমার নূতন মাও নিশ্চয় মেবারের কোলে আশ্রয় পাবে। পাবে না কেবল তুমি। তোমার পিতার মহত্ত্বের উপর সন্দেহ করেই তোমার এই দুর্দ্দশা। তোমার এ দুর্দ্দশায় দুঃখ প্রকাশ করতেও আমার অধিকার নেই।

ভীম। কই মা, পিতার আসবার আজও ত কোনও নিদর্শন দেখতে পাচ্ছি না।

বীরা। কি করতে চাও ?

ভীম। আর ত আমি অপেক্ষা করতে পারি না। সরদার বললে, আজ যদি আক্রমণ করা না হয়, তা হ'লে মায়ের উদ্ধার কঠিন হবে।

বীরা। আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে, আমি ঠিক উত্তর দিতে পারবো না। তোমার পিতা যদি তাকে আশ্রয় না দেন তাহ'লে তোমার উদ্ধারের মূল্য কি ? ভীমসিংহ ! আমি এইবারে ফিরে যাই। সমস্ত মেবারীর উপর ডাক পড়েছে। পথে আসতে আসতে দেখলুম, দলে দলে মেবারী ঘরে ফিরে চলেছে। আমারও ফেরবার এই শুভ সুযোগ। এ আহ্বানে রাজা থেকে আরম্ভ করে পর্ণকুটীরবাসী প্রজা পর্য্যন্ত সকলের এক নাম—মেবারী। সকলেই সমান—মেবারী। সকলেরই, যে যার অবস্থা ও শক্তি অনুযায়ী কর্ত্তব্য আছে। সুতরাং আর আমি থাকতে পারি না। থাকলে আর কোনও কালে মেবারে প্রবেশ করতে পারব না।

ভীম। আর কিছু বলবার নেই মা, তুমি যাও। (প্রণাম)

বীরা। (চক্ষে অঞ্চলদান) ইচ্ছা ছিল বৎস, তোমার একটা গৌরব-কাহিনী অঞ্চলে বেঁধে পুরদ্বারে প্রবেশ করব।

ভীম। তা যদি বল মা, তাহ'লে এখনি আমি মোগল সৈন্যকে আক্রমণ করব। পিতারও অপেক্ষা করবনা। তোমারও নিষেধ মানব না।

[নেপথ্যে—দূরে তোপধ্বনি]

বীরা। নিদর্শন ওই! ওই দূরের পাহাড় গম্ভীর হুঙ্কারে রাণার আগমন বার্ত্তা শুনিয়ে দিলে।

ভীম। ঠিক্—ঠিক্ ! ওই আরাবল্লীর ধূসরশিরে রক্তপতাকা !

(ভীল সরদারের প্রবেশ)

ভী, স। এ রাজা! বড় রাজা যে আইছেরে!

ভীম। মা! মেবাররাণী! এইবারে আমি তোমার পথে পরিত্যক্ত সন্তান!

বীরা। করুণা আকর্ষণ ক'র না ভীমসিংহ!

ভীম। যাবার সময় একটা উপদেশ দিয়ে যাও!

বীরা। আপনাকে সর্ব্বদাই একা মনে করবে। নিজেই নিজের সহচর, নিজেই নিজের সেবক, নিজেই নিজের প্রভু। তখন দেখবে এক সহচর তোমার সঙ্গী হয়েছে, এক প্রভু সেবক হয়েছে, এক সেবক তোমার প্রভুত্ব নিয়ে তোমার ভার গ্রহণ করেছে। তখন যেখানে বসবে, সেই স্থানই হবে তোমার সিংহাসন; যেখানে বিচরণ করবে, সেই হবে তোমার রাজধানীর রাজপথ! আর বলতে পারলুম না বৎস! (গমনোদ্যোগ)

ভীম। তবে একবার দাঁড়াও মা! রূপনগর-কুমারীর যশ রাণাকে পূর্ণমাত্রায় ভোগ করতে দেব না। আর, চোরের মত তুমি নগর পরিত্যাগ করেছ! আবার চোরের মত যে তুমি সেই নগরে ফিরে যাবে,—যদি যথার্থই তুমি ভীমসিংহের মা হও,—প্রাণ থাকতে তা আমি হ'তে দিতে পারব না!

বীরা। আমি ভীমসিংহের মা।

ভীম। তাহ'লে শোন,—একমাত্র মাকে পেয়ে আমি পথে সংসার রচনা ক'রেছিলুম। সে মাও চলে যায়। এইবারে আমি সত্যই

একা। আমিই এখন নিজের প্রভু। তাহ'লে বল্ মা, কি ভাবে নগরে প্রবেশ করলে তোমার সন্তানের গৌরব রক্ষা হয়?

বীরা। তবে আমাকে রাজকুমারীর শিবিরে উপস্থিত কর।

ভীম। সরদার্!

ভী, স। তুই হুকুম করলেই ছুটি রাজা!

ভীম। হুঁসিয়ার! পথের মাঝে রাণা যেন আমার মাকে দেখতে না পায়। চল মা, এই আমার প্রতি যথেষ্ট করুণা!

ষষ্ঠ দৃশ্য।

আরাবল্লী—রাজসিংহের শিবির।

রাজসিংহ ও গঙ্গাদাস।

গঙ্গা। রাত্রিটে পার করে দিলেন।

রাজ। তুমি কি আমাকে যুদ্ধ-কৌশলের উপদেশ দিতে এসেছ?

গঙ্গা। না প্রভু। আমি আর বিলম্ব সহ্য করতে পারছি না।

রাজ। আমি রাজকুমারীকে চুরি করতে আসিনি। দু'হাজার সশস্ত্র বীর যোদ্ধার আয়ত্ত থেকে তাকে লুটে নিতে এসেছি।

গঙ্গা। প্রভু! আদেশ করেন ত আর একটা কথা নিবেদন করি।

রাজ। তুমি কি বলবে বুঝেছি।

গঙ্গা। এখনও আক্রমণ করলে সমস্ত সৈন্য সংহার করা যায়।

রাজ। তাও করব না। আমি অনর্থক নরহত্যা করতে আসিনি গঙ্গা-

দাস। রাজকুমারীর উদ্ধারই আমার উদ্দেশ্য। যদি বিনা রক্ত-পাতে সে কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, তার চেয়ে সুখের বিষয় আর হ'তেই পারে না।

গঙ্গা। সেটা কেমন ক'রে হবে?

রাজ। আমি এখনি সৈন্যাধ্যক্ষের কাছে এক দূত পাঠাবো। তুমি যেতে ইচ্ছা কর?

গঙ্গা। আদেশ করলেই পারি।

রাজ। তা হ'লে প্রস্তুত হয়ে এস।

গঙ্গা। এখনি?

রাজ। এর পরে আর সময় কই? রাত্রির বিশ্রামের পর এইবারে তারা ঘাটে প্রবেশ করবে।

[গঙ্গাদাসের প্রস্থান।

(সুজাতার প্রবেশ)

সুজাতা। ঘাটটা তাদের পায় হ'তে দিন না কেন রাণা!

রাজ। সুজাতা! তুমি এখানে কেমন ক'রে এলে?

(গরীবদাসের প্রবেশ)

বুঝতে পেরেছি। তুমি আমার সঙ্গে দেখা করবার যোগ্য হয়েছ শক্তাবৎ?

গরীব। আপনার আশীর্ব্বাদে হয়েছি রাণা! ঘাটের সমস্ত রন্ধ্র আমি আবিষ্কার করেছি।

রাজ। দীর্ঘজীবী হও শক্তাবৎ! এইবারে ফের প্রশ্ন কর সুজাতা?

সুজাতা। রাত্রিতে আক্রমণ করবেন না, একটী সৈন্যের গায়ে হাত দেবেন না, এতই মহত্ত্ব দেখানো যদি আপনার অভিপ্রায়, তা হ'লে নিরাপদে তাদের পাহাড়টাও অতিক্রম করতে দিন। আজমীরের দুর্গ চূড়া দূর থেকে রাণার বীরত্ব দেখুক। দেখে, কম্পিত হ'ক, হুঙ্কার করুক, অথবা ক্রোধে তার মুখ থেকে সহস্র সহস্র বীরের ফুৎকার ঝরুক।

রাজ। সুজাতা! আমি যথাসম্ভব ন্যায় যুদ্ধ দেখাতে এসেছি। বীরত্বের দম্ভ দেখাতে আসিনি। আমি তাদের পাহাড় অতিক্রম করতে দিতে পারি না। তা হ'লে মূর্খতা হয়। তবে যদি তারা সাহসে নির্ভর ক'রে রাত্রির অন্ধকারে ঘাট অতিক্রম করতো, আমি নিরাপদে তাদের যেতে দিতুম।

সুজাতা। আপনি চোক বুজে থাকুন না কেন, তা হ'লেইত রাত্রির অবিচ্ছিন্ন অন্ধকারে পৃথিবী ভরে থাকবে!

রাজ। তুমি কি বলছ?

গরীব। আমরা আসতে আসতে দেখলুম, আজমীরের দিক থেকে অসংখ্য সৈন্য যেন এই দিকে ছুটে আসছে।

(গঙ্গাদাসের পুনঃপ্রবেশ। বিস্মিতনেত্রে সুজাতার প্রতি দৃষ্টি। সুজাতার সঙ্কোচ প্রকাশ)

রাজ। ওদিক পানে চেয়ে বিস্মিত হবার সময় নেই গঙ্গাদাস! এই পত্র নাও। মোগল সেনানায়কের হাতে প্রদান কর।

গঙ্গা। তারপর?

রাজ। এই পত্রেই সমস্ত লেখা আছে।

গঙ্গা। যদি আমাকে বন্দী ক'রে উত্তর দেয়?

রাজ। এর উত্তর কি দেবো গঙ্গাদাস? [গঙ্গাদাসের বেগে প্রস্থান।

(উদ্দেশে) একটা নির্দ্দিষ্ট সময় তোমার ফেরবার অপেক্ষা করব।

সুজাতা। তথাপি আক্রমণ করলেন না!

রাজ। না সুজাতা, আমি রাজসিংহ। [প্রস্থান।

(দয়ালসার প্রবেশ)

দয়াল। পাগলিনী! তুমি ওঁকে কি উপদেশ দিচ্ছ!

সুজাতা। বাবা! আমরা দেখলুম, আজমীরের দিক থেকে মোগল-সৈন্য এইদিকে ছুটে আসছে।

দয়াল। আসুক। উনি রাজকুমারীর উদ্ধারের জন্য মেবার পণ করেছেন। আসুক না—কত আসতে পারে আসুক না। আজ থেকেই আগুন জ্বললো। এই আগুন জ্বলা দেখবার প্রত্যাশায় আজও আমি জীবন ধারণ করে আছি। পঁচিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আমি পিছনে, ভয় কি মা!

সুজাতা। নির্ভয় পিতা।

দয়াল। তবে তোমরা যদি সাহায্য করতে পার, সে আমার গৌরব। আমি কিন্তু একটিও সৈন্য দেবো না।

(ভীমসিংহের প্রবেশ)

ভীম। আমার ভগিনী তোমার সাহায্য চায় না বৃদ্ধ,—চলে যাও। দেওয়ান! আমরা কয়জনেই তোমার শিষ্য—রাণার নই।

দয়াল। রাণাবৎ! আপনাকে দেখে ধন্য—আপনার কথা শুনে ধন্য। রাণাবৎ, আমি ধন্য।

[প্রস্থান।

[গরীব ও সুজাতা উভয়ে ভীমসিংহের সম্মুখে নতজানু ও জোড় করে বসিলেন।]

ভীম। ও কি সখা, ও কি ভগিনী! আমাকে কাঁদিও না! মোগল-সৈন্যের আগমন আমিও লক্ষ্য করেছি। আমার সৈন্য যথেষ্ট! এস, দুই ভাগ করি। তুমি সম্মুখ রক্ষা কর—আমি পশ্চাৎ আক্রমণ করি। মধ্যভাগে আমার মহাত্মা পিতা। বিস্তু ভাই, সাবধান! তাঁকে কিছু বুঝতে দিও না।

সপ্তম দৃশ্য

আরাবল্লী—এরাদৎখাঁর শিবির

এরাদৎ ও সেফিখাঁ

এরা। এ স্থানটা কার অধিকারে?

সেফি। মারোয়ার।

এরা। মেবারের সীমা পার হয়েছি?

সেফি। অনেকক্ষণ। এই ঘাট পার হ'লেই আজমীর।

এরা। মারোয়ার আমাদের প্রজা?

সেফি। নিশ্চয়। মেবারও প্রজা।

এরা। এই ঘাট পার হ'তে কত সময় লাগতে পারে ?

সেফি। আমরা হ'লে বড় জোড় তিন ঘণ্টা। কিন্তু সঙ্গে রাজকুমারী। স্থতরাং সময়টা আপনিই অনুমান করুন।

এরা। এখন থেকে রওনা হ'লে, দ্বিপ্রহরের মধ্যে ওপারে পৌছতে পারবনা ?

সেফি। যথেষ্ট সময় জনাব

এরা। সকলকে সত্বর উপাসনা সেরে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হ'তে বলে এস। রাজকুমারীর শিবির রক্ষা করেছে কে ?

সেফি। ইনায়েৎখাঁ !

এরা। তাকেও প্রস্তুত হ'তে বল। [সেফিখাঁর প্রস্থান।

যদিচ ভয় করবার কোথাও কিছুই নেই। তবু আজমীরের এলাকায় পড়তে পারলেই যেন নিশ্চিন্ত হই। সাজাদাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারলে পুরো নিশ্চিন্ত হতুম। সেটা আর হ'ল না। তার জন্য অনর্থক কতকটা বিলম্ব হয়ে গেল। আজ আমার আজমীরে পৌছান কর্ত্তব্য ছিল। তবে নির্ভয়। যদিচ ভয়ের আশঙ্কা কোথাও কিছু থাকতো, তা এক মেবারে। সে সীমা উত্তীর্ণ হয়েছি। মারোয়ার প্রজা। একি ! অম্বরপতি ?

(রামসিংহের প্রবেশ)

রাম। করছেন কি মন্‌সব্‌দার ! আজও পথে পা ঘসছেন !

এরা। সাজাদার জন্যই এত বিলম্ব হয়ে গেল

রাম। তা বুঝেছি। কিন্তু বাদসার আর বিলম্ব সইছে না। আমি আজমীরে পৌঁছেই সম্রাটের এক পরোয়ানা পেলুম। আপনি আজমীরে উপস্থিত হওয়ামাত্র সে সংবাদ আমাকেই দিল্লীতে নিয়ে যেতে হবে। দু'দিন আজমীরে আপনার অপেক্ষা করলুম। কিন্তু কোথায় আপনি? তাই অন্ধকারেই আমাকে ঘাট পার হয়ে আপনাকে ধরতে হ'ল।

এরা। আমি ত আর নিজের ইচ্ছায় চলতে পারছি না। সঙ্গে জেনানা।

রাম। তাতো আমরা বুঝি, কিন্তু সম্রাট বোঝেন কৈ। যাক্ এখনি আমাকে ফিরতে হবে। কোথায় সাজাদা? তাঁকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে আমার প্রতি আদেশ হয়েছে। এই আদেশ পত্র।

এরা। পত্র দেখতে হবে না। রাজা রামসিংহের কথাই যথেষ্ট। তবে সাজাদা সঙ্গে নেই।

রাম। সঙ্গেই ত তিনি কোথায়?

এরা। তাকে ধরতে পারিনি।

রাম। সেকি!

এরা। পারিনি বলাটা ভুল হয়, তাকে ধরতে পারতুম, কিন্তু ধরলুম না।

রাম। (হাস্য)

এরা। হাসলেন যে রাজা?

রাম। কাঁদতে পারতুম, কিন্তু কাঁদলুম না। আমি তাঁকে ধরতে পারবনা জেনে আপনি না তাঁকে ধরতে ঘোড়া ছুটিয়ে ছিলেন।

এরা। ছুটিয়েছিলুম। কিন্তু ধ'রে ফেলি এমন সময়ে সাজাদা এক

গিরিপথের মধ্যে প্রবেশ করলেন। শুনলুম, তার নামে দোবারি —মেবার প্রবেশের ঘাট।

রাম। আর অমনি ঘোড়ার পিঠেই মূর্চ্ছা গেলেন?

এরা। না মূর্খ রাজা।

রাম। ওঃ! তোমার কি প্রখর বুদ্ধি মনসব্‌দার! আমাকে মূর্খ ঠাওরাতে তোমার চুল পেকে গেল! অন্যান্য ওমরাওরা প্রথম দিন দেখেই আমাকে মূর্খ ঠাউরেছিল।

এরা। ক্ষমা করুন রাজা, কথাটা কটু হয়ে গেছে। বহুকালের বন্ধুত্বের আবদারে বলেছি। পাছে সাজাদা মেবারে প্রবেশ করেন, সেই ভয়ে আর আমি তার অনুসরণ করলুম না।

রাম। যদিই তিনি মেবারে প্রবেশ করেন?

এরা। তাহ'লে তাঁর নিতান্ত দুর্ভাগ্য। আর সম্রাটের কিছু লজ্জার কথা।

রাম। যদি তিনি রাণার শরণাপন্ন হ'ন?

এরা। তাহ'লে আরও একটু বেশী লজ্জার কথা!

রাম। আর কিছু নয়?

এরা। আবার কি? আপনি কি মনে করেছেন রাণা সম্রাটের সঙ্গে লড়াই করবে?

রাম। সেত পরে। এখন?

এরা। এখন কি? আমাদের আক্রমণ করবে?

রাম। যদি করে?

এরা। আসুক না। রাণা বস্তটা কি, তাহ'লে একবার দেখে নিই।

রাম। না খাঁ সাহেব! সে দেখার বড় সুবিধে হবে না। তল্পী উঠাও। নইলে ছিনিয়ে নেবে।

এরা। বল কি!

(এনায়েৎ খাঁর প্রবেশ)

এনায়েৎ। রাণা রাজসিংহ আপনার কাছে এক দূত পাঠিয়েছে—পত্র দিয়ে।

রাম। গোল বাধালে!

এরা। আপনি থামুন রাজা!—

রাম। এখন বুঝতে পেরেছি।

এরা। কি বুঝেছেন?

রাম। রাজকুমারীকে নিয়ে যাবার জন্য সম্রাট আরও তিন হাজার ফৌজ পাঠিয়েছেন।

এরা। ঠিক জানেন?

রাম। তাতো জানি, কিন্তু তাদের পৌঁছবার কি দেরী সইবে?

এরা। আপনার ভয় হয়ে থাকে, আপনি চলে যান।

রাম। তাতো যাবই। এখন কোন দিকে যাবো সেটা এইবেলা ভেবে নিই। যেহেতু সমস্ত তুর্কী। আমি মাত্র রাজপুত। সমস্ত মেবারীর রোষদৃষ্টি প্রথমতঃ আমারি উপর পড়বে।

এনা। সে লোকটাকে কি বলব?

এরা। ফৌজ সব প্রস্তুত হয়েছে?

এনা। না হয়ে থাকে, তাদের হ'তে আর বিলম্ব নেই। বিলম্ব দেখছি রাজকুমারীর!

এরা। কেন?

এনা। তিনি ব'লে পাঠালেন, "ঈশ্বর পূজায় বসেছি। পূজা শেষ না ক'রে উঠতে পারবো না।"

এরা। হিন্দু—সে পুতুল পূজা করে। সে আবার ঈশ্বর পূজা করছে কি?

এনা। শুনলুম—মাটীর একটা ডেলা পাকিয়ে তার মাথায় কতকগুলো বেলের পাতা চাপাচ্ছেন।

এরা। ভ্যালা আপদ! আর একবার ব'লে পাঠাও।

এনা। যদি না শোনেন?

রাম। এক চাপড় মেরে ঈশ্বরের মাথাটা চ্যাপ্‌টা ক'রে দিয়ে এস।

এনা। কি হুকুম মনসব্‌দার?

এরা। কথা না শোনেন, রাজা যা বললেন, তাই করতে হবে!

এনা। আমি নিজে যাব?

এরা। রাজা! আপনি রাজকুমারীকে দেখেছেন?

রাম। দেখিছি বই কি—আহা হা হা হা! খুব দেখেছি মনসব্‌দার!

এরা। তাহ'লে আপনি গিয়ে তাকে বুঝিয়ে ব'লে আসুন। আমাদের সেখানে যাবার আদেশ নেই।

রাম। আমি?—কস্মিনকালেও সেখানে আর নয়।

এরা। তবে আপনি পথ দেখুন।

রাম। নিশ্চয়—সেটাতে কারও আদেশের অপেক্ষা রাখিনা।

এরা। লোকটাকে পাঠিয়ে দাও।

[এনায়েৎখাঁর প্রস্থান।

রাম। একটু অপেক্ষা খাঁসাহেব! আমি আগে শ্বশুর বাড়ীর দিকে মুখ করি।

এরা। মির্জ্জা রাজা জয়সিংহের পুত্র হয়ে এত ভয়!

রাম। মেবারীর অস্ত্রে ভয় নয় খাঁ সাহেব, তার দৃষ্টিকে ভয়। আপনি আমাকে মূর্খ ব'লে আমার গুণগান করেছিলেন। আমাকে গাড়োল, গাধা, উল্লুক বলা আপনার উচিত ছিল। মেবারী যদি সত্য সত্যই আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করবে। আর আমাকে শুধু দৃষ্টি দিয়ে বিঁধবে। অস্ত্র অপবিত্র হবে জেনে তারা তা' আমার গায়ে ঠেকাবে না।

এরা। যান রাজা, আপনার অবস্থা আমি বুঝতে পেরেছি!

রাম। আর আপনার?

এরা। তুচ্ছ মেবারী।

রাম। আমি এখান থেকে যাবো নাগোর। সেখান থেকে যাবো নিজ রাজধানী জয়পুর। সেখান থেকে দিল্লী যাবো! বাদসাকে, কি বলব?

এরা। তার আগে আমি দিল্লী পৌঁছব।

[রামসিংহের প্রস্থান।

(গঙ্গাদাসের প্রবেশ)

গঙ্গা। আপনিই এরাদৎ খাঁ?

এরা। হাঁ। তোমার বক্তব্য কি? (গঙ্গাদাসের পত্রদান এরাদতের

গঙ্গা। পত্রে কি লেখা আমিত জানিনা জনাব।

এরা। রাজকুমারীকে দিতে আদেশ করেছেন!—পত্রপাঠ—তোমার সঙ্গে।

গঙ্গা। আদেশ ক'রে থাকেন—দিন্!

এরা। আমি কি তার গোলাম?

গঙ্গা। তবে কি বলবো, বলে দিন।

এরা। তাঁকে এখানে আসতে বল।

গঙ্গা। বেশ!—

এরা। বলবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে চিতোরের দুর্দ্দশার কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়ো। রাণাপ্রতাপের দুর্দ্দশার কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়ো।

গঙ্গা। যখন দিতে বলেছেন, দেবো।

[প্রস্থান।

(জনৈক সেনানীর প্রবেশ)

এরা। ফৌজ কি ভাবে সাজিয়েছ?

সেনানী। পিছনে অর্দ্ধেক, সুমুখে অর্দ্ধেক। মাঝখানে রাজকুমারীর শিবির।

এরা। সে শিবির যোধপুরের দিকে পেছিয়ে দাও। সমস্ত ফৌজ সম্মুখে নিয়ে এস।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। হুজুরালি! কতকগুলো ভীল, পিছনের মোহড়া আগলেছে।

(সেফিখাঁর প্রবেশ)

এরা। সেফিখাঁ, ওই রাজপুতটাকে কিছুক্ষণের জন্য আটক ক'র। তবে দূত—নিরস্ত্র—কৌশলে ধ'রে রাখবে।

সেফি। যদি বল প্রয়োগ করে?

এরা। বলপ্রয়োগে ধ'রে রাখবে।—খবর নাও।

[সেনানী ও সেফিখাঁর প্রস্থান।

রেসেলদার! এনায়েৎ খাঁকে তলব দে—জল্‌দি।

[প্রহরীর প্রস্থান।

(দ্বিতীয় প্রহরীর প্রবেশ)

২য়, প্র। জনাবালি! পাহাড়ের মাথায় রাজপুত!

(এনায়েৎখাঁর প্রবেশ)

এনা। রাজকুমারী কিছুতেই উঠতে চাচ্ছেন না। বলেন "পূজা শেষ না করে আমি উঠবো না।"

এরা। চুলের মুঠি ধরে তুলে ফেল।

এনা। তার পর।

এরা। জবাব দিহি আমার। ভিতরে ষড়যন্ত্র, তার মতলব ভালো নয়। যাও—সঙ্গে সঙ্গে তাঁবু যোধপুরের পথে নিয়ে যাও।

এনা। কিছু বিপদের কি সম্ভাবনা হয়েছে?

এরা। বলবার সময় নেই—নিয়ে যাও। অন্ততঃ একক্রোশ দূরে শিবির স্থাপন কর। শিবির রক্ষা করতে হবে তোমাকে।

[এনায়েৎ খাঁর প্রস্থান।

চল দেখিয়ে দিবি কোথায় রাজপুত। (নেপথ্যে রণ-কোলাহল) ঐ তাই ত আক্রমণ করলে। হুঁসিয়ার! হুঁসিয়ার!

[উভয়ের প্রস্থান।

নেপথ্যে। সেফিখাঁ!

নেপথ্যে। হুঁসিয়ার মনসবদার! আমি—এনায়েৎ বন্দী।

(গঙ্গাদাসের প্রবেশ, পশ্চাতে সেফিখাঁ)

গঙ্গা। নরাধম তুর্কী! আমি নিরস্ত্র। (নেপথ্যে কোলাহল)

(ভীমসিংহের প্রবেশ। সেফি খাঁকে আঘাত)

সেফি। হুঁসিয়ার মনসবদার! আমি জখম—আমি জখম!

গঙ্গা। তাইত! কে আমাকে বাঁচালে! তুমি—তুমি—আপনি আমার কল্পনার প্রভু—ভবিষ্যৎ রাণা!

ভীম। শক্তাবৎ! এই লুণ্ঠিত অস্ত্র গ্রহণ কর। আর ওই বৃদ্ধ যদি সেনাপতি হয়, এখনি গিয়ে ওর গতিরোধ কর।

অষ্টম দৃশ্য

রূপকুমারীর শিবির সম্মুখ

[নেপথ্যে রণকোলাহল ও বন্দুকাদির শব্দ]

রাজসিংহ, দয়ালসা ও রাজপুত সৈন্যগণ

রাজ। বিনা রক্তপাতে কার্য্যসিদ্ধ করব মনে করেছিলুম। সেটা আর হল না দেওয়ান!

দয়াল। তবে যতটা সময় লাগবে ভেবেছিলুম, তা আর হ'ল না। বড় শীঘ্র কার্য্য নিষ্পন্ন হয়ে গেল!

(গঙ্গাদাসের প্রবেশ)

গঙ্গা। প্রান্তর তুর্কী শূন্য।

রাজ। পশ্চাতে কে আক্রমণ করেছিল গঙ্গাদাস্?

গঙ্গা। বলব না রাণা!

রাজ। উত্তম। কিন্তু শুনলুম, আরও বহুসংখ্যক তুর্কী রাজকুমারীকে নিতে আসছিল। রন্ধ্রপথে তাদের গতিরোধ করলে কে?

গঙ্গা। আমি জানিনা।

রাজ। তোমরা কেউ জানো?

(সুজাতার প্রবেশ)

সুজাতা। একমাত্র আমি জানি রাণা—বলবো না।

রাজ। এসেছ—ভালোই হয়েছে। এই, রাজকুমারীর শিবির দ্বার-উন্মোচন কর।

(পট পরিবর্ত্তন)

পূজা-পুষ্প হস্তে রূপকুমারী।

রাজ। লুণ্ঠনযোগ্য রত্ন বটে! রাজকুমারী! চলে এস।

রূপ-কু। কে আপনি?

(বীরাবাইএর প্রবেশ)

বীরা। আমার স্বামী—তোমার স্বামী—মেবারের স্বামী। রাণা!

বিস্মিত হবেন না! সংযুক্তার স্বয়ংবরের পর, বীর্য্যশুল্কে নারীগ্রহণ করতে, আজও পর্য্যন্ত আর কোনও ক্ষত্রিয় রাজার সাহসে কুলায় নাই। এরূপভাবে পতিগৃহে গমন আর কোনও রমণীর ভাগ্যে ঘটে নাই। তাই অতিলোভে এই অপূর্ব্ব স্বয়ংবর সভার সাক্ষী হ'তে এসেছি।

[বীরাবাই রূপকুমারীকে রাজসিংহের সম্মুখে দাঁড় করাইলেন।

রূপকুমারী কর্ত্তৃক রাজসিংহের কণ্ঠে মাল্যদান। [

সাং চাপদানী

পাং চাঁপদানী

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দিল্লী—প্রাসাদ—পাঠাগার

আওরঙ্গজেব

(পত্রপাঠ করিতে করিতে পরিক্রমণ)

আও। "আপনার দৃষ্টির সমক্ষেই আপনার প্রজা সকল উৎপীড়িত হচ্ছে।" তাহ'লে স্বীকার করলে রাজসিংহ আমার দৃষ্টিশক্তি এখনও আছে! কিন্তু আরাবল্লীর বেড়ার ভিতরে চিরাবদ্ধ-দৃষ্টি তুমি বুঝতে পারলে না এ দৃষ্টির প্রসার কতদূর। বুঝতে পারলে না, এ দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা বিন্ধ্যাচল ভেদ ক'রে দক্ষিণ মহাসাগরের তীরে বালুকা প্রান্তরের উপরে কন্যাকুমারীর নৃত্যাঙ্কিত পদচিহ্নকে পর্য্যন্ত বিদ্ধ করেছে। (পত্র পাঠ) "আপনার পূর্ব্বপুরুষ উচ্চহৃদয়-ভাব নিয়ে কেবল দেশের কল্যাণ কামনা করে এসেছেন।" আর আমি নীচ অন্তঃকরণ নিয়ে—চিঠিতে লেখা না থাকলেও তোমার হয়ে কথাটা এইখানে বসিয়ে নিলুম রাজসিংহ!

(দ্বাররক্ষীর প্রবেশ)

কিহে!

দ্বা, র। জাঁহাপনা! উজীর সাহেব জানতে পাঠিয়েছেন—

আও। তোমার চিঠির অক্ষরের পার্শ্ব দিয়ে তোমার মনের কথা বেশ পড়তে পারছি—আর আমি নীচ অন্তঃকরণ নিয়ে দেশের সর্ব্বনাশ করবার জন্য ব্যস্ত হয়েছি—কি বলছিলে ?

দ্বা, র। উজীর সাহেব !

আও। বেশ উপদেষ্টা বেশ—অথচ এই হিন্দুস্থানেই আমি আমার পুত্র পৌত্রাদিকে রেখে দুনিয়া ছেড়ে চলে যাব। উজীর কি বলছিলে ?

দ্বা, র। জানতে পাঠিয়েছেন, এ সময় জাঁহাপনার সঙ্গে দেখা হ'তে পারে কি না ?

[রামসিংহ এই সময়ে দ্বারমুখে উপস্থিত হইয়া সভয়চকিতের ন্যায় প্রস্থান করিল]

আও। কে ঘরে প্রবেশ করছিল, দেখে এসত। [দ্বাররক্ষীর প্রস্থান। "দেশের পোনেরো আনা লোক একবেলাও পেটভ'রে আহার পাচ্ছে না।" সেটা আমিও জানি রাজসিংহ ! কিন্তু তাছাড়া আরও জানি, যেটা তুমি জাননা। এদেশের অন্ন দুনিয়ার শেষ পর্য্যন্ত চলে যাচ্ছে। সেখানে লোকে পাঁচ বেলা আহার ক'রেও তা শেষ করতে পারছে না। আহার শেষে কুকুর বিড়ালের মুখের কাছে তা নিক্ষিপ্ত হচ্ছে—

(দ্বাররক্ষীর পুনঃ প্রবেশ)

কে এসেছিল ?

দ্বা, র। কাউকেওত দেখতে পেলুম না জাঁহাপনা ?

আও। ফের্ দেখে এসো।

দ্বা, র। কেবল উজীর সাহেবের সহকারী বাইরের ফটকে দাঁড়িয়ে আছেন।

আও। (সক্রোধে) না মূর্খ, এ তৃতীয় ব্যক্তি। (দ্বাররক্ষী প্রস্থানোদ্যত) থাক্—উজীরকে আসতে বলে দাও। ঘুমুতে ঘুমুতে কি পাহারাদারী করছ?

[দ্বাররক্ষীর প্রস্থান।

আরও আছে দাম্ভিক মেবারী—সে বস্তু শুধু মানুষের উদর পূরণ ক'রেই শেষ হ'য়ে যায় না—এই পোনেরো আনা লোকের জীবন রসে এত সরাব প্রস্তুত হয় যে, তা তোমার ক্ষুদ্র মেবার ডুবিয়ে দিতে প্রবল বন্যার সৃষ্টি করতে পারে। "যে জাতি এমন দুর্দ্দশাপন্ন তাদের করভারে নিপীড়িত করতে যে রাজা কিছুমাত্র সঙ্কোচবোধ করেন না তাঁর মর্য্যাদা কেমন করে রক্ষিত হবে।" (পত্র নিক্ষেপ করিয়া) যাও রাজসিংহ, তুমিও আমাকে চিনতে পারলেনা। কূপ-মণ্ডুক তুমি মহাসাগরের সমালোচনা করতে এসেছ। আরাবল্লীর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাইরে এসে, এই বিশাল হিন্দুস্থানের একটা ক্ষুদ্রাংশ দেখেও যদি তুমি আমাকে এই উপদেশপত্র পাঠাতে, তাহ'লেও তোমাকে আমি বিজ্ঞ বলতে পারতুম। রাজার মূর্ত্তিতে যদি তোমার বাহিরে আসতে সাহস থাকে, বেরিয়ে এস। না থাকে, যোগী সন্ন্যাসীর ভণ্ডামীর আবরণ পর। তোমাদের যে কোনও দেবায়তনে প্রবেশ কর। নরকের ভয় তুচ্ছ ক'রে যদি উন্মুক্ত চক্ষে সত্য দেখতে তোমার সাহস থাকে, মন্দির মধ্যে ওই পুতুলের

দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। যদি দৃষ্টিশক্তিহীন না হও, তখন বুঝবে যোগী, দণ্ডী, ব্রাহ্মণ বৈরাগীর মাথার উপর কেন আমি জিজিয়া কর স্থাপন ক'রেছি। মূর্ত্তির সম্মুখে, তীর্থযাত্রীর উপরে নরকের ভয় দেখিয়ে করসংগ্রহের অত্যাচার—আর সেই জড়মূর্ত্তির পশ্চাতে, নরকের অন্ধকার-ভরা অন্তরালের কুক্ষিগত বীভৎসতা, যদি তুমি দেখতে পারতে রাজসিংহ—সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ বৈরাগীর লীলাকাহিনী কি কুৎসিত অক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে, যদি তুমি পড়তে পারতে রাজসিংহ তা'হলে এই চিঠি লেখার ধৃষ্টতা না দেখিয়ে এই তীর্থমন্দিরগুলোকে অগ্নিসাৎ করতে তুমি আমার সাহায্যে ছুটে আসতে—দেখতে এই দুর্ভিক্ষের মাথা চূর্ণ করবার দণ্ড তোমাদেরই ধর্ম্মান্ধতা স্কন্ধে তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তোমার এ পত্রের ধৃষ্টতা অমার্জ্জনীয়।—কে?

(আকবরের প্রবেশ)

আক। পিতা, আমি আকবর।

আও। আকবর? আকবর? সত্যই তুমি আমার প্রিয়তম পুত্র আকবর?

আক। কেন পিতা, আমারি এ আসায় আপনার বিস্মিত হবার কি আছে?

আও। আছে—আছে—বৎস, আছে।

আক। জাঁহাপনার আদেশে আমি দিল্লীতে ফিরে এসেছি।

আও। তবু আছে—আজিমকে আমি তোমার একমাস আগে খবর

দিয়েছি। মৌজামকে দিয়েছি—তারও আগে। আজিম আজও আসতে পারলে না, মৌজ্জাম বুঝি এলো না, কিন্তু তুমি এলে।

আক। আমার আসা কি আপনার ক্ষোভের কারণ হ'ল পিতা?

আও। (চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ) দেখ দেখি দোরের পাশে কেউ দাঁড়িয়ে আছে কি না? (আকবরের বহির্গমন) তাইত, আমার হিসাব নিকাশে কি ভুল হ'তে আরম্ভ হয়েছে? আকবর সকলের আগে এসে আমার সঙ্গে দেখা কর্‌লে।

(আকবরের পুনঃ প্রবেশ)

কেউ আছে?

আক্। একমাত্র আপনার দ্বাররক্ষী।

আও। আকবর! আমি মনে মনে সঙ্কল্প ক'রেছিলুম, আমার পুত্রদের মধ্যে—দিল্লীতে কখন এসেছ প্রিয়তম?

আক। ঘর্ম্মাক্ত দেহ—এখনও বিশ্রাম নিতে পারিনি পিতা!

আও। আরও স্তুষ্ট—সঙ্কল্প ক'রেছিলুম, আমার পুত্রদের মধ্যে যে প্রথমে দিল্লীতে এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবে, তাকেই আমি এ যুদ্ধের সেনাপতি করব।

আক। যুদ্ধ? কার সঙ্গে পিতা?

আও। যুদ্ধ। কার সঙ্গে, সম্ভবতঃ রাত্রি প্রভাতেই জানতে পারবে। যুদ্ধ—এরূপ যুদ্ধের আয়োজন আমি আজও পর্য্যন্ত করিনি। কর্‌ছি বৃদ্ধকালে—মক্কাস্থিরিকে যাবার পূর্ব্বক্ষণে—(ঊর্দ্ধদৃষ্টি) তুমি পাগল, মি পাগল, তুমি পাগল—

আক। আমি?

আও। না প্রিয়তম, তুমি কেন—পাগল আমি—একটা প্রাণহীনের উপহাসে উত্তেজিত হচ্ছি।—সে আমার মক্কা যাবার কথা শুনে হাসছে। তুমি কার্য্যকুশলতা দেখিয়ে আমাকে মুগ্ধ করেছ। কত-দূর থেকে ফিরে এলে প্রিয়তম? আমি কল্পনায় দেখ্‌ছিলুম, তুমি বাংলার শাসনদণ্ড হাতে ক'রে গৌড়ের গদীতে বসে আছ।

আক। বাংলায় পা দিতে দিতে ফিরে এসেছি।

আও। বেশ, বেশ—তবু বেশ। যাও, আজ রাত্রির মত বিশ্রাম গ্রহণ কর।

আক। দিগ্‌বিজয়ী বীর দিলীর খাঁ জীবিত থাকতে, দুর্দ্ধর্ষ তয়বরখাঁ বর্ত্তমান থাকতে, আমাকে আপনি সেনাপতি করবেন?

আও। সেনাপতি হ'তে কি ভয় কর আকবর?

আক। একি ভয়ের কথা হল পিতা—আনন্দ! সে আমার অন্তরের সমস্ত রন্ধ্র গুলো একসঙ্গে আক্রমণ করেছে—সে আক্রমণের এত তীব্রতা যে, আমার মন—তাকে সন্দেহ করছে পিতা!

আও। আলমগীরের বাক্য আকবর!

আক। ধন্য হলুম পিতা! (প্রস্থানোদ্যত)

আও। যদি তাকে পরাস্ত করতে পার, ভবিষ্যতে ময়ূর-সিংহাসন তোমার—

[আকবর অভিবাদন পূর্ব্বক কিছুদূর অগ্রসর হইল]

যদি তাকে জীবন্ত বন্দী ক'রে আমার পায়ে নিক্ষেপ করতে পার, তা হ'লে আমার জীবদ্দশায়—(ঊর্দ্ধদৃষ্টি) হুঁ—কি বলছিলুম?

(উদিপূরীর প্রবেশ)

উর্দি। তোমার জীবদ্দশায়—অর্থাৎ—বুঝতে পারলে না আকবর? যদি তাঁকে বন্দী করতে পার, এই মহাপুরুষ যেমন তার পিতাকে কারাগারে নিক্ষেপ ক'রে তাঁর জীবদ্দশাতেই সিংহাসন অধিকার করেছিলেন ; তুমিও তেমনি করবে।—তা কারাগারেই নিক্ষেপ কর, কিম্বা সেই ধার্ম্মিক শিরোমণি জ্যেষ্ঠ দারার এই মহাত্মার হাতে পড়ে, যে অবস্থা হয়েছিল—

আও। আকবর! (চলিয়া যাইবার ইঙ্গিত)

আক। (চলিতে চলিতে) পিতা না থাকলে—(তরবারি স্পর্শ)

উদি। আমাকে কেটে ফেলতে আলমগীর-পুত্র? আমাকে কাটো ক্ষতি নেই—

[আকবরের প্রস্থান।

কেবল ওইটি ক'রনা আকবর! পিতার সমস্ত গুণরাশি দিয়ে ওই পবিত্র আকবর নামের উপর যত পার আবরণ দিও, কেবল, দোহাই, ওইটি ক'র না—সোণার থালায় এই বৃদ্ধের মুণ্ড রেখে তাতে তরবারি স্পর্শ করিয়ে তার নিমীলিত চক্ষু-পলকে দুই ফোঁটা অশ্রুনামের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ ক'র না।

আও। ছেলের সুমুখে আমাকে অপদস্থ করলে?

উদি। কি করব নাথ, আমি নারী। আর সম্রাট আলমগীরের বাক্য যখন মিথ্যা হ'তে পারে না—আমি উদিপুরী। অতি দূরে থাকলেও, কখন তাদের চোখে না দেখলেও, আমি সেই মেবারী-ললনা কুলের মধ্যে একজন। স্বামী আমার সর্ব্বস্ব—আমার উপাসনার দেবতা।

আমি ত তার আত্মহত্যা চোখে দেখতে পারব না। পুত্রকে ডাকো সম্রাট, সে তোমার সম্মুখেই আমাকে হত্যা করুক।

আও। আত্মহত্যা কেমন ক'রে বুঝলে প্রিয়তমে?

উদি। মোজ্জম, আজিম বর্ত্তমানে আপনার ওই পুত্রকে সেনাপতি করলেন কেন?

আও। আমি মনে মনে সঙ্কল্প ক'রেছিলুম, আমার পুত্রদের মধ্যে যে দিল্লীতে এসে আগে আমাকে অভিবাদন করবে, সেই এ যুদ্ধের সেনাপতি হবে।

উদি। যদি আমার পুত্র এসে অভিবাদন করতো?

আও। তাকেই আমি সেনাপতি করতুম। আলমগীরের বাক্য মিথ্যা হ'ত না প্রিয়তমে।

উদি। তা এ মনের [illegible]বাদীকে শোনাতে এত ব্যাকুল হয়েছিলেন কেন?

আও। (বিস্মিতভাবে উদিপুরীর মুখের পানে চাহিলেন) তুমিই বল।

উদি। যদি ঠিক বলি, মনের কথা গোপন করবেন না?

আও। (ঈষৎ ক্রোধের সহিত) কি বলতে চাও, জল্‌দি বল। এটা তোমার বিলাস-কুঞ্জ নয়—দিল্লীশ্বরের মন্ত্রণাগার। তোমার সঙ্গে অসার তর্কে আমি মূল্যবান সময় নষ্ট করিতে পারি না।

উদি। সে সময় ত নিজেই সংক্ষেপ ক'রে আনছেন জাঁহাপনা!

আও। কি ক'রে?

উদি। যখন আপনি ওই অসার পুত্রকে একটা বিরাট যুদ্ধের সেনাপতি করেছেন। আপনার সেই মহান্ প্রপিতামহের পবিত্র আকবর

নাম সর্ব্বপ্রকারে ব্যাধিগ্রস্ত হবে জেনে, সকলের চেয়ে ওই পুত্রকেই আপনি অধিক স্নেহ করেন। সে হ'ল আজ বিশাল মোগল-সৈন্যের সেনাপতি।

আও। আমার সময় সংক্ষেপ তুমিই ক'রে আনলে দেখ্‌ছি।

উদি। না—না—না প্রিয়তম—নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ ক'র না। তোমার জন্য আমি নিজের মৃত্যু পর্য্যন্ত কামনা করতে ভয় পাই। হায়! যৌবনের সেই অনন্ত শক্তিধর আলমগীর—এখন তুমি এত দুর্ব্বল—এত পর-নির্ভর।

আও। এই সব কথা শোনবার জন্য তুমি এখানে এসেছ?

উদি। না—নিমন্ত্রণ করবার জন্য।

আও। কিসের নিমন্ত্রণ গো!

উদি। আমার বিজয়োৎসবের গো!

আও। কোন্ রাজ্য এই কয় ঘণ্টার মধ্যে জয় ক'রে ফেললে?

উদি। ছি প্রিয়তম, তুমি স্ত্রীজাতির চেয়েও কৌতূহলী! সেখানে গিয়ে জানবার অপেক্ষা করতে পারছ না?

আও। কবে যেতে হবে?

উদি। এখনও ত আমি সম্রাটকে আদেশ করবার অধিকারী হই নি!

আও। বেশ প্রিয়তমে, ঘরে গিয়ে আমার যাবার জন্য প্রস্তুত থাক।

[উদিপুরী কিছুদূর অগ্রসর হইয়া অধরে অঙ্গুলি দিয়া দাঁড়াইলেন]

আবার দাঁড়ালে কেন প্রিয়তমে?

উদি। সম্রাট আলমগীর!

আও। আরও বলবার কিছু আছে?

উদি। বলতে এসেছিলুম—

আও। বলতে ভয় হচ্ছে? নিঃসঙ্কোচে বল। তবু সঙ্কোচ? পুত্রের জন্য কিছু বলতে এসেছ? ভয় পাচ্ছ কেন প্রিয়তমে?

উদি। মনের সঙ্কল্প বাঁদীর কাছে প্রকাশ করতে ব্যাকুল হয়েছিলেন কেন?

আও। তুমি কি অনুমান করেছ বল।

উদি। আপনি জানতেন—স্থির জানতেন—সে আর দিল্লীতে ফিরে আসিবে না। সেইজন্য আমাকে বিদ্রূপ করতে ওই কথা বলেছিলেন।

আও। তোমার অনুমান সত্য। আমি তাকে বন্দী করতে আদেশ দিয়েছি। তোমার পুত্রের জন্য আমার চির-উন্নত মস্তক অবনত হয়েছে। আর সে অপমান তোমা হ'তে হয়েছে, তাই তোমাকে বিদ্রূপ ক'রেছিলুম।

উদি। মহিমান্বিত সম্রাট আলমগীর্। সেলাম।

আও। কি বলতে ইচ্ছা ক'রেছিলে—বললে না?

উদি। আর বলতে ইচ্ছা হচ্ছে না।

আও। সে ক্ষমার অযোগ্য—তবু তোমার অনুরোধে আমি তাকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত আছি।

উদি। আমিও মহিমান্বিতা সম্রাজ্ঞী উদিপুরী! অবশ্য আপনার কাছে এ আত্ম প্রশংসায় আমার মর্ম্মভেদ হয়ে যাচ্ছে। তবু আবার বলি, আমি মহিমান্বিত সম্রাটের মহিমান্বিতা প্রতিদ্বন্দ্বী। (প্রস্থানোদ্যতা)

আও। তা হ'লে তাকে ক্ষমা করব না?

উদি। এরূপ প্রশ্ন আলমগীরের যোগ্য নয়। আমি যে তার মা জাঁহাপনা?

আও। ভিক্ষা চাইতে হবে, নতুবা তাকে মুক্ত করব না।

উদি। এই কি জাঁহাপনার প্রতিজ্ঞা?

আও। প্রতিজ্ঞা করলে, ভিক্ষাতেও কিছু হ'ত না প্রিয়তমে!—যে দুর্গে সে আবদ্ধ হবে—হবে কি, এতদিনে নিশ্চয় হয়েছে—তোমার মত বুদ্ধিমতীর সারাজীবনের চেষ্টাতেও তার সন্ধান হ'বে না। (উদিপুরী চলিলেন) বেশ যাও—পুত্রের ভীষণ মৃত্যুর কাহিনী যথাসময়ে তোমার কর্ণগোচর হবে।

উদি। (মুখ না ফিরাইয়া) ধিক্ সম্রাট, তোমাকে ধিক্।

আও। এখনও বল—এতক্ষণ সে বিদর্-দুর্গে—অন্ধকারে—অনাহারে—বিরাট শূন্যের মত নিরাশার প্রাচীরে

উদি। (মুখ ফিরাইয়া সক্রোধে) না।

আও। না?

উদি। না।

আও। সে ফিরে এসেছে?

উদি। নিশ্চয়। শুধু এসেছে, তোমার ওই অপদার্থ পুত্রের এত আগে এসেছে যে, আমি জোর ক'রে তাকে ধ'রে না রাখলে সেই আজ বিশাল মোগল সৈন্যের সেনাপতি হ'ত। সে এখানে আসবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল। আমি তাকে আসতে দিলুম না। তোমার কৃপায় আজও পর্য্যন্ত সে যুদ্ধক্ষেত্র দেখেনি। কিন্তু হায়, যে ভয়ে তাকে আমি আসতে দিলুম না—সাম্রাজ্যের ধ্বংস—হতভাগ্য

আলমগীর্, মতিভ্রমে তুমিই তা নিষ্পন্ন ক'রে দিলে! (প্রস্থানোদ্যত)

আও। দুনিয়ার মধ্যে পুত্রকে গোপন করবার এমন কোনও স্থান সন্ধান কর্, যেখানে আলমগীরের দৃষ্টি পৌঁছিতে না পেরে পলকের আবরণে ফিরে আসে।

উদি। এর উত্তর এখানে দিলুম না জাঁহাপনা।

[প্রস্থান।

আও। মহিমান্বিতাই বটে তুমি, প্রিয়তমে! তোমার এই অন্তর-বাহিরের অপূর্ব্ব রূপ এতদিন পরে—এই নির্ম্মম বার্দ্ধক্যে—মোগলের অন্তঃপুরে মেবাররাজকুমারীকে প্রবেশ করাবার সাধ মিটিয়ে দিয়েছে। দিলীর—দিলীর! এখনি এরাদৎ খাঁকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে আমার কাছে নিয়ে এস।

(দিলীরের প্রবেশ)

দিলীর। সে কোথায় জাঁহাপনা?

আও। যেখানেই থাক্ সেইখান থেকেই তাকে বেঁধে নিয়ে এস।

দিলীর। সে পরপারে সম্রাট!

আও। পরপারে! তুমি আমাকে কি শোনাবার জন্য তবে এত ব্যস্ত হয়ে ছিলে?

দিলীর। মহারাণা রাজসিংহের উত্তর।

আও। রাণা উত্তর পাঠিয়েছে?

দিলীর। পাঠিয়েছে।

আও। দাও পড়ে দেখি।

দিলীর। পত্রে নয়—অস্ত্রে জাঁহাপনা।

আও। (ঊর্দ্ধ দৃষ্টি) দিলীর, দিলীর! দারার কাঁধে কি মুণ্ড ছিল?

দিলীর। না জাঁহাপনা।

আও। স্মরণ কর—স্মরণ কর—স্মরণ ক'রে উত্তর দাও।

দিলীর। খুব স্মরণ আছে সম্রাট। থালার উপরে রক্ষিত তাঁর মুণ্ডের উপর আপনার অসি-স্পর্শ আমি এখনও জাজ্জ্বল্যমান দেখতে পাচ্ছি।

আও। হুঁ! পত্র দাও।

দিলীর। পত্র নয় জাঁহাপনা—অস্ত্রের উত্তর। রাণা রূপকুমারীকে পথের মাঝে লুণ্ঠন ক'রে নিয়েছে। মুরাদৎ খাঁ জীবিত নাই—অর্দ্ধেক সৈন্য হত।

আও। বিজয়োৎসব—বিজয়োৎসব! দিলীর খাঁ! মেবার ধ্বংস করতে হ'লে কত সৈন্যের প্রয়োজন?

দিলীর। শুধু মেবার নয় জাঁহাপনা—মারোয়ার আছে।

আও। মারোয়ার আছে, আরও আছে—মনে কর সমস্ত রাজপুত জাতি আছে—কত সৈন্যের প্রয়োজন দিলীর খাঁ?

দিলীর। তিন লক্ষ হ'লে সাহস করতে পারি—সঙ্গে উপযুক্ত কামান।

আও। সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি নিয়ে চেপে পড়—আমার মান রক্ষা কর। মক্কা যাবার পূর্ব্বে আমি একবার দেখে যাই সমস্ত হিন্দুস্থান আমায় পদানত হয়েছে? (ঊর্দ্ধ দৃষ্টি) যাও—তুমি কাফের—তুমি কাফের—তুমি কাফের।

দিলীর। কে? আমি জাঁহাপনা?

আও। না ভাই—তুমি শ্রেষ্ঠ মুসলমান। আমি আমার অন্তরের সংশয়টাকে গালি দিচ্ছি। (উর্দ্ধদৃষ্টে) দিলীর—দিলীর! দারার ছিন্ন মুণ্ডে কি হাসি মাখানো ছিল?

দিলীর। ছিল বইকি সম্রাট! তবে সে হাসি কেবল দেবতারা দেখেছে, মানুষে দেখতে পায়নি।

আও। তুমি দেখেছ?

দিলীর। সম্রাট! আমি এখন থেকেই রাণার সঙ্গে যুদ্ধ করছি।

আও। কর—কর দিলীর, আমার মর্য্যাদা রক্ষা কর। কিন্তু—

দিলীর। বলুন—গোলামকে সঙ্কোচ কেন প্রভু?

আও। মর্য্যাদা আমার আগেই নষ্ট হয়েছে দিলীর খাঁ!

দিলীর। কেমন ক'রে সম্রাট?

আও। আমার এ পরাজয় বার্ত্তা আমার আগে উদিপুরী বেগম জানলে কেমন ক'রে?

দিলীর। না জাঁহাপনা।

আও। না?

দিলীর। দিল্লীতে দ্বিতীয় ব্যক্তির মধ্যে আপনি মাত্র জেনেছেন। আর যারা জানে, তাদের দাক্ষিণাত্যে পাঠিয়ে দিয়েছি—তারা নিজেদের পরাজয়-কথা কারও কাছে প্রকাশ করবে না।

আও। কিন্তু বেগম আমাকে বিজয়োৎসবের নিমন্ত্রণ করে গেল।

দিলীর। আমিও নিমন্ত্রণ পেয়েছি। তার অন্য কোনও অর্থ থাকতে পারে, যা আমি জানি না।

আও। নিশ্চিন্ত।

দিলীর। এমন গোপনে রেখোছি যে, আপনার জীবনেতিহাসে একথা স্থান পাবে না।

আও। বিজয়োৎসব—বিজয়োৎসব—বিজয়োৎসব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

দিল্লী—প্রাসাদ—রংমহল।

উদিপুরী

উদি। (পত্রপাঠ) "মহামান্যা! আপনি আমাকে আপনার একজন দীন"—(ওষ্ঠে অঙ্গুলি দিয়া) চুপ বুদ্ধিহীনে চুপ! করছিস্ কি? দেয়াল কাণ পেতে—দেয়ালে দেয়ালে ছবি তীব্রদৃষ্টির শলাকা নিয়ে ঘরের বাতাস পর্য্যন্ত—চোরের নীরবতায় অথচ ক্ষুধার অনন্ত ঝঙ্কার ভরা জ্বালায়! দেয়াল শুন্‌বে, ছবি বিঁধ্‌বে, বাতাস গ্রাস করবে! চুপ্ বুদ্ধিহীনে—চুপ্!—সাকী! সরাব।

(বাঁদীর প্রবেশ)

বাঁদী। করছেন কি আজ বেগম সাহেব!

উদি। চোপ্—সরাব। [বাঁদীর প্রস্থান।

করছেন কি বেগম সাহেব—তুই তুচ্ছ বাঁদী, তোকে বলব কি? বললে কি তুই বুঝবি?

(বাঁদীর পুনঃ প্রবেশ ও পানপাত্র দান)

বাঁদী। সত্যি বলছি হুজুরাইন, আপনার আজকার আচরণ আমি একবিন্দুও বুঝতে পারছি না।

উদি। আমিই পারছিনা—(পানপাত্র মুখে তুলিয়া, পত্রে দৃষ্টি দিয়া) কেউ পারছেনা—তা তুই?—দেয়ালে দেয়ালে ছবি, তোড়ায় তোড়ায় ফুল, আতরে আতরে গন্ধ, বাতাসে বাতাসে তরঙ্গ—কেউ বুঝতে পারছেনা—তা তুই!

বাঁদী। কখনও আপনাকে—

উদি। এমন ক'রে সরাব খেতে দেখিস্ নি? (পাত্রদান)

বাঁদী। ও চিঠিতে কি আছে যে, একশোবার পড়েও তা শেষ করতে পারছেন না?

উদি। আমি তোমায় বলি, আর দিল্লী উল্লাসে হুঙ্কার ক'রে উঠুক। আমি তোমায় বলি, আর আমার চির আকাঙ্ক্ষিত—শৈশবের খেলানা, কৈশরের ওড়নী, চোখের বিলাস, কাণের সম্পদ কাশ্মীর—কাঁদতে কাঁদতে চলে যাক্—যাঃ!

বাঁদী। দোহাই হুজুরাইন আর সরাব পান করবেন না।

উদি। আচ্ছা যা—

[বাঁদীর প্রস্থান।

আজ কি আমি বিষাদকে হাসাতে সরাব খাচ্ছি—রে খাচ্ছি উল্লাসকে কাঁদাতে।—নইলে সে এখনি আমাকে মেরে ফেলতো। বুকের ভিতরে পশে তুলেছে সে এখন পাষাণ-চূর্ণ-করা বিদ্রোহ।

(পত্র পাঠ) "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—মেবার পণ—সে কুমারীকে দিল্লীতে নিয়ে যেতে দেবোনা—যদি যায়, আপনি জানবেন মূলচ্যুত আরাবল্লী মেবারকে পৃথিবীগর্ভে সমাধিস্থ করেছে।" না মহীয়ান্, না—তোমার আরাবল্লী—চির-অচল, চির অকম্প—আকাশের মহত্ত্বের মুকুট-পরা শৈলরাজ ভাঙবে কেন? তার মাথার উপরে তারার ফোয়ারা, পদতলে অগণ্য তৃষিতের তৃপ্তিধারা, শিরোদেশ থেকে তলদেশ—যার অঙ্গে যুগ যুগান্তের বীরত্ব-কাহিনী তড়িতোজ্জ্বল অক্ষরে লেখা, সে আরাবল্লী ভাঙবে কেন? তাকে আঘাতের কল্পনায় শত সাম্রাজ্য চূর্ণ হবে মহীযান্! (পত্র বক্ষের মধ্যে লুকাইয়া) নয় কি আমার এ বিজয়োৎসব? কাশ্মীরীবাই সম্রাটমহিষী হয়েছিল—আসবার সঙ্গে সঙ্গে হ'ল কিনা সে সকল বেগমের শিরোমণি—কিন্তু উৎসব করতে গিয়ে চোখের কোণ দিয়ে কতকগুলো অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—উঃ! কি বেগেই না তারা ছুটলো—আমার উৎসবের সমস্ত আয়োজন পুড়িয়ে দিলে। আর আজ—চুপ্—চুপ্—ধৈর্য্য ধর্ বিজয়িনী! উৎসব মুখে অশ্রুস্রোতে ভেসে যাস্‌নি।—সাকী!—আমাকে সরাব দিলিনি?

(বাঁদীর প্রবেশ)

বাঁদী। এই যে দিলুম বেগম সাহেব!

উদি। সত্যি?

বাঁদী। পিয়ালা এখনও বিশ্রাম নেয়নি হুজুরাইন! (পাত্র প্রদর্শন)

উদি। বুঝেছি—যা। সরাব সঙ্গোপনে আমার রসনা স্পর্শ করেছে।

এইবারে সে বুঝেছে, আর এ জীবনে সে আমাকে নেশা দিতে পারবে না—যা।

বাঁদী। তাহলে আর স্বরাব খাবেন না?

উদি। আর মানে কি রে? মনে করেছিস্—আজ? শুনলি না, সে আমাকে নেশা দিতে পারলে না! সে আমার অধর ছুঁয়ে নিজেই নেশায় বুঁদ হয়ে গেল। পেটে পড়তে না পড়তে ঘুমিয়ে পড়লো! সাকী! আর সে জাগবে না। যদি জাগে তখন বুঝবি তোর হুজরাইনের হৃৎপিণ্ড নিথর হয়ে গেছে।

বাঁদী। শুনে আনন্দ যে আমি ধ'রে রাখতে পারছিনা বেগম সাহেব!

উদি। আমিও পারছিনা। যা। না—না—দাঁড়া—ক্ষণেক দাঁড়া—কেও?

(তহ্বরের প্রবেশ)

যা বাঁদী—যা।

[বাঁদীর প্রস্থান।

একি সেনাপতি! উৎসবের নিমন্ত্রণ করলুম—তবে এমন চোরের মত এখানে প্রবেশ করলে কেন?

তয়। পুত্র কোথা বেগম সাহেব?

উদি। ঘুমুচ্ছে।

তয়। শীঘ্র তাকে তুলে দিন—

উদি। না তুলে দিলে কি তার বিপদ হবে?

তয়। হবে কি—হয়েছে।

উদি। আহা! বাছা আমার অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

তয়। তুলে দিন—তুলে দিন। নইলে এই সুনিদ্রাই হবে তার চির-নিদ্রা। তাকে বন্দী করবার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে গেছে। পলকের মত সময়ের ফাঁক, আমি তার ভিতর দিয়ে তাঁকে রক্ষা করতে এসেছি।

উদি। (অবনত মস্তকে পাদচারণ)

তয়। ওকি করছেন বেগম সাহেব! কথার গুরুত্ব কি আপনার বোধে এলোনা?

উদি। এসেছে সেনাপতি।—কিন্তু তয়বর খাঁ, তোমাকে দিয়ে তার উদ্ধার আমার ভালো লাগছেনা কেন?

তয়। দেখছি বেগমসাহেব, আপনার মাথা ঠিক নেই।

উদি। বোধ হয়। সেনাপতি! মাথাটাই বুঝি ঠিক নেই।—এত উল্লাস ক্ষুদ্র নারী বুঝি আয়ত্ত করতে পারছে না।

তয়। দুর্ভাগ্য!

উদি। কার সেনাপতি?

তয়। আর কার—এখন দেখছি আমার। আমার অগাধ স্নেহ আপনার পুত্রকে দিয়ে আমার সকল সৌভাগ্য নষ্ট করেছি।

উদি। তয়বর খাঁ! (চক্ষু দেখাইয়া) এ মরুভূমিতে এর পূর্ব্বে আর কখন কি জল দেখছিলে?

তয়। বেগম সাহেব!

উদি। আজ এটা গলে গেছে—মরুভূমি বুঝি সাগর হল! পুত্রকে রূপনগরে পাঠিয়েছিলুম, আর সে ফিরবে না জেনে। সে ফিরে এলো—শুধু এলোনা তয়বরখাঁ—সে এমন উপহার সঙ্গে নিয়ে

এলো যে, দেখামাত্র এই দুটো নীল পাথর ভেদ ক'রে জলের ফোয়ারা ছুটে গেল।

তয়। (করজোড়ে) হুজুরাইন্!

উদি। ওকি—ওকি প্রবীণ—পিতৃতুল্য সেনাপতি!

তয়। মা! চোখে যে জল আছে, এ কঠোর বৃদ্ধও এর পূর্ব্বে আর কখনও জানতো না। এ পরীর রাজ্যে প্রবেশ করলুম—আত্মহারা—চোখের জল ফেললুম, কিন্তু এখনও অন্ধত্ব ঘুচলো না আমার!

উদি। ঘুচেছে সেনাপতি, জীবনে প্রথম দেখার চোখ পলকের অনেক দূরে লুকিয়ে থাকে—পলক তাকে আবরণ করতে পারেনা। অশ্রু তাকে উজ্জ্বল করে।

তয়। বুঝিছি মা, আর আমাকে কিছু বলতে হবে না।

(প্রস্থানোদ্যত)

উদি। অপেক্ষা—অপেক্ষা—লহমার জন্য। তুমি ত আর একবার আমার পুত্রকে রক্ষা করবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলে—

তয়। হয়েছিলুম—

উদি। তারপর—

তয়। আমার সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হয়ে গেল।

উদি। দেখতে পাওনি?

তয়। দেখেছিলুম—ধ'রেছিলুম। তাকে আনতে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেছিলুম—তোমার পুত্রকে স্থান-চ্যুত করতে পারিনি।

উদি। মা ব'লে কি রহস্য করতে এলে তয়বর খাঁ? রুস্তমের তুল্য শক্তিশালী তুমি—

তয়। সে আকর্ষণে পাহাড়ের মাথাও বুঝি নত হ'ত। কিন্তু তোমার্ পুত্র টললো না।

উদি। এ যে বিচিত্র কথা!

তয়। আগে আমারও বিচিত্র মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন আর তা মনে হচ্ছে না—তার মাকে দেখে। মা! এখন যেন বুঝতে পারছি—যখন অপারগ হয়ে ফিরি—সেই রূপনগরের সুসজ্জিত ঘর খানাকে কাঁপিয়ে তোমার পুত্র বলেছিল—"দেহের বলই বল নয়—মনের বলও বল নয়—বল এই ক্ষুদ্রদেহে মাতৃশক্তির প্রেরণা। মা যাকে ধ'রে আছে তাকে কেউ স্থানচ্যুত করতে পারেনা।"

উদি। এ জেনেও আবার তুমি আমার পুত্রকে রক্ষা করতে ছুটে এসেছ!

তয়। ধৃষ্টতা—মা! বুদ্ধিহীনের ধৃষ্টতা।

[তয়বরের প্রস্থান।

উদি। হাঁরে ছেলে, তোরই কি কেবল মা আছে—আমার নেই? মা-মা! শৈশবে তোমাকে চিনিনি—কৈশোরে তোমাকে দেখিনি—যৌবনে তোমাকে স্মরণেও আনিনি—এখন চোখ বুজে তোমার রূপের আভাস—সর্ব্বশক্তিময়ী মূর্ত্তি হও মা—হৃদয়ে এস—বাক্যে এস—চলাচলে এস—ভ্রূভঙ্গে এস।

[নেপথ্যে বাহকের কণ্ঠশব্দ]

এস স্বামিন্, এস দুনিয়াজয়ী আলমগীর্! মিলন-বিরহের এমন সন্ধিক্ষণ—তুমি না দেখলে দেখবে কে?

(আওরঙ্গজেব ও আকবরের প্রবেশ)

আও। আকবর তুমি পার্শ্বের ঘরে অবস্থান কর।

[আকবরের প্রস্থান।

উদি। আসুন মহামহিমান্বিত সম্রাট! বাঁদীর সৌভাগ্য পূর্ণ হ'ক।

আও। বা! বা! আমার আসবার আগেই তুমি নিজেই যে সৌভাগ্য উথলে দিয়েছ প্রিয়তমে!

উদি। দুনিয়াজয়ী! সমালোচনা করবেন না কেবলমাত্র আমার বাহিরটা দেখে। ভিতরের অতি নগণ্য অংশ বাহিরটাতে ছটকে এসেছে জাঁহাপনা!

আও। তোমার বিজয়োৎসবের আমিই একমাত্র অতিথি নাকি প্রিয়তমে?

উদি। না সম্রাট, আপনি প্রবীন।

আও। আর যারা, তারা কি এইখানেই আসবে?

উদি। সম্রাটের আদেশ হ'য় আসবে।

আও। তোমার বিজয়োৎসবের অর্থ আমি এখনও বুঝতে পারিনি। মিথ্যা বলব কেন, আমি এসে যেন কিছু লজ্জিত বোধ করছি।

উদি। বাঁদীর গৃহে তার প্রভু এসেছেন, এতে লজ্জা কি?

আও। প্রভু যদি একা আসতো। তারাও ত উৎসব জেনে আসবে?

উদি। আসবে কি এসেছে!

আও। এরাদৎ তোমার পুত্রকে বন্দী করতে পারেনি, তাই কি এই উৎসব?

উদি। না জাঁহাপনা।

আও। সে মুক্তি পেয়েছে, এটা তুমি মনে ক'র না।

উদি। এমন অন্যায় মনে করব কেন। সে যে আর দিল্লীতে ফিরে আসবে না, এ কথা আমি তাকে জানিয়ে রূপনগরে পাঠিয়েছিলুম।

আও। ভাল, কেবলমাত্র দিলীর খাঁকে নিয়ে এস। (উদিপুরী প্রস্থানোদ্যতা) তাইত, দিলীরও শেষকালে আমার সঙ্গে মিথ্যা ব্যবহার করলে! এরাদতের পরাজয় বার্ত্তা নিশ্চয় এ নারী তার কাছে জেনেছে,—আর একবার ফেরো প্রিয়তমে!—রূপকুমারী দিল্লীতে এলে তার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করব?

উদি। সে কি দিল্লীতে আসবে?

আও। ও! এইবারে তোমার 'বিজয়োৎসব' বুঝে নিয়েছি। তোমার মাথার খেয়াল তোমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে সে আসবে না। সুতরাং আমি স্ত্রী-পরাজিত। কেমন, এইত তোমার বিজয়োল্লাস বেগম সাহেব?

উদি। না জাঁহাপনা।

আও। তাও না?

উদি। তার কথা আমার মনেও ছিল না।

আও। (ব্যঙ্গস্বরে) মনেও ছিল না?

উদি। মিথ্যা কইনি জাঁহাপনা! আমার এ বিজয়োল্লাস কাশ্মীর-কুসুমের আকর্ষণ পর্য্যন্ত ছিঁড়ে দিয়েছে।

আও। তোমার ছেলে আর সঙ্গে যে সম্পর্ক পাতিয়েছে, তাতে

আমার ত নয়ই, কোনও সাজাদারও তাকে বিবাহ করা চলবে না।

উদি। ভাল, যদি তাকে আনতে পারেন—আমার কন্যা সে—আমাকে ভিক্ষা দেবেন।

আও। 'যদি' মানে কি?

উদি। আমার সে শুভ-অভিলাষ যে পূর্ণ হবে না জাঁহাপনা!

আও। হবে না?

উদি। সে যে হ'তে পারে না সম্রাট!

আও। তা হ'লে সঙ্কোচ কেন, মুক্তকণ্ঠে বল আমি স্ত্রী-পরাজিত।

উদি। আর, স্বপ্নেও সে কথা বলতে পারব না।

দিলীর। (নেপথ্যে) আমি কি যেতে পারি জাঁহাপনা!

আও। এস উজীর!

(দিলীরের প্রবেশ)

বিশেষ কোন প্রয়োজন?

দিলীর। আমি ত আর বৃথা সময় নষ্ট করতে পারি না সম্রাট! তাই গৃহকর্ত্রীর বিদায় নিতে এসেছি।

আও। দিলীর! সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ-পদারূঢ় যে, সে যদি তার প্রভুর সঙ্গে প্রতারণা করে, তার কিরূপ শাস্তি?

দিলীর। জীবন্ত তার দেহের ছাল তুলে ফেলাই উপযুক্ত শাস্তি জাঁহাপনা!

আও। সে আসবে না তোমায় কে বললে বেগম সাহেব?

উদি। যেই বলুক, এ মহাত্মা নয় জাঁহাপনা?

আও। ও! তাহ'লে অনুমান?

উদি। আগে অনুমান ছিল। এখন বলছি সত্য—সত্য সে আসবে না। আসতে পারে না।

আও। রাত্রি অনেক হ'য়েছে—যাও—নিদ্রায় মত্তচক্ষুকে বিশ্রাম দাও।

উদি। বিশ্রাম তুমি দাও সম্রাট, তোমার প্রতারক চক্ষুকে। জেগে সরল দৃষ্টি দিয়ে দুনিয়া দেখা অভ্যাস কর। (পত্র নিক্ষেপ) (দিলীর ব্যস্ততার সহিত পত্র তুলিয়া আওরঙ্গজেবের হস্তে দিলেন) আওরঙ্গজেব পত্র পাঠান্তে তাহা শতধা ছিন্ন করিয়া নিক্ষেপ করিলেন)

দিলীর। এর পর যদি আমাকে অপরাধী করেন জাঁহাপনা, তাহ'লে যে প্রভুর তৃপ্তি সাধনের জন্য জীবনে সহস্র অকার্য্য করেছি, আজ তার চরম ক'রে দুনিয়া থেকে স'রে যাব।

আও। আকবর!

(আকবরের প্রবেশ)

দিলীর! থাকতে ইচ্ছা কর?

[দিলীর উদিপুরীর মুখের পানে চাহিল]

উদি। আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা—আমার অনুরোধ।

আও। আকবর! এই জালিয়াৎনীকে বন্দী কর।

উদি। মহাত্মা উজীর! এইবার বলুন—সত্য বলুন—সে আসবে?

দিলীর। না হজুরাইন্, সে আসবে না।

উদি। দূরে দাঁড়াও আকবর! আমি নারী, তোমার ও শৃগাল চক্ষুর অন্তরালে যেতে আমার ক্ষমতা নেই। দাঁড়াও—দাঁড়াও।

(কাম্‌বক্‌সের বেগে প্রবেশ)

কাম। ও হীনকে ওরূপ মিষ্টভাবে বলছ কেন মা—যে তার মায়ের পবিত্র অঙ্গে হাত তুলতে এসে হীনতায় পশুকেও পরাস্ত করেছে।

আক। পিতা!

কাম্। দুর্বৃত্ত কি গায়ে হাত দিয়েছে?

উদি। না বৎস, সে দুর্ভাগ্য এখনও ওর হয়নি।

আও। গায়ে হাত দিলে কি কর্‌তে কাম্‌বক্‌স্?

কাম। এ কথার আর উত্তর দেবো না পিতা, যে হেতু আমার ওই নির্ব্বোধ ভাইয়ের দেখছি এখনও পুণ্য আছে।

আও। কাম্‌বক্‌স্! তুমি বিদ্রোহী—তোমার মায়ের সঙ্গে তোমাকেও আমি বন্দী করব।

আক। এখনি—যদি আদেশ না করেন পিতা, তাহ'লে বুঝবো আপনি আমাকে যে অধিকার দিয়েছেন, তা মূল্যহীন।

কাম। আমি যে বন্দী হবার নয় পিতা!

আও। মানে কি?

কাম। আমি চিরমুক্ত—অস্ত্র আমাকে কাটতে পারবে না, অগ্নি আমাকে দগ্ধ করতে পারবে না।

আও। ও! তুমি দারা?

কাম। না সম্রাট, আমি সে মহাপুরুষের গোলামের গোলাম।

আও। কাফের—কাফের—আকবর! বীরের গর্ব্ব যদি বিন্দুমাত্রও তোমাতে থাকে এখনি দুরাত্মাকে বন্দী কর।

[আকবর বংশীধ্বনি করিলেন]

(সশস্ত্র সিপাহীগণের প্রবেশ)

উদি। আপনার পুত্রকে বন্দী করবার আগে সম্রাট, আপনার দুর্দ্দান্ত বার্দ্ধক্যকে বন্দী করুন।

আও। শৃঙ্খলাবদ্ধ কর—শৃঙ্খলাবদ্ধ কর।

আক। ধর—ধর—সঙ্কোচ ক'রনা—ধর ধর।

(জয়সিংহের প্রবেশ)

জয়। অপেক্ষা—এত শীঘ্র নয় সাজাদা আকবর! আপনার ওই নিরস্ত্র ভাইয়ের পশ্চাতে তার এমন এক দেহরক্ষী ভাই আছে যে, তার শেষ নিঃশ্বাসের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত আজ তার মহান্ পিতাকেও তার অঙ্গ স্পর্শ করতে দেবে না।

আক। কে তুমি?

জয়। তুমি আমার পরিচয় জানবার যোগ্য নও সম্রাট পুত্র!

আও। কে তুমি বৎস?

জয়। দিল্লীশ্বর! অগ্রে আপনার এই শক্তিমান পুত্র আর তার সহচরদের স্থানত্যাগে আদেশ করুন।

আও। (আকবরকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন)

আক। বিশ্বাস করবেন না পিতা—ও আততায়ী—ষড়যন্ত্র।

উদি। মায়ের অপমান করলে, তোমার পিতারও মর্য্যাদা যথেষ্ট রাখলে—আমার পার্শ্বে এই যে সশস্ত্র বৃদ্ধ বীর দাঁড়িয়ে আছেন, এঁর মানটা আর মাটীতে লুটিয়ে দিয়োনা। সম্রাট-পুত্র! এ দাঁড়িয়ে আছে।

দিলীর। নিশ্চিন্ত চলে যাও—সাজাদা! নইলে সম্রাটের ইচ্ছা পূর্ণ করতে আমাকেই বাধ্য হ'তে হবে।

[আকবর ও সিপাহীগণের প্রস্থান।

আও। যুবক! তোমার অসমসাহসিকতায় আমি পরম সন্তুষ্ট হয়েছি। কে তুমি?

জয়। আমি রাণার পুত্র।

দিলীর। শুধু পুত্র?

জয়। পুত্র এবং উত্তরাধিকারী।

আও। নিদর্শন?

জয়। সম্রাটের কি জানা আছে?

আও। আছে বৎস! অমরধব তৃণবলয়। (জয়সিংহ আস্তেন ছিঁড়িয়া দেখাইলেন) তবে আর শেষটা বলতে তুমি কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন? এইবারে বল তুমি জ্যেষ্ঠ। বল—বল—তুমি জ্যেষ্ঠ—

(ভীমসিংহের প্রবেশ)

ভীম। না সম্রাট, জ্যেষ্ঠ আমি। জয়সিংহ! (সকলে বিস্মিতভাবে ভীমসিংহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল)

জয়। একি—একি! দাদা! দাদা—(নতজানু) মহানুভব সম্রাট

সাক্ষী—আমি বলিনি—আমি বলিনি। তুমি জ্যেষ্ঠ—তুমি জ্যেষ্ঠ! সম্রাট! আপনি এই হাত থেকে তৃণবলয় খুলে নিয়ে পিতার জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যাধিকার প্রদান করুন।

ভীম। (জয়সিংহকে আলিঙ্গন বদ্ধ করিয়া) না ভাই, তুমিই রাজ্য-গ্রহণ কর। সম্রাট! এ রাজ্য পেয়েছে—আমি সে রাজ্যের বিনিময়ে মা পেয়েছি। দুনিয়ার সাম্রাজ্য একদিকে—আর আমার—আমার সে নন্দরাণী মা একদিকে—দুনিয়া আমার মাকে সেলাম

চলে যাক্—দুনিয়ার বিনিময়েও আমার সে মা দেবনা!

আও। তুমি এখানে কেমন ক'রে এলে ভীমসিংহ?

ভীম। আরাবল্লী পাহাড়ে আমি ইচ্ছামত বিচরণ করছিলুম, এমন সময় দেখি ঘাটের পথ দিয়ে সম্রাট পুত্রের সঙ্গে রাণাপুত্র। বিস্ময়ে বরাবর সঙ্গে সঙ্গে এসেছি। আজমীর ফটকের ধারে এক মহানুভব ফকীর—একি সম্রাট ফকীর—ফকীর সম্রাট!

আও। ফকীরের আবরণকে রহস্য করেছিলুম প্রিয়তম। যথার্থই আজ তোমার বিজয়োৎসব প্রিয়তমে! বাবর থেকে আরম্ভ ক'রে আজও পর্য্যন্ত দিল্লীশ্বরের যে সৌভাগ্য হয়নি, তোমার পুত্র সে ভাগ্যলাভ করেছে। রাণার পুত্র তার দেহরক্ষী। এস প্রিয়—তোমাদের সকলকে একসঙ্গে তিরস্কার করি। (কামবক্স ও জয়সিংহের উষ্ণীষ বিনিময় করিয়া দিলেন) তোমাকে আর কি দেব বৎস! (মুকুটে হস্তক্ষেপ)

ভীম। সম্রাট—সম্রাট! ক্ষমা।

আও। তোমার সে দুনিয়ার অধীশ্বরী মাকে দেখাবে।

ভীম। (করযোড়ে) মহানুভব দিল্লীশ্বর! তরুতল আমার আশ্রয়।

আওর_ বেশ। আত্মরক্ষার প্রয়োজন—এই অস্ত্র নাও।

(অস্ত্রদানোদ্যোগ)

ভীম। যদি দুর্ভাগ্যবশে এই অস্ত্র আপনার বিরুদ্ধে উত্তোলন করি?

আও। ক্ষুদ্র বালক! আমি আলমগীর। (ভীমসিংহের অস্ত্র গ্রহণ)

তৃতীয় দৃশ্য

দিল্লী—উদ্যানপথ

রামসিংহ

রাম। যে সে আমাকে বলে মূর্খ। সত্যই ত আমি মূর্খ! কিন্তু মূর্খ হ'বার যে কি সুখ, এ হতভাগ্য পণ্ডিতগুলো কেউ জানে না। মনের নেশায় রূপনগর গেলুম, চোখের নেশায় পাগল হলুম—কিন্তু এখন প্রাণের নেশায় মস্‌গুল হয়ে গেছি। পণ্ডিত হ'লে কি হ'তে পারতুম। রাজসিংহ, বা—দূর থেকে তোমাকে দেখলুম—আর তুমি যাকে নিয়ে গেলে—অ হ হ হ—কিন্তু দূরে দাঁড়িয়ে কত নাচলুম তুমিত দেখতে পেলেনা রাণা! পণ্ডিত হলে কি নাচতে পারতুম। যত বেটা মূর্খ-পণ্ডিত পৃথিবীটাকে আগুনের মত তাতিয়ে দিয়েছে। মূর্খগুলো যে একটু ঠাণ্ডাপায়ে দাঁড়াবে তার উপায় রাখেনি।—কি আপদ্, সাজাদা আকবর আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হুকুম ক'রে গেল, তা কতক্ষণ এমন করে দাঁড়িয়ে থাকব। তপ্ত দিল্লীর মাটীতে

পা দুটো যে পুড়ে ছাই হবার যোগাড় হ'ল। ওকে—শ্যামসিংহ? পথের মাঝে ভাগ্নীর কি অবস্থা হ'য়েছে বুড়োবেটা জানেনা— তাই মুখখানায় এখনও কি একটা, কি একটা—কি যেন একটা বিষম কি মাখানো রয়েছে। আসুন—আসুন বিকানীরপতি।

(শ্যামসিংহের প্রবেশ)

শ্যাম। এইবারে তোমাকে পেয়েছি।

রাম। (হাস্য) পাওয়া হয়েছে সেকি আজ! লোকে বলে আমাকে ভূতে পেয়েছে—আমি বলি, না না—তিনি বিকানীরপতি শ্যামসিংহ।

শ্যাম। নে নির্লজ্জ কাপুরুষ, অস্ত্র ধর্—

রাম। (অস্ত্র বাহির করিবার অভিনয়) আপনার সঙ্গে লড়াই—কোন্ হাতে অস্ত্র ধরব বৃদ্ধ—যেহেতু দক্ষিণ হাতে অস্ত্র ধরতে আমাকে সলজ্জ হতে হচ্ছে।

(আকবরের প্রবেশ)

আক। ব্যাপার কি—ব্যাপার কি বিকানীরপতি?

শ্যাম। আগে এ মূর্খটাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দি'—তারপর ব্যাপার বলছি সাজাদা!

রাম। আগে ব্যাপারটা বলে এ মূর্খটাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিন, কেননা এ বিশাল বপুকে এক বিঘৎ সরাতেই আপনাকে অন্ততঃ তিনবার খাপি খেতে হবে।

আক। অপেক্ষা করুন। মহা-মহিমান্বিত সম্রাট আলম্গীরের আদেশ আপনি কি শোনেননি?

শ্যাম। আজ্ঞে সাজাদা!

আক। এই দেখুন—(ফারমান প্রদান)

শ্যাম। আপনি আপনি—(বার বার সেলাম করণ) আপনিই এখন বিশাল মোগল-সৈন্যের অধিনায়ক।

আক। আপনি সম্রাটের একজন বিশিষ্ট মন্সব্দার। আপনি কাল-বিলম্ব না ক'রে আপনার সমস্ত পল্টন নিয়ে আজমীরে আমার অপেক্ষা করুন।

শ্যাম। কার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, একথা এ অধীনকে বললে কি কিছু ক্ষতি হবে?

আক। ঠিক যুদ্ধ নয়—কর আদায়। মহামান্য পিতা রাণা রাজসিংহের মাথার উপর জিজিয়াকর ধার্য্য করেছেন।

শ্যাম। করেছেন?

আক। করেছেন এবং আমার উপরেই সেই কর আদায়ের ভার দিয়েছেন।

শ্যাম। বা! মহিমান্বিত সম্রাট—বা! ধন্য আপনার বিবেক-বুদ্ধি!

আক। আপনাকে ও ভাই রামসিংহকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

শ্যাম। হবে কেন সম্রাট পুত্র, এইখান থেকেই আমরা চলতে আরম্ভ করলুম।

আক। আপনাদের বিবাদ?

শ্যাম। এইখান থেকেই মিটে গেল—কি রামসিংহ?

রাম। হাত দু'টো বিস্তার করুন বিকানীরপতি! (উভয়ের আলিঙ্গন) আ! বিকানীর! আপনার বুকে কি ভয়ানক জ্বালাময়ী ভক্তি!

আক। বস্—এইবারে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারি?

শ্যাম। নিশ্চিন্ত—নিশ্চিন্ত চ'লে যান সাজাদা! সাজাদা আকবরের জয় হ'ক।

[আকবরের প্রস্থান।

রাম। আনন্দ—কি আনন্দ, আমাদের বিকানীরপতি!

শ্যাম। নিশ্চয় আনন্দ—রাণার এতটা দাম্ভিকতা দেখানো কি ভাল হয়েছে?

রাম। সাজাদার আদেশে যখন রাণার মুণ্ডটা আমরা কচাৎ ক'রে কেটে ফেলবো, তখন আরও কি আনন্দটাই না হবে!

শ্যাম। কিছু কর দিলেই ত সব মিটে যেত—তাতে রাণার মর্য্যাদার কি এমন লাঘব হ'ত!

রাম। শুধু কি তাই—দাম্ভিক রাণা যে দুষ্কার্য্য করেছে—

শ্যাম। আবার কি—

রাম। তাতে তার মুণ্ডমালা কেটে ফেললেও আমাদের রাগ যাবেনা।

শ্যাম। রাণা আর কি করেছেন রামসিংহ?

রাম। আপনি রাণার বিরুদ্ধে এইখান থেকেই অস্ত্র উত্তোলন করুন।

শ্যাম। আমি যে তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছিনা।

রাম। সে কি একটা ছোটখাটো 'কি'—যে বললেই বুঝবেন। (শ্যামসিংহের কর্ণে কথন)

শ্যাম। বল কি রামসিংহ!

রাম। চুপ—চুপ—দিল্লীর কেউ জানেনা—জানবে তখন, যখন আপনি সেই পাপিষ্ঠ রাণাকে বধ ক'রে, তার অন্তঃপুর থেকে আপনার ভাগ্নীর চুলের মুটি ধ'রে তাকে আবার দিল্লীর হারেমে প্রবেশ করাবেন।

শ্যাম। এই এমন মহাপুরুষের বিরুদ্ধে আমাদের অস্ত্র ধরতে হবে?

রাম। ধরতে হবে কি—ধরেছি। (শ্যামসিংহ মস্তকে হাত দিয়া দাঁড়াইলেন)

শ্যাম। এর নামই কি দাসত্ব—রামসিংহ?

রাম। না রাজা না—এর নাম ভক্তি। আলমগীর্ যেমনি বলবে; 'শ্যামসিংহ, রামসিংহের মাথাটা কেটে ফেল'—অমনি আপনি আমার মাথাটা কেটে ফেলবেন। আবার আলমগীর্ যেমনি বলবে, 'রামসিংহ, শ্যামসিংহের মাথাটা কেটে ফেল।' আমি অমনি দ্বিধা না ক'রে আপনার মাথাটা কেটে ফেলব। তারপর যেমনি আলমগীর্ বলবে; 'শ্যামসিংহ, রামসিংহ এইবারে তোমরা দুজনে সেই দুর্বৃত্ত রাজসিংহকে কেটে ফেল।' তখনি আমরা দু'টো কবন্ধ এমনি ক'রে জড়াজড়ি ক'রে, উল্লাসে নৃত্য করতে করতে, সেই দুর্ব্বৃত্তের মাথাটা ছ্যাডাং করে কেটে ফেলবো।

শ্যাম। হা দুর্ভাগ্য, অথচ আমাদের যেতে হবে।

রাম। ধিক্ রাজা, এখনও হবে! (হাত ধরিয়া) এস—আর বল চলেছি—চলেছি—চলেছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(শ্যামসিংহকে লইয়া দিলীরের প্রবেশ ।)

দিলীর। রাজা! আপনার যদি কোন সঙ্কোচ বোধ হয় আপনি এ যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাক্‌তে পারেন, তাতে আপনি সম্রাটের বিরাগ-ভাজন হ'বেন না নিশ্চয়!

শ্যাম। সাধারণ যুদ্ধ মনে ক'রে জনাবালি আমি উল্লাসের সহিত যোগ দিতে এসেছি, কিন্তু যখন শুনলুম আমার ভাগিনেয়ীকে উদ্ধারের জন্যই রাণার বিরুদ্ধে এ বিরাট যুদ্ধের আয়োজন, তখন—জনাবালি —আমার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করুন।

দিলীর। কোন ভয় নেই রাজা, এ যুদ্ধ যুদ্ধ নয়, দুই মহাশক্তির পরস্পরের সহিত চিরদিনের জন্য সম্মিলনের আয়োজন। সে মিলন কখন কি অবস্থায় হ'বে আমি এখনও বল্‌তে পারছি না বিকানীর পতি। কিন্তু স্থির জানি হ'বে। স্থির জানতুম হ'বে। হ'তেই হ'বে। তাই জেনে আমি আমার প্রভু দারা সেকোর হত্যাকারীর নকরী গ্রহণ করেছিলুম।

শ্যাম। এর উপর আমি আর কোন কথা বল্‌তে ইচ্ছা করি না।

দিলীর। আমি পাগলের মত বলছি না রাজা, আমি দেখেছি। সম্রাট হিন্দুর বিশ্বেশ্বরের মন্দির চূর্ণ ক'রে, সে স্থান অনায়াসে আবর্জনার স্তূপ ক'রে রাখ্‌তে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করেন নি। মন্দির ভেঙ্গে মস্‌জিদ স্থাপনা করেছেন। যেখানে পূর্ব্বে বিশ্বেশ্বরের আরতি হ'ত, সেখানে একেশ্বরেরই স্তব হ'চ্ছে।

শ্যাম। উজীর সাহেব, আমাকে আলমগীরেরই সৈনিক বলে জান্‌বেন।

চতুর্থ দৃশ্য

আরাবল্লী—উপত্যকা

দয়াল সা ও সরদারগণ

দয়াল। সরদারগণ! আপনারা সকলে যে যার স্থান নির্দ্দেশ ক'রে বসুন।

ঝালা। আ! কত যুগ পরে!

সকলে। কত যুগ পরে!

গঙ্গা। সেই রাণা প্রতাপ—আর এই রাণা রাজসিংহ! এই তৃণাসনে দরবার—মেবারীর স্মৃতিতে মাত্র যা লেখা ছিল,—আজ তা আবার পরিণত হ'ল বাস্তবে।

দয়াল। কেবল একটি বস্তু আর মিলবে না ঝালা সরদার! সেটি মেবারবাসীর স্মৃতিতেই বুঝি রয়ে গেল। সেই দেওয়ান-শ্রেষ্ঠ ভীম-সা। আকবরের সঙ্গে যুদ্ধে সর্ব্বস্বান্ত, স্থানচ্যুত, হতাশ প্রতাপ-সিংহের সম্মুখে যে দাঁড়িয়েছিল। তার বিশাল বক্ষ ছিল উন্মুক্ত। পূর্ণ প্রসারিত ছিল তার অঞ্জলি বদ্ধ বাহু। আর সেই অঞ্জলিতে তার পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষের সঞ্চিত সর্ব্বস্ব—

গঙ্গা। বিশকোটী টাকা।

দয়াল। ঝালা সরদার! সব মিলবে—মিলবে না কেবল সেই মহা-পুরুষ—রাজপুত জাতির নিরাশ হবার পূর্ব্বক্ষণে যিনি সেই সর্ব্বস্ব-বিনিময়ে তাদের পূর্ণমর্য্যাদা কিনে এনেছিলেন।

ঝালা । না দেওয়ানজি, আমি আপনাতে তাঁকেই দেখ্‌ছি !

সকলে । আমরাও দেখ্‌ছি দেওয়ানজি !

গঙ্গা । রাণাপ্রতাপ এখন রাজসিংহ,—প্রতাপের দেওয়ান যিনি ভীম-সা তিনিই এখন রাজসিংহের দেওয়ান চন্দাবৎ দয়াল সা ।

দয়াল । পাগলের মত বল না গঙ্গাদাস ।

গঙ্গা । সে আমাকে বলতে হয় নি দেওয়ানজি ! বলেছে যে সে সেই মহানুভব ঝালারই বংশধর ; যিনি আপনাকে প্রতাপ ব'লে প্রতাপের রক্ষায় হল্‌দি ঘাটে প্রাণ দিয়েছিলেন ।

দয়াল । তবে যা আছে, তা ছিল, আছে, থাকবে । ধর্ম্মের গ্লানির সময় যদি অবতার-পুরুষকে আসতে হয়, জাতির গ্লানির সময় মহাত্মাও ফিরে আসে । সত্য হয় তার অস্ত্র, ত্যাগ হয় তার বর্ম্ম ।

(গরীবদাসের প্রবেশ)

দয়াল । খবর কি ?

গরীব । খবর—আকবরের সময় একলক্ষ—এবারে তিন লক্ষ । আর তারা এলো । আরাবল্লীর চূড়ায় উঠলে এখনই বোধ হয় তাদের দেখতে পাওয়া যায় ।

দয়াল । রাণা ?

(রাজসিংহের প্রবেশ । সকলের সম্ভ্রম প্রদর্শন)

রাজ । এসেছি দেওয়ান ।—সমস্ত কথা শুনেছ সরদারগণ ?

ঝালা । শুনেছি মহারাণা !

রাজা । জিজিয়াকর দেবে ?

ঝালা। জীবন থাকতে নয় রাণা।

রাজ। জীবন মানে কি সরদারগণ—তোমাদের জীবন, না জাতির জীবন?

ঝালা। কি করতে হবে আদেশ করুন মহারাণা!

রাজ। দেশ, ধর্ম্ম, জাতি—আর যার চিরন্তিনী পবিত্রতার উপর জাতির অস্তিত্ব—সেই নারী—সমস্তই আজ বিপন্ন। মহাত্মা প্রতাপের সময় শুধু দেশ বিপন্ন হয়েছিল, আমার বেলায় সব।

দয়াল। এবারে করতে হবে আত্মরক্ষা।

ঝালা। করব দেওয়ান!

রাজ। আত্মরক্ষার উপায় কি স্থির করেছ? (সকলে অসিকোষ মুক্ত করিল) না সরদার, ওইটাই আত্মরক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় নয়।

ঝালা। তবে কি মহারাণা?

রাজ। সম্রাটের সৈন্য তিন লক্ষ। যার তুলনায় আমাদের সৈন্য নগণ্য।

গরীব। তার উপর তার কত কামান—কত নূতন রকমের আবিষ্কৃত অস্ত্র।

দয়াল। শুধু অসির সাহায্যে সম্রাটের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করা অসম্ভব।

রাজ। তাই বলছি সরদারগণ, রাণা প্রতাপের সময় যেমন, এ সময়েও তেমন, চাই আমাদের আত্মবল। সেই আত্মবলের একমাত্র উপায় অন্তর বাহিরে শুদ্ধি। যে দোষের জন্য বীর রাণা অমরসিংহ সতেরোবার যুদ্ধে জয়ী হয়েও জাহাঙ্গীরের কাছে পরাভব স্বীকার করেছিলেন সে দোষটি কি তোমরা জানো?

ঝালা। আপনিই বলুন রাণা!

রাজ। জীবনের শেষভাগে বিজয়ী বীর আপনাকে নিরাপদ জেনে বিলাসী হয়ে পড়েছিলেন। রাণার আচরণের অনুকরণে সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সরদারও বিলাসী হয়েছিল। মেবার পতনের কারণ এইবারে বুঝতে পারলে ঝালা?

ঝালা। পেরেছি রাণা!

রাজ। বুঝতে পারলে সালুম্ব্রা, তোমরাও বুঝতে পারলে আমার সম্পদ বিপদের সহচর?

সকলে। বুঝেছি রাণা!

রাজ। এখনো আমাদের অনেকের মধ্যে সেই দোষ পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান। যদি তোমাদের জিজিয়াকর দেবার ইচ্ছা না থাকে, দেখতে যদি সাধ না থাকে, চিতোর-বালকদের সহজানন্দের বিলোপ—চিতোরী-নারীর সেই দুঃখাবহ অবস্থার পুনরাবর্ত্তন—তা হ'লে এই বিলাসিতাকে কায়মনোবাক্যে ত্যাগ কর।

সকলে। করলুম রাণা।

রাজ। বেশ—আর এক কথা। মেবারের স্বাধীনতার শঙ্কটকাল উপস্থিত হ'লে, নিজ নিজ স্ত্রী পুত্রদের নিয়ে প্রত্যেক মেবারীকে এক একবার আরাবল্লীর বনাচ্ছন্ন গুহার ভিতরে আশ্রয় নিতে হবে।

সকলে। নেবো রাণা।

রাজ। প্রতিজ্ঞা?

সকলে। প্রতিজ্ঞা।

রাজ। যাও তবে তোমরা প্রস্তুত হও। মহাত্মা প্রতাপের সেই

আরাবল্লীর পবিত্র শিলাসন হ'ক আমাদের গৌরবময় মেবার-জীবনের সাধনা-পীঠ।

সর্দারগণ। আরাবল্লী—আরাবল্লী।

গরীব। সাধনায় যদি দেহপাত হয়, হোক তাহা ওই পবিত্র পীঠের সম্মুখে। যদি জয় হয়, সেই পীঠই করুক, তীর্থ যাত্রীর মুখে, জগতে আমাদের জয়-বার্ত্তার ঘোষণা।

সকলে। চল সকলে—আরাবল্লী—আরাবল্লী।

পঞ্চম দৃশ্য

উপত্যকা

(নেপথ্যে নাগরিক পুরুষ ও স্ত্রীগণের কোলাহল)

(চারণগণের নেপথ্যে)

গীত

উপরে চাহিয়া দেবতা-সজ্য নিম্নে চাহিয়া নর।
এস বীর ফিরে আপনার ঘরে ওই যে তোমারি ঘর॥

(পুরুষ ও স্ত্রীগণের প্রবেশ)

সকলে। আরাবল্লী—আরাবল্লী!

১ম, পু। ভগবান এক লিঙ্গের জয়।

২য়, পু। মাতাজীর জয়।

১ম, পু। চল সকলে। ওই আরাবল্লীর বিশাল ব্যাহু। ওই বাহু দিয়ে যত্নে ধরা আরাবল্লীর হৃদয়—বিপন্ন মেবারীর একমাত্র আশ্রয়।

সকলে। আরাবল্লী।

(চারণ বালকগণের প্রবেশ)

গীত

উপরে চাহিয়া দেবতা-সজ্ঞ নিম্নে চাহিয়া নর।
এস বীর ফিরে আপনার ঘরে ওই যে তোমারি ঘর॥

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে—কোলাহল)

(অন্ধ, খঞ্জ, আতুর প্রভৃতি নরনারীর প্রবেশ)

[প্রস্থান।

জনৈক বালকের প্রবেশ চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ)

(খঞ্জ রমণীর প্রবেশ)

রম। তুই এ দিকে কোথায় চলেছিস্‌রে হতভাগা সন্তান? তোর বারো বৎসর বয়স হয়েছে—বারো বৎসরের বাদল বীরত্বে একদিন রাজোয়ারা নাচিয়ে দিয়েছিল—ফিরে যা।

বালক। তোকে দেখতেই ত এ দিকে এসেছি। একটা প্রণাম করে যাব না—আমব্। (প্রণাম)

রমণী। যাও বাপ—বাদলের গৌরব তোমার লাভ হ'ক।

[বিভিন্ন দিকে প্রস্থান।

(চারণীগণের প্রবেশ)

গীত

শুনিনি, শোননি, শোনেনিরে কেহ এমন বিজয় গান।
দেখিনি, দেখনি, দেখেনিরে কেহ জাগিতে এমন প্রাণ॥
মরা যে জেগেছে পাষাণ কেঁদেছে তুষার উঠেছে জ্বলে।
এক সুরে কয় মেবারের জয় একভাবে পড়ে ঢলে॥
খঞ্জ ছুটেছে উঠিতে পাহাড়ে অন্ধ মেলেছে আঁখি।
ভায়ে ভায়ে আজ বুকে টেনে নিয়ে হস্তে বেঁধেছে রাখি॥
আবাল বৃদ্ধ মায়ের সেবক মায়ের সেবিকা নারী।
বিজয় নিশান তুলিয়া আকাশে চলিয়াছে সারি সারি॥
ভাষা নাহি জানে কথায় বাঁধিতে এ নব জাগর গান।
দেখিনি দেখনি দেখেনিরে কেহ এমন প্রাণের টান॥

[প্রস্থান।

(গরীবদাসের প্রবেশ)

গরীব। যাক্, অন্ধ, খঞ্জ, আতুর—তারা এইবারে নিরাপদ। আর যারা অবশিষ্ট তারা অস্ত্র ধ'রে আত্মরক্ষা করুক। ধিক ভীমসিংহ! —অন্ধ হাত দিয়ে, খঞ্জ চক্ষু দিয়ে, আতুর তার শক্তির যে কণাটুকু অবশিষ্ট, তাই দিয়ে দেশ-মাতৃকার সেবা করতে এলো, আর শ্রেষ্ঠ মেবারী—তুমিই কেবল আসতে পারলে না! তুমি বর্ত্তমানে রাণা আমাকে করলেন কিনা এ যুদ্ধের সেনাপতি!

মেবারের আহ্বান—সেই কুমারিকা থেকে শুনতে পেয়ে মেবারী ছুটে এলো, দেশের প্রান্তে বসেও মেবারী-প্রধান তুমিই কেবল আসতে পারলে না! তোমার মহত্ত্ব স্মরণ ক'রে তোমাকে একবার অভিবাদন করি—আর তোমার কাপুরুষতা স্মরণ ক'রে একবার—না, বার বার তোমাকে বলি—ধিক্ শ্রেষ্ঠ মেবারী—তোমায় ধিক্।

(রাজসিংহের প্রবেশ)

রাজ। সেনাপতি!

গরীব। আদেশ মহারাণা।

রাজ। না গরীবদাস, আদেশ তোমার। তিন লক্ষ মোগল-সৈন্যের গতিরোধ করতে চলেছ—চলেছ মেবার-রাজের আদেশে—সমস্ত সামন্ত সে আদেশের সাক্ষী। মর্ম্ম যদি তার বুঝতে না পেরেছিলে কাপুরুষ, তবে সে অধিকার নিয়েছিলে কেন?

গরীব। কি বলতে এসেছেন, বলুন।

রাজ। জানতে এসেছি তোমার ব্যূহ-রচনার কৌশল। আমাকে কোথায় থাকতে হবে?

গরীব। আমি দোবারিতে, নাইনি ঘাটে আপনি—চৈসুরীতে জয়সিংহ।

রাজ। জয়সিংহ আসেনি।

গরীব। জয়সিংহও আসেনি?

রাজ। কই এখনও ত এলো না। অথচ দু'দিন পূর্ব্বে তার এখানে

আসা উচিত ছিল। সেনাপতি! কি রাজাজ্ঞার প্রচার হয়েছে জানো?

গরীব। জানি রাণা, এই রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে যে মেবারী এখানে না উপস্থিত হবে, তার প্রাণদণ্ড।

রাজ। যদি জয়সিংহ না উপস্থিত হ'তে পারে?

গরীব। তার প্রাণদণ্ড।

রাজ। পারবে দিতে জয়সিংহকে সেই দণ্ড?

গরীব। নরসিংহ রাজসিংহের আদেশ—আমি তাঁরই আজ্ঞাবহ সেনাপতি।

রাজ। আমি বলছি গরীবদাস, তুমি এ যুদ্ধে জয়ী হ'তে পারবে।

[প্রস্থান।

(গঙ্গাদাসের প্রবেশ)

গঙ্গা। সেনাপতি!

গরীব। এই যে তোমাকে পেয়েছি। দাদা! দৈসুরীঘাট রক্ষার ভার গ্রহণ করুন।

গঙ্গা। না।

গরীব। না?

গঙ্গা। আর কোনও যোগ্য ব্যক্তিকে ভার দাও। আমি এইরাত্রেই মেবার পরিত্যাগ করব। ভবিষ্যৎ রাণার দেহরক্ষা আমার সঙ্কল্প।

গরীব। রাণার আদেশ তোমার জানা আছে?

গঙ্গা। আছে—মেবার-পরিত্যাগীর প্রাণদণ্ড। যুদ্ধাবসানে যদি

জীবিত থাকি, আমি ফিরে এসে মাথা দেব গরীবদাস। যদি মরি, রণস্থলের যে-কোন স্থান থেকে আমার দেহের অনুসন্ধান ক'রে আমার শিরশ্ছেদ ক'র।

গরীব। যাও, শক্তাবৎ। আর পিছন ফিরে চেয়ো না। তোমার মুখ দেখা ছাড়া আমার অপর কর্ত্তব্য আছে।

[গঙ্গাদাসের প্রস্থান।

এই ঠিক—ঠিক পারবো—মহাত্মা রাণা রাজসিংহ, তোমার মর্য্যাদা নিশ্চয় রক্ষা করবো। একদিকে তিন লক্ষ—অন্যদিকে নগণ্য—সংখ্যা মুখে আনতে লজ্জা করে,—তবু, রাণা, জয় তোমাকে এনে দেবো।

(সুজাতার প্রবেশ)

সুজাতা। এই ত শক্তাবতের যোগ্য কথা!

গরীব। তুমি! খণ্ড পর্য্যন্ত এতক্ষণে পাহাড়ে উঠেছে।

সুজাতা। দেখেছি শক্তাবৎ—দেখে, সেনাপতিকে দেখা দিতে এসেছি, দেখতে আসিনি। আশীর্ব্বাদ বহন ক'রে দিতে এসেছি, নিতে আসিনি।

গরীব। মাতাজী আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

সুজাতা। না—ধর্ম্মে পতিত যে, মা তাকে আশীর্ব্বাদ দেন না। তুমি ভীমসিংহের নিন্দা করেছ, রাণীর নিন্দা করেছ—এই একটু আগে আমার ভাসুরের, তোমার মহামতি জ্যেষ্ঠ সহোদরের নিন্দা করেছ। ধর্ম্মে পতিত হয়েছ। তাঁরা অপরাধ করে থাকেন,—

রাজার আদেশে—তুমি তাদের প্রাণদণ্ড দিয়ো,—নিন্দা করবার তুমি কে? সাবধান শক্তাবৎ, জয়লক্ষ্মী তোমাকে বরণ করতে এসে মলিনমুখে যেন দ্বারদেশ থেকে ফিরে না যায়।

[দূরে কামান শব্দ]

গরীব। অপরাধ—অপরাধ—ওই তারা আসছে—আর দাঁড়াতে পারিনা—যদি তোমার আশীর্ব্বাদে পাপমুক্ত হই—কর আশীর্ব্বাদ সুজাতা।

সুজাতা। (পত্র-পাত্র বাহির করিয়া) এই নাও—যে যশোদামায়ীর স্নেহরসে দ্বাপরে পুরুষোত্তম পুষ্ট হয়েছিলেন—সে দিন যা রসনায় স্পর্শ ক'রে, মৃত ভীমসিংহ ভীমের বল মৃত্যুর ঘর থেকে লুটে এনেছে—এই নাও সেনাপতি, মেবারেশ্বরীর সেই মানুষকে অমর-করা সুধাপাত্র। এই নাও উষ্ণীষে বাঁধ। বেঁধে সেই সর্ব্বমেবারীর মাকে প্রণাম করতে করতে চলে যাও।

গম্যতামথলাভায় ক্ষেমায় বিজয়ায় চ।
শত্রুপক্ষ বিনাশায় পুনরাগমনায় চ॥

[প্রস্থান।

গরীব। মেবারেশ্বরী—(প্রণাম করণ)—

(জয়সিংহের প্রবেশ)

জয়। সেনাপতি! সেনাপতি! আমি এসেছি।

গরীব। দৈস্বরী—দৈস্বরী—দৈস্বরী।

জয়। চলেছি সেনাপতি—চলেছি।

[জয়সিংহের বেগে প্রস্থান। গরীবদাস গমনোদ্যত।

(রাজসিংহের প্রবেশ)

রাজ। গরীবদাস! গরীবদাস! দ্বিপ্রহর হ'তে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব। কিন্তু রাণী ত এলোনা! বলে যাও—রাণার যে আদেশ—সরদারদের মধ্যে এখানে একমাত্র তুমি সাক্ষী বর্ত্তমান—বলে যাও গরীবদাস, সে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা শুধু কি পুরুষের পক্ষে?

(বীরাবাইয়ের প্রবেশ)

বীরা। না মহারাণা!

রাজ। হুঁ!—মেবারেশ্বরী! একটু দূরে থাক—একটু পেছিয়ে যাও—একটু একটু—কাছে এলে তোমাকে দেখতে পাব না—এখনি আমাকে লাইনি ঘাট ছুটতে হবে—পথ ঠিক করতে পারব না।

বীরা। অপত্য নির্ব্বিশেষে যাঁর প্রজাপালন, তাঁর রাণীর পক্ষে আদেশ পৃথক নয়। তবে রাণা, আমি এসেছি।

রাজ। যাও আরাবল্লী গৃহে—গৃহকর্ত্রী!

বীরা। চললুম রাণা।

রাজ। হাঁ—যাও। সমস্ত মেবার-পুরাঙ্গনা তোমাকে না দেখে, আমার নিন্দায় প্রতি শৈলরন্ধ্র পূর্ণ করছে।—যাও—(বীরা চলিলেন) তবে—(বীরা ফিরিলেন) না—যাও (বীরা চলিলেন) যাচ্ছ?

বীরা। আমার পুত্র সম্বন্ধে কিছু কি জিজ্ঞাসা করতে চান রাণা?

[দূরে দ্বিপ্রহরে ঘণ্টাধ্বনি]

রাজ। না—না—তোমার ওষ্ঠ নিস্পন্দ হ'ক—আমার কর্ণ বধির হ'ক।

বীরা। মেবারপতির চক্ষু প্রস্ফুটিত হ'ক।

(ভীমসিংহের প্রবেশ)

ভীমসিংহ!

ভীম। (ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া—রাজসিংহকে প্রণাম। রাজসিংহ ঊর্দ্ধনেত্রে অবস্থিত)

বীরা। আর বিলম্ব কেন—পিপাসার্ত্ত হবি যে গোপাল!

[হস্তোত্তোলনে আশীর্ব্বাদান্তে রাজসিংহ মুখ ফিরাইলেন, ভীমসিংহ বীরাকে প্রণামান্তর মুখ ফিরাইয়া প্রস্থান করিলেন! বীরা চক্ষে অঞ্চল দিয়া অন্য দিকে চলিলেন]

রাজ। তুমি এসেছ—তুমি এসেছ।—আর যখন তুমি এসেছ, তখন তুমি বেঁচে আছ।

ষষ্ঠ দৃশ্য

মেবার সীমান্ত—শিবির সম্মুখ

আকবর ও রামসিংহ

রাম। উদয়পুরের পর্য্যন্ত খবর নিয়ে এসেছি—সাজাদা!

আক। মেবারী সেখানে নেই?

রাম। মেবারী কেন, একটি প্রাণী নেই।

আক। তাহ'লে শুধু ঘাট ছেড়ে নয়?

রাম। ঘরে ছেড়েও মেবারী পালিয়েছে।

আক। দোবারীতে একটি মেবারী নেই, দৈসুরিতে নেই, উদয়পুরেও নেই,—মেবারী গেল কোথা রামসিংহ?

রাম। কোথায় গেল বুঝতে পারলেন না সাজাদা? প্রথম আকবরের নামে প্রতাপসিংহ যেখানে পালিয়ে ছিল, দ্বিতীয় আকবরের নামে রাজসিংহও ঠিক সেই স্থানটিতে পালিয়েছে। তার নাম পাহাড়। তার গায়ে বড় বড় গর্ত—তাদের নাম গুহা। পায়ের তলায় তার বড় বড় শাল—তার নাম জঙ্গল।

আক। তাহ'লে, উদয়পুর দখলের এমন সুযোগ আর ত আমি ছাড়তে পারিনা রামসিংহ!

রাম। মনের ভিতরে সেই জিনিষটা যদি ছাড়তে না চান,—যেটার মূল্য হাজার মেবারের তুল্য—তাহ'লে এখনি।

আক। কি বল, এখনি?

রাম। আর বলাবলি নেই সাজাদা, এক এক কথায় এক একটা বছর চলে যাচ্ছে।

আক। পিতা আজমীর থেকে বেরিয়েই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন—পথেই তাকে তাঁবু ফেলতে হয়েছে।

রাম। এই সুযোগ—

আক। দিলীর খাঁকেও পিতার জন্য আটক পড়তে হয়েছে

রাম। সুযোগের ওপর সুযোগ।

আক। ভাই আজিম্ আসতে আসতে, আমার সেনাপতি হবার কথা শুনে, পথ থেকে ফিরে গেছে। মৌজাম মারাঠাদের সঙ্গে লড়ায়েই অছিলা ক'রে এলো না।

রাম। সুযোগের ওপর সুযোগ, তাতে একটা বিরাট মজা যোগ। ছাড়বেন না সাজাদা, কিছুতেই এ মজা-যোগ ছাড়বেন না।

(জনৈক চরের প্রবেশ)

আক। খবর্‌ আচ্ছা ?

চর। আচ্ছা জনাবালি—সমস্ত মেবারী নাইনিব্‌ পাহাড়ে পালিয়েছে। ঘাট আগ্‌লে সমস্ত মেবারী পল্টন নিয়ে স্বয়ং রাণা।

আক। যাও—শুনে সন্তুষ্ট হলুম।

[চরের প্রস্থান।

রামসিংহ—ভাই, তোমার কথা এখন দেখ্‌ছি বহুমুল্য।

রাম। বুদ্ধিমানের কাছে তাই—বোকার কাছে—অ-মূল্য।

(দেহরক্ষীদের প্রবেশ)

দে, র। হুজুরালি, তয়বর খাঁ।

আক। আদাব দাও।

[দেহরক্ষীর প্রস্থান।

এ বৃদ্ধকে নিয়ে কি করি রামসিংহ! ও সঙ্গে থাকলে ইচ্ছামত ত চলাফেরা করতে পারব না! দিলীরখাঁকে সরিয়েছি। লড়াই ছু'কে নিয়েই সে বৃদ্ধকে খালাস দিয়েছি। এ বৃদ্ধকে সরাই কেমন ক'রে!

রাম। এ ত মজা-যোগের যোগাযোগ! এই যে একটু আগে চর এসে বুড়োকে তাড়াবার উপায় বলে গেল!

আক। ঠিক বলেছ রামসিংহ। তোমাকে আমি আগে ভাঁড় মনে করতুম। এখন বুঝলুম, তুমি অতি বুদ্ধিমান।

রাম। তখন যে আমি মোগলসভার রামসিং। আর এখানে যে আমি রণক্ষেত্রের রামসিংহ। রণক্ষেত্রে এলেই রাজপুতের আসল বুদ্ধি খুলে যায়।

আক। নাইনি—নাইনি।

রাম। এই—নাইনি নাইনি। যতই বৃদ্ধ হাঁ-না, তা-না করবে, ততই আপনি করবেন নাইনি নাইনি। (আকবর বাহিরের দিকে চাহিল, তারপর রামসিংহের স্কন্ধ স্পর্শে ইঙ্গিত করিয়া বলিল—চুপ।)

(তয়বরের প্রবেশ)

আক। আসুন তয়বর খাঁ, বড়ই দুঃখ, পিতা আজও এখানে পৌঁছতে পারলেন না।

তয়। তা আমি জেনেছি। দুঃখের কথা বটে, কেননা দিলীর খাঁকেও সেই জন্য সেখানে আবদ্ধ হ'তে হ'য়েছে।

আক্। কিন্তু আমি ত আর তাঁদের আসার অপেক্ষা করতে পারিনা।

তয়। পারেন না?

আক। এক লহমাও না—যদি আমার সেনাপতিত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করতে হয়। আমি এখান থেকেই মেবার আক্রমণের ব্যবস্থা করছি।

তয়। আমি অনুরোধ করি, আপনি অন্ততঃ দিলীরখাঁর আসার

অপেক্ষা করুন। কেননা আমি স্থির জানি, তিনি বরাবর সম্রাটের কাছে থাকতে পারবেন না।

আক। আপনি পাকা সেনাপতি থাকতে তবে আমাকে আর সেনাপতি করবার রহস্য কেন?

রাম। আপনি যখন এসেছেন, তখন আপনিই এ যুদ্ধের ভার নিন—সাজাদার কলঙ্ক মোচন হ'ক।

তয়। না সাদাজা, আপনিই এ যুদ্ধের সেনাপতি। কি জন্য আমাকে তলব করেছেন বলুন।

আক। আমার অনুরোধ—

তয়। আদেশ বলতে কুণ্ঠিত হবেন না।

(মনসবদারগণের প্রবেশ)

আক। মনসবদারগণ! এখনি আপনারা যে যার ফৌজ নিয়ে দোবারীর মুখে একত্র হ'ন। আর, আজমীর-সুবেদার! ভাই আজিমকে তার সমস্ত ফৌজ নিয়ে দৈওরীর মুখে উপস্থিত থাকতে আদেশ দিয়েছিলুম—আজিম এখনও এলো না—আপনারই উপর সেই ঘাট আক্রমণের ভার।

সুবে। এরপর যদি সাজাদা উপস্থিত হন?

আক। হন, আপনার সহকারী হয়ে তাকে ঘাটে প্রবেশ করতে হবে।

[মনসবদারগণের প্রস্থান।

আক। আমার অনুরোধ—

তয়। অনুরোধ আমি রাখতে পারব না সেনাপতি,—যখন আপনি কি করছেন আমি বুঝতে পারছি না—আদেশ বলুন।

রাম। বৃদ্ধ সেনাপতি নিজে যখন বলতে বলছেন, তখন বলুননা—আদেশ।

আক। বেশ আদেশ—আপনাকে নাইনির ভিতর দিয়ে, মেবারে প্রবেশ করতে হবে।

তয়। এখনি কি যাত্রা করব ?

আক। আমরা চলেছি।

রাম। ওঃ! আপনার ভাগ্যে কি সুগম পথটাই পড়ে গেল।

তয়। তা আমি জানি, রামসিংহ। এ আদেশ সত্য সত্যই এ বৃদ্ধের প্রতি সেনাপতির অনুগ্রহ। তোমরা যে সব পথ দে উদয়পুরে প্রবেশ করবে—

রাম। ও! তয়বর খাঁ, সে সব পথ কি দুর্গম!

আক। তয়বর খাঁ! আপনার অপেক্ষা করবার আর কিছু কি প্রয়োজন আছে ?

তয়। আর একটা কথা—উত্তর পেলেই বিদায় হই। আপনারা ত অতি সহজেই উদয়পুরে প্রবেশ করবেন—

আক। কেমন করে বুঝলেন ?

তয়। আমিত তত সহজে সেখানে পৌছিতে পারব না। পথ সকলের চেয়ে দুর্গম—রক্ষক মেবারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী।

আক। আপনি জেনে বলছেন ?

তয়। বহুকাল ধ'রে বিশাল মোগলসৈন্যের অধিনায়কের কাজ করেছি, প্রকৃতিবশে আমাকে সব জানতে হয়েছে সাজাদা আকবর!

আক । বেশ, তাই যদি আপনার মনে হয়, আমরা আপনার প্রতীক্ষায় উদয়পুরে বিজয়োৎসব স্থগিত রাখ্‌ব ।

তয় । আপনাকে ধন্যবাদ । (চলিতে চলিতে ফিরিয়া) কিন্তু—

আক । 'কিন্তু' ব'লে চুপ করলেন কেন তয়বর খাঁ ?

তয় । না থাক—সেনাপতির আদেশ পালনই আমার কার্য্য—তার ভবিষ্যৎ ভাবা আমার কার্য্য নয় । [প্রস্থান ।

আক । 'কিন্তু' কি বুঝতে পারলে রামসিংহ ?

রাম । বিলক্ষণ বুঝেছি । ওর ভিতর থেকে হাজার মানে উঁকি মারছে অর্থাৎ—যদি আপনি সহজে উদয়পুরে পৌঁছতে না পারেন—

আক । (হাস্য)

রাম । কিম্বা পৌঁছে বিপদে পড়েন—

আক । (হাস্য)

রাম । কিম্বা ঈশ্বর না করুন, আপনি যদি মেবারীদের হাতে বন্দী হন—আরও ঈশ্বর না করুন—আপনি আরও যদি একটু কিছু হ'ন ।

আক । (হাস্য) অর্থাৎ মরে যাই । চল রামসিংহ—ও বৃদ্ধ পাগলের 'কিন্তু'র ভাবনায় আর সময় নষ্ট করা চলে না । পথ নিষ্কণ্টক—চল দোবারী—দোবারী ।

রাম । দোবারী—দোবারী—বৃদ্ধ আমাদের দুঃখে করতে থাকুক হা হা, হো হো ইত্যাদি ইত্যাদি—আমরা উল্লাস করতে করতে চলি দোবারী—দোবারী ।

(কাম্‌বক্‌সের প্রবেশ)

কাম। সেনাপতি! এ যুদ্ধে আমাকে কোনও একটা কার্য্যের ভার দিলে না ?

আক। ও! তোমার কথা একবারে মনেই ছিল না। যাও বীর তুমি তোমার মায়ের শিবির রক্ষা কর।

কাম। যোগ্য ভার পেয়েছি—সন্তুষ্ট হয়েছি আকবর। [প্রস্থান।

রাম। (হাস্য) আপনার কি প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব!

আক। সেনাপতি হ'তে হ'লে সর্ব্বাগ্রে ওই গুণটাই আয়ত্ত করা চাই রামসিংহ—নাও চল।

রাম। দোবারী—সেখান থেকে উদয়পুর—তারপর জয়পুরের ভিতর দিয়ে দিল্লী—সঙ্গে লোহার খাঁচায়-পোরা রাজসিংহ—

আক। যাও ভাই রামসিংহ, সম্রাট অসুস্থ-চিন্তিত। তাঁকে গিয়ে, বল, আমি উদয়পুর দখল করেছি।

সপ্তম দৃশ্য।

আরাবল্লী—পথ

দূরে মোগল সৈন্যগণের প্রবেশ ও প্রস্থান

(ধীরে ধীরে গরীবদাসের প্রবেশ)

গরীব। ব্যস্! আর কি। একেবারে পঞ্চাশ হাজার আর তাদের সেনাপতি সাজাদা আকবর মেবারের কুক্ষিগত হ'ল!

(জয়সিংহের প্রবেশ)

রাণাপুত্র, দৈসুরী থেকে তুমি কতক্ষণ আগে রওনা হয়েছিলে ?

জয়। তিন ঘণ্টা আগে !

গরীব। তোমাকে যদি এক দণ্ডের মধ্যে সেখানে উপস্থিত হবার উপায় ক'রে দিই !

জয়। বল কি ?

গরীব। যদি দিই !

জয়। যদি দাও যা করতে ব'ল্‌বে তাই করি !

গরীব। করতে হবে ওই পঞ্চাশ হাজার বিধ্বস্ত ! এখান থেকে গিয়ে বিশ্রাম নেবার জন্য নিশ্চয় ওরা উদয়সাগরের তীরে শিবির স্থাপন ক'রবে ! করতে হবে—সেই বিশ্রাম ওদের চির-বিশ্রাম !

জয়। পথ দেখাও সেনাপতি !

গরীব। বুঝে দেখ রাণাপুত্র, যে পথ একমাত্র তোমার জ্যেষ্ঠকে দেখাবার জন্য সাধন-পথের মত রাণার কাছ থেকেও গোপন রেখেছি সেই পথ তোমাকে দেখাব !

জয়। অত ভয় পাচ্ছ কেন ? যদি অপারগ হই, মেবার সিংহাসনে কাপুরুষ জয়সিংহকে বসতে কোনও মেবারী দেখতে পাবে না গরীবদাস !

(গরীবদাসের বংশীধ্বনি করন; ও জনৈক ভীলের প্রবেশ)

গরীব। তোদের হবু রাজাকে সঙ্গে নিয়ে যা !

জয়। দৈসুরী—দৈসুরী—

[ভীলের সহিত জয়সিংহের প্রস্থান ।

গরীব। হতভাগ্য ভীমসিংহ!

(ভীমসিংহ ও গঙ্গাদাসের প্রবেশ)

ভীম। চুপ সেনাপতি! আমার তুল্য ভাগ্যবান এ মেবারে কেউ নেই! বিশ্বাস না হয়, তোমার এই মহান ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা কর!

গঙ্গা। আমার প্রভুর ভাগ্য নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। আমরা দেখতে এসেছি, এখান থেকে মোগলের সেনানিবেশ! যদি পার সাহায্য কর! এর পর আর তোমার সাহায্যভিক্ষার প্রয়োজন হবে না!

ভীম। ভাগ্যহীন মনে ক'রে কি দাঁড়িয়ে রইলে গরীবদাস?

গরীব। না—না—বিস্ময়ে! ভাগ্যবান! তবে শোন, গরীবদাস চিরকালই জানে, ভীমসিংহ এ যুদ্ধের সেনাপতি! আর সে ছিল, আছে, থাকবে—সেই মহাবীরের চিরানুগত সহকারী। এইবারে দেখ, মোগলের সেনা-নিবেশ!

[একস্থান হইতে অন্যস্থানে উভয়কে লইয়া]

ওদিকে নাইনির মুখে তয়বর, ফৌজ অনুমান করতে পারছ?

ভীম। পঞ্চাশ হাজারের কম নয়!

গরীব। ওই জয়পুরশিবির,—ওই দূরে বিকানীর,—ওই দৈসুরীর মুখে আজমীর—আর আর—

গঙ্গা। আর প্রয়োজন নেই গরীবদাস, আমরা যা খুঁজছি, দেখতে পেয়েছি—ওই—ওই—

ভীম। গরীবদাস! আমাদের 'আসার' প্রয়োজন সিদ্ধ! আমরা সম্রাটের তাঁবুর সন্ধান ক'রছিলুম।

গরীব। খবর পেয়েছি, আসতে আসতে সম্রাট অসুস্থ হয়েছেন—এইজন্য তাঁর সেনানিবেশ একটু দূরে! দেখে রাখ—দোবারীর বাহিরের সেইস্থান—যেখানে তুমি মরণ থেকে ফিরে এসেছ! আর মনে রাখ এই করুণা-পাত্র—যা থেকে বিগলিত করুণা তোমাকে আমাকে —সমস্ত মেবারীকে ধন্য করেছে—মাথায় স্পর্শ কর—চলে যাও! কেন জানতে পারি কি?

ভীম। অবশ্য জানবে সেনাপতি। যেখানেই থাকি, আমরা সেনাপতির অধীনে কার্য্য ক'রছি!

গঙ্গা। আমরা বিকানীরের পাঁচশো উট লুটে নিয়েছি! তাই দিয়ে আমরা মোগলের দুর্দ্দশার চরম ক'রে দেব।

গরীব। অবশ্য রাজপুতের কোনও অসম্ভব কর্ম্ম অসাধ্য নেই! তবু কথাটা যেন পরিহাস বোধ হ'চ্ছে দাদা!

ভীম। অবশ্য, কোথা থেকে কি হবে বলতে পারি না। তবে আমরা সেই অসাধ্য সাধনেরই প্রত্যাশা করছি গরীবদাস। আমরা এমন একস্থান পেয়েছি, যেখান থেকে ওই পাঁচশো উটের পিঠে মশাল জ্বেলে যদি আমরা সে গুলোকে কোনও রকমে সম্রাটের সমস্ত শিবিরের দিকে ছুটিয়ে দিতে পারি, তাহলে ওই অসংখ্য শিবির দেখতে দেখতে অগ্নি-সাগরে পরিণত হ'য়ে যাবে। গরীবদাস! সমস্ত দিক দেখে আমরা কেবল সম্রাটের ছাউনী খুঁজতে এসেছিলুম। খুঁজে পেয়েছি! সেই অগ্নির তাড়না থেকে সম্রাট

মেবারের সৌভাগ্যে একবার সেখানে প্রবেশ করেন, স্থির জেনো সহজে আর তাঁকে বাইরে আসতে দেবো না ! পিছনে আছে আমার—মারোয়ার !

গরীব । এ অদ্ভুত কথা শোনালেন রাণাপুত্র ! যদি সত্য সত্যই—

গঙ্গা । আবার যদি কেন মেবারের সেনাপতি ! আমার প্রভুর কথায় আবার সংশয় করছ কেন ?

ভীম । প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর—এক কথায় পাহাড় দিয়ে আমরা মোগল সৈন্যের সাহায্যের পথ রোধ করবার ব্যবস্থা করছি !

গরীব । অভিবাদন করি রাণাপুত্র—অভিবাদন করি বার বার—ভবিষ্যৎ ভবিষ্যতে—তবু আপনার এরূপ সাহায্যের কথা আমার মনে স্বপ্নে কখন উদয় হয়নি ।

গঙ্গা । আর বিলম্ব নয় প্রভু ?

ভীম । না গরীবদাস ! এই অন্ধকার-ভরা রাত্রির সুযোগ !

গরীব । আসুন ত্যাগীশ্রেষ্ঠ—মেবারীশ্রেষ্ঠ—ঘাটের ভিতর মুখের ভার আমার !

[সকলের প্রস্থান ।

অষ্টম দৃশ্য

মেবার সীমান্ত—আওরঙ্গজেবের শিবির

(দিলীর খাঁ ও মনসবদার)।

দিলীর। হুঁসিয়ার! কারও কাছে এ কথা প্রকাশ করবেন না!

মন্। না জনাবালি, বুকের ভিতর এ কথা পূরে অতি গোপনে এসে—এ কথা শুধু আপনার কাছেই প্রকাশ করেছি!

দিলীর। বিশেষতঃ রাজপুত—

মন্। কেউ জানবে না জনাবালি!

দিলীর। আর আমার সমস্ত পলটন দৈসুরির মুখে সমবেত কর। কালবিলম্ব ক'র না।

মন্। দৈসুরিতে ত আজমীর-সুবেদার আছেন।

দিলীর। তিনি প্রবেশ করতে পারেন নি! তয়বর খাঁ অতি দুর্গম ঘাটে প্রবেশ করেছেন। উদয়পুরে তিনিও প্রবেশ করতে পারবেন কিনা সন্দেহ!

মন্। তাহ'লে সাজাদা আকবরের কি হবে?

দিলীর। কি হবে এখন বলা অসম্ভব! তবে তার গালে যদি নখের আঁচড় লাগে মনসবদার—থাক, এখন সে গর্ব্ব করবার সময় নয়—দৈসুরী—দৈসুরী!

[মনসবদারের প্রস্থান।

(অপর দিক দিয়া শ্যামসিংহের প্রবেশ)

শ্যাম। উজীরসাহেব! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। সাজাদা আকবরের—

দিলীর। মন্‌সব্‌দার!

(মন্‌সব্‌দারের প্রবেশ)

দাঁড়ান, এইবারে বলুন বিকানীর-পতি—আর আস্তে কথা ব'লুন; চীৎকারে সম্রাটের বিশ্রামে ব্যাঘাত দেবেন না!

শ্যাম। সাজাদা আকবরের সাহায্যে দু'হাজার উট পাঠিয়েছিলুম, তা থেকে পাঁচশো উট রাণার পুত্র ভীমসিংহ পথ থেকে লুটে নিয়েছে!

দিলীর। যান মন্‌সব্‌দার। যা আদেশ দিয়েছি তা সুসম্পন্ন করুন।

[মন্‌সব্‌দারের প্রস্থান।

ছি বিকানীরপতি, এই অতি তুচ্ছ ব্যাপারটা এত বড় ক'রে আপনি শোনাতে এসেছেন!

শ্যাম। তাই তো উজীরসাহেব, এটাতো তুচ্ছ কথাই বটে!

দিলীর। সম্রাটের তিন লক্ষ সৈন্য—আপনার সমস্ত উট বিকানীরে পাঠিয়ে দিন।

শ্যাম। বুঝতে পারিনি জনাবালি—কেন যে লুটলে বুঝতে না পেরে আমি ভয় পেয়ে গেছি!

দিলীর। সে রাণার ত্যাজ্যপুত্র ভিখারী! ঐ উট বেচে সে জীবিকানির্ব্বাহ ক'র্‌বে!

শ্যাম। ঠিক ঠিক। সে ত্যাজ্যপুত্র—ভিখারী—জীবিকানির্ব্বাহ ক'র্‌বে!

[প্রস্থান।

(আওরঙ্গজেবের প্রবেশ)

আও। কে কথা কইলে দিলীর ?

দিলীর। একি সম্রাট, শরীর আপনার অসুস্থ, শয্যাত্যাগ করে এখানে এলেন কেন ?

আও। দেহ অসুস্থ—কে চীৎকার করে কি বলছিল দিলীর ?

দিলীর। দোহাই জাঁহাপনা, এখনও অনেক রাত্রি বিশ্রাম গ্রহণ করুন ! সে কথা আপনার শোনবার অযোগ্য !

আও। ব'লতে আপত্তি কি ?

দিলীর। বিকানীরপতি এসে বলছিলেন, রাজপুত্র ভীমসিংহ তাঁর পাঁচশো উট চুরি করে নিয়ে গেছে !

আও। তুমি তাকে কি ব'ল্লে ?

দিলীর। ভিখারী সে, সেই উট বেচে সে জীবিকানির্ব্বাহ করবে !

আও। কিন্তু দিলীর, তুমি ত' দেখেছ আমার নিজের হাতে রচা টুপি, আর তাতে বসানো মণিশ্রেষ্ঠ কোহিনুর—ভিখারী সে নিলে না !

দিলীর। এতে ভয় করবার কি আছে সম্রাট ?

আও। ভয় ? কবে, কোন ভীষণ অবস্থায় কাকে করেছি দিলীর খাঁ ?

দিলীর। দেহ আপনার দুর্ব্বল বলেই বলছি জাঁহাপনা !

আও। তের বৎসরের বালক, একটা গলির মত পথ, সুমুখে হাজার লোকের প্রাণ-লওয়া এক প্রকাণ্ড মত্ত মাতঙ্গ, যে যেখানে রক্ষী ছিল, বীর ছিল, আমাকে স্থানচ্যুত করতে নিষ্ফল হ'য়ে পালিয়ে

গেল, আমি দাঁড়িয়ে সেই মত্ত হস্তীকে আদেশ করলুম। সে সেলাম করে আমাকে মাথায় তুলে দরবারে রেখে এল!

দিলীর। আপনার তুল্য নির্ভীক পুরুষ এ জগতে আর আছে কি না জানি না!

আও। সেই ক্ষুদ্র বালকের দেহে কত বল ছিল দিলীর খাঁ?

দিলীর। অপরাধ ক'রেছি খোদাবন্দ!

আও। অপরাধ নয় ভাই! ভুল (হাস্য) ভুল ভুল, এই ভুলের ভিতর দিয়ে এত বড় দীর্ঘ জীবনটাকে কেমন ক'রে চালিয়ে এলুম দিলীর? আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য! মানুষ আপনাকে এমন ক'রে ভুলে থাকতে পারে! আশ্চর্য্য! অথচ এক মানুষকে আর এক মানুষ বলে স্বার্থপর! দিলীর খাঁ! কি আশ্চর্য্য! এই দুর্ব্বল দেহই শেষ কালে কি না আমার গুরু হ'ল!

দিলীর। জাঁহাপনা, আমি যে বুঝতে পারছি না!

আও। অপরিচিতের মত এসেছি, আবার অপরিচিতের মত দুনিয়া থেকে চ'লে যাচ্ছি। কে আমি, কোথা থেকে এসেছি, কোথায় চলেছি—ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লুম! দিলীর! দেখি আত্মা আমার দেহ থেকে বেরিয়ে গেল? উঠতে লাগলো ঊর্দ্ধ হ'তে আরও ঊর্দ্ধে—আরও ঊর্দ্ধে—দুনিয়ার লোক তার পানে চেয়ে রইল, —আমিও চেয়ে রইলুম! তারা ডাকলে 'সম্রাট'! উত্তর এলো না। 'আওরঙ্গজেব!' (মাথা নাড়িলেন) 'আলমগীর্!' (মাথা নাড়িলেন) উত্তর এলো না! 'মানব'! একবার যেন চেয়ে দেখলে। 'অতি মানব'! দিলীর! দেখতে দেখতে সেই মুখ

প্রফুল্ল হ'ল। তারপর কে যেন—কে যেন কোথা হ'তে ডাকলে 'মুসলমান'! আত্মার মুখ হতে বাণী নির্গত হল 'ওই আমি'। তার পর! কি এক পাহাড়ের বুক-চেরা ঘর—বিশাল গুহা—তার ভিতরে পিপাসার্ত্ত আলমগীর্! জল জল—আত্মার পিপাসা—চাই জল। চারিদিক থেকে দুনিয়ার লোক পিয়ালা জলে ক'রে ছুটে এলো! হিন্দু, মুসলমান, ইহুদি, পার্শী, ক্রিশ্চান। কিন্তু দিলীর কারও জল আমি মুখে তুলতে পারলুম না! বুঝি আত্মা চেয়ে ছিল, সত্যের ঝরণা থেকে ঝরা জল! কেউ দিতে পারলে না—হিন্দু, মুসলমান, ইহুদি, পার্শী, ক্রিশ্চান। তুমি শেষে জল নিয়ে এলে তোমারও জল পান করতে কেন পারলুম না দিলীর খাঁ!

দিলীর। হজরৎ! এ হতভাগ্য আপনাকে প্রতারণা করেছে!

আও। কি করেছ?

দিলীর। কৌশল ক'রে আকবরকে সকল সাজাদার আগে আপনার কাছে উপস্থিত করিয়েছি!

আও। তুমি তাকে এনেছ?

দিলীর। নইলে কস্মিন্ কালেও অত শীঘ্র সে দিল্লীতে উপস্থিত হতে পার ত না!

আও। কোথা থেকে তাকে এনেছ?

দিলীর। এলাহাবাদ থেকে!

আও। কিন্তু সে আমাকে ব'ললে, বাঙ্গালা থেকে ফিরে আসছি!

দিলীর। তার ফলে—আপনাকে বলব না মনে ক'রেছিলুম সম্রাট!

আও। বল।

দিলীর। মেবারীর হাতে সে বন্দী !

আও। বন্দী ?

দিলীর। ঠিক খবর জান্‌তে এখনি আমাকে মেবারে প্রবেশ ক'র্‌তে হবে !

আও। তয়বর !

দিলীর। তাঁকে এমন দুর্গম পথ দিয়ে উদয়পুরে যেতে আদেশ করেছে, বোধ হয় জীবিত সেখানে তিনি উপস্থিত হ'তে পারবেন না ! ব'লে গেছেন—'যদি ফিরি বিদ্রোহী হব !'

আও। দিলীর ! আমি দোবারী মুখে প্রবেশ কর্‌ব !

দিলীর। জাঁহাপনা ! এই দুর্ব্বল দেহে—

আও। বেগম সাহেব !

(উদিপুরীর প্রবেশ)

ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার ইচ্ছা আছে ?

উদি। ইচ্ছার পূরণ কেমন করে হবে সম্রাট ? আপনি ত বন্দী হবেন না !

আও। তোমার কথার অর্থ বুঝেছি প্রিয়তমে ! জীবিত রাজসিংহকে আমি বন্দী করতে পারবো না !

উদি। কিছুতেই না ! যদি উদিপুরী অভিমান আমার সত্য হয় !

আও। শুনে সুখী হ'লুম দিলীর খাঁ দোবারি দোবারি ! তুমি আগে আমার দোবারি প্রবেশের ব্যবস্থা কর।

নবম দৃশ্য

উদিপুরীর শিবির

কামবক্স

কাম। (চোখ মুছিতে মুছিতে) আলো—আলো আরও আলো! এ কিসের আলো মা! চোখ বুজ্‌লে—যা আরও সমুজ্জ্বল হয়? কিন্তু ওই সমুজ্জ্বল আলোর পথরোধ করতে অপূর্ব্ব রূপ নিয়ে অসংখ্য ওরা কারা? এক একটি যেন সহস্র রূপকুমারী! কিন্তু ওদের ভিতর একটিকেও তোমার মত ত' সুন্দরী দেখছিনা! যা রূপ, চলে যা! রূপ মিলালো! কিন্তু ওর ভিতর থেকে ভেসে উঠ্‌লো—কি অপূর্ব্ব শ্রবণ-বিমোহন মিলন-সঙ্গীত! তাইত, এ ক'রেছিলুম কি! মায়ের শিবির রক্ষায় নিযুক্ত হ'য়ে এমন গভীর ঘুমে চোখের পলক জড়িয়ে ফেলেছিলুম!

(আলু থালু বেশে উদিপুরীর প্রবেশ)

উদি। কাম্‌বক্‌স! কাম্‌বক্‌স!

কাম। কি হ'য়েছে মা?

উদি। আমি বড় বিপন্ন।

কাম। পিতার কি কোন—

উদি। না—না, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ—নিদ্রিত! এমন সুনিদ্রা তাঁর, এ বিশ বৎসরের মধ্যে আমি দেখিনি!

কাম। তবে?—

উদি। (ভিতর হইতে রূপকুমারীকে আনিয়া) বিপদ এই দেখ—

কাম। বুঝেছি!

রূপ। ভাই, আদাব!

কাম। আদাব—ভগিনী আদাব।

রূপ। বিস্মিত হ'চ্ছ মোই দেখে?

কাম। না ভগিনী, তুমি রাজপুত্নী!

রূপ। আমার সম্রাজ্ঞী-মাকে দেখতে এসেছি—এসেছি স্বামীর আদেশে—

কাম। এসে, আমাদের মুখোজ্জ্বল করেছ রাণামহিষি!

রূপ। দেখতে এসেছি আমার সে কেমন মা, যে তোমার মত ভাইকে গর্ভে ধারণ ক'রেছে!

উদি। কাম্‌বক্‌স! এইবারে তোমার ভগিনীর মর্য্যাদা রক্ষা কর—তাকে মেবার-সীমান্তে রেখে এস'!

কাম। তাতো আমি পারবনা মা!

উদি। মাথায় বাজ হেনো না কাম্‌বক্‌স! তোমার এ ভগিনীর মর্য্যাদা জান্‌বে—এখন আমার মর্য্যাদা হ'তে সহস্রগুণে অধিক! পাগলিনী এসেছে!—এ আসা কল্পনায় আনতে পারিনি! তাকে সসম্মানে আবার কল্পনার বাইরে রেখে এস!

কাম। আমি পিতৃদ্রোহী হ'তে পারবনা মা!

রূপ। ভয় করছ কেন মা, মানরক্ষার উপায় তোমার কন্যার সঙ্গে আছে!

কাম। উপায় হয়েছে—উপায় হয়েছে—ভিতরে যাও! ভিতরে যাও!

[উদিপুরী ও রূপকুমারীর অন্তরালে গমন।]

(রামসিংহের প্রবেশ)

কাম। প্রিয় বন্ধু রামসিংহ! (রাম মুখ ফিরাইল) ভাই, বন্ধুর একটা অনুরোধ রাখবে?

রাম। অনুরোধ—বন্ধু? সেই রূপনগরের কথা স্মরণ কর!

কাম। সর্ব্বদাই সেদিনের কথা স্মরণ করি ভাই! তুমি আমাকে অম্বর দুর্গে আবদ্ধ করতে পারনি ব'লে, আমি তোমার চেয়েও দুঃখিত!

রাম। রহস্য কেন? সে দুঃখ শীঘ্রই মিটিয়ে দিচ্ছি সাজাদা কাম্‌বক্‌স্! (প্রস্থানোদ্যত) শুনেছ কি—সাজাদা আকবর উদয়পুর দখল করেছেন!

কাম। ভাই আমার পৃথিবী জয় করুক! তুমি আমাকে রক্ষা কর!

রাম। আমি আপনার কথা বুঝতে পারছিনা—বুঝতে চাইও না! শুনে রাখুন সাজাদা, ক্ষুদ্র ভূঁইয়ার সম্মুখে আমার সে অপমান আমি এ জীবনে ভুলতে পারবোনা!

কাম। যদি খাঁটি রাজপুত হও—তাহ'লে তোমাকে তা ভুলতে নিষেধ করি রামসিংহ!

রাম। রাজপুত আমি!

কাম। তাহ'লে দাঁড়াও রাজপুত মুহূর্ত্তের জন্য! মা! নিয়ে এস—সঙ্কোচ ক'রনা—সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে যে, সে একজন রাজপুত!

(দেখিয়া রামসিংহ বিস্মিত নেত্রে দাঁড়াইল) এই নাও রাজপুত, রাণা-মহিষীকে নিরাপদে মেবার সীমান্তে পৌঁছবার ভার আমি তোমাকে দিলুম।

(উদিপুরী ও রূপকুমারীর প্রবেশ)

রাম। সাজাদা কাম্‌বক্‌স!

কাম। ভাই দিয়ে, বিপন্না আমার মাকে আর বিপন্ন আমাকে রক্ষা কর!

রাম। হাঁ মা সম্রাট-মহিষী! যদি আমি তোমার পুত্রের উপর সমস্ত ক্রোধ এই দণ্ডে ভুলে যাই—তাহ'লে কি আমি আর রাজপুত থাকবোনা?

উদি। তুমি রাজপুত-শ্রেষ্ঠ হবে রামসিংহ!

রাম। সাজাদা কাম্‌বক্‌স! হ'ক্ আকবর বিশ্ববিজয়ী; আজ থেকে একমাত্র তুমিই আমার সম্রাট! এস, মা রাণা মহিষী, সন্তান হতে পারে অধম, কিন্তু—তার বাহুযুগল অধম নয়! এস, মা সঙ্গে এস!

[রূপকুমারী ও রামসিংহের প্রস্থান।

(দিলীরের প্রবেশ)

দিলীর। এই যে—এই যে সম্রাজ্ঞী, এখনি আপনাকে অন্যত্র যেতে হ'বে।

উদি। এই অবস্থায়?

দিলীর। এই অবস্থায় (নেপথ্যে কোলাহল) ওই আগুন আপনার

তাঁবু গ্রাস করুতে আস্ছে? সাজাদা কাম্‌বক্‌স শীঘ্র মাকে নিয়ে সম্রাটের অনুসরণ কর।

উদি। কি-জন্য যাব একবার শুন্‌তে পাবনা উজীর? (নেপথ্যে কোলাহল)

দিলীর। বল্‌তে লজ্জা হ'চ্ছে বেগম সাহেব। একটা মেবারী বালক উটের পিঠে জলন্ত মশাল জ্বেলে, এমন গোপনে আমাদের সেনা-নিবেশের দিকে ছুটিয়ে দিয়েছে যে, কেউ আমরা বুঝতে পারিনি! দেখ্‌তে দেখ্‌তে—ব্যাপার বুঝ্‌তে না বুঝ্‌তে—আমাদের তাঁবু ধ'রে গেছে। বাতাস তার উপর শত্রুতা করছে। চারিদিকে আগুনের ভেল্‌কী। (নেপথ্যে কোলাহল) আগুন এগিয়ে আস্‌ছে। আর আমি দাঁড়াতে পারি না।

কাম। চলুন উজীর, মাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি।

দিলীর। আর আমি আস্‌তে পারব না।

উদি। চলুন উজীর!

[দিলীরের প্রস্থান।

অগ্নি দিয়ে অগ্নির নির্ব্বাণ। এ আগুনের স্ফুলিঙ্গ কোথায় প্রথমে বেরিয়েছিল জান কি কাম্‌বক্‌স?

কাম। রূপনগরে—ওই যে সে জলজল্‌ শিখার মূর্ত্তিতে চলে গেল মা!

দশম দৃশ্য

আরাবল্লী—দৃশ্যান্তর

রাজসিংহ ও দয়ালসা

দয়াল। কি অদ্ভুত লীলা দেখালে আমায় প্রভু!

রাজ। ভুল করবেন না দেওয়ান! অসম্ভবের সম্ভব—এ দেবতার লীলা। লীলা—মেবারী জাতিকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করবার জন্য। নইলে, শুনলেন না, একটা বালক একটা হাস্যাস্পদ কৌশলে সমস্ত মোগল সৈন্যকে ছত্রভঙ্গ করে দিলে!

দয়াল। সম্রাজ্ঞীকে রাণীমার হাতে সমর্পণ করেছি।

রাজ। এইবারে সাজাদা আকবরের পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করুন। এক দিন সম্রাট দোবারীর গুহায় আবদ্ধ—সঙ্গে কে আছে, কি আছে জানিনা। আমিও আর থাকব কি না-থাকব বলতে পারছিনা। পুরুষসিংহ তয়বরকে নাইনীর পথে শয়ন করাতে আমার দেহের এমন একটা স্থান নেই যেখানে ছিদ্র হয়নি। দেওয়ান! এখনি আমি সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।

দয়াল। একটু শুশ্রূষার অপেক্ষা কর রাজা!

রাজ। না দেওয়ান, অনুরোধ করবেন না। আমরা জয় করেছি মনে করবেন না।

দয়াল। এমন মনে করব কেন রাজা, এখনও যা মোগল অবশিষ্ট

আছে, এই হতাবশিষ্ট মেবারীগুলোকে শেষ ক'রে উদয়পুরে প্রবেশ তাদের অসম্ভব নয়।

রাজ। আর তারা যে আসবে না, এটা একবারেই মনে করলেন না। দিল্লীর খাঁ এখনও বেঁচে আছে। সম্মিলনের এমন শুভ সুযোগ আর আসবেনা।

দয়াল। বেশ রাণা, সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন।

[দয়ালসার প্রস্থান ।

রাজ। গরীবদাস !

(গরীবদাসের প্রবেশ)

তোমার কার্য্য তুমি সুসম্পন্ন করেছ, জয়সিংহ তার কার্য্য করেছে। আর ভীমসিংহ? তার কার্য্য—আর তাকে বুঝি বক্ষে ধরতে পাবনা। ওই গুহামুখে অগ্নি-সাগর মধ্যে যুদ্ধ—ক্ষুদ্র বাহিনী বুঝি ডুবে গেল। দাও গরীবদাস, এই বারে আমার কর্ত্তব্য করতে দাও।

গরীব। করুন রাণা, আপনি সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

[নেপথ্যে কামানধ্বনি]　　　　[গরীবদাসের প্রস্থান ।

(বীরাবাইয়ের প্রবেশ)

বীরা। মহারাণা সম্রাজ্ঞী সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করব ?

রাজ। একি রাণী! গৃহকর্ত্রী তুমি, কি করবে জিজ্ঞাসা করতে আমার কাছে এলে? আমি তাকে ভগবান একলিঙ্গের নাম নিয়ে ধর্ম্মভগ্নি বলে গ্রহণ করেছি!

বীরা। আমিও তাকে সেই আদরেই গ্রহণ করেছি. রাণা, তার সহচরীদের, তার সঙ্গিনীদেরও আমার ক্ষমতার যোগ্য সম্বর্দ্ধনা করেছি, কিন্তু সম্রাজ্ঞী—সম্রাটকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছে।

রাজ। তুমি সঙ্গে করে নিয়ে যাও।

বীরা। আপনার আদেশের অপেক্ষা না করে নিয়ে যাচ্ছিলুম।

রাজ। তার পর?

বীরা। যাচ্ছিলুম!

রাজ। কি হয়েছে প্রকাশ করে বল রাণী, এখন আর আমার দাঁড়াবার পর্য্যন্ত সময় নেই!

বীরা। ঘাটের পথে—

রাজ। ঘাটের পথে কি—শীঘ্র বল—শীঘ্র বল!

বীরা। সর্ব্বাঙ্গে আহত, ভূপতিত, তৃষ্ণার্ত্ত ভীমসিংহ!

রাজ। তুমি দেখে ফিরে এলে?

বীরা। চারিদিকেই মেবারীর চক্ষু বলে উঠবে, 'সপত্নী পুত্রের মৃত্যু দেখতে তার বিমাতা এসে উপস্থিত হয়েছে।' রাণা দুর্ভাগ্য আমার—আমি ভীমসিংহের বিমাতা!

রাজ। বুঝেছি! যাও রাণী—আমি যাচ্ছি!

[সকলের প্রস্থান।

একাদশ দৃশ্য

আরাবল্লী—দৃশ্যান্তর

ভীমসিংহ

ভীম। ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটুকু করা সম্ভব, হে ঈশ্বর, তার সহস্রগুণ কার্য্য আমাকে দিয়ে করিয়েছ। চোখে দেখেও যা মানুষে বিশ্বাস করতে পারবে না! মা, মা! এ বুঝি তোমারই করুণাধারায় উজ্জীবিত শক্তি! পাঁচশো প্রকাণ্ড মোগলবাহিনী দেখতে দেখতে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো—তাদের প্রায় সমস্ত তাঁবু, সমস্ত রসদ পুড়ে গেল—আর তাদের রাজাকে প্রাণরক্ষার জন্য দোবারি ঘাটের ভিতরেই আশ্রয় নিতে হ'ল! এ ভেল্‌কির খেলা ভাবতেও আমার সামর্থ নেই। যাক, আবার আমি একা।

গঙ্গাদাসের প্রবেশ)

গঙ্গা। ঠিক খবর জেনে এসেছি প্রভু, সম্রাট দোবারির ভিতরে আবদ্ধ। তাঁকে উদ্ধার করতে সাতবার মোগল সৈন্য মরিয়া হয়ে ঘাটের মধ্যে প্রবেশ করেছিল, সাতবারই অপারগ হয়ে ফিরে এসেছে। সম্রাট-মহিষীও শুনলুম মেবারীর হাতে পড়েছেন।

ভীম। আমাদের আর কিছু আছে?

গঙ্গা। যা আছে তা আঙুলে গোণা যায়।

ভীম। ভাই, এইবার আমাকে বিদায় দাও।

গঙ্গা। ভৃত্য কি অপরাধ করলে প্রভু!

ভীম। তুমি সেই সব সহচর নিয়ে অন্য যে কোনও স্থানে মহারাণার কার্য্য কর। আমি ওই দোবারির মুখে দাঁড়াব।

গঙ্গা। আমরাও কি দাঁড়াতে জানিনা রাণাপুত্র!

ভীম। ক্রোধ ক'র না ভাই! ওখানে দাঁড়ানো মানে আত্মহত্যা। সাতবার মোগল ফিরেছে—চিরকালের মত ফেরেনি গঙ্গাদাস! আবার মোগল আসবে। এবারে যাঁর সঙ্গে আসবে সম্রাটের কাছে উপস্থিত না হয়ে ফিরবে না।

গঙ্গা। সে খবরও পেয়েছি—দৈসুরার মুখ থেকে ফৌজ সংগ্রহ ক'রে স্বয়ং দিলীর খাঁ এইদিকে ছুটে আসছেন।

ভীম। আমি এই সম্রাটদত্ত তরোয়ার নিয়ে তার গতিরোধের চেষ্টা করতে ওইখানে দাঁড়াব। গঙ্গাদাস! ওইখানেই আমার মা আমাকে মরণের রাজ্য থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। আর যখন সেবারে ফিরতে পারব না, তখন ওই শ্রেষ্ঠ তীর্থে, যেখানে আমার মায়ের পদরেণু পড়ে আছে—সেইখানে মাথা রেখে ঘুমুতে আমার সাধ হয়েছে।

গঙ্গা। আমিও ওই তীর্থে ঘুমুতে চাই প্রভু। কনিষ্ঠের হাতে আমার মাথাটা দিয়ে তার সমস্ত জীবনটা অশান্তিময় করতে চাই না।

ভীম। তবে আর কথায় সময় নষ্ট কেন, প্রস্তুত হও শক্তাবৎ!

[গঙ্গাদাসের প্রস্থান।

হে ঈশ্বর, এ যুদ্ধের পরিণাম দেখব সে আশা আমার নেই। আমার শেষ প্রার্থনা প্রভু, আমার মহান্ পিতা, আর সেই মহানুভব সম্রাট—উভয়েরই তুমি মান রক্ষা কর।

দ্বাদশ দৃশ্য

আরাবল্লী—দৃশ্যান্তর

আওরঙ্গজেব

[নেপথ্যে—কামান ধ্বনি]।

আও। পাহাড়ের গায়ে আছাড় খেয়ে ওই কামানের ধ্বনি মরে গেল। ওই শব্দের একটাও যদি এক বিন্দু জল আমার জন্য বহন ক'রে আনতে পারত! দাঁড়াও মৃত্যু দূরে—আমি আলমগীর্। পরাজিত অবস্থায় আলমগীর্ কখন মরতে পারে না। আমি দুনিয়া জয় করেছি। এ গুহা যে দুনিয়ার মধ্যে ছিল, সেটা জানতুম না। তাই এই গুহা জয় করতে এসেছি। গুহা আমাকে পিপাসা দিয়ে আক্রমণ করেছে। মনে করেছে, পিপাসায় পাগল হয়ে আমি কাফেরের জল গ্রহণ করবো। আর যেমন করব অমনি এ গুহা রন্ধ্রে রন্ধ্রে আমার পরাজয়ের গান গাইতে আরম্ভ করবে। না—না—আমি আলমগীর্। আমি কাফেরেরও জল পান করব না, জলাভাবেও মরব না।—কেও?

[উদিপুরী কর্তৃক ধৃত হইয়া আহত ভীমসিংহের জলপাত্র হস্তে প্রবেশ। পশ্চাতে দিলীর খাঁ]

দিলীর। সম্রাট আলমগীর্!

আও। দিলীর এসেছ?

দিলীর। এসেছি প্রভু—কিছুতেই আসতে পারিনা দেখে সম্মুখের এই ভীষণ বাধা চূর্ণ করে সঙ্গে এসেছি।

উদি। ভীমসিংহ! যদি এ জলে নিজের জীবন রক্ষার অভিলাষ না থাকে, সম্মুখে পিপাসার্ত্ত আলমগীর্।

ভীম। মহিমান্বিত সম্রাট!—(হস্তপ্রসারণ)

দিলীর। যখন শুনলুম, আমার প্রভু দারুণ পিপাসার্ত্ত—পাগলের মত নিজেই এই জল সংগ্রহ করে আনছিলুম। পথে আসতে আসতে আপনার সেই পূর্ব্বকথা স্মরণ হ'ল। তখন এই পিপাসার্ত্তকে—আমারই অস্ত্রে আহত—এই তৃষ্ণার্ত্তকে—এই জল দিলুম। সম্রাট! এ যুবকও আমার জল গ্রহণ করলে না।

আও। কি পরিচয় নিয়ে তুমি আমাকে উপহার দিতে এসেছ ভীমসিংহ?

ভীম। আমি ভিখারী। আপনার দত্ত অস্ত্র সাহায্যেই আমি আপনাকে এখানে এনেছি। আমার কৃতজ্ঞতার উপহার।

আও। তুমি কি পিপাসার্ত্ত নও?

ভীম। আগে জল গ্রহণ করুন—পরে বলছি।

আও। আগে বল—

ভীম। আপনার পিপাসা কিরূপ তীব্র তা জানি না—কিন্তু আমার—উঃ—

আও। ভীমসিংহ! তুমি এই জল পান কর—আমি দেখি।

ভীম। সত্য করেছিলুম, যদি রাণা রাজসিংহের ঔরসে জন্মগ্রহণ করে থাকি, তাহলে দোবারির ভিতরে জলগ্রহণ করব না। সম্রাট! এ দোবারি।

আও। দাও—সত্যাশ্রয়ী! জল দাও।

[ভীমসিংহের হস্ত হইতে জল গ্রহণ। ভীমসিংহের ভূমিতে শয়ন]

উদি। ভীমসিংহ! মেবারী-শ্রেষ্ঠ ভীমসিংহ!

আও। (জল পানান্তে হাস্য) দেখছ কি গুহা-রাক্ষসী, আমি কাফেরের জল গ্রহণ করিনি। ভীমসিংহ—ভীমসিংহ! একবার বল আমি কি পরাজিত?

(রাজসিংহের প্রবেশ)

রাজ। অভিমানী আর কথা কইবে না। সম্রাট! আপনি অপরাজেয় আলমগীর্। মহাত্মা আকবর থেকে আরম্ভ ক'রে আপনার মহান্ পিতা পর্য্যন্ত যে কাজ করতে পারগ হননি, আপনি তাই করেছেন—উদয়পুরীকে আপনি সম্বন্ধে বদ্ধ করেছেন। এই সম্বন্ধে আমার ভগিনী—মহামান্যা সম্রাজ্ঞী উদিপুরী।

আও। (হাস্য) মহান্ রাণা রাজসিংহ! শুনুন—ঈশ্বর, এক আলমগীর, আর এক রাজসিংহকে এক সময়ে ভারতে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্য, যৌবনে তারা দু'জনে এক সময়ে এ গুহা মধ্যে প্রবেশ করতে পারলে না। যখন উভয়ে প্রবেশ করলে, তখন রাজসিংহ ক্ষত-বিক্ষত দেহ, আর আলমগীর্—দিল্লীর দেহে মনে বাক্যে জরার পীড়নে জর্জ্জরিত। তবু এ মিলনের অভিলাষ—হে কবি, বছর যাক, যুগ যাক, বহু শতাব্দী চলে যাক,

একদিন তোমার তূলিকা মুখে আলমগীরের এ মিলন অভিলাষ মুখর হ'ক। এস ভাই, জগতের অলক্ষ্যে এই (ভীমসিংহকে দেখাইয়া) চির জাগ্রত সত্যাশ্রয়ীর সম্মুখে, এই রহস্যময় গুহা মধ্যে পরস্পরকে একবার আলিঙ্গন করি।

যবনিকা পতন

দুঃশা। এখন মর্‌তে প্রস্তুত হ।

অভি। তথাস্তু। তা তোমাকে কষ্ট পেয়ে বল্‌তে হবে না। তা আমি অনেক ক্ষণ বুঝ্‌তে পেরেছি।

(সকলের শরনিক্ষেপ)

আর না, আর না, আর না। আর বৃথা চেষ্টা (উপবেশন)।

দ্রোণ। (রথীগণকে) আর না, যথেষ্ট হয়েছে।

অভি। হা পিতঃ! হা মাতঃ! হা জ্যেষ্ঠতাতগণ! হা খুল্লতাতগণ! হা মাতুল! হা উত্তরে! এ সময়ে তোমরা কোথা রইলে? এক বার দেখে যাও, দুর্ব্বৃত্ত কৌরবদিগের অন্যায় যুদ্ধে তোমাদের অভিমন্যু আজ বিনষ্ট হ'ল। হা পিতঃ! তোমার অভিমন্যুকে, আজ বীর-কলঙ্ক সপ্তরথী কি উপায়ে বধ কর্‌ছে, একবার দেখে যাও। এ সময়ে তুমি কোথা রইলে? মা গো!—মা—মা—মা (সরোদনে) তোমার যে আর নাই মা!—মা—মা—মা, আস্‌বার সময়ে তোমার কথা শুন্‌লেম না—তার এই প্রতিফল হ'ল! মা গো, আমার মৃত্যুসংবাদ যখন তোমার কর্ণে যাবে, তখন তুমি কি জীবিতা থাক্‌বে? মা! তোমার একমাত্র রত্নকে তুমি আর দেখ্‌তে পাবে না! হা ধর্ম্মরাজ! হা জ্যেষ্ঠতাতগণ! দুর্ভাগ্যক্রমে আপনারা আমার অনুসরণ কর্‌তে পার্‌লেন না, এ অভাগা নিষ্ক্রমণ-উপায় জানে না, তাই আজ এই অক্ষত্রিয় বীর-কলঙ্কদিগের অন্যায় সমরে বিনষ্ট হ'ল। প্রাণপ্রিয়ে উত্তরে! উত্তরে! প্রাণাধিকে! ওহ! তোমার কথা মনে হ'লে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়! সুকুমারী বালিকা—বিরহ কাকে বলে কখনও জান না—হায়! তোমাকে আজ চিরবিরহে নিক্ষেপ করে চল্লেম! প্রাণেশ্বরি! আমার অদর্শনে তুমি কি জীবিতা থাক্‌বে? আত্মঘাতিনী হ'ও না; তোমার গর্ভে সন্তান আছে। হা মাতুল বিশ্বকর্ত্তা বাসুদেব! যে আপনার ভাগিনেয়, তার আজ শোচনীয় অবস্থা দেখুন; অন্তর্যামী! বিশ্বব্যাপী! সর্ব্বশক্তিমান্! বিঘোরে আজ সুভদ্রানন্দন প্রাণে বিনষ্ট হ'ল!

দীননাথ! দুখিনী জননীর আর নাই।—অভিমন্যু-বিয়োগবিধুরা সুভদ্রাকে দেখো—মার আর নাই। হায়! শরীর ক্রমে অবসন্ন হয়ে এল——ঘন ঘন নিঃশ্বাস পতন হচ্ছে, প্রাণদীপ শীঘ্রই নির্ব্বাণ হবে। আর বিলম্ব নাই, অভিমন্যু নামে পাণ্ডবদিগের এক দাস আজ পৃথিবী হতে চল্ল। শত্রুগণকে আনন্দসাগরে, আত্মীয়গণকে বিষাদসাগরে নিমগ্ন করে চল্লেম। কৌরবগণ তোমাদের এ কলঙ্ক কখনও অপনীত হবে না—সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ বৎসর অতীত হলেও লোকে তোমাদের নামে ধিক্কার দেবে——কিন্তু অভিমন্যুর দুঃখে বিগলিত হয়ে এক বারও অশ্রু বর্ষণ করবে। পৃথিবীর ইতিহাসের মধ্যে তোমরা বীর-কলঙ্ক বলে বিখ্যাত হলে। আর না, আর বিলম্ব নাই—মৃত্যু করাল মুখ ব্যাদান করে আসছে—শীঘ্রই গ্রাস করবে। মৃত্যুকালেও এক বার আক্রমণ করে দেখি——যদি একটি শত্রুও বধ করতে পারি। (সবেগে গাত্রোত্থান)

(গদা-হস্তে বেগে দ্রোষণের প্রবেশ।)

দ্রোষণ। অভিমন্যু, আজ তোর শেষ দিন। (গদাপ্রহার)

(অভিমন্যুর পতন)

অভি। হা পিতঃ! হা মাতঃ! হা মাতুল! হা উত্তরে!—(মৃত্যু)

(সহসা মেঘগর্জ্জন ও অন্ধকার)

দ্রোণ। একি! একি!—দুর্য্যোধন, তোমার জন্য আজ আমি ঘোর পাপসাগরে নিমগ্ন হলেম।—পৃথিবীর অতি জঘন্য কার্য্য আজ দ্রোণাচার্য্যের দ্বারা সাধিত হল!

[সকলের প্রস্থান।

নেপথ্যে। জয়! কৌরবপতি মহারাজ দুর্য্যোধনের জয়!

দৈববাণী।

বধিলি বালকে সবে অন্যায় আহবে!
এই পাপে কুরুকুল ছারখার হবে॥

(স্বর্গ হইতে দিব্যযানারূঢ় দিব্যলোকের অবতরণ)

গীত।

উঠ উঠ, বীরবর, চল অমর-ভবনে।
অমাময় চন্দ্রলোক, হায়, তোমার বিহনে;
চল হে বিমলবিভা, উজলিতে দেবসভা,
চল হে ত্রিদিবধামে, আরোহি এ দিব্যযানে।
ষোড়শ বরষ গত, শাপ তব বিমোচিত,
চল চল চন্দ্রলোকে, কেন হে ধরাশয়নে ?

(অভিমন্যুর জ্যোতির্ম্ময় প্রাণবায়ু লইয়া স্বর্গে গমন)

ইতি চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পাণ্ডবশিবির।

(যুধিষ্ঠির ও ভীম।)

ভীম। এত অধর্ম্ম কখনই সইবে না। ক্রোধে, ক্ষোভে, শোকে দুঃখে আমার অন্তরাত্মা দগ্ধ হয়ে গেল ! কি বল্‌ব, দুরাচার জয়দ্রথ মহাদেবের বরে আমার অবধ্য, তা না হলে আমি এখনি তার পাপের সমুচিত শাস্তি দিতেম। এই গদাঘাতে তার মস্তক চূর্ণ কর্‌তেম। ওহ ! দুরাত্মা কি সর্ব্বনাশই ঘটালে !

যুধি। হা বৎস অভিমন্যু! তুমি আমারই প্রিয়চিকীর্ষায় চক্রব্যূহ ভেদ করে, অগণিত দ্রোণসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করেছিলে। কিন্তু আমরা তোমাকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌লেম না। হায়! তোমার প্রভাবে শত শত রণদুর্ম্মদ, মহাধনুর্ধর অস্ত্রবিশারদ শত্রু নিহত হয়েছে, সপ্তরথী সাত বার পরাস্ত হয়েছে।—জগৎসংসার তোমার বীরত্বকে প্রশংসা কর্‌বে। তুমি বীরপুরুষ, শত্রুবধ কর্‌তে কর্‌তে প্রাণত্যাগ করেছ—স্বর্গের দ্বার তোমার জন্য উন্মুক্ত রয়েছে।—কিন্তু আমার ললাটে তুমি দুরপনেয় কলঙ্ক-রেখা দিয়ে গিয়েছ। যখন লোকে শুন্‌বে, তুমি আমারই উত্তেজনায় যুদ্ধে গমন করেছিলে; যখন লোকে শুন্‌বে, তুমি আমারই ভরসায় কাল চক্রব্যূহ ভেদ করেছিলে; যখন লোকে শুন্‌বে, আমরা কাপুরুষের ন্যায় জয়দ্রথের রণে পরাস্ত হয়ে, তোমার সাহায্যার্থে ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ কর্‌তে অক্ষম হয়েছিলেম; যখন লোকে শুন্‌বে, দুর্ম্মতি দুঃশাসন-পুত্র দ্রোষণ তোমার প্রাণসংহার করেছে, তখন লোকে যে আমাকেই শত শত ধিক্কার দিবে। দুরপনেয় কলঙ্করেখা আমারই ললাটভাগে অঙ্কিত করে দিবে। হা বৎস! হা অভিমন্যু! হা বীরপুত্র! তোমার নিধনে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল!

ভীম। মহারাজ! রোদন সম্বরণ করুন। চক্ষের জলে ক্রোধানল নির্ব্বাণ করবেন না। এখন যাতে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ও তার পাপ অনুচরবর্গ, তাদের পাপের সমুচিত শাস্তি পায়, তার উপায় দেখুন।

যুধি। ভাই! অনন্ত কাল যদি অনন্ত নয়ন-জল বর্ষণ করি, তা হলেও এই অনন্ত শোকপাবক নির্ব্বাণ হবে না। ওহ! অর্জ্জুন যখন সংসপ্তক সংগ্রাম জয় করে হস্তিনায় প্রত্যাগমন কর্‌বে, সে এসে যখন প্রিয়তম অভিমন্যুর কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা কর্‌বে, তখন আমি তাকে কি বল্‌ব? সে যখন পুত্রশোকে অধীর হয়ে, "অভিমন্যু অভিমন্যু" বলে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ কর্‌বে, তখন তাকে কি বলে সান্ত্বনা কর্‌ব। ভাই! আর গৃহে যাব না, পুনর্ব্বার অরণ্যচারী হব, আমার রাজ্যলাভে প্রয়োজন নাই। ওহ! সুভদ্রা যখন এই হৃদয়বিদারক সংবাদ শুনে, মণি-

হারা ফণিনীর মত ব্যাকুল হয়ে রোদন কর্‌বে, উচ্চ রোদনধ্বনিতে দিগ্বিদিক্ সমাকুল করে তুল্‌বে, তখন আমি কি কর্‌ব, কোথায় যাব! হায়! বিরাটকন্যা বালিকা উত্তরার দশা কি কর্‌লেম! সে যে জন্মের মত মজ্‌ল! তার বিধবা-বেশ আমিই বা কি করে দেখ্‌ব—সুভদ্রাই বা কি করে দেখ্‌বে—আর অর্জ্জুনই বা কি করে দেখ্‌বে? ভীম! আর আমার জীবনে প্রয়োজন নাই; আমি এ পাপ-মুখ লোকালয়ে দেখাব না। এই দণ্ডেই আমার মৃত্যু হোক।

ভীম। মহারাজ! সকলই বিধাতার ইচ্ছা।

যুধি। সত্য, ভীম! সকলই বিধাতার ইচ্ছায় ঘট্‌ছে আর ঘটেছে, কিন্তু আমি যে সে ঘটনার প্রধান কারণ। বিধাতা যে আমাকেই সে কার্য্যের উত্তরসাধক কর্‌লেন। আমা হতেই যে সব ঘট্‌ল। আমার আর কলঙ্ক রাখ্‌বার স্থান নাই। আমি শিশুহত্যা করেছি, আমি পুত্র-হত্যা করেছি, আমি অর্জ্জুনের জীবনের জীবন হত্যা করেছি। আমি লোভী, রাজ্যলোলুপ। রাজ্যের জন্য এক অমূল্য জীবন কালের করাল গ্রাসে নিক্ষেপ করেছি। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। আমার মৃত্যু হল না কেন? যে সুকুমার কুমারকে জননীর ক্রোড় পরিত্যাগ কর্‌তে দেওয়া উচিত নয়, আমি তাকে দুস্তর সমর-সাগরে নিক্ষেপ করে তার প্রাণবধের কারণ হলেম।

ভীম। মহারাজ! ক্ষান্ত হোন; আর বিলাপ কর্‌বেন না। আপ-নার কাতরোক্তি আমি আর শুন্‌তে পারি না।

যুধি। ভীম! আজন্মকাল বিলাপ কর্‌লেও মনের আক্ষেপ নিবৃত্তি হবে না।

ভীম। ধর্ম্মরাজ!—

যুধি। ভীম! তুমি আর আমাকে ধর্ম্মরাজ বলো না; কেহ যেন আর আমাকে ও সম্বোধন না করে। আমি, মূর্ত্তিমান পাপ—পাপের আকর-স্থান। আমি প্রেত, পিশাচ, রাক্ষস। জগৎশুদ্ধ লোক এসে এখন যুধিষ্ঠিরের নামে ধিক্কার দিক। কেউ যেন আর যুধিষ্ঠিরের নাম

জিহ্বাগ্রেও না আনে। এ পাপ নাম যার স্মরণপটে চিত্রিত আছে,— সে শীঘ্রই তা মুছে ফেলুক। এ নাম শ্রবণ কর্‌লে পাপ, স্মরণ কর্‌লে পাপ, উচ্চারণ কর্‌লে পাপ।

(অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের প্রবেশ।)

অর্জ্জু। কেশব! আজ কেন আমার বাম চক্ষু অনবরত স্পন্দিত হচ্ছে? কেন আমার হৃদয় ব্যথিত হচ্ছে? কেন আমার প্রাণ ব্যাকুল হচ্ছে? যে দিকে নেত্রপাত কর্‌ছি, সেই দিকেই কেবল অমঙ্গলসূচক দৃশ্য সকল দর্শন কর্‌ছি। সখে! এর কারণ কি? কিছুই ত বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। সংসপ্তকসংগ্রামে শুন্‌লেম, দ্রোণাচার্য্য চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ করে পাণ্ডবদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। পাণ্ডবদিগের কোন অমঙ্গল হয় নাই ত?

কৃষ্ণ। ধনঞ্জয়! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই যুদ্ধ জয় কর্‌বেন। তুমি অকারণ অমঙ্গল আশঙ্কা করো না। দুর্ভাবনা ত্যাগ কর। তোমাদের অতি অল্প মাত্রই অনিষ্ট হবে।

অর্জ্জু। সখে! আজ শিবির আনন্দশূন্য, দীপ্তিশূন্য ও শ্রীভ্রষ্ট। আমি সংসপ্তকদিগের তুমুল সংগ্রাম জয় করে এলেম, কিন্তু পাণ্ডবপক্ষীয়েরা কেহই মঙ্গল তূর্য্যনিঃস্বন কর্‌ছে না; দুন্দুভি-ধ্বনি সহকারে আমার জয়-ঘোষণা কর্‌ছে না। শঙ্খ, করতাল, মৃদঙ্গ, খঞ্জনি প্রভৃতি নীরব। স্তুতিপাঠী বন্দিগণ নিস্তব্ধ। যোদ্ধাগণ আমাকে দেখে অধোমুখে পলায়ন কর্‌ছে। পূর্ব্বের ন্যায় কেহই আমার নিকটে এসে স্ব স্ব বীরগর্ব্বের পরিচয় প্রদান কর্‌ছে না। সখে! ঘটেছে কি? শীঘ্র বল— মন বড় ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ল। কি ভয়ানক কাণ্ডই যে ঘটেছে, কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। অভিমন্যু কোথা? অন্য দিনের মত সে ভ্রাতৃগণকে পশ্চাতে রেখে সর্ব্বাগ্রেই আমার সহিত সাক্ষাৎ কর্‌তে আস্‌ছে না কেন? কি হয়েছে, শীঘ্র বল। (যুধিষ্ঠির ও ভীমকে দেখিয়া) এই মহারাজ। এ কি? এমন অপ্রসন্ন বিমর্ষভাবে কেন? আমি সংস-

শুক-যুদ্ধ জয় করে এলেম, সস্নেহ মধুর বাক্যে আমার কুশল জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন না কেন? কি হয়েছে? অভিমন্যু কোথা? শুনেছিলেম, দ্রোণাচার্য্য চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ করেছিলেন। অভিমন্যু ভিন্ন পাণ্ডবদের মধ্যে কেহই সেই ব্যূহ ভেদ কর্‌তে জানে না। প্রিয়তম অভিমন্যু কি যুদ্ধে গমন করেছিল?

যুধি। ভাই অর্জ্জুন! তুমি আমাকে বধ কর! ঐ গাণ্ডীবে শরসন্ধান করে আমার মস্তকচ্ছেদন কর। তোমার জ্যেষ্ঠবধের, গুরুবধের পাপ হবে না। আমি তোমার অভিমন্যুকে——ওহ! আর বল্‌তে পারি না, রক্ত জল হয়ে গেল! হা অভিমন্যু!—

অর্জ্জু। আর বল্‌তে হবে না। বুঝেছি——আমি বুঝেছি——আমি বুঝেছি——হা অভিমন্যু! (মূর্চ্ছা)

কৃষ্ণ। পুত্রশোক অসহনীয়।

(সকলের অর্জ্জুনকে শুশ্রূষা)

অর্জ্জু। (সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া) হা অভিমন্যু! হা অভিমন্যু! হা পুত্র! হা আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব! কোথায় গেলে? ওহহ! সহ্য হয় না, শরীর জ্বলে গেল! অন্তরাত্মা দগ্ধ হয়ে গেল! অভিমন্যু! তুমি কোথা?—গেল—সব গেল—আর সহ্য হয় না। অভিমন্যু! আমার প্রাণের অভিমন্যু! আমার তৃষ্ণার জল, রোগের ঔষধ, স্বাস্থের পথ্য, দুর্ভাবনার শান্তি, বিপদের সহায়, আমার জীবনের জীবন, জীবনের অমৃত, তুমি কোথায়? আর আমার কিছুই আবশ্যক নাই। বুক ফেটে গেল——সব উচ্ছিন্ন যাক্, সব ছারখার হোক!

কৃষ্ণ। অর্জ্জুন! ক্ষান্ত হও। সকলেরই এই পথ। কেহই চিরদিন জীবিত থাক্‌তে পৃথিবীতে আসে নাই।

অর্জ্জু। সখা! ক্ষান্ত হতে পারি না। মন প্রবোধ মানে না। শোকানলে, ক্রোধানলে, তোমার প্রবোধ-বাক্য ভস্মীভূত হল। মনকে স্পর্শ কর্‌তেও পার্‌লে না। পুত্রশোক যে কি ভয়ঙ্কর, আজ তা জান্‌তে পেরেছি।

কৃষ্ণ। পুত্রশোক যে অসহনীয়, তা কে না স্বীকার করবে? দেবাদিদেব ভূতভাবন ভগবান শূলপাণির হস্তে যে ভীম ত্রিশূল সতত বিরাজ করে, তার আঘাত অপেক্ষাও পুত্রশোক-শেলাঘাত ভয়ঙ্কর। কিন্তু তা ব'লে কি বিশ্ববিজেতা, ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় স্ত্রীলোকের মত রোদন করবে? অরাতি-নির্য্যাতন-ব্রত উদ্যাপনে বিরত হবে? অর্জ্জুন কি পুরুষের ন্যায় দুঃখভার বহন করতে সক্ষম নয়?

অর্জ্জু। হাঁ—অর্জ্জুন পুরুষ, ক্ষত্রিয়সন্তান, সে অবশ্যই পুরুষের ন্যায় কার্য্য করবে। যে নরাধম অর্জ্জুনের প্রাণপ্রতিম পুত্রকে নিধন করেছে, অর্জ্জুন এখনি তাকে নরকে প্রেরণ করবে। বলুন, বলুন, কোন্ দুরাচার এ কার্য্য করেছে? কোন্ নরহৃদয়শূন্য পিশাচ আমার বালক অভিমন্যুর মৃত্যুর কারণ? বলুন, এখনি আমি তাকে নরকে প্রেরণ করি।

ভীম। অর্জ্জুন! কি বলব! বলতে বুক ফেটে যায়। দুরাচার জয়দ্রথই অভিমন্যুবধের প্রধান কারণ। ঐ দুরাচারই সেই কাল ব্যূহদ্বার রক্ষা করেছিল। অভিমন্যু যখন সবেগে ব্যূহ ভেদ করে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হল,—তখন আমরা তার সঙ্গে সঙ্গেই গমন করলেম। যাবামাত্রেই, দুর্ম্মতি জয়দ্রথ পথরোধ করে আমাদের সহিত তুমুল সংগ্রামে নিযুক্ত হল; মহাদেবের বলে পাপিষ্ঠ বলী। আমাদের সকলকেই পরাস্ত করলে। অবশেষে আমরা বৎস অভিমন্যুকে ব্যূহ হতে নিষ্ক্রান্ত করে আনবার জন্য জয়দ্রথের চরণে ধরে, অনুনয় বিনয় করে, দাঁতে তৃণ করে তার কাছে অভিমন্যুর জীবন ভিক্ষা চাইলেম— তথাপি সে পাষাণহৃদয় আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করলে না—অবশেষে সপ্তরথী একত্রে যুদ্ধ করে—ওহ! আর বলতে পারি না।

অর্জ্জুন। হা পুত্র! হা অভিমন্যু! অন্যায় সমরে তুমি নিহত হলে! রে অধর্ম্মাচারী কৌরবগণ। এই কি তোমাদের ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত কাজ? এই কি রণধর্ম্ম? দুরাচারগণ! আমি এখনি তোদের সমুচিত শাস্তি দেব। আজ আর তোদের কারও নিস্তার নাই। আজ কুরুকুলের বালক, যুবক, বৃদ্ধ, যাকে পাব, খণ্ড খণ্ড করে কাটিব। স্বর্গ—মর্ত্ত্য—

পাতাল—ত্রিভুবন সমুদায় উল্টে পাল্টে দেব, পৃথিবীকে রসাতলে পাঠাব। এই গাণ্ডীব, এই আগ্নেয় অস্ত্রদ্বারা আজ কৌরবকুল ভস্মসাৎ কর্‌ব! আজ তাদের পাপের সমুচিত প্রতিফল প্রদান কর্‌ব। অধর্ম্মাচারী নারকীগণকে অনন্ত নরকে প্রেরণ কর্‌ব। মহারাজ! সখে শ্রীকৃষ্ণ! মধ্যম পাণ্ডব মহাশয়! আজ আমি এই প্রতিজ্ঞা কর্‌লেম যে, যে আমার প্রিয়পুত্রের অকালমৃত্যুর মূল, তাকে কাল নিশ্চয়ই আমি শমন-ভবনে প্রেরণ কর্‌ব। দুরাচার জয়দ্রথ! তোর আর নিস্তার নাই। মহারাজ! এই আমি আপনার পরমপূজ্য শ্রীচরণ স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, স্বর্গীয় দেবগণকে সাক্ষ্য করে প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, এই গাণ্ডীব হস্তে করে, এই অসি স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, কল্যই আমি জয়দ্রথকে বধ কর্‌ব,—কল্যই দুরাচারের মস্তকচ্ছেদন করে, তার পাপ দেহ শৃগাল কুক্কুর দিয়ে ভক্ষণ করাব। চরণতলে দুরাত্মার ছিন্নমস্তক বিদলিত কর্‌ব। দেবলোক! গন্ধর্ব্বলোক! নাগলোক! নরলোক! আজ তোমাদের সাক্ষ্য করে প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, কল্যই জয়দ্রথ দুর্ম্মতিকে শমনভবনে প্রেরণ কর্‌ব। যদি জয়দ্রথ প্রাণভয়ে ভীত হয়ে তার সেই বরদাতা ভগবান শূলপাণির আশ্রয় গ্রহণ করে, তা হলে ভগবান দেবাদিদেব মহাদেবের সহিত যুদ্ধ করেও দুরাত্মার মস্তকচ্ছেদন কর্‌ব। যদি দেবগণ তাহার সাহায্যে অগ্রসর হয়, দেবগণের সহিত যুদ্ধ করেও দুরাচারকে বধ কর্‌ব। পৃথিবীশুদ্ধ লোক যদি তার পক্ষ হয়, তথাপি তার নিস্তার নাই। যদি দুরাচার প্রাণভয়ে ধর্ম্মরাজের, বাসুদেবের, এবং পাণ্ডবপক্ষীয় আপামর সাধারণের চরণতলে আশ্রয় গ্রহণ করে, নিজ দুষ্কর্ম্মের জন্য শত বার অনুতাপ করে, অপরাধের জন্য শত বার মার্জ্জনা প্রার্থনা করে, তথাপি তাকে বিনাশ কর্‌ব। সেই পাষণ্ডই আমার অভিমন্যুবধের মূল। তাকে নিশ্চয়ই কল্য বিনাশ কর্‌ব। যে কেহ তার প্রাণরক্ষার্থে আমার বিরুদ্ধে অগ্রসর হবে, তৎক্ষণাৎ তাকে বধ কর্‌ব। দ্রোণাচার্য্য হোন, অশ্বত্থামা হোন, কৃপাচার্য্য হোন, আর যে কেহই হোন, যিনি দুরাচারের সাহায্যে অগ্রসর হবেন,

তিনিই আমার এই সুতীক্ষ্ণ শরপ্রহারে নরকে গমন কর্‌বেন। আজ এই আমি সর্ব্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা কর্‌লেম। এ প্রতিজ্ঞা যদি আমার লঙ্ঘন হয়, ত আমি ক্ষত্রিয় নই! এ প্রতিজ্ঞা যদি আমার লঙ্ঘন হয়, ত আর আমি গাণ্ডীব ধারণ কর্‌ব না। এ প্রতিজ্ঞা যদি আমার লঙ্ঘন হয়, ত আমি আর লোকালয়ে মুখ দেখাব না। যদি কল্যই আমি জয়দ্রথকে বধ না করি, তা হলে আমার আজীবনার্জ্জিত পুণ্যরাশি বিফল হবে। মাতৃহত্যায়, পিতৃহত্যায় যে পাপ; স্ত্রীহত্যায়, পুত্রহত্যায় যে পাপ, গুরুহত্যায়, ব্রহ্মহত্যায় যে পাপ, অতিথিহত্যায়, গোহত্যায় যে পাপ; পরদ্বারহরণে, পরবিত্তহরণে, বিশ্বাসঘাতকায়, কৃতঘ্নতায় যে পাপ; কাল যদি আমি জয়দ্রথকে না বধ করি, ত সে সমস্ত পাপ আমারই হবে। আবার বলি, কালই যদি না জয়দ্রথকে বধ করি, ত দেবনিন্দা, গুরুনিন্দা, নাস্তিকতা, নিরীশ্বরবাদিতায় যে পাপ, সে সমস্তই আমার হবে! আবার বলি, যদি কালই জয়দ্রথকে না বধ করি, প্রবঞ্চনায়, উৎকোচগ্রহণে, মিথ্যা কথায় যে পাপ, তা আমারই হবে। আবার বলি, যদি কালই না জয়দ্রথকে বধ করি, ত মদ্যপানে, গণিকাগমনে, ভ্রূণহত্যায় যে পাপ, সে সমস্তই আমার হবে। জগৎ শুনুক, ত্রিভুবন শুনুক, আমি উচ্চরবে, উচ্চকণ্ঠে বল্‌ছি. তারস্বরে প্রতিজ্ঞা করে বল্‌ছি, কাল যদি না জয়দ্রথকে বধ করি, ত অনন্ত নরকে আমার চিরবাসস্থান হবে। দেব দিনমণি! তুমি সাক্ষ্য, আজ তোমার সমক্ষে এই আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌লেম। আবার প্রতিজ্ঞা করে, বল্‌ছি, সকলে শুনুক, যদি কল্য দিবাকর অস্তগমনের পূর্ব্বেই জয়দ্রথকে স্বহস্তে বধ কর্‌তে না পারি, ত আমি স্বহস্তে চিতা প্রজ্বলিত করে সেই অনলে আত্মসমর্পণ কর্‌ব। সুর, অসুর, মানব, দানব, যক্ষ, রক্ষ দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি কেহই কাল জয়দ্রথকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে না। আমার অভিমন্যুর নিধনকর্ত্তা দুর্ম্মতি জয়দ্রথ যদি গাঢ় তমাবৃত পাতালপ্রদেশে প্রবেশ করে, যদি ধূমপুঞ্জময় নভোমণ্ডলে লুক্কায়িত হয়, যদি দেবপুরে, অথবা দৈত্যপুরে আশ্রয় গ্রহণ করে তথাপি তার

নিস্তার নাই। যদি জয়দ্রথ প্রাণভয়ে ভীত হয়ে দুরধিগম্য অরণ্যানী মধ্যে প্রবেশ করে, আমার ক্রোধ দাবাগ্নি হয়ে তাকে দগ্ধ কর্‌বে, যদি জয়দ্রথ অতল সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করে, আমার ক্রোধ বাড়বাগ্নি হয়ে তাঁকে দগ্ধ কর্‌বে। কাল জয়দ্রথের নিস্তার নাই—নাই—নাই।

কৃষ্ণ। সাধু! সাধু! সাধু!

অর্জ্জুন। কাল বসুন্ধরা হয় জয়দ্রথশূন্য হবে, নয় অর্জ্জুনকে চিরদিনের মত বিদায় দিবেন। ক্ষত্রিয়-প্রতিজ্ঞা—বীর-প্রতিজ্ঞা কখনই লঙ্ঘন হবে না—হবে না—হবে না। "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।" এই আমি চল্লেম, যেখানে দুরাত্মা থাক্‌বে, সেইখানে গিয়ে তাকে বিনাশ কর্‌ব।

[বেগে প্রস্থান।

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ সকলের প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

বীর-কলঙ্ক নাটক।

দ্বিতীয় খণ্ড।

(জয়দ্রথ-বধ)

উৎসর্গ-পত্র।

যিনি জয়দ্রথ-বধ রচনা করিলে আমি
জয়দ্রথ-বধ রচনা করিব না
প্রতিশ্রুত ছিলাম,
যাঁহার আদেশে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছি,
সেই অকৃত্রিম বন্ধুতার আস্পদ
স্বর্গীয় ৺ প্রমথনাথ মিত্রের নামে
এই
"জয়দ্রথ-বধ নাটক"
উৎসর্গ করিলাম।

জগদীশ্বরী তাঁহার আত্মাকে সুখী করুন।

ভূমিকা।

জয়দ্রথবধ প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থ সাধারণের প্রীতিকর হইবে কি না, তাহা জানি না—সে কথা ভাবিয়াও দেখি নাই; যে সূত্রে এই গ্রন্থের উৎপত্তি, কেবল তাহাই বলিয়া এই ভূমিকা শেষ করিব।

যখন মৎপ্রণীত "সাধক-সংহার" নামক দৃশ্যকাব্যখানি মুদ্রিত হয়, সেই সময়ে আমার স্বর্গীয় বন্ধু বাবু প্রমথনাথ মিত্র বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার তরণীসেন-বধ-বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া নাটক লিখিবার ইচ্ছা থাকিলেও আমার তরণীসেন-বধ (সাধক-সংহার) প্রকাশের পর, আর তিনি উহা রচনা করিবেন না। সেই সময়ে ইহাও বলেন যে, বীর-কলঙ্কের দ্বিতীয় খণ্ডে জয়দ্রথ-বধ রচনা করিয়া প্রকাশ করিবার, তাঁহার ইচ্ছা আছে; তিনি ঐ গ্রন্থ রচনা করিলে, আমি আর ঐ বিষয়ে দৃশ্যকাব্য রচনা না করি।

তিনি জয়দ্রথ-বধে প্রকাশিত করিবার জন্য বীর-কলঙ্ক প্রথম খণ্ড (অভিমন্যু-বধ) হইতে শেষের দুইটি দৃশ্য পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে জগজ্জননী তাঁহাকে স্বীয় কোমল ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা—তাঁহার লীলা বুঝে, ক্ষুদ্র মনুষ্যের এমন ক্ষমতা কই?

যাহাতে বন্ধুবরের রচিত অংশটুকু লুপ্ত না হয়, সেই ইচ্ছাই এই গ্রন্থের জননী; কিন্তু আমার রচনার সহিত মিলিত হইয়া যে, সে অংশটুকু স্থায়ী হইবে, তাহারই বা আশা কোথায়? এই জন্যই এই গ্রন্থখানি প্রমথনাথের গ্রন্থাবলীতে যোজিত হইল। এখন আশা হয়—যত দিন সুকবি প্রমথনাথের গ্রন্থাবলী থাকিবে, তত দিন এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিও থাকিতে পারিবে।

সুকবি বন্ধুবরের লেখনীতে জয়দ্রথবধ যেমন হইত, আমার হস্তে যে

তাঁহার রচিত অংশটুকুর অনুরোধে, সকলে আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ আদ্যন্ত পাঠ করিবেন এমন আশা করি। প্রমথনাথের রচিত অংশ এইরূপ (“ ”) কোটেশন চিহ্নের মধ্যগত করিয়া দিলাম। পাঠকগণ দেখিবেন, এই পুস্তকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের শেষ ভাগ ; তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের গানটি ; পঞ্চম অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যের প্রায় সমস্ত, পঞ্চম দৃশ্যের শেষ ভাগ, ষষ্ঠ দৃশ্যের কিয়দংশ এবং সপ্তম দৃশ্যটি স্বর্গীয় প্রমথনাথের লেখা। আমাকে বাধ্য হইয়া দৃশ্য দুইটিকে এত খণ্ডে বিভক্ত করিতে হইয়াছে, তজ্জন্য বোধ হয় আমার মত লেখক ক্ষমা পাইতে পারে।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

মহাদেব,

পুষ্পদন্ত, মাল্যবান, নন্দী, ঋষিগণ, ব্রহ্মচারী।

যোগমায়া ও অপ্সরাগণ।

শ্রীকৃষ্ণ,

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব,

দারুক, সাত্যকি,

ধৃষ্টদ্যুম্ন, ঘটোৎকচ, পাণ্ডবপক্ষীয় রাজগণ,

পাণ্ডব-সৈন্যগণ।

দ্রৌপদী,

সুভদ্রা, উত্তরা ও সুনন্দা।

ধৃতরাষ্ট্র,

দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ প্রভৃতি দুর্য্যোধনের ভ্রাতৃগণ।

দ্রোণ, কৃপ, বিদুর, সঞ্জয়,

কর্ণ, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, শকুনি ও কুরুপক্ষীয় রাজগণ,

কুরুপক্ষীয় দূত ও সৈন্যগণ।

যুদ্ধক্ষেত্র

জয়দ্রথবধ।

(পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক)

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সমরক্ষেত্র।

চতুর্দ্দিকে মৃত সৈন্যাদি পতিত ; মধ্যস্থলে
অভিমন্যুর মৃত দেহ

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।)

শ্রীকৃষ্ণ।—যে জন্য এই ভারতভূমে অবতীর্ণ হ'য়েছি, তা আমাকে করতেই হ'বে। যখন আমাকে অসংখ্য যদুবংশ ধ্বংস করতে হ'বে, তখন প্রাণ-সখার প্রাণপুত্র অভিমন্যুর মৃত্যুতে দুঃখিত হ'লে চল্‌বে কেন? নিয়তিচক্র যেমন ঘূর্‌চে ঘূরুক, তার আবর্ত্তনে ত জীব নিষ্পেষিত হয় হ'ক—জগতে কার্য্যার্থেই আমার আবির্ভাব—কার্য্য করি—কার্য্য শেষ হলে'ই চলে যা'ব। চন্দ্রপুত্র বর্চাও কার্য্যার্থ অভিমন্যুরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিল ; তার কার্য্য শেষ হ'য়েছে, তাই সে চন্দ্রলোকে চলে গেল—সকলের গতিই এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে। আমার চক্রে জগৎ ঘূর্‌চে সত্য, কিন্তু জগতের প্রথম দিনে—মানব-জীবনের প্রথম দিনে যার ভাগ্যে যা লিপিবদ্ধ হ'য়েছে, নিয়তি-চক্রের আবর্ত্তনে তা অবশ্যই ঘটবে—আমি নিয়তির নিয়ম বিপ-

র্য্যস্ত কর্‌তে পারি সত্য, কিন্তু তাতে জগতের বিশৃঙ্খলা বই সুফল ফল্‌বার সম্ভাবনা নাই। সেরূপ বিশৃঙ্খলা করে জগৎ নষ্ট করার চেয়ে—জগতের একটি প্রাণী কালের কোমল কোলে চিরদিনের মত নিদ্রিত হয়, ক্ষতি কি?—অভিমন্যুর শোকে আমার প্রাণসখা আকুল হয়েছেন—প্রাণের ভগ্নী সুভদ্রা উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ কর্‌চেন—বিরাটপুত্রী উত্তরা জন্মের মত অনাথিনী হলেন—তা আমি কি কর্‌বো;—আমার কার্য্য আমি করি—তাঁদের ভোগ তাঁরা ভুগুন। ইহজীবনের অসুখ তাঁদের জন্য অনন্ত জীবনের সুখের দ্বার মুক্ত করে দিচ্চে—এখন অভিমন্যুর মৃতদেহ রক্ষার উপায় করি—এই দেহই জয়দ্রথ-বধের সূত্র——(কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) "সুগন্ধি চন্দনর্চ্চায় যে অঙ্গ ভারাক্রান্ত হত—আজ সেই অঙ্গে শত শত অস্ত্রের আঘাত-চিহ্ন! মরি! কুসুম-সুকুমার দেহ আজ ধূলায় ধূসরিত, খঞ্জন-গঞ্জিত নেত্রদ্বয় আজ স্থির—নিমীলিত—পক্ষী পিঞ্জর পরিত্যাগ ক'রে পলায়ন করেছে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও আর তা ফিরে আসবে না—শত শত, লক্ষ লক্ষ, অযুত অযুত জীবন দিলেও আর ফিরে আস্‌বে না। কালের করাল গ্রাস হ'তে কারও অব্যাহতি নাই, সকলেরই এই পথ—বৃথা মনুষ্যের গর্ব্ব—বৃথা মনুষ্যের অহঙ্কার—বৃথা মনুষ্যের অভিমান। কিন্তু মনুষ্য নিরন্তরই ধনমদে—ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত, এক বারও ভাবে না, কালের কুটিল চক্রে সকলকেই পেষিত হ'তে হ'বে! দুর্য্যোধন! এক মুহূর্ত্তের জন্যও যদি এই সকল ভাবনা তোমার মনোমধ্যে উদিত হ'ত, তা হ'লে আর এত অমূল্য মনুষ্য-জীবন সামান্য ভূমিখণ্ডের জন্য বিনষ্ট হ'ত না।

(অর্জ্জুনের প্রবেশ।)

অর্জ্জুন।—দগ্ধ হলেম—দগ্ধ হলেম—জ্বলে গেলেম—পুত্রশোকানলে হৃদয়ের অস্থিমজ্জা পর্য্যন্ত দগ্ধ হ'য়ে গেল। আর সয় না—সয় না।

কৃষ্ণ। অর্জ্জুন! আবার তুমি এখানে কেন এলে?—এ সকল তোমার দেখ্‌বার উপযুক্ত নয়।

অর্জ্জুন।—এক বার জন্মের মত দেখে নি। আর দেখ্‌তে পাব না।

কৃষ্ণ।—তবে দেখ—দেখে চক্ষু দগ্ধ কর। তাপিত হৃদয় দ্বিগুণ তাপিত কর।

অর্জ্জুন।—ঐ আমার নয়নের তারা—আমার জীবনের জীবন প্রভাত-চন্দ্রের ন্যায় মলিন হ'য়ে প'ড়ে রয়েছে। কৃষ্ণ! কি দেখালে? —কি দেখালে? চক্ষু পুড়ে গেল যে!—(অভিমন্যুর মৃত দেহ আলিঙ্গন করিতে করিতে)—বাবা অভিমন্যু রে! এই কি তোর শয়ন করবার স্থান? ওঠ, বাবা—এক বার ওঠ—এক বার উঠে কথা কও—(মুখচুম্বন)—একবার ওঠ—এক বার উঠে এ হৃদয়ে এস—এসে এ তাপিত হৃদয় সুশীতল কর।

কৃষ্ণ।—অর্জ্জুন! আবার তুমি স্ত্রীলোকের ন্যায় শোক কর্‌তে লাগ্‌লে?

অর্জ্জুন।—কৃষ্ণ! এখন চিরকালই আমি শোক ক'র্‌তে রইলেম।

কৃষ্ণ।—চিরকালই শোক ক'র্‌বে সত্য। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে পুত্র-শোকে অধীর হ'য়ে—ক্রোধে অন্ধ হ'য়ে কি প্রতিজ্ঞা করেছিলে, স্মরণ আছে?

অর্জ্জুন।—স্মৃতিপথে গাঢ় চিত্রিত আছে। আমি যখন প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, তখন অবশ্যই তা পূর্ণ হ'বে। আমার পুত্রঘাতী জয়দ্রথ নিশ্চয়ই কাল শমনভবন দর্শন ক'র্‌বে।

কৃষ্ণ।—* * * * তোমার প্রতিজ্ঞানুসারে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই তোমাকে জয়দ্রথ বধ ক'র্‌তে হ'বে। না হলে কি বলেছ, স্মরণ আছে?

অর্জ্জুন।—না হ'লে স্বহস্তে চিতা প্রজ্বলিত ক'রে তন্মধ্যে আত্ম-সমর্পণ ক'র্‌বো।

কৃষ্ণ।—তা আর প্রার্থনীয় নয়। অর্জ্জুন, ক্রোধপরবশ হ'য়ে অতি কঠিন বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'য়েছ, এখন জয়দ্রথ-বধের উপায় কি?

অর্জ্জুন।—উপায় তুমি। কৃষ্ণ! তুমি আমাকে ভয় প্রদর্শন কর্‌চো?—কিন্তু কৃষ্ণ যা'র বন্ধুত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ, সে সামান্য জয়দ্রথ-বধে কখন ভীত হ'বে না। দেবাদিদেব মহাদেবের সহিতও যুদ্ধ কর্‌তে সে ভীত হয় না।

কৃষ্ণ।—যাই হউক, এ বিষয়ের সৎপরামর্শ জন্য সুবিবেচক অমাত্য ও বন্ধুগণের সহিত নীতি-মন্ত্রণা করা কর্ত্তব্য।

অর্জ্জুন।—সখে! যা আবশ্যক তা তুমি কর, আমাকে সে কথা বলাই বাহুল্য।

কৃষ্ণ।—তবে এখন স্বশিবিরে গমন কর। সকলকে তথায় থাকৃতে বল গে। আমি ক্ষণপরেই যাচ্চি।"

[অর্জ্জুনের প্রস্থান।

আমিও যাই, মৃতদেহ রক্ষার আয়োজন করি গে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

(ধৃতরাষ্ট্র আসীন।)

ধৃতরাষ্ট্র।—বিধাতঃ! পূর্ব্বজন্মে আমি কি এমন গুরুতর পাপ করেছিলেম যে সেই পাপে আমাকে এই দুঃসহ যন্ত্রণানলে দগ্ধ হ'তে হ'চ্ছে—হায়, অন্ধ হওয়া কি ভয়ানক যন্ত্রণা—এ জগৎ যে কেমন, তা এই জগতের জীব হ'য়ে জান্‌তে পার্‌লেম না—জ্যোতিপূর্ণ দিবা কেমন নয়নানন্দকর, তা দেখা এ দগ্ধভাগ্যের ভাগ্যে ঘট্‌লো না—আমার ভাগ্যে চিরদিনই তমসাচ্ছন্ন অমানিশি—ও কে আসে?—গান্ধারী?—না, তার মত পদশব্দ ত নয়। তবে কি বিদুর?—না সেও ত নয়!—

হবে কে?—সঞ্জয়?—হতে পারে। এর মধ্যে কি আজ্‌কার যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেছে? এখন বেলা কত?—সন্ধ্যা কি হ'য়ে গেছে?—হ'তে পারে। তা আমার পক্ষে সন্ধ্যাও যা, প্রভাতও তা, আর দ্বিপ্রহর রজনীও তাই—কে ও সঞ্জয়?

(সঞ্জয়ের প্রবেশ)

সঞ্জয়। আজ্ঞা হাঁ, মহারাজ! প্রণাম করি।

ধৃতরাষ্ট্র।—সঞ্জয়! আজ্‌কে যুদ্ধে কি হ'লো?

সঞ্জয়।—মহারাজ! আজ যুদ্ধ আরম্ভ হ'বার পূর্ব্বে কুমার দুর্য্যোধন আচার্য্যকে অনেক ভৎ'সনা করেছিলেন—তাই তিনি ক্রুদ্ধ হ'য়ে—

ধৃতরাষ্ট্র।—রণত্যাগ করেছেন?—হা! আমার মূর্খ পুত্রদের জ্বালায় কি কর্‌বো?

সঞ্জয়। না, না মহারাজ! রণত্যাগ করেন নি।—ক্রুদ্ধ হ'য়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, আজ চক্রব্যূহ নির্ম্মাণ করে, হয় পাণ্ডবপক্ষীয় কোন্ শ্রেষ্ঠ বীরকে বিনাশ কর্‌বেন—না হয় যুধিষ্ঠিরকে বন্ধন ক'রে দুর্য্যোধনের সম্মুখে এনে দিবেন।

ধৃতরাষ্ট্র।—তা'র পর কি হ'লো?—

সঞ্জয়।—তিনি আরও বলেছিলেন যে, অর্জ্জুন পাণ্ডব-শিবিরের রক্ষক থাক্‌লে এ কার্য্য সুকঠিন হ'বে, তাই সুশর্ম্মা প্রভৃতি বীরগণ নারায়ণী-সেনা সঙ্গে নিয়ে সংসপ্তক হ'য়ে দ্বৈপায়ন হ্রদের দিকে অর্জ্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান কর্‌লেন। কাজেই অর্জ্জুনকে শিবির ত্যাগ ক'রে যেতে হলো।

ধৃতরাষ্ট্র।—সঞ্জয়! আজ যুধিষ্ঠির বন্দী হয়েছে, কি কোন বীর নিহত হ'য়েছে, আমায় শীঘ্র বল?

সঞ্জয়।—মহারাজ! আজ পাণ্ডবপক্ষের এক জন শ্রেষ্ঠ বীরই

সঞ্জয়।—না, মহারাজ! অর্জ্জুন-নন্দন অভিমন্যু।

ধৃতরাষ্ট্র।—তবে নিহত হয় নাই—হ'বে বল।

সঞ্জয়।—মহারাজ! অভিমন্যুকে সামান্য জ্ঞান কর্‌বেন না। সে তা'র পিতা ধনঞ্জয়ের তুল্য বীর—অথবা বীর্য্যে বোধ হয় তা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। সেই ষোড়শবর্ষীয় বালকই আজ আচার্য্য দ্রোণের চক্রব্যূহ ভেদ ক'রে একাকী অসংখ্য কৌরব-সেনার মধ্যে প্রবেশ ক'রেছিল—তার হস্তে আজ প্রায় অর্দ্ধেক কুরু-সৈন্য বিনষ্ট হ'য়েছে—তা'র বীর্য্য-বলে আজ কোশলরাজ বৃহদ্বল, মগধরাজনন্দন শ্বেতকেতু, অশ্বকেতু ও কুঞ্জরকেতু, বিখ্যাত শত্রুঞ্জয়, চন্দ্রকেতু, মহামেঘ, সুবর্চা ও সূর্য্যভাস নামক বীর পঞ্চ আজ ধরাশায়ী হ'য়েছেন—মহারাজ! বল্‌ব কি!—বল্‌তে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, সেই বালক বীরের করে আজ দুঃশাসনাত্মজ উলুক ও দুর্য্যোধন-নন্দন লক্ষ্মণ নিহত হ'য়েছে।

ধৃতরাষ্ট্র।—হা হতবিধে! কি শুনি! আজ আমি দুটি পৌত্র হারালেম্‌!—ওঃ হৃদয় যে দগ্ধ হয়!

সঞ্জয়।—(স্বগত) এখন হ'য়েছে কি? এ নাটের গুরু ত তুমি, এখনো অনেক বাকি।

ধৃতরাষ্ট্র।—ভাল, সঞ্জয়! তার পর অভিমন্যু কেমন ক'রে ম'লো, বল দেখি?

সঞ্জয়।—মহারাজ! সে কথা আর কি বল্‌বো? লক্ষ্মণের মৃত্যুতে দুর্য্যোধন এককালে জ্ঞানশূন্য হ'য়ে, সপ্তরথী মিলে সেই বালকের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে লাগ্‌লেন।

ধৃতরাষ্ট্র।—বেস্‌! বেস্‌!

সঞ্জয়।—(স্বগত) বড় বেস্‌ নয়। তোমার পাপেই কৌরব বংশ ধ্বংস হ'বে।—(প্রকাশে)—তবুও সে বালকের কিছুই কর্‌তে পার্‌লেন না। সিংহ-শিশুর সিংহ-বিক্রমে সেই সপ্ত জম্বুক সপ্ত বার বিতাড়িত হ'লো।

ধৃতরাষ্ট্র।—সঞ্জয়! আমার পক্ষীয় লোক হয়ে, আমার সৈন্যগণকে

নিন্দুক বলা তোমার ভাল হ'চ্ছে না।—সাবধান! ভাল শুনি, সপ্ত রথী কে কে?

সঞ্জয়।—আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন, আপনার শ্যালক শকুনি, রাধেয় কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও দ্রোণাচার্য্য।

ধৃতরাষ্ট্র।—সঞ্জয়! এঁরা সকলেই তোমার পূজ্য ব্যক্তি, এঁদের নিন্দুক বলা তোমার ভাল হয় নাই।

সঞ্জয়। এঁদিগকে আমার নমস্কার—কিন্তু এঁদের কার্য্য দেখে নিন্দুক বই আর কিছু বল্‌তে ইচ্ছা করে না। এমন অন্যায় যুদ্ধ কি বীরে পারে?

ধৃতরাষ্ট্র।—কেন অন্যায় কি?—"শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ"। ওরা যখন ভীষ্মকে অন্যায়-যুদ্ধে আহত করেছে, তখন অভিমন্যুকে সপ্তরথী মিলে বধ করা কিছুই দোষ হয় নি।

সঞ্জয়।—কিন্তু তাতে এতে অনেক প্রভেদ।

ধৃতরাষ্ট্র।—(সক্রোধে)—কি প্রভেদ?

সঞ্জয়।—মহারাজ! ক্রুদ্ধ হ'বেন না। ভীষ্মবধের সময় আপনার পক্ষীয় সকল বীরই সেখানে উপস্থিত ছিলেন—থেকেও কেউ ভীষ্মকে রক্ষা ক'র্‌তে পারেন নি—কিন্তু ভেবে দেখুন, অভিমন্যু অসহায়, পাণ্ডব পক্ষীয় এক জন সামান্য সৈনিকও তা'র কাছে ছিল না।

ধৃতরাষ্ট্র।—তা'তে আর হ'য়েছে কি?—যেমন ক'রে হ'ক, শত্রু-ক্ষয় হ'লেই হলো। অর্জ্জুন অভিমন্যুকে প্রাণের চেয়ে ভাল বাসে। অভিমন্যুর শোকে সে এতক্ষণ প্রাণত্যাগ ক'রেছে। যুধিষ্ঠির ধার্ম্মিক—তা'র প্রতিজ্ঞা আছে—পাঁচ ভায়ের একটি মলেই সে মরবে; সুতরাং সেও এতক্ষণ মরেছে সন্দেহ নাই। বোধ হয় এতক্ষণে দূত আস্‌চে—আর ভয় কি?

সঞ্জয়।—(স্বগত)—না।—ভয়ও নেই, ভরসাও নেই—এ যাত্রা আশা নিয়েই থাক।

ধৃতরাষ্ট্র। সঞ্জয়। দূত নাই আসুক—তারক রাজা যে ফিরেই—

হ'য়েছে তা'তে কোন সন্দেহই নেই—আমায় নিয়ে চল, আমি সু-খবর গান্ধারীকে নিজে বল্‌বো।

সঞ্জয়।—চলুন।

[ধৃতরাষ্ট্রকে লইয়া প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য।

শিবির-মধ্য।

(দুর্য্যোধন, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ ও জয়দ্রথ।)

জয়দ্রথ।—আশ্চর্য্য। আমি গুপ্তচরের মুখে অর্জ্জুনের এই প্রতিজ্ঞার কথা শুনে বড়ই ভীত হ'য়েছি। আর তিলমাত্র সমর-ক্ষেত্রে থাক্‌বার ইচ্ছা নাই। আমার ইচ্ছা হ'চ্চে, এখনি সিন্ধুরাজ্যে পলায়ন করি।

কর্ণ।—তাতে ফল কি?—আর প্রয়োজনই বা কি? বরং এখানে থাকলে প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা; আমরা সমবেত হ'য়ে রক্ষা কর্‌লে অর্জ্জুন আপনাকে কখনই বিনাশ কর্‌তে পারবে না।

জয়দ্রথ।—অঙ্গরাজ! আপনারা সমবেত হ'লে যম-নিপীড়িত ব্যক্তিকেও রক্ষা ক'র্‌তে পারেন—কিন্তু আমার বোধ হ'চ্চে—অর্জ্জুনের হস্তে আমাকে রক্ষা ক'রতে পার্‌বেন না। আমি পাণ্ডবগণের হর্ষধ্বনি শুনে বড়ই ভীত হ'য়েছি। মুমূর্ষুর ন্যায় আমার গাত্র অবসন্ন হ'চ্চে। আপনাদের কথা দূরে থাকুক—দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও রাক্ষসগণ একত্রিত হ'লেও অর্জ্জুনকে প্রতিজ্ঞা-রক্ষায় বিমুখ ক'র্‌তে সমর্থ হ'বে না। আমার বিবেচনায় পলায়নই শ্রেয়ঃ।

কর্ণ।—সিন্ধুরাজ! পলায়ন শ্রেয়ঃ কেমন ক'রে? পাণ্ডবদের কি চর নাই? আপনার পলায়ন-সংবাদ শুন্‌লে, তা'রা অর্দ্ধ পথে আপনাকে আক্রমণ ক'র্‌বে। সিন্ধুরাজ্য পর্য্যন্তও আপনাকে যেতে হ'বেনা —

জয়দ্রথ।—অ্যাঁ? তবে কি আমার পরমায়ু নাই?

দুর্য্যোধন।—সিন্ধুরাজ! ভীত হ'য়ো না। তুমি ক্ষত্রিয়-বীরগণের মধ্যে থাক্‌বে—আমি, সখা, চিত্রসেন, বিবিংশতি, শল্য, শাল্ব, বৃষসেন, ভূরিশ্রবা, পুরুমিত্র, জয়, ভোজরাজ, কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, দুঃশাসন প্রভৃতি আমার উনশত ভ্রাতা, আচার্য্য দ্রোণ, গুরুপুত্র অশ্বত্থামা, আচার্য্য কৃপ, মাতুল শকুনি, সকলে তোমাকে বেষ্টন করে রক্ষা ক'র্‌বো, তুমি ভীত হয়ো না।

জয়দ্রথ।—কিন্তু অর্জ্জুন যে আমাকে কাল সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই বধ ক'র্‌বে প্রতিজ্ঞা ক'রেছে।

দ্রোণ।—বৎস জয়দ্রথ! তোমার এবং অর্জ্জুনের গুরূপদেশ সমান, কিন্তু অর্জ্জুন যোগদ্বারা উৎকর্ষ লাভ ক'রেছে। যাই হউক, তোমার ভয় নাই—সমর-সময়ে আমিই তোমাকে রক্ষা কর্‌বো। বৎস! কাল আমি এমন ব্যূহ রচনা ক'র্‌বো যে, কেহই সে ব্যূহ এক দিনে উত্তীর্ণ হ'তে পার্‌বে না। এই দুর্ভেদ্য ব্যূহের পূর্ব্বার্দ্ধ শকট ও পশ্চাতার্দ্ধ পদ্মের ন্যায় ক'র্‌বো। সেই পদ্ম-ব্যূহের অভ্যন্তরে অতি গূঢ় সূচীব্যূহ নির্ম্মাণ ক'র্‌বো। কর্ণ, ভূরিশ্রবা, অশ্বত্থামা, বৃষসেন, দুর্য্যোধন ও শল্য সেই সূচীব্যূহের মুখ রক্ষা কর্‌বেন, তুমি সেই সূচীব্যূহের অভ্যন্তরে থাক্‌বে। দেখ বৎস, কুরুপাণ্ডবদিগের মধ্যে আমি আর অর্জ্জুন ব্যতীত এমন কেউ নাই, যে যাট দণ্ডের মধ্যে শকটব্যূহ অতিক্রম ক'র্‌তে পারে। যদিও কৃষ্ণসহায় অর্জ্জুন দিবা সত্ত্বে শকটব্যূহ অতিক্রম ক'রে পদ্মব্যূহে প্রবেশ ক'র্‌তে পারেন, তথাপি কর্ণ, ভূরিশ্রবা প্রভৃতি ছয় জন মহারথীর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে সূচীব্যূহ ভেদ ক'র্‌তে কখনই সমর্থ হ'বেন না; এ কার্য্য ত্রিলোকে কেহই পারে না।

জয়দ্রথ।—আচার্য্য! কাল যদি আমায় রক্ষা ক'র্‌তে পারেন, তা হ'লে মহারাজ দুর্য্যোধন অরাতিশূন্য হ'বেন, সন্দেহ নাই। অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা ক'রেছে, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে আমাকে বধ কর্‌তে না পার্‌লে, নিজে অনলে প্রবেশ ক'রে প্রাণত্যাগ ক'র্‌বে। অর্জ্জুন বিনষ্ট হ'লে আর কা'রও হাতে আমার মৃত্যুর ভয় নাই।

কর্ণ।—সিন্ধুরাজ! কাল অর্জ্জুনের শেষ দিন। তা'রে অন জীবনাহুতি দিতে হ'বে না—আমার শরানলেই তা'র প্রাণ দগ্ধ হ'বে আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌চি—কাল তা'রে বিনাশ ক'রে আমার মনে অনল নির্ব্বাণ কর্‌বো।—(দুর্য্যোধনের প্রতি)—সখে! এত কা তোমাকে কেবল আশ্বাস দিয়েই এসেচি, কাল সেই আশ্বাস কার্যে পরিণত হ'বে। সিন্ধুরাজ! যাও, আজ নিরুদ্বেগে কালযাপন কর —কোন ভয় নাই।

দুর্য্যোধন।—চল, সখে! আমরাও যাই, বিশ্রাম করি গে। আচার্য্য প্রণাম।

[প্রণাম করিয়া দুর্য্যোধন, কর্ণ এবং
জয়দ্রথের প্রস্থান

কৃপ।—ভ্রাতঃ! এ কি প্রতিজ্ঞা কর্‌লে? কৃষ্ণসহায় অর্জ্জুনে হস্ত হ'তে জয়দ্রথের প্রাণরক্ষা ক'রবে কি ক'রে?—সত্য বটে, তোম প্রস্তাবিত ব্যূহদ্বয় এক দিনে ভেদ করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত, কি কৃষ্ণের অসাধ্য কি? তিনি মনে ক'র্‌লে আমাদিগকে মায়া-নিদ্র আচ্ছন্ন ক'রে এক দণ্ডেই কার্য্য সম্পন্ন কর্‌তে পারেন।

দ্রোণ।—ভাই হে! অতঃপর যা ঘট্‌বে, তা যোগদৃষ্টিতে আ সকলি জান্‌তে পেরেছি। ভক্তাধীন হরি, ভক্তের বাসনা চিরদিন করেন, অর্জ্জুন তাঁর ভক্ত—আমি কি তাঁ'র ভক্ত নই? কাল যত যুদ্ধ হ'বে, তত ক্ষণ আমি নিশ্চয়ই জয়দ্রথকে রক্ষা ক'র্‌বো। কারণেই হোক, আমি বেস্ বুঝ্‌তে পার্‌চি—কাল সূর্য্যাস্তের অ পূর্ব্বে যুদ্ধ শেষ হ'বে—তা'র পর কুরুরথিগণের সমক্ষে জয়দ্রথ নি হ'বে। দাম্ভিক কর্ণ বা দুর্য্যোধন, অর্জ্জুনের এক গাছি কেশও ক'র্‌তে সমর্থ হ'বে না। ভাই! আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্চি, ব কুরুকুল প্রায়ই নির্ম্মূল হ'বে।

(এক জন সৈনিকের প্রবেশ।)

সৈনিক।—(প্রণাম করিয়া)—মহারাজ কোথায়?

দ্রোণ।—কেন?

সৈনিক।—শ্রীকৃষ্ণ আর এক জন লোককে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ঘূরে ঘূরে বেড়াচ্চে।

দ্রোণ।—ভাল, যাও—তুমি তোমার কার্য্য কর গে।

[সৈনিকের প্রণাম ও প্রস্থান।

কৃপ।—চক্রী যে কাল কি চক্র বিস্তার ক'র্‌বেন, কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পার্‌চি নে।

দ্রোণ। কাল সকলই বুঝ্‌তে পার্‌বে। যাও এখন বিশ্রাম কর গে।

[কৃপের প্রস্থান।

—ব্রাহ্মণ হ'য়ে ক্ষত্রিয়ের কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'য়েছি—ক্ষত্রিয়ের মতই এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হ'বে। সমরানলে প্রাণাহুতি না দিলে এ প্রাণিহত্যা-পাপে নিস্তার নাই। তাই আমি কৌরব পক্ষে—আমার আয়ুষ্কাল পূর্ণ প্রায়। হরি! এ দরিদ্র ব্রাহ্মণকে অন্তকালে চরণে স্থান দিও। যাই—এখন শয়ন করি গে রাত্রিও অনেক হয়েছে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

সমরক্ষেত্র।

(শ্রীকৃষ্ণ ও দারুক।)

শ্রীকৃষ্ণ।—দারুক! সমরক্ষেত্রের যে সকল স্থান তোমাকে দেখালেম, বিশেষ ক'রে স্মরণ রেখো। দারুক, অর্জ্জুন পুত্র-বিয়োগে কাতর হ'য়ে কাল জয়দ্রথকে সংহার ক'র্‌বেন ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছেন। দুর্য্যোধনও অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা বিফল কর্‌বার জন্য সাধ্যমত যত্ন ক'র্‌বে। তার বিপুল সৈন্য—সকলেই জয়দ্রথের রক্ষার জন্য নিযুক্ত হ'বে। দ্রোণাচার্য্য সমরে অজেয়—তিনি যা'কে রক্ষা করেন, ইন্দ্রও তা'কে বিনাশ ক'র্‌তে সমর্থ হন না। কিন্তু অর্জ্জুন যা'তে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে জয়দ্রথকে বধ

ক'র্‌তে পারেন, আমি অবশ্যই কাল তা'র উপায় কর্‌বো; দারা, পুত্র, জ্ঞাতি, বান্ধব কেহই আমার অর্জ্জুনের অপেক্ষা প্রিয় নয়। আমি অর্জ্জুনশূন্য পৃথিবীতে মুহূর্ত্তকালও থাক্‌তে পারি নে। দারুক! অর্জ্জুন আমার প্রাণ, আমি অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য, প্রয়োজন হ'লে, কাল আবার নিজে অস্ত্রধারণ ক'র্‌বো। জগৎ দেখ্‌বে, অর্জ্জুন আমার, আমি অর্জ্জুনের। প্রয়োজন হ'লে কাল আমি অসংখ্য হস্ত্যশ্বসমবেত বীরগণকে কর্ণ দুর্য্যোধনের সহিত পরাজিত ও সংহার ক'র্‌বো। দারুক! যে অর্জ্জুনের দ্বেষ করে, আমি তা'র দ্বেষ্টা—আর যে অর্জ্জুনের বশীভূত, আমি তা'র বশীভূত। দারুক! অর্জ্জুন আমার শরীরার্দ্ধ।

দারুক।—পুরুষোত্তম! এ অধম তা বিশেষরূপেই অবগত আছে। এক্ষণে এ দাসের প্রতি কি আদেশ?

শ্রীকৃষ্ণ।—দারুক! প্রভাত হ'বামাত্রেই তুমি গরুড়ধ্বজ রথ সজ্জিত ক'রে দ্বৈপায়ন হ্রদের তীরে উপস্থিত থেকো—রথে কৌমদকী গদা, শক্তি চক্র, ধনু, শর প্রভৃতি সমস্ত উপকরণ যেন আয়োজিত থাকে, তুমি নিজে কবচে আবৃত হ'য়ে এসো এবং বলাহক, মেঘপুষ্প, শৈব্য ও সুগ্রীব এই চারিটি অশ্বকে কবচাবৃত ক'রে রথে যোজিত ক'রো, যখনি পাঞ্চজন্যে ঋষভ রাগের আলাপ শুন্‌বে; অমনি আমার নিকট উপস্থিত হ'বে। আমি নিশ্চয় পাণ্ডবদের দুঃখ দূর ক'র্‌বো—তা'দের অপমান আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে জ্বল্‌চে, শীঘ্রই তা' নির্ব্বাপিত হ'বে। তুমি নিশ্চয় জে'নো কাল সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে অর্জ্জুন জয়দ্রথকে বিনাশ ক'র্‌তে সমর্থ হ'বে—ভীম, দুর্য্যোধন আর দুঃশাসন ব্যতীত ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত পুত্রকে বিনাশ ক'র্‌বে।

দারুক। দীননাথ! আপনি দীনবান্ধব—আপনি যা'র সহায়, তা'র জয় নিশ্চয়। আপনার আদেশ আমার অবিচার্য্য।

শ্রীকৃষ্ণ। তবে যাও, এখন বিশ্রাম কর গে।

[দারুকের প্রণাম ও প্রস্থান।

যাঁতে যা হ'বে সকলি জানি। তবে যে নানারূপ উদ্যোগ করি, তার উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা বই আর কিছুই নয়। কোন কার্য্যে সিদ্ধিলাভ কর্‌তে হ'লে উদ্যোগ চাই ; জগৎবাসী আমার দৃষ্টান্তে শিক্ষা করুক, কোন কার্য্যে সফলকাম হ'তে গেলে কত চেষ্টার প্রয়োজন। কাল সমবেত কৌরববাহিনীর বল বিফল কর্‌তে হ'বে—তার জন্য কৌশলজাল বিস্তার করা চাই। এখন যোগমায়াকে স্মরণ করি (ধ্যানস্থ হইয়া)

কোথা এবে যোগমায়া। আইস ত্বরায়।

(যোগমায়ার প্রবেশ।)

যোগমায়া।—

নারায়ণ !—কি মনন করি এবে মোরে
করিলে স্মরণ ?

শ্রীকৃষ্ণ।—

দেবি ! বিষম সমস্যা
উপস্থিত। প্রাণ-সখা ধনঞ্জয় মম
করেছেন দারুণ প্রতিজ্ঞা ; হয় কালি
সূর্য্যাস্তের আগে বধিবেন জয়দ্রথ।
নহে—
অনলে জীবনাহুতি দিবেন নিশ্চয়।
তুমি বই এবে, দেবি, গতি নাই আর ;
আচ্ছন্ন কর গো ত্রিসংসার মায়াজালে।
সাবধান—সাবধান, দেবি, কালি যেন
তপন নয়ন-পথে না পড়ে কাহারো।

অন্ধকারে আচ্ছন্ন গগনে, সুদর্শন
সূর্য্যরূপে উদিত হইয়া ডুবে যবে
পশ্চিম গগনে, দেবি, থাকিতে থাকিতে
দিনমান ; আমি নিজে সাজাইব চিতা
অর্জ্জুনের তরে। দিব করিয়া ঘোষণা—
পাণ্ডবেরা কৃষ্ণ সনে মরিবে পুড়িয়া।
নিশ্চয় মোদের মৃত্যু দেখিবার তরে
আসিবেক জয়দ্রথ সহ কুরুদল,
সে সময় তুমি, দেবি, করিও প্রকাশ
দিবাকরে, অন্তর্হিতা হইয়া আপনি।
আর এক কথা, দেবি, এ রজনীকালে
অর্জ্জুনেরে ল'য়ে যা'ব কৈলাস-শিখরে ;
যেন এ ব্যাপার কেহ না পারে জানিতে।
কুরুক্ষেত্রবাসী, জীব-জন্তুগণে, দেবি,
নিদ্রায় বিভোর করি' রেখো সে সময়।
আজি রাত্রে যে দিকেতে করিব গমন,
কেহ যেন সে দিকেতে না থাকে জাগ্রত।

যোগমায়া।—

যথা অভিরুচি তব, হইবে নিশ্চয় ;
যাই এবে, রহি গিয়া অলক্ষ্যে মিশা'য়ে।

(অন্তর্ধান)

শ্রীকৃষ্ণ।—

যে কৌশল-চক্র আজি করিনু বিস্তার

জয়দ্রথ হতপ্রাণ হইবে নিশ্চয়
কোথা এবে সুদর্শন মম ?
(শূন্যে ঘূর্ণায়মান সুদর্শনের আবির্ভাব.)
সুদর্শন !
থাকিতে থাকিতে নিশি তপন রূপেতে
হইও উদয় প্রাচীদেশে ; যে সময়
আসিব কৈলাস হ'তে ফিরি সখা সনে।
থাকিতে থাকিতে দিনমান পুনরায়
অস্ত হ'য়ো পশ্চিম গগনে, যে সময়
লইব অৰ্জ্জুনে আমি কুরু-সৈন্য মাঝে।
আর এক কথা, যে সময়ে অৰ্জ্জুনের
বাণে ছিন্নমুণ্ড হ'বে জয়দ্রথ বীর,
মুণ্ড তা'র ল'য়ো উড়াইয়ে ; সাবধান,
ভূতলে না পড়ে যেন ; সেই মুণ্ড ল'য়ে
যথা জয়দ্রথ-পিতা আছে তপস্যায়
সমন্ত-পঞ্চক- তীর্থে ; ফেলিবে তাহার
ক্রোড়দেশে ; দেখ, যেন অন্যথা না হয়।
যাই এবে সখা সঙ্গে কৈলাস-শিখরে।

[প্রস্থান।

ইতি প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অর্জ্জুনের শিবির।

শিবিরস্তম্ভে, গাণ্ডীব, তূণদ্বয় ও বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র লম্বমান।

(রণবেশে অর্জ্জুন ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন।)

অর্জ্জুন। লোকে বলে, বীরে কখন আত্মীয় স্বজনের মৃত্যুতে দুঃখিত হয় না, মিথ্যা কথা। এমন লোক জগতে কেহই নাই, যিনি প্রিয়জনের বিয়োগে দুঃখিত না হন। হ'তে পারে তিনি অশেষ সহ্য গুণের আধার—যত কষ্টই হ'ক না, যত দুঃখ হ'ক না, বাহ্যে প্রকাশ না করে, তিনি মনের আগুন মনেই চেপে রাখ্‌তে পারেন। তাই ব'লে কি বল্‌বো যে, তাঁর দুঃখ হয় না? শুনেছি, কাঁদ্‌লে শোকের অনেক লাঘব হয়—সত্য মিথ্যা জানি না। কিন্তু অভিমন্যুর শোকে—অহো অভিমন্যু! বৎস! কোথায় তুমি! আমার হৃদয় যে বিদীর্ণ হয়! আর যে সহ্য হয় না! প্রাণের ভিতর যে কেমন করে!—(খট্টায় উপবেশন ও উপাধানে মুখ লুক্কায়িত করিয়া কিয়ৎক্ষণ অবস্থান)—কৃষ্ণের আদেশ, আজ শোক ভুলতে হ'বে। কিন্তু শোক ভুল্‌তে পারি কৈ? পাষাণ হতে চাই—কিন্তু হৃদয় ত পাষাণ নয়। হৃদয় যে কাঁদে—প্রাণ যে কেমন করে! কি সুখে আর বেঁচে থাক্‌বো? কোন্ মুখে সুভদ্রাকে এ পাপ মুখ দেখাবো? এ সংবাদ শুনে কি উত্তরা বাঁচবে? ওহো! প্রাণ যে কেমন করে! আর যে সহ্য হয় না! ধিক্ ক্ষত্রধর্ম্মে—ধিক্ রাজ্যসম্পদে! যদি সামান্য বনবাসী হ'তেম, আজ কি সুখেই কাল কাটাতেম। আমার অভাব কিসের? জগৎসখা শ্রীকৃষ্ণ আমার

সখা। সাক্ষাৎ ধর্ম্ম ধর্ম্মরাজ আমার প্রতিপালক। ছার রাজ্যলোভে প্রাণপুত্রকে—ওহো আর পারি নে! আর পারি নে! প্রাণে আর সয় না! বুক যে ফেটে গেল! অঁহো! দয়াময় হরি! এ কি কর্‌লে! এমন কেন হলো।—(সহসা শিবিরে রক্তালোক প্রকাশ)—এ কি! শরীর অবশ হলো কেন? অ্যাঁ! (সহসা নিদ্রাক্রান্ত হইয়া উপাধানে পতন)।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।)

অর্জ্জুন।—(নিদ্রাজড়িত স্বরে)—সখা! এলে? বসো। (উত্থান)।

শ্রীকৃষ্ণ।—সখা! কাল অতি দুর্জ্জয়! কাল সমস্ত পদার্থকে অবশ্য-ম্ভাবী বিষয়ে নিয়োজিত করে। শোকে কার্য্য নাশ হয়—শোক চেষ্টাহীন ব্যক্তির পরম শত্রু। শোককারী বীর শত্রুগণকে আনন্দিত আর মিত্রগণকে বিষম বিপদে নিমগ্ন করে। যে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে, সেই যথার্থ বীর—

অর্জ্জুন।—(নিদ্রা-জড়িত স্বরে)—কেশব! তুমি সহায় না থাক্‌লে কে কোন্ কার্য্য করিতে পারে? সখা! কালের নিয়ন্তা কে? চেষ্টার ফল দেয় কে? তুমি সহায় না থাক্‌লে জড় জীবের সাধ্য কি নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে? আমি যে ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, তাও কি তোমার মায়া নয়?

শ্রীকৃষ্ণ।—সখা! সে জন্য তুমি দুঃখিত হ'য়ো না। আমি আজ যে দিকে যাব, সে দিকে জীব মাত্রই গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হবে। এখন যা বলি শ্রবণ কর—দেবাদিদেব মহাদেব যে অস্ত্র দ্বারা দৈত্যকুল নির্ম্মূল ক'রেছিলেন, সেই পাশুপত দ্বারাই জয়দ্রথ নিহত হ'বে। যদি তুমি সেই মহা-অস্ত্র বিস্মৃত হ'য়ে থাক, একাগ্রচিত্তে মহাদেবের ধ্যান কর।

(অর্জ্জুনের ভূমির উপরিস্থ আসনের উপর যোগাসনে উপবেশন।)

শ্রীকৃষ্ণ।—(অর্জ্জুনের পশ্চাতে আসনোপরি দণ্ডায়মান হইয়া অর্জ্জুনের দক্ষিণ স্কন্ধে দক্ষিণ তর্জ্জনী স্পর্শ পূর্ব্বক)—

চল, সখে! দেবারাধ্য কৈলাস-শিখরে।
যোগীশ্বর স্মরহর বিরাজেন যথা।
পাশুপত অস্ত্র সহ আশীর্ব্বাদ তাঁর
'প্রয়োজন হ'বে কালি জয়দ্রথবধে।'

(সহসা আসন সহিত কৃষ্ণার্জ্জুনের উর্দ্ধে উত্থান।)

[পটপরিবর্ত্তন]

দৃশ্য—শিবির-শ্রেণী।

(দুই জন সজ্জিত সৈনিকের প্রবেশ।)

১ম সৈনিক।—দেখ, ভাই সমরকেতু! আজ সন্ধ্যেবেলা ও দলের লোকগুলো কি আমোদটাই কচ্ছিল—বাজনার গুঁতোয় কান পাতা ভার হয়েছিল, যেন কত বড় যুদ্ধটাই জিতেছে। তার পর মেজকত্তার পির্‌তিজ্ঞে শুনে অব্দিই সব চুপচাপ, আর চুঁ শব্দটিও নেই—বেটারা যেন মরেচে—

২য় সৈনিক।—যা বল, ভাই! কিন্তু আজ বড় কাল দিন গেছে। আমাদের পক্ষেও, ওদের পক্ষেও। আজ যে যুদ্ধ জিত্‌বে, সে আশা কি ওদের ছিল? এক যুবরাজের যুদ্ধেই সবার প্রাণ ঠোঁটের গোড়ায় এসেছিল! মেজো কর্ত্তা ঢুক্‌তে পার্‌লে কি আর রক্ষে ছিল। বল্‌তে কি, ভাই! মেজো কর্ত্তা যুদ্ধে ঢুক্‌লে আমাদের এক হাত বুক সাত হাত হয়। এক এক গদার বাড়ী ওদের দু দশ জন বড়বাড়ী দাখিল হয়। আজ যুবরাজের হাতে ওদের কে কে মরেচে শুনিচিস্‌?

১ম সৈনিক।—না ভাই! কাল যে বাণের ফলাটা গায়ে ফুটেছিল, তারি তাড়োসে আজ সকালবেলা জরবোধ হয়েছিল। তাই ছোট কত্তাকে বলে আজ আর যুদ্ধে বেরুই নি। এই এখন একটু নরম পড়েচে, তাই একটু বেরিয়েচি। সমস্ত দিন ঘরের ভিতর থেকে মনটা

এমনি হয়েচে যে, এখনি যুদ্ধ হয় ত যুদ্ধ করতে যাই। আমি থাক্‌লে যুবরাজের সঙ্গে গিয়ে যুদ্ধে প্রাণ দিতুম।

২য় সৈনিক।—ওরে যেতে পারলে সবাই প্রাণ দিতে পারে। মেজ কত্তাই যেতে পারে নি, তা তুই ? যে জয়দ্রথ—

১ম সৈনিক।—কাল টের পাবেন। ছেলে মেরে বাহাদুরী নেছেন, কাল বাপের হাতে শিঙে ফুঁক্‌বেন। মেজ কত্তার কথাও যা, কাজও তা।

(সহসা লোহিত জ্যোতিঃপ্রকাশ)

১ম সৈনিক।—ওকি বিদ্যুৎ হলো না কি ? ভাই! আমার ঘুম পাচ্চে। তুই একটু সজাগ থাকিস্‌। (নিদ্রা)

২য় সৈনিক।—(নিদ্রা)

[দক্ষিণ দিক্‌ হইতে আকাশে মেঘোপরি যোগাসনে অর্জ্জুন ও পশ্চাতে দণ্ডায়মান অবস্থায় কৃষ্ণের প্রবেশ ও বাম দিক দিয়া প্রস্থান।

[পটপরিবর্ত্তন]

দৃশ্য—সমরক্ষেত্রে।

ইতস্ততঃ পতিত মৃত সৈন্য, হস্তী অশ্বাদি নক্ষত্রের ক্ষীণ জ্যোতিতে ঈষৎ দৃশ্যমান। ইতস্ততঃ শৃগাল কুক্কুর বিকট চীৎকার করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। একটি জ্যোতির্ম্ময় কবন্ধের রঙ্গভূমির বাম পার্শ্ব হইতে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় প্রবেশ ও রঙ্গভূমির মধ্য-স্থলে আসিয়া মিলাইয়া যাওয়া, আকাশে একটি নক্ষত্রপাতি।

(একটা রাক্ষসী ও রাক্ষসের প্রবেশ।)

রাক্ষসী।—না লুদিপ্পিয়ো তা অপে না। মু কেব্ব গিলু থাবো।

রুধিরপ্রিয়।—নিড্ডেডা। ঝে হন্টকাড়, টোড়েই ডেকুটে পাই নি; হেথ্যাম মু মুঢ়া ডেখ্‌বো কি ক'ড়ে? কাড় সকাড়ে ঘিড়ু ডিবো—হাজ খেমা ডে।

নিদয়া।—মু তপে তোল্‌থনে আদ্ কতা কপো না।

(সহসা লোহিত জ্যোতিঃ প্রকাশ।)

চপ্প্ লে গেল লে—গুম্ এলো।

(রাক্ষস রাক্ষসীর নিদ্রিত হইয়া ভূমে পতন)

[বাম দিক দিয়া পূর্ব্ববৎ কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রবেশ এবং দক্ষিণ দিক দিয়া প্রস্থান।

[পটপরিবর্ত্তন]

দৃশ্য—কানন।

(যোগমায়ার প্রবেশ।)

যোগমায়া।——

চলিয়াছি আগে আগে কৃষ্ণের আদেশে
চলেছেন দীননাথ কৈলাস-শিখরে
সখা সঙ্গে রঙ্গে, মেঘে চড়ি' লীলাময়।
পশু পক্ষী আদি করি' যে যেথায় আছ—
জীবগণ, হও সবে নিদ্রায় বিভোর!
বিধাতার সৃষ্ট জীব নাহি র'বে জাগি'

(গীত)

ঘুমা'রে জীবগণ, বিভোর হ'য়ে ;
এস চুপি চুপি স্বপন রূপসী
প্রিয় সখি সনে মুচকি হাসি,
ভাস সুখে, হাস সুখে,
ভাসাও সুখ-সাগরে জীবগণে,
খেল নয়নে নয়নে সুখে সঙ্গিনী ল'য়ে।

[প্রস্থান।

[পটপরিবর্ত্তন]

দৃশ্য—গঙ্গাদ্বার।

পর্ব্বত হইতে গঙ্গা পতিতা হইতেছেন ও প্রবাহিতা হইয়া স্রোতাকারে গমন করিতেছেন।

(ঋষিগণ গঙ্গাজলে দণ্ডায়মান।)

১ম ঋষি।—

এস, এস সবে মিলি করি হরি নাম,
মনস্কাম সবাকার পূরিবে নিশ্চয় !
ঘুচে যা'বে ভয় ভয়হর হরি নামে।

সকলে।—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল—

(গীত)

হরি হরি বল না।
ওরে রসনা, ভুল না,
কলি-কলুষহর ও-নাম তা কি জান না ?

তরিতে ভব-সাগরে যদি থাকে বাসনা—
কর শ্রবণ কীর্ত্তন ও-নাম, হরিপদ কর সাধনা।
প্রাণ মন মিলাইয়ে, ত্রিজগত মাতাইয়ে,
তোল রে রসনা, তোল হরিনাম রোল—
জীবের যন্ত্রণাহারী, গোলক-বিহারী হরি,
সাধকে সদয় সদা, সদা তাঁরে ডাক না॥

(সহসা লোহিত জ্যোতিঃপ্রকাশ),

সকলে—

এ কি এ কি ?—কেন হেন—

(শূন্যে যোগমায়ার আবির্ভাব।)

যোগমায়া—

কৃষ্ণের আদেশে

চলিয়াছি আগে আগে আমি, মুনিগণ !
চলেছেন দীননাথ কৈলাস-শিখরে
সখা সনে পাণ্ডবের কার্য্য-সিদ্ধি তরে
অন্যের অলক্ষ্যে ; তাই আদেশে তাঁহার
নিদ্রায় বিভোর হ'বে সব জীবগণ,
বিধাতার সৃষ্ট জীব নাহি 'র'বে জাগি'।

১ম ঋষি—

জননি গো, নহি মোরা নিদ্রার অধীন,
মোদের অধীন নিদ্রা কৃষ্ণের কৃপায় ;
নর-নারায়ণ মূর্ত্তি হেরিব নয়নে,

এ কারণে, দয়াময়ি, এসেছি এখানে।
কৃষ্ণের আদেশ কিন্তু লঙ্ঘিতে না পারি,
নিদ্রা চক্ষে আসি পুনঃ এখনি ছাড়িয়ে
যা'ক চলি'।

(ঈষৎ নিদ্রাকর্ষণ)

(পুনরায় লোহিত জ্যোতিঃপ্রকাশ।)

এস সবে করি স্তব গান।

সকলে।—(সমস্বরে)—

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো দেবকীনন্দনাব্যয়।
বাসুদেব জগন্নাথ প্রণতার্ত্তিবিনাশন।
বিশ্বাত্মন্ বিশ্ব-জনক; বিশ্বহর্ত্তঃ প্রভোঽব্যয়!
প্রপন্নপাল গোপাল প্রজাপাল পরাৎপর।
আকৃতীনাঞ্চ চিত্তীনাং প্রবর্ত্তক নতাস্মি তে।
বরেণ্য বরদানন্ত অগতীনাং গতির্ভব।
পুরাণ-পুরুষ প্রাণ মনোবৃত্ত্যাদগোচর।
পাহি ত্বং কৃপয়া দেব শরণাগতবৎসল॥"

(স্তব সময়ে ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বরূপ কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রবেশ।)

শ্রীকৃষ্ণ।—

মুনিগণ! বিলম্বিতে নারি এবে আর
জান ত সকলে, হেথা যে কার্য্যের ছলে
আগমন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ সাঙ্গ হ'লে
হস্তিনা নগরে, হ'বে সবাকার সনে

পুনরায় দরশন, এক্ষণে বিদায়।

(যোগমায়ার প্রতি)—

যোগমায়া!
অতঃপর নিদ্রাতুর করিয়া জীবেরে
নাহি প্রয়োজন। হেথা হ'তে কুরুক্ষেত্রে
পাণ্ডব-শিবির, এর মাঝে যত স্থান—
নিদ্রাতুর যে যথায়, থাকুক তেমনি,
যত ক্ষণ নাহি ফিরি কৈলাস হইতে।

(যোগমার অন্তর্ধান

(অর্জ্জুনের প্রতি)—

চেয়ে দেখ, সখা!

অর্জ্জুন।—(প্রবুদ্ধ হইয়া)—

এ কি, সখে! কোন দেশে আনিলে আমায়
ওই ত উত্তরে হেরি ধবল পর্ব্বত।

[পটপরিবর্ত্তন]

দৃশ্য—তুষার-ধবল পর্ব্বতমালা।

অভ্রভেদী চূড়া যার উঠে ব্যোম-পথে
কুবেরের ক্রীড়া-ভূমি শোভি'ছে অদূরে
প্রফুল্ল কমলরাজি-শোভিত দীর্ঘিকা,
উদ্যান পাদপ ফলভরে অবনত,
বসিয়া বিহগগণ তাহে নানা তানে
গায় গান, কিন্নরের গীতি তা'র সনে

কি এক অপূর্ব্ব সুধা ঢালে শ্রুতি-পথে,
সুগন্ধেতে দিক্‌চয় আমোদিত, হায়
কি-যে অপরূপ শোভা বর্ণিব কেমনে !

শ্রীকৃষ্ণ।—

চল, সখে, বিলম্বের নাহিক সময়—
কালি সূর্য্যাস্তের আগে বধিতে হইবে
জয়দ্রথে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(পর্ব্বত মধ্য হইতে গীত)

কানন-শোভন পাদপলতিকাগণ
কুসুম-ভূষণ পরি' সেজেছে কেমন !
হেরে ভুলে যায় মন।
ভ্রমর ভ্রমরী গুঞ্জরি' গুঞ্জরি'
ফুলে ফুলে ফিরি'
মধুপানে বিভোর পরাণ—
এস সবে মিলি, কুসুম তুলি
কাঁদুক ভ্রমর ভ্রমরী লো—
ফিরি' ফিরি' কাননে,
গাঁথি' মালা গলে দোলা
যদি শুনিবি ভ্রমর-গুঞ্জন লো
আসি' আসে পাশে গুঞ্জরিবে অলিগণ॥

[পটপরিবর্ত্তন]

দৃশ্য—কুবেরের ক্রীড়া-কানন।

সরোবরে অপ্সরাগণ জল-বিহার করিতেছে।

[গীত।]

দেখ্ লো দেখ্ লো দেখ্ লো সখি,
দেখ্ লো চেয়ে গগন-কোলে
ঐ দেখা যায় আলো।
বুঝি উঠ্‌চে শশী হাসি' হাসি' কুমুদীরে দেখ্‌বে বলে ॥
কুমুদিনী বিষাদিনী ছিল, প্রাণসই,
নাথেরে হেরিলে সুখী হবে রসময়ী—
আমরা লো সই, হেসে হেসে,
আসে পাশে ভেসে ভেসে,
দেখ্‌বো তাদের প্রেমের খেলা
মন নয়ন যাবে ভুলে ॥

(মেঘ-বাহনে কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রবেশ।)

গগন-কোলে প্রাণসই, ও গগনশশী নয়
দেখ দেখ কালশশী রূপের নিলয় ;
কে দুজন সই, মেঘে ব'সে বল্ দেখি এ দিকে আসে
ইচ্ছা করে সবাই মিলে
বিকাই গিয়ে চরণতলে ॥

(দেখিয়া)—

চিনেছি লো গোপিকার কালশশী ওই
সখা সনে গগন-পথে চলেছে, লো সই,

এস, লো সই, সবাই মিলে হরি হরি হরি ব'লে,
জনম সফল করি
বিকাই হরির চরণতলে।

[কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রস্থান।

[পটপরিবর্ত্তন]

দৃশ্য—পর্ব্বতমালা।

(পর্ব্বতোপরে পুষ্পদন্ত ও মাল্যবান।)

উভয়ে।— [গীত।]

জয় জয় গিরিশ গঙ্গাধর
যোগিবর যোগীশ্বর স্মরহর হর

(মেঘারোহণে কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রবেশ।)

বোম্ বোম্ ভোলা।
পিনাকধর শঙ্কর।
গৌরীনাথ ধর ধর ভক্তিকুসুম—
মানস-শ্মশানে বিহর বিহর হর
'পর প্রেম-মৃগছালা॥

[পটপরিবর্ত্তন]

দৃশ্য—অন্ধকার আকাশে গ্রহ নক্ষত্রগণ ভ্রমণ করিতেছে। নিম্নে স্বুবর্ণনির্ম্মিত যক্ষনগরী অলকার স্বর্ণ-শিখর সকল ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ।—অনন্ত আকাশে অনন্ত নক্ষত্র অনন্ত পথে বিচরণ কর্‌চে—সেই আকাশে তুমি আমি অনন্ত চিন্তায় মগ্ন; আর একটু

পরেই ভগবান ভবানীপতির দর্শন পাব। ঐ যে অস্পষ্ট নগরী দেখ্‌চো, ঐ অলকা—এখন আমরা অনেক ঊর্দ্ধে উঠেচি, বলে স্প দেখা যাচ্চে না;—ঐ—ঐ অলকা অদৃশ্য হলো—(অলকা অদৃশ হওন)—আমরা অলকা অনেক পশ্চাতে রেখে এসেচি। ঐ যোগাসন শৃঙ্গ, দেখ, কেমন জ্যোতিঃ বহির্গত হচ্চে। এখনও আমরা অনেক দূরে তাই ভাল লক্ষ্য হয় না—ঐ দেখ—এইবার দেখ—(ক্রমে জ্যোতি প্রকাশ ও নক্ষত্রাদির অদৃশ্য হওন, সেই সঙ্গে যোগাসন-শৃঙ্গের তেজো ময় যোগপীঠে যোগাসীন শঙ্করের আবির্ভাব। পর্ব্বতপ্রস্থে ত্রিশূ হস্তে নন্দী এবং ইতস্ততঃ প্রমথগণ দৃষ্ট হইবে)—এখানে আর নক্ষত্রাদি জ্যোতিঃ নাই, যেমন সূর্য্যের তেজে দিনে নক্ষত্র দেখা যায় না, তদ পেক্ষা অনন্ত তেজের আধার ভবানীনাথের তেজে, সূর্য্যাদির তে কে দেখ্‌তে পায়? চল, অগ্রসর হই।

[কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রস্থান

নন্দীর শিবগুণগান।

'শিব শঙ্কর মহেশ' জীব রে, সদা বল না।
ঘুচে যা'বে ভব-ব্যাধি, রবে না আর ভাবনা॥
কেন রে কলুষ-পাশে বদ্ধ আছ মোহবশে,
মজো না অসার রসে সার রসেতে 'রস' না॥
ভাবিছ যা সুখময়, ভ্রান্তি বই আর কিছু নয়;
মরীচিকার জল-ভ্রমে প্রাণ যা'বে তা কি জান না?

(পর্ব্বতপ্রস্থে কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রবেশ।)

শ্রীকৃষ্ণ।—চল, আমরা পর্ব্বত শৃঙ্গে আরোহণ করি।

(কৃষ্ণার্জ্জুনের নন্দী সমক্ষে আগমন।)

নন্দি! দেবাদিদেব মহাদেবকে জ্ঞাপন কর কৃষ্ণার্জ্জুন আপন দর্শন-লাভার্থে এসেছে।

নন্দী।—দয়াময়! এ কি আজ্ঞা করচেন? আপনি আর তিনি কি ভিন্ন? কার জন্য আমি কার কাছে আদেশ আন্‌তে যাব? আপনার লীলা আপনি বুঝেন আমি বুঝি না। বুঝি কেবল হর হরি ভিন্ন ন’ন। চলুন, দাস পশ্চাৎ অনুগমন করচে।

(তিন জনের শিখরে আরোহণ।)

(হরি হরের পরস্পর নমস্কার প্রতিনমস্কার)

মহাদেব।—নারায়ণ! আজ নরনারায়ণ যুগলমূর্ত্তি দর্শন লাভ হলো।

শ্রীকৃষ্ণ।—যোগীশ্বরের মূর্ত্তি দর্শনে আমিও ধন্য হলেম, মহেশ্বর! আজ বড় বিপদাপন্ন হয়েই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।

মহাদেব।—মনের অভিলাষ ব্যক্ত করুন।

শ্রীকৃষ্ণ।—মহেশ্বর! আমার সখা জয়দ্রথবধের জন্য প্রতিজ্ঞা করেচেন। কিন্তু পাশুপত ব্যতীত অন্য অস্ত্রে জয়দ্রথ বধ হবে না, অতএব প্রার্থনা, সেই অস্ত্র অর্জ্জুনকে প্রয়োগ সংহার মন্ত্রের সহিত দান করুন।

মহাদেব।—মাধব! আমি পূর্ব্বে তোমার সখাকে বলেছিলাম যে, প্রয়োজন হইলেই প্রয়োগ সংহার মন্ত্রের সহিত পাশুপত তোমার স্মৃতিপথে উদিত হ’বে। সুতরাং এত দূর কষ্ট করে আস্‌বার কিছু প্রয়োজন ছিল না। বৎস নন্দি! আমার ধনুঃশর আনয়ন কর।

(নন্দীর ধনুঃশরানয়ন)

(সহসা মহাদেবের দক্ষিণ পার্শ্ব ভেদ করিয়া এক জন ব্রহ্মচারীর আবির্ভাব)

ব্রহ্মচারী।—(নন্দীর হস্ত হইতে ধনুঃশর গ্রহণ করিয়া আলীঢ় সংস্থানে উপবেশন)

শ্রীকৃষ্ণ।—সখে! মনঃসংযোগ পূর্ব্বক মৌর্বী আকর্ষণ, ধনুর্ধারণ, পাদসংস্থান প্রভৃতি অবলোকন করে ভব-মুখ-নিঃসৃত মন্ত্র গ্রহণ কর।

অর্জ্জুন।—(ব্রহ্মচারীর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মন্ত্রগ্রহণ)

ব্রহ্মচারী।—(বাণত্যাগ ও ধনুঃ রাখিয়া অন্তর্ধান)

মহাদেব।—(ধনুঃ গ্রহণ ও দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিবামাত্র ব্রহ্মচারী পরিত্যক্ত বাণের ঊর্দ্ধ হইতে হস্তে পতন)—জনার্দ্দন! এই আমার পাশুপত ও পিনাক অর্জ্জুনকে অর্পণ কর্‌লাম—(ধনুর্ব্বাণ অর্পণ)—কাল জয়দ্রথ-বধের সময় প্রয়োগ সংহার মন্ত্রের সহিত এই অস্ত্র স্মৃতিপথে উদিত হ'বে। লোকক্ষয়কর অপরিমিত তেজঃসম্পন্ন এই অস্ত্র কোন্ সময়ে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, তা আর তোমায় কি ব'লে দিব। যাও, এখন সুখে শত্রু সংহার কর গে।

[কৃষ্ণার্জ্জুনের শিরোনমন ও প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শিবির।

(জয়দ্রথ শয্যায় শয়ান)

জয়দ্রথ।—হায়! কি হবে? বোধ হচ্চে, আমার আসন্ন কাল সন্নিকট—আর অধিক বিলম্ব নাই। যখন ধনঞ্জয় আমাকে বধ করবে প্রতিজ্ঞা করেছে, তখন কে আমাকে রক্ষা করবে? না আমি এখানে থাক্‌বো না।—(উপবেশন)—এখন সকলেই নিদ্রিত, যাই, এই বেলা পলাই—কেউ টের পাবে না। যাই, একেবারে হিমাদ্রিপ্রস্থে পলায়ন করি গে। কাল কোন রকমে প্রাণটা বাঁচাতে পার্‌লে আর ভয় নেই—অর্জ্জুন অনলকুণ্ডে প্রবেশ কর্‌লে আর আমার মৃত্যু-ভয় নেই। সেই ভাল, এই বেলা পলাই—(উত্থান)—ওকি! শিবির যে অর্জ্জুনময়—কোন্ দিকে যা'ব?—ওঃ—ওঃ—ওঃ—অর্জ্জুন! মের না মের না, আমি তোমার অভিমন্যুকে বধ করি নি; ওকি?—তুমি অমন ভীষণ মূর্ত্তিতে আর সম্মুখে এসো না—দেখে প্রাণ কেমন করে—ওঃ—ওঃ—ওঃ—(মূর্চ্ছা ও পতন)

[নেপথ্যে গীত।]

"হায়! দুখের যামিনী প্রভাত হইল;
সুখ সুখতারা ডুবিল।
বিষাদের রব এবে, হায়, পূরিছে বিপুল ভবে,
বিষাদে কাঁদে বিহগ সকল।
তরুলতা আঁখিনীরে, দুখে ভাসাইছে ধরণীরে
জগত আজি বিষাদে বিকল।"

(দ্রোণ ও দুর্য্যোধনের প্রবেশ।)

দুর্য্যোধন।—আচার্য্য! এ কি? সিন্ধুরাজ ধূলায় পতিত কেন? অর্জ্জুন কি রজনীযোগে এসে এঁকে হত্যা করে গেছে?

দ্রোণ।—না, তা সম্ভব নয়। অর্জ্জুন এমন কাপুরুষের কাজ কখন করে না।

দুর্য্যোধন—আচার্য্য! অর্জ্জুন আপনার প্রিয় শিষ্য—তাই আপনি তার অন্যায় দেখ্‌তে পান না। কিন্তু বলুন দেখি, অর্জ্জুন কি ন্যায় যুদ্ধে পিতামহকে পাতিত করেছে?

দ্রোণ।—তাতে অর্জ্জুনের দোষ কিছুই নাই, আমি বেস জানি সে ভীষ্মের আদেশেই ওরূপ করেছিল।

দুর্য্যোধন।—ভীষ্মের আদেশ বলে কি অন্যায় অন্যায় নয়। আর যে এক বার অন্যায় কর্‌তে পারে, সে সহস্র বার অন্যায় কর্‌তে পারে। তার আর সন্দেহ কি?

দ্রোণ। আমি এমন বল্‌ছি না যে অর্জ্জুন ন্যায়-যুদ্ধে ভীষ্মকে পাতিত ক'রেছে; কিন্তু তাতে তার দোষ কি? শঠের সঙ্গে শাঠ্য করেছে। তোমরা অগ্রে তাদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করেছ—ভীমকে বিষান্নদানে বধ কর্‌বার চেষ্টা করেছ—জতুগৃহে পঞ্চপাণ্ডবকে দগ্ধ কর্‌বার চেষ্টা করেছ—অবশেষে কপট পাশক্রীড়ায় তাহাদিগকে বনবাসী করেছ—তার পর তারা যা করেছে তাই বা এমন অন্যায় কি?

সপ্তরথী বেষ্টনে নিরস্ত্র অভিমন্যুকে বধ করবার অপেক্ষা আর অন্যায় করে নাই। ভীষ্মকে পাতিত করবার সময় তোমারা ত সকলেই ছিলে; কেউ অর্জ্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পার নি? কিন্তু অভিমন্যুবধের সময় যদি একা অর্জ্জুন কাছে থাকতো, তা হলে সপ্তরথী ছেড়ে সহস্র রথীতেও কিছু করতে পারতে না। অধিক কি ভীম, সেখানে থাকলে কখনই অভিমন্যু বধ করতে পারতে না।

দুর্য্যোধন।—কেমন করে পারবো? যখন আমার সেনাপতিই শত্রুর পক্ষপাতী, তখন আমার জয়ের আশা কোথায়? আমার ভ্রম হয়েছে,—ব্রাহ্মণকে সেনানায়কের কার্য্য দেওয়াই অন্যায় হয়েছে।

দ্রোণ।—অন্যায় সহ্য করচো কেন? ব্রাহ্মণ ত তোমার সেনাপতিত্বে অভিলাষী নয়। এই দণ্ডেই যারে ইচ্ছা হয় সেনাপতি কর আমি তাতে ক্ষুব্ধ নই—বরং সন্তুষ্ট। অভিমন্যু-বধের ন্যায় অন্যায় কার্য্যে সহায়তা করতে না হয় সে ত সৌভাগ্য। আমি চল্লেম, তুমি যা জ্ঞান কর।

দুর্য্যোধন।—যাও—এখনি যাও, আমি তোমার সাহায্য চাই না। যখন প্রতিজ্ঞা করে জয়দ্রথকে রক্ষা করতে পারলে না, তখন তোমা হ'তে আমার কোন্ উপকার হবে?

দ্রোণ।—অহো! আমি যে জয়দ্রথকে রক্ষা করতে প্রতিশ্রুত, সে যে আমারি আশ্বাসে রণস্থল ত্যাগ করে নি। প্রভাত যে হ'য়ে গেছে, আর বিলম্ব করলে বিঘ্ন ঘটবার সম্ভাবনা জয়দ্রথ! বৎস। ওঠ, ধূলিতে শয়ন করে রয়েছ কেন?

জয়দ্রথ।—কে তুমি?—অর্জ্জুন?—অর্জ্জুন! আমাকে বধ করো না। আমি দন্তে তৃণ করে তোমার কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাচ্চি।

দ্রোণ।—বৎস! তুমি কি ক্ষিপ্ত হ'লে? অর্জ্জুন কোথায়? আমি যে দ্রোণ।

জয়দ্রথ।—আচার্য্য! রক্ষা করুন! রক্ষা করুন! ঐ গাণ্ডীবের জ্যাশব্দ—ঐ দেবদত্ত শঙ্খের ভয়ঙ্কর নিনাদ—ঐ এলো—ঐ এলো—

দ্রোণ।—ভয় নাই—ভয় নাই। চল, এখনি তোমাকে সূচীব্যূহের মধ্যে লুকায়িত করবো।

[জয়দ্রথকে লইয়া প্রস্থান।

দুর্য্যোধন।—আচার্য্যকে অকারণে কটু বল্লেম—কিন্তু না বলেই বা করি কি? কাল কটু বলেছিলেম, তাই অভিমন্যু বধ হয়েছিল। কটু কাটব্য না বোল্‌লে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ক্রোধ হয় না। তা যাই—এই বেলা—এখনি সূচীব্যূহ রক্ষার জন্য আমাকে প্রয়োজন হ'বে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শিবিরসন্নিহিত বৃক্ষতল।

(যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।

যুধিষ্ঠির।—ছার রাজ্যের জন্য কি অনর্থই ঘটচে, জ্ঞাতি বন্ধু আত্মীয় স্বজনকে একে একে কালের মুখে ডালি দিচ্চি; শেষে কি নিয়ে রাজ্য কোর্‌বো? এর চেয়ে বনবাস সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ ছিল। পত্নী ও ভ্রাতাগুণের সঙ্গে বেস্ সুখেই ছিলেম। পূজ্যপাদ পিতামহকে শরশয্যায় শায়িত ক'রে—প্রাণাধিক অভিমন্যুকে কালের মুখে ডালি দিয়ে—রাজ্যলাভে সুখ কি? তা ত আমি বুঝি না। ভ্রাতা সুযোধনের মৃত্যুতেই বা কি সুখ লাভ হ'বে, তাও বুঝি না—ভীমার্জ্জুন বল্‌বে, ক্ষত্রিয়-প্রতিজ্ঞা—কিন্তু আমি বলি ক্ষত্রিয়ের এরূপ প্রতিজ্ঞা কি দোষের নয়? ক'দিনের জন্য এ সংসার? ক'দিনের জন্য পৃথিবীতে আসা? এত হত্যাদ্বারা অর্জ্জিত রাজ্য ক'দিন ভোগ করবো? জীবন ত চির দিন থাকবে না। কৌরবগণ আমাদের আত্মতুল্য—তাদিগকে বিনাশ করা আর আত্মনাশ করা একই। আত্মনাশ কি ধর্ম্ম? —কখনই নয়। তবে কেন এমন করি?

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।)

শ্রীকৃষ্ণ।—আর্য্য! প্রণাম করি।

যুধিষ্ঠির।—(শিরোনমন পূর্ব্বক)—মধুসূদন! যুদ্ধে ফল কি? যাদিগের জন্য রাজ্যসুখের কামনা, তাদিগকে কালের মুখে ডালি দিয়ে রাজ্য-ধন বা জীবনে প্রয়োজন কি? কৌরবদিগকে বিনাশ করে আমাদের কি লাভ হবে? বরং আত্মীয়নাশরূপ মহা-পাপে আক্রান্ত হ'তে হ'বে। তাই বলি-রণে ফল কি?

শ্রীকৃষ্ণ।—আর্য্য! ঈদৃশ বিষম সময়ে, আপনার এমন মোহ কেন উপস্থিত হ'লো? আপনি অশোচ্য বন্ধুগণের জন্য শোক কর্‌চেন কেন? মনে ভেবে দেখুন, জগৎ কি? জীবের কি নাশ আছে? আপনি যাদের জন্য শোক কর্‌বেন—তারা অন্য তৃণ-আশ্রয়-কারী জলৌকার ন্যায় এই ভঙ্গুর দেহ ত্যাগ ক'রে—দেহান্তর আশ্রয় করেছে।

যুধিষ্ঠির।—তাই বল্‌চি, কৃষ্ণ, কেন এই ক্ষণভঙ্গুর দেহের জন্য অমুচ্য পাপরাশি সঞ্চয় কর্‌বো?

শ্রীকৃষ্ণ।—আর্য্য! পাপ কি? স্বধর্ম্ম ত্যাগই পাপ! আপনি ক্ষত্রিয়—আপনার পক্ষে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালন না করাই পাপ—শত্রু বিনাশ করা পাপ নয়। দুর্য্যোধন আপনার আততায়ী শত্রু, তৎপক্ষীয়গণের বিনাশে আপনার পাপের সম্ভাবনা কোথায়?

যুধিষ্ঠির।—যদিই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালন পুণ্যকর হয়, তথাপি আত্মীয়-নাশ-শোক সহ্য করা আমার সাধ্যাতীত।

শ্রীকৃষ্ণ।—যদি এমন জান্‌তেন যে, দুর্য্যোধনের বিনাশ আপনার সহ্য হবে না, তবে এ সমরানলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন কেন? কেন অরণ্য আশ্রয় করেন নি?

যুধিষ্ঠির।—আমার বিবেচনায় তাই শ্রেয়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ।—কিন্তু এখন নয়। আজ সূর্য্যাস্তের মধ্যে জয়দ্রথ বধ না হলে অর্জ্জুন প্রাণত্যাগ কর্‌বে।

যুধিষ্ঠির।—কি বল্‌বো, চক্রী! তোমার চক্র বুঝি আমার এমন ক্ষমতা কৈ? তোমার যা ইচ্ছা, তাই হ'ক।

(সাত্যকি, অর্জ্জুন ও ভীমের প্রবেশ।)

—তুমিই আমাদের আশ্রয়। তোমার ইচ্ছানুসারে আমরা অবশ্য কার্য্য কর্‌বো। আজ অর্জ্জুনকে তুমি রক্ষা করো।—(অর্জ্জুনের প্রতি)—ভাই! আশীর্ব্বাদ করি, তোমার অভিলাষ পূর্ণ হ'ক।

অর্জ্জুন।—আর্য্য! কাল রাত্রে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি, যেন কৃষ্ণ আমার কর ধারণ ক'রে গগনপথে লয়ে চলেছেন—আমি ক্রমে নানাদেশ-জনপদ অতিক্রম ক'রে কৈলাস পর্ব্বতে উপস্থিত হলেম, তথায় ভগবান দেবাদিদেবের সন্দর্শন লাভ ক'রে, তাঁর নিকট পাশুপত লাভ করেছি।

যুধিষ্ঠির।—বড়ই সুখের বিষয়। সকলি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা।

অর্জ্জুন।—আর্য্য! এক্ষণে অনুমতি করুন যুদ্ধে গমন করি।

ভীম।—হরি!

ভ্রমিলাম এত দিন বৃথা গদা ল'য়ে
না পূরিল একটিও বাসনা আমার।
ক্ষণতরে কৃপা-দৃষ্টে চাও মোর পানে
পূর্ণ হ'ক মনোরথ মোর। যেন আজ
হেলায় পারি, হে হরি, এ গদা-সহায়ে
বিদলিত করিবারে কুরু-কীটচয়ে।
দয়াময়! কত দিনে পূরিবে বাসনা?
থাকিতে সহায় তুমি ভ্রমি আমি মিছে।
মনঃক্ষোভ না মিটিল—না পূরিল আশা—

নারিনু নাশিতে আজো কুলাঙ্গারগণে।
রণযজ্ঞে কুরু-ছাগগণে নারিনু হে
দিতে বলি ? মনোতুঃখ কারে বলি আর ?
কে আছে আমার আর তুমি বই ভবে ?
কোন্ দোষে দোষী আমি তব কাছে, হরি !
তাই অরি কাছে সহি সদা অপমান ?
নিতান্ত পাষাণ-প্রাণ তাই আজো আছে
এত অপমানে। কবে ল'ব প্রতিশোধ ?
কবে এ মনের জ্বালা হইবে নির্ব্বাণ ?
কবে সব হ'বে ছারখার ? বল, কবে
রণযজ্ঞে শত কুরু-পশু দিব বলি ?
কবে তুঃশাসন-বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া
করোষ্ণ শোণিত তা'র সুখে পান করি',
মনের যাতনানল করিব নির্ব্বাণ।
কবে পাপ তুর্য্যোধন ভগ্নোরু হইয়ে
ধরাশায়ী হ'বে, হায় এ গদা-আঘাতে ?

শ্রীকৃষ্ণ।—(ঈষৎ হাস্য)

ভীম।—

আর্য্য ! আর ভয় নাই, পূরিবে বাসনা ;
দয়াময় ! দয়াময় মোর প্রতি আজ
কেন আর ব্যাজ ?—যাই ত্বরা রণভূমে।
তুর্য্যোধন তুঃশাসন ভ্রাতৃহীন হ'বে
এ গদায় ; তুঃশাসন তুর্য্যোধন ছাড়া

ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ-হারা'বে জীবন,
কুষ্মাণ্ড আকার আজি করিব সবারে;
জয় জয় হরি দয়াময়!

[বেগে প্রস্থান।

যুধিষ্ঠির।—জনার্দ্দন! তুমিই পাণ্ডবগণের বল, তোমার যা ইচ্ছা হয় কর।

শ্রীকৃষ্ণ।—পাণ্ডবনাথ! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ভাই অর্জ্জুন, চল, সমরে যাই—

অর্জ্জুন।—(সাত্যকির প্রতি) যুযুধান! তুমি প্রদ্যুম্নের সঙ্গে শিবির রক্ষা কর—আমি চল্লেম।

[কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রস্থান।

সাত্যকি।—মহারাজ! চলুন, শিবির মধ্যে বিশ্রাম করবেন্।

তৃতীয় দৃশ্য।

শিবিরশ্রেণী।

(শ্রেণীবদ্ধ পাণ্ডব-সৈন্য দণ্ডায়মান।)

(সম্মুখে ভীম।)

ভীম।—

সৈন্যগণ! প্রাণপণে আজি যুঝিবারে
হও রণে অগ্রসর। কূটযুদ্ধে কালি
বধিয়াছে প্রাণপুত্রে কুরুপশুদল
আজি সবে প্রতিশোধ লহ রে তাহার;
যেন হাহাকার রোল কৌরব-শিবিরে

উঠে আজি। নাহি ভয়—নির্ভয় অন্তরে
হও অগ্রসর; মোরা কৃষ্ণের আশ্রিত,
কৃষ্ণ যথা ধর্ম্মের আবাস সেই স্থানে;
যথা ধর্ম্ম তথা জয় জানিও নিশ্চয়।
হও অগ্রসর সবে নির্ভয় অন্তরে
'জয় ধর্ম্ম জয়' রবে কাঁপায়ে মেদিনী।
জয় ধর্ম্মের জয়!

সৈন্যগণ।—জয় ধর্ম্মের জয়!

দূরে।—জয় ধর্ম্মের জয়!

ভীম।—জয় ধর্ম্মরাজের জয়!

সৈন্যগণ। জয় ধর্ম্মরাজের জয়!

দূরে।—জয় ধর্ম্মরাজের জয়!

(নেপথ্যে এককালে দেবদত্ত ও পাঞ্চজন্যের নিনাদ)

ভীম।—হও অগ্রসর এই বার।

[একে একে অসংখ্য সৈন্যের প্রস্থান

কুরুকুল! নির্ম্মূল হইবি তুই কালে
এই দেখ্ সূত্রপাত হইয়াছে তা'র।
শ্রীহরির নামামৃত-পানে বলী মোরা,
ডরি না মরণে,—রণে ডরিব কি হেতু?
দেহ প্রাণ মন বাঁধা কৃষ্ণের চরণে,
যেমন বলা'বে হরি বলিব তেমনি;
প্রতিজ্ঞা-পূরণ-ভার কৃষ্ণের উপর।
মনের বাসনা যত হরিই তা জানে;

জানে না এ জড় দেহ ভাল মন্দ কিছু।
এ যন্ত্রের যন্ত্রী হরি; যেমন চালা'বে
জড় দেহ-যন্ত্র, সদা চলিবে তেমনি।
পশি এবে রণমাঝে হরি হরি ব'লে—
জয় হরি দয়াময়!—অনাথ-বান্ধব!
ইচ্ছাময়! ইচ্ছা তব হউক পূরণ;
জয় জয় হরি দয়াময়!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

শকটব্যূহের সম্মুখভাগ।
রঙ্গভূমির উভয় পার্শ্ব হইতে "জয় ধর্ম্মরাজের
জয়" ও "জয় দুর্য্যোধনের জয়"
মুহুর্মুহুঃ উচ্চারিত হইতেছে।
সম্মুখে দুঃশাসন-চালিত ব্যূহরক্ষক সৈন্যগণ
নেপথ্যাভিমুখে শরনিক্ষেপ করিতেছে
এবং নেপথ্য হইতে শর তাহাদের
উপর পতিত হইতেছে।
ক্রমে "ধর্ম্মরাজের জয়" বাক্য ভীষণ রবে উচ্চারণ
করিতে করিতে যুদ্ধকারী পাণ্ডবসৈন্যের প্রবেশ
ও উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের ঘোরতর যুদ্ধ।
(বেগে ভীমের প্রবেশ।)

ভীম।—(দুঃশাসনকে দেখিয়া)—
ওরে দুঃশাসন!—ওরে ওরে অর্দ্ধরথি!

কি সাহসে ল'য়েছিস্ ব্যূহরক্ষা-ভার ?
ভীম বর্ত্তমানে, মূঢ়, এ সাহস তোর
সাজে না রে ! দেখ্ মূঢ়—দেখ্ গদা মোর !
এ গদা-আঘাতে তোরে পাড়িব রে রণে
এক দিন ; নখে চিরি' ও পাপ হৃদয়
আনন্দে রুধির পান করিব নিশ্চয়।
কিন্তু আজ নয় !—তুই আর দুর্য্যোধন
হেরিবি হেরিবি, আজ হেরিবি নয়নে
অন্য ভ্রাতাদের মৃত্যু—নিশ্চয় নিশ্চয়।

দুঃশাসন।—

ওরে ভীম ! চির দিন বাক্যে পটু তুই,
কিন্তু কই, কাজে তুই কি করিলি বল্ ?
কাল্ কোথা ছিলি, মূঢ় ?—মহিলা-শিবিরে ?
জয়দ্রথ করে তোর কত যে লাঞ্ছনা—
দেখেছে জগৎ !

ভীম।—

ওরে, হস্তী যদি পড়ে
পঙ্কহ্রদে, ভেকে তারে করে পদাঘাত
অনায়াসে। কিন্তু জয়দ্রথ কত দিন ?
নরক দর্শন আজি ঘটিবে নিশ্চয়
ভাগ্যে তা'র। কিন্তু তোর ভাগ্যে কি ঘটিবে,
বুঝিতে না পারি।

দুঃশাসন।—

ওরে বাক্যবীর ভীম!
এই দেখ্ তোর ভাগ্যে শমন-ভবন।

(অসি গ্রহণ)

ভীম।—

এতদূর আশা মনে?

(উভয়ের অসি-যুদ্ধ)

(রথারোহণে কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রবেশ।)

(দেবদত্ত ও পাঞ্চজন্য নিনাদ.)

শ্রীকৃষ্ণ।—

হান, সখে, বাণ।
মুহুর্মুহুঃ ওই ধারে ব্যূহ ভিন্ন হবে।

অর্জ্জুন।—(মুহুর্মুহু বাণক্ষেপ)

[শ্রীকৃষ্ণের রথ-চালন ও সৈন্য ভেদ করিয়া প্রস্থান।

পাণ্ডবসৈন্যগণের কৌরব সৈন্য হঠাইয়া লইয়া প্রস্থান।

[কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর দুঃশাসনকে পশ্চাৎপদ করিয়া ভীমের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

শকটব্যূহের মধ্যভাগ।

(সুসজ্জিত দ্রোণাচার্য্য।)

দ্রোণ।—(স্বগত)—কৃষ্ণসহায় অর্জ্জুনকে কিরূপে নিবারণ করবো? রূপে আমার মানস পূর্ণ হবে? এইখানেই দাঁড়ায়ে থাকি, অর্জ্জুন

ব্যূহে প্রবেশ করে যাতে আমাকে অতিক্রম না কর্‌তে পারে, তা কর্‌তে হ'বে। সে যুদ্ধ করে যদিও আমাকে পরাস্ত কর্‌তে পারে বটে, কিন্তু আমি তা'র গুরু ব'লে, কদাচ আমাকে অতিক্রম করে না—আজ দেখ্‌বো কিরূপে শকটব্যূহ অতিক্রম করে।

অর্জ্জুন।—(নেপথ্যে)—কেশব! ঐ ত আচার্য্য ব্যূহমধ্যে দণ্ডায়মান রয়েছেন। কিন্তু উনি রথারোহী নন; আমারও উচিত, রথ ত্যাগ ক'রে ওঁর সম্মুখীন হই।

শ্রীকৃষ্ণ।—(নেপথ্যে)—সখা! তুমি যথার্থই বলেছ। যাও, গুরুর নিকট আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর গে। আমি এই পার্শ্বেই রথ রক্ষা কর্‌চি।

(অর্জ্জুনের প্রবেশ।)

অর্জ্জুন।—(দ্রোণপদে শরত্যাগ করিয়া)—আচার্য্য! প্রণাম করি।

দ্রোণ।—(অর্জ্জুনত্যক্ত শরগ্রহণ ও চুম্বন)—মঙ্গল হউক।

অর্জ্জুন।—গুরো! আমাকে পথ প্রদান করুন, আমি ব্যূহ অতিক্রম করি।

দ্রোণ।—বৎস! আমার সঙ্গে যুদ্ধ না ক'রে এ ব্যূহ অতিক্রম কর্‌তে পার্‌বে না। এত দিন অতি যত্নে যে সকল অস্ত্রশিক্ষা করেছ, আজ তা'র পরীক্ষা দাও। আজ দেবগণ গুরু-শিষ্যের যুদ্ধ দেখুন।—(শরত্যাগ)

(উভয়ের ধনুর্যুদ্ধ)

শ্রীকৃষ্ণ।—(নেপথ্যে)—অর্জ্জুন! সখে! আর বৃথা কালক্ষেপ করা উচিত নয়। রণ পরিত্যাগ করে এস। এখনও অনেক কাজ বাকি।

অর্জ্জুন।—আচার্য্য! বিদায় হই।—(রণত্যাগ)

দ্রোণ।—অর্জ্জুন! আজ তোমার বিজয় নামের সার্থকতা হ'লো

কৈ? তুমি যে প্রতিজ্ঞা করেছ, সমরে শত্রু জয় না করে প্রতিনিবৃত্ত হ'বে না—সে প্রতিজ্ঞা রইল কৈ?

অর্জ্জুন।—আচার্য্য! আপনি আমার গুরু—শত্রু ন'ন।

[প্রস্থান।

দ্রোণ।—এ কি? অর্জ্জুন রণত্যাগ করে গেল?—তবে আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হ'বে কি করে?—না না, তা হ'বে না—অর্জ্জুনকে বাধা দিতে হ'বে; ব্যূহ অতিক্রম কর্‌তে দেওয়া হ'বে না।—(প্রস্থানোদ্যোগ)

(শশব্যস্তে দুর্য্যোধনের প্রবেশ।)

দুর্য্যোধন।—আচার্য্য! এ কি হলো? অর্জ্জুন যে প্রায় শকট-ব্যূহ অতিক্রম করে—এখন উপায় কি? আমার বিশ্বাস ছিল, অর্জ্জুন আপনাকে অতিক্রম কর্‌তে পার্‌বে না;—কিন্তু এ কি হলো?

দ্রোণ।—বৎস! কি কর্‌বো বল, অর্জ্জুন আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌লে না—শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে সে আমাকে পশ্চাৎ করে গেল। ঐ দেখ, আর তা'র রথধ্বজ নয়নগোচর হয় না।

দুর্য্যোধন।—এখন উপায়?

ভীম।—(সহসা প্রবিষ্ট হইয়া)—উপায় এই গদায়। ওরে কুরুকুলাধার! আয়, দেখি তোর পরমায়ু কতটুকু আছে?

(উভয়ের গদাযুদ্ধ)

দ্রোণ।—বৎস দুর্য্যোধন! তুমি সূচিব্যূহের রক্ষক, তুমি যাও—আমিই ভীমের রণতৃষ্ণা নিবারণ কর্‌ছি।

(ভীমকে আক্রমণ)

[দুর্য্যোধনের প্রস্থান।

[ভীম ও দ্রোণের গদাযুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

(ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রবেশ।)

ধৃষ্টদ্যুম্ন।—কুরুবীরগণের মধ্যে অর্জ্জুন কেবল দ্রোণাচার্য্যকেই অতি-ক্রম করেন না। দ্রোণ যদি অর্জ্জুনের গতি রোধ করেন, তা হ'লে

আজ আর জয়দ্রথ বধ হ'বে না। আমি দ্রোণের বধ্য নই—কেন না দ্রোণবধের জন্যই আমার উৎপত্তি। আমি যদি প্রাণপণে যুদ্ধ করি, দ্রোণকে হয় পাতিত করবো—নয় সমস্ত দিন নিযুক্ত করে রাখতে পারবো, তাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। যাই, দ্রোণকে আক্রমণ করি গিয়ে। এই যে আর্য্য ভীমসেনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে দ্রোণাচার্য্য এই দিকেই আস্‌চেন।

(ভীম ও দ্রোণাচার্য্যের গদাযুদ্ধ করিতে করিতে পুনঃপ্রবেশ।)

ধৃষ্টদ্যুম্ন।—আর্য্য বৃকোদর! আপনি আচার্য্যের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকলে চলবে কেন? ধনঞ্জয় স্বীয় প্রতিজ্ঞা-রক্ষার্থ ব্যস্ত; আপনি ব্যূহমধ্যে প্রবেশ না করলে কুরুসৈন্য মথিত করবে কে?—আপনি স্বচ্ছন্দে শকটব্যূহ অতিক্রম করুন—আমি আচার্য্যের সঙ্গে যুদ্ধ করি।—(শরত্যাগ ও দ্রোণাচার্য্যের গদা দ্বিখণ্ডিত করণ)

[ভীমের প্রস্থান।

আচার্য্য! এই পাঞ্চাল বালকের হস্তেই আপনাকে প্রাণত্যাগ করতে হ'বে। আমি আপনার বিনাশের জন্যেই জন্মেছি, এ কথা যেন স্মরণ থাকে। আজ আমি আপনাকে সমরে আহ্বান করচি, আসুন—বলের পরীক্ষা প্রদান করুন।

দ্রোণ।—শিশু! তোর কাছে বলের পরীক্ষা দেবো? কথা শুনে যে মুখে হাসি আসে। তোর শরীরের দুগ্ধগন্ধ যে আজো দূর হয় নি!

ধৃষ্টদ্যুম্ন।—তবু আমিই তোমার যম।

দ্রোণ।—বিধাতার লিপি কে খণ্ডাতে পারে? যদি আজ আমার ভাগ্যে সেই শুভ দিনই ঘটে, যদি এ পাপময়ী ধরা ত্যাগ করতে পারি, তার চেয়ে আর সুখ কি? তবে এস,—অসি ধারণ কর।

[উভয়ের অসিযুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

ইতি তৃতীয়াঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজসভা।

(সিংহাসনে ধৃতরাষ্ট্র।)

(সম্মুখে কুশাসনে বিদুর।)

ধৃতরাষ্ট্র।—কেমন হ্যাঁ, বিদুর! এ কেমন হ'লো? ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আর ঋষি তপস্বীরা কেউ আমার সভায় আসে না কেন? তা'রা ত আর যুদ্ধ করতে যায় নি?

বিদুর।—(নিরুত্তর)

ধৃতরাষ্ট্র।—কেন হ্যাঁ, উত্তর দিচ্চ না যে?—তা তুমিই বা উত্তর দেবে কেমন ক'রে? তারা যে আসে কেন, তা তুমি জানবে কেমন ক'রে?

বিদুর।—(স্বগত)—জানি সব। তোমাকে ব'লে ফল কি?—ইচ্ছা ক'রে কে পাপের বিবরে প্রবেশ করে? এখানে এলে পাপ কথা—পাপ পরামর্শ বই অন্য কিছু ত শুনতে পাবেন না। তার চেয়ে নিজের কাজ করেন—একান্তে ব'সে হরিচরণ ধ্যান করেন—পরকালের কাজ করেন।

ধৃতরাষ্ট্র।—ভাল, বিদুর!

বিদুর।—আজ্ঞা, মহারাজ!

ধৃতরাষ্ট্র।—ভাল, তুমিই বা আর পূর্ব্বের মত এস না কেন? তুমি আমার এক জন প্রধান মন্ত্রী।

বিদুর।—আজ্ঞে, এ দাসকে অনুগ্রহ করে মন্ত্রী ব'লে থাকেন, সে জন্য এ দাস ধন্য; কিন্তু এখন ত কোন বিশেষ রাজকার্য্য

নাই, সে জন্য বটে—আর আমার মন্ত্রণা-মত এখন আর কোন কাজ করেন না, সে ক্ষোভেও বটে, আমি আর পূর্ব্বের মত আসি না; অধীনের সে অপরাধ মার্জ্জনা কর্‌বেন। যাতে আর এ পাপময়ী ধরায় না আস্‌তে হয়, সেই ইচ্ছায় দিবানিশি কেবল পুণ্যময় হরির চরণ ধ্যান করি; যখন দাসকে প্রয়োজন হ'বে—ডাক্‌লেই আস্‌বো।

ধৃতরাষ্ট্র।—ওহে বিদুর, তোমার এত অল্প বয়সে এত বৈরাগ্য হ'লো কেন? হরিচরণ চিন্তার অনেক সময় আছে—আগে দিন কত সংসারের চিন্তা কর। যাক্ সে কথা।—দেখ! অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞার কথা শুনে অবধি বড়ই অস্থির হয়েছি। যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদ জান্‌বার জন্য এক জন দূতও প্রেরিত হ'য়েছে।—সে এখনও ফির্‌চে না কেন বল দেখি? সে ত অনেক ক্ষণ গেছে। দেখ, বিদুর, আমি তোমার পরামর্শ মত দুর্য্যোধনকে অনেক নিষেধ করেছিলেম, কিন্তু সে মূঢ় কাল-প্রেরিত হ'য়ে সে কথা শুন্‌লে না; এতেই বোধ হচ্চে, আমার পক্ষের আর নিস্তার নাই। বিদুর, কে আস্‌চেন না?

বিদুর।—(দেখিয়া)—আজ্ঞা হাঁ, আপনারই প্রেরিত দূতের সঙ্গে সংগ্রামস্থল হ'তে আচার্য্য কৃপ আস্‌চেন।—(উঠিয়া প্রত্যুদ্গমন)

(দূতের সহিত কৃপাচার্য্যের প্রবেশ।

ধৃতরাষ্ট্র।—আচার্য্য! আসুন, আসুন—প্রণাম। তবে অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা বিফল কর্‌বার কি উপায় অবলম্বিত হ'য়েছে?

কৃপ।—আজ্ঞা, মহারাজ! আজ আর্য্য দ্রোণ, অর্জ্জুনকে বিফলমনোরথ কর্‌বার জন্য ক্রোশব্যাপী এক শকটব্যূহ নির্ম্মাণ করে তৎপশ্চাতে অর্দ্ধক্রোশব্যাপী এক পদ্মব্যূহ নির্ম্মাণ করেছেন। সেই পদ্মব্যূহের অভ্যন্তরে একটি সূচীব্যূহ নির্ম্মাণ করে, তারি মধ্যে জয়দ্রথকে রক্ষা করেছেন। আপনার পুত্র দুঃশাসন অষ্ট সহস্র পদাতিক সৈন্য ল'য়ে শকটব্যূহের রক্ষার্থ নিযুক্ত হ'য়েছেন। নিজে আর্য্য দ্রোণ ব্যূহদ্বারে অবস্থিতি কর্‌চেন; আর সূচীব্যূহের রক্ষার্থ দুর্য্যোধন, কর্ণ,

ভূরিশ্রবা, অশ্বত্থামা, বৃষসেন ও শল্য এই ছয় জন মহারথী নিযুক্ত হ'য়েছেন।

ধৃতরাষ্ট্র।—তবে আর ভয় কি? আচার্য্যকে পরাস্ত করা অর্জ্জুনের কর্ম্ম নয়। আমি এখন একবার অন্তঃপুরে যা'ব, সকলে প্রতিজ্ঞার কথা শুনে বড় ব্যাকুল আছে,—সান্ত্বনা করি গে। ওরে ও খানে কে আছিস্ রে? আমায় ধর্।

[দূতকে অবলম্বন করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের প্রস্থান।

বিদুর।—আচার্য্য! তা'র কি পর হ'য়েছে, বলুন দেখি? দাদাও ব্যূহরচনার কথা শুনেই আশান্বিত হয়েছেন। যে ব্যক্তি আশার দাস, তা'র একটু অবলম্বন পেলেই হ'লো।

কৃপ। আমি দেখে এসেছি, অর্জ্জুন আর্য্য দ্রোণকে অতিক্রম করে শকটব্যূহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। ভীম-চালিত পাণ্ডবসেনা ভীষণ বলে যুদ্ধ কর্‌চে। আর এক কথা—(মৃদু স্বরে)—কাল আর্য্য দ্রোণের মুখে শুনেছি, তিনি না কি যোগবলে জান্‌তে পেরেছেন—আজ অর্জ্জুন নিশ্চয়ই জয়দ্রথকে বধ কর্‌বে।

বিদুর। তা কে না জানে—হরি যা'দের সহায়, তা'দের জয় নিশ্চয়। এখন চলুন, এ দাসের কুটীরে বিশ্রাম কর্‌বেন। আজ আর যুদ্ধস্থলে গিয়ে কাজ নাই; জীবহিংসায় এক দিন বিরত হ'ন।

কৃপ।—কি কর্‌বো বল?—আমার ইচ্ছা নয় যে, ভারত-যুদ্ধে যুদ্ধ করি। কিন্তু আমি দুর্য্যোধনের অন্নে প্রতিপালিত; সাধ্যমত তার উপকার করা উচিত। তবে আজ আমার উপর বিশেষ কোন ভার নাই। সেই ভাল—আজ সমস্ত দিন বিশ্রাম করে অপরাহ্ণেই যুদ্ধস্থলে যা'ব।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কাননভূমি—দূরে শিবির।

(সুভদ্রা।)

সুভদ্রা।—তাই ত আমার মন কেন এমন হ'লো ? প্রাণেশ্বর প্রতিদিন যুদ্ধান্তে একবার ক'রে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন, কাল আর এলেন না কেন ? আমার অভিমন্যু ত প্রতিদিন সূর্য্যাস্তের পর হ'তে "মা মা" রবে আমার হৃদয় মধুময় করে—সেই বা কাল হ'তে এলো না কেন ? কাল কি নিশাযুদ্ধ হ'য়েছিল ?—কিছুই যে বুঝ্‌তে পাচ্চি নে। আমার মন বা এত ব্যাকুল হ'ল কেন ? আরও ত কত বার নিশাযুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু আমাদের শিবিরে ত তা'র সংবাদ আস্‌ত—আজই বা এল না কেন ? এখন কার কাছে যাই—কেই বা আমায় সংবাদ দেয়—কেই বা মনের ব্যথা দূর করে—(দেখিয়া)—এ কি ? উত্তরা আমার এমন পাগলিনীর বেশে কেন আস্‌চে ?

(আলুথালুবেশে উত্তরার প্রবেশ।)

উত্তরা।—মা গো ! আমার কি হ'লো—

সুভদ্রা।—কেন মা !—কেন মা !—কি হ'য়েছে মা ?

উত্তরা।—মা গো ! কাল নিশি শেষে আমি বড়ই দুঃস্বপ্ন দেখেছি। সে যে স্বপ্ন কি কি, তাও বুঝ্‌তে পারি নি। মা গো, সেই স্বপ্ন দেখে অবধি আমার প্রাণ কেমন কোর্‌চে—শরীরে আর বল নেই।

সুভদ্রা।—কি দুঃস্বপ্ন আমাকে বল মা ! দুঃস্বপ্ন দেখে অপরের কাছে বল্‌লে আর দোষ থাকে না।

উত্তরা।—মা গো, কি বল্‌বো—সে কথা মনে কর্‌তেও হৃদয় কেঁপে ওঠে ; মুখে কথা আসে না। দেখ্‌লেম, যেন তিনি একখানি জ্যোতির্ম্ময় রথে উঠে ক্রমাগত ঊর্দ্ধপানে উঠ্‌চেন—আমাকে দেখে বল্‌লেন, "উত্তরে ! জন্মের মত বিদায়" বল্‌তে বল্‌তে রথখানি চাঁদের সঙ্গে

মিশিয়ে গেল, আর তাঁরে দেখ্‌তে পেলেম না—মা গো! কেন এমন হ'লো?"

সুভদ্রা।—যাও, বাছা! ভেব না; শিব-পূজা কর গে, সকল অমঙ্গল দূর হ'বে।

উত্তরা।—যাই!—(অস্ফোচ্চস্বরে)—কিন্তু মন আর কিছু চায় না—প্রাণ যেন শরীরে নাই!

(ধীরে ধীরে প্রস্থান।

সুভদ্রা।—এ কি? এ স্বপ্নের কথা শুনে আমারও যে প্রাণ কাঁদে! হে বিপদভঞ্জন শঙ্কর! সকল শঙ্কা দূর কর।—না—আর স্থির থাক্‌তে পার্‌চি নে—যাই, দিদিকে মহারাজের শিবিরে পাঠাই গে—(দেখিয়া)—এই যে দিদি আস্‌চেন।

(দ্রৌপদীর প্রবেশ।)

দ্রৌপদী।—দিদি সুভদ্রা! কাল পর্য্যন্ত যুদ্ধস্থলের কোন সংবাদ পাই নি কেন বল দেখি? কেউ একবারও মহিলা-শিবিরে এল না। দাসীকে মহারাজের কাছে পাঠিয়েছিলাম, সে এসে বল্লে—প্রতীহারী তাকে মহারাজের শিবিরে যেতে দিলে না; বল্লে—তিনি ব্যস্ত আছেন।

সুভদ্রা।—দিদি, আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পারি নে, আমার প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌চে! আমার অভিমন্যু কাল পর্য্যন্ত এল না কেন?

দ্রৌপদী।—আসে নি? তাই ত দিদি! যে দিনের মধ্যে দশ বার সে প্রয়োজন না থাক্‌লেও 'মা' বলে ডাকে, সে কেন এলো না? আমি আরও মনে কর্‌ছিলেম, যুদ্ধের পর পরিশ্রান্ত ছিল ব'লে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে পারে নি—আসে নি। এ কথা শুনে যে আমারও প্রাণ আকুল হ'লো!—দিদি, আর আমি স্থির থাক্‌তে পারি নে—আমি নিজে মহারাজের শিবিরে চল্লেম। তুমি শিবিরে যাও, আর এখানে থেকো না।

[ব্যস্ত সমস্ত ভাবে প্রস্থান।

সুভদ্রা।—কোথায় যাই? কিছুই ভাল লাগে না। শিবিরে যা'ব?—গিয়ে কি কর্‌বো—আমার অভিমন্যু ত নাই! কে আমাকে মা ব'লে ডাক্‌বে? এ কি? প্রাণের ভিতর এমন করে কেন?—কিছুই যে বুঝ্‌তে পারি নে! হে দয়াময়! হে ভূতভাবন ভবানীশ্বর! হে অনাথ নাথ! হে দেবাদিদেব! অধীনীর সর্ব্বস্ব ধন—প্রাণের কুমার অভিমন্যুকে রক্ষা করো। হৃদয়ের একমাত্র শান্তি—নয়নের একমাত্র মণি আমার অভিমন্যুকে রক্ষা করো।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

যুধিষ্ঠিরের শিবিরসম্মুখ।

(যুধিষ্ঠির পশ্চাতে সাত্যকি।)

যুধিষ্ঠির।—মানুষ কি ভয়ানক লোভের দাস!—দেখ, রাজ্যলোভে আমি কি মহান্ অনর্থ ঘট্‌য়েছি।—পরমারাধ্য পূজ্যপাদ পিতামহকে শরশয্যায় শায়িত করেছি। আমার জন্য কত রাজাই যে নিহত হয়েছে, তার সংখ্যা নাই;—আরও যে কত নিহত হবে, কে বল্‌তে পারে? যেরূপ দেখ্‌ছি তাতে বোধ হয়, পৃথিবী এককালে ক্ষত্রিয়শূন্যই বা হয়। আজ হয় প্রাণাধিকা ভগিনীর পতি জয়দ্রথ নিহত—ওহো কি কষ্ট! দুঃশলা আমাদের একমাত্র ভগিনী—আজ সে চিরদিনের মত অনাথিনী হ'বে! আমিই এই অনর্থের মূল—

সাত্যকি।—না রাজন্! আপনি নন্। পাপী দুর্য্যোধনই এই অনর্থের মূল—পাশক্রীড়াদিই তার অঙ্কুর! কালে সেই অনর্থতরু ফলবান্ হ'য়ে যে ফল প্রসব কর্‌বে, তাই আপনি এতক্ষণ বল্‌ছিলেন।

যুধিষ্ঠির। (না শুনিয়া)—সাত্যকি! আর যে অর্জ্জুনের রথধ্বজ দৃষ্ট হচ্চে না—না জানি রণস্থলে কি অনর্থই বা ঘট্‌লো। দেখ, আমাদের পক্ষীয় কারুই রথধ্বজ দৃষ্ট হচ্চে না। কিন্তু কৌরবপক্ষীয়

অনেক রথধ্বজ দৃষ্ট হচ্চে। সাত্যকি! তুমি অগ্রসর হ'য়ে দেখ, আমি আর স্থির হ'তে পার্‌চি নে—আমার প্রাণ ক্রমেই ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌চে।

সাত্যকি।—মহারাজ, অর্জ্জুনের জন্য চিন্তা কর্‌বেন না, তিনি সমরে অজেয়, বিশেষ ভগবান কৃষ্ণ তাঁর সারথি।

যুধিষ্ঠির।—তবু তুমিও যাও।

সাত্যকি।—মহারাজ, অর্জ্জুন যে আমাকে শিবির-রক্ষার ভার দিয়ে গেছেন।

যুধিষ্ঠির।—শিবিরে কি আর কেউ নাই? প্রদ্যুম্ন আছে, সহদেব আছে, তারা দুজনে শিবির-রক্ষক পদাতিকগণকে পরিচালিত কর্‌লেই যথেষ্ট—তুমি যাও।

সাত্যকি।—আপনার আজ্ঞা অবশ্য পাল্য। কিন্তু আপনি শিবির মধ্যে যান। এখানে এরূপ অরক্ষিত ভাবে থাকৃবেন না। আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

(মধ্যাহ্ন গীত)

দিবাপতি ধরি খর-মূরতি অতি
ভাসিছে বাড়ব সম গগন-সিন্ধুনীরে।
সে অনলশিখা-বলে পবন ভূতলে
বহিছে ভীষণ বলে দগ্ধিয়ে ধরণীরে॥
নির্ঝর তটিনী আদি গেল সব শুক'য়ে
জীবকুল আকুল, জীবন বিহনে
জীবন-বিহীন রয়েছে ধরা'পরে॥

যুধিষ্ঠির।—এ কি?—দেখ্‌তে দেখ্‌তে যে মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হলো—এখন কি হবে!

(দ্রৌপদীর প্রবেশ।)

তাই ত আমার মন এমন হয়ে উঠ্‌লো কেন ?—প্রাণ যেন কেঁপে কেঁপে উঠ্‌চে ! যদি অর্জ্জুন সূর্য্যাস্তের মধ্যে জয়দ্রথকে বধ কর্‌তে না পারে, তা হলে কি হবে ?—আমি ত অর্জ্জুনহারা হ'য়ে এক'দণ্ড বাঁচ্‌বো না। আমাকেও সেই অনলে জীবন-আহুতি দিতে হ'বে। ভীম নিজের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌বে, কিন্তু মহাদেব-দত্ত-বরদর্পিত জয়দ্রথের সমক্ষে সে কত ক্ষণ যুদ্ধ কর্‌বে ? কাল ত দেখাই গিয়েছে—এক অর্জ্জুন নিকটে ছিল না বলে কি বিভ্রাটই ঘটেছে ! বাপ অভিমন্যু !—ওঃ—

দ্রৌপদী।—মহারাজ ! প্রাণের অভিমন্যু কি নাই ?

যুধিষ্ঠির।—প্রিয়ে !—তুমি।—এখানে ?—

দ্রৌপদী।—নাথ ! কি হ'লো ?—এ কি কর্‌লে ?—সুভদ্রার অঞ্চলের নিধি কালের মুখে ডালি দিলে ? হা পাষাণ !—

যুধিষ্ঠির। প্রিয়ে ! আমি পাষাণ—সে কথা সহস্র বার বল, নইলে অভিমন্যুর শোকে প্রাণ এখনো দগ্ধ হলো না কেন ? এখন চল, শিবির মধ্যে যাই—

[দ্রৌপদীকে লইয়া প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রণস্থল।

ইতস্ততঃ মৃতসৈন্য, হস্তী, অশ্বাদি

পতিত।

(ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া গদাযুদ্ধ

করিতে করিতে ভীমের

প্রবেশ।)

(ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণের কেহ অসি, কেহ ধনুঃশর ইত্যাদি দ্বারা

ভীমকে চতুর্দ্দিক হইতে

আক্রমণ।)

(ভীম কর্ত্তৃক গদাদ্বারা আত্মরক্ষা করিতে করিতে

একে একে নবতি সংখ্যক

ধার্ত্তরাষ্ট্র-বধ।)

পঞ্চম দৃশ্য।

রণস্থলের অপর পার্শ্ব।

(সাত্যকি দণ্ডায়মান।)

(অসিযুদ্ধ করিতে করিতে দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের

প্রবেশ।)

দ্রোণ।—পাঞ্চালবালক! ধন্য তোর বাহুবল! আমি তোর সঙ্গে ক'রে সন্তুষ্ট হ'য়েছি। এতক্ষণ একাদিক্রমে অসিযুদ্ধ করতে কখন কেও দেখি নে। ক্ষান্ত হ'—একটু বিশ্রাম কর্।

ধৃষ্টদ্যুম্ন।—(যুদ্ধ করিতে করিতে)—আচার্য্য! আপনার ক্লেশ হচ্চে বুঝি? তা' যদি হ'য়ে থাকে, আপনি পশ্চাৎ প্রদর্শন লই ত যুদ্ধ হ'তে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারেন।

দ্রোণ।—কি পামর, আমায় উপহাস করিস্? ভাল, দেখি তোর বীরত্ব কেমন!—(সবলে অসি উত্তোলন)

সাত্যকি।—(শরত্যাগ ও দ্রোণের অসি দ্বিখণ্ড হওন)—পিতামহ! আপনি আমার গুরুর গুরু, তাই আপনাকে পিতামহ বল্লেম, ক্ষুব্ধ হবেন না। এইবার আমার পালা; আপনার শিষ্যের নিকট কিরূপ শর-শিক্ষা করেছি, তারি পরীক্ষা গ্রহণ করুন। আজ আপনায় আমায় ধনুর্যুদ্ধ—

(উভয়ের ধনুর্যুদ্ধ)

(দ্রোণের পঞ্চদশ বার ধনুর্গ্রহণ ও সাত্যকি কর্ত্তৃক ধনুশ্ছেদ)।

পিতামহ! এতক্ষণ পরিহাস কর্‌ছিলেম, এই বার এই সপ্তবাণ গ্রহণ কর্‌লেম, এক বাণে পুনরায় ধনুশ্ছেদ করে ছয় বাণে আপনাকে বিদ্ধ কর্‌বো।—(বাণত্যাগ)

(দ্রোণের অসি দ্বারা আত্মরক্ষা)

(কতিপয় রাজার প্রবেশ ও সকলের এককালে সাত্যকিকে আক্রমণ।)

(সাত্যকির অসি দ্বারা আত্মরক্ষা)

(কিয়ৎক্ষণ পরে কতিপয় পাণ্ডব-সৈনিকের প্রবেশ।)

(উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ।)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রণস্থলের অপর দিক।

(গদাহস্তে ভীমের প্রবেশ।)

ভীম।—

কি আশ্চর্য্য!
যেই দিকে যাই আমি, কা'রেও না দেখি,
হেরিলে আমারে সবে পলাইয়ে যায়,

অরে রে ক্ষত্রিয়াধম কুলাঙ্গারগণ !
প্রাণে ডর এত যদি কেন তবে মিছে
এসেছিস্ রণাঙ্গনে কলঙ্ক কিনিতে ?

ঘটোৎকচ।—(প্রবিষ্ট হইয়া)—
বাবা ! অলম্বুষ হ'য়েছে সাবাড়
আর কি করিব বল মোরে।

ভীম।—
এ কি কথা বল বৎস ! তুমি
রণস্থলে কার্য্য নাই তব ?
শত্রুপক্ষ পাইবে যাহারে
প্রাণনাশ করিবে তাঁহার
তিল-আধ বিচার না করি।

ঘটোৎকচ।—
কিন্তু পিতা ! কে শত্রু কে মিত্র।
আমি ত চিনি নে ভাল মতে।

ভীম।—
যাও, বৎস ! বল উচ্চৈঃস্বরে
"জয় জয় ধর্ম্মরাজ-জয় !"
প্রতিশব্দে "কুরুরাজ-জয়"
বলিবে যে জন ;—
জেন মনে শত্রু সেই জন ;
বিনাশিও অহারি জীবন।

ঘটোৎকচ।—

যথা আজ্ঞা,
জয় ধর্ম্মরাজের জয়!

ভীম।—জয় ধর্ম্মরাজের জয়!

নেপথ্যে।—জয় কুরুনাথের জয়!

ঘটোৎকচ।—কুরুনাথের জয়?—মার্ বেটারে—

[বেগে প্রস্থান।

ভীম।—

একে একে, নবতি সংখ্যক কৌরবেরে
করিনু সংহার, হরি, তোমারি কৃপায়!
ধৃতরাষ্ট্র তনয়ের দশ জন আর
আছে বেঁচে ধরাতলে, এখনো, হে হরি!
আরও অষ্ট জন তার বিনাশিব আজি
প্রতিজ্ঞা করেছি, হরি, তোমারি গোচরে;
জান তুমি; কত ক্ষণে পূরিবে প্রতিজ্ঞা।

নেপথ্যে ঘটোৎকচ।—জয় ধর্ম্মরাজের জয়!

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে।—জয় ধর্ম্মরাজের জয়!

ভীম।—জয় ধর্ম্মরাজের জয়!

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে।—জয় কুরুনাথ দুর্য্যোধনের জয়!

নেপথ্যে ঘটোৎকচ।—দুর্য্যোধনের জয়? তবে রে বেটারা—

(বৃক্ষশাখা দ্বারা তাড়না করিতে করিতে
অষ্ট ভ্রাতার সহিত দুঃশাসনকে লইয়া ঘটোৎকচের
পুনঃপ্রবেশ।)

ভীম।—

দীর্ঘজীবী হ'রে ঘটোৎকচ!

মনস্কাম পূরিবে তো হ'তে।

(দুঃশাসন প্রভৃতিকে আক্রমণ ও যুদ্ধ।)

(কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর দুঃশাসন ব্যতীত অষ্ট জনের মৃত্যু।)

ভীম।—

দুঃশাসন ! দেখ্ দেখ্ চেয়ে, নরাধম
শুধু বাক্যে পটু ভীম, কিম্বা কার্য্যে পটু।
যে প্রতিজ্ঞা সেই কাজ মোর, দেখ্ চেয়ে—
হরির কৃপায় মোর প্রতিজ্ঞা পূরেছে,
তুই আর দুর্য্যোধন ভ্রাতৃহীন আজ
হ'য়েছিস্। বধিয়াছি আজি আমি রণে
অষ্টাধিক নবতি সংখ্যক ধার্ত্তরাষ্ট্র ;
তোরা দুই জন থাক্ আরও কিছু দিন
ভুঞ্জি' পুত্র-মিত্র-ভ্রাতা-বন্ধুগণ-শোক ;
তা'র পর দুর্য্যোধন-পাশে ধরি তোরে
বক্ষঃ চিরি' পিব রে রুধির। চিরতরে
নিবা'ব রে অপমানানল, জ্বলে যাহা
দগ্ধিয়া হৃদয় ! সর্ব্বশেষে দুর্য্যোধনে
পাঠা'ব মনের হর্ষে শমন-ভবনে।

দুঃশাসন।—

ভীম !
পায়ে ধরি, দয়া করি' বধ মোর প্রাণ,
জুড়াও যাতনানল। ভ্রাতৃ-শোক আর
সহিতে না পারি।

ভীম।—

'রহি' সহ কিছু দিন

আজি না বধিব তোরে চলিনু এখন।

[ভীমের প্রস্থান।

ইতি চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ব্যূহ-মধ্যস্থিত বৃক্ষতল।

(কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রবেশ।)

শ্রীকৃষ্ণ।—সখা! মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের প্রখর কিরণে অশ্বগণ অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছে, ক্ষণেক বিশ্রাম না করলে, আর ত অগ্রসর হ'তে পারে না। তুমি শর দ্বারা এই স্থানটি বেষ্টিত কর, আমি তন্মধ্যে অশ্বগুলি এনে তা'দের পরিচর্য্যা করি।

অর্জ্জুন।—তোমার ইচ্ছা।—(এককালে কতকগুলি বাণত্যাগ ও সেইগুলি দ্বারা একটি বেড়ার মত হওয়া)

শ্রীকৃষ্ণ।—আমি অশ্বগুলি যুগমুক্ত করে আনি গে; কিন্তু জলের কি হ'বে? জল পান না করলে ত অশ্বগণ গতক্লম হ'বে না?

অর্জ্জুন।—তোমার প্রসাদে আমি তারও সদুপায় করবো—(বাণ দ্বারা ভূ বিদীর্ণ করিয়া প্রস্রবণ সৃষ্টি)

(শ্রীকৃষ্ণের কাষ্ঠময় আধারে জল ধারণ ও অশ্ব আনিয়া শুশ্রূষা।)

(অর্জ্জুনের প্রস্রবণ-জলে হস্ত মুখ প্রক্ষালন।)

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

রণস্থল ।

(সাত্যকি ও ভূরিশ্রবার যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ ।)

[উভয়ের কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ ও প্রস্থান ।

(কুরু-সৈন্যগণের সহিত পাণ্ডব-সৈন্যগণের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ ।)

উভয় পক্ষে কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ)

(রথারোহণে কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রবেশ ।)

শ্রীকৃষ্ণ ।—সখা সূচীব্যূহের মুখ ত ঐ দেখা যাচ্চে । ঐ ব্যূহ ভেদ কর্‌তে পার্‌লেই জয়দ্রথকে পাওয়া যায় ।—(অপর দিকে দেখিয়া)—সখা ! সাত্যকিকে রক্ষা কর । ঐ দেখ, ভুরিশ্রবা সাত্যকিকে বধ কর্‌তে অসি উত্তোলন করেছে ।

অর্জ্জুন ।—(বাক্যারম্ভ মাত্রই সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া বাণত্যাগ)—

শ্রীকৃষ্ণ ।—সাধু ! সাধু ! সাধু !

ভূরিশ্রবা ।—(নেপথ্য হইতে পশ্চাল্লিখিত বাক্যগুলি বলিতে বলিতে স্বীয় ছিন্ন দক্ষিণ হস্ত বাম হস্তে লইয়া প্রবিষ্ট হইবেন)—অর্জ্জুন ! তুমি না বীর ? এই কি বীরের উচিত কার্য্য ? অর্জ্জুন ! এমন বাণ-শিক্ষা তোমায় কে শিখ্‌য়েছে ?—ছি ছি ! তুমি বীর-কলঙ্ক ! তোমাকে আর অধিক কি বল্‌বো, তুমি যেরূপ কাজ কর্‌লে, ক্ষত্রিয়ে এরূপ কাজ করে না । অধিক কি, বোধ হয় পিশাচেও এরূপ কাজ কর্‌তে সঙ্কুচিত হয় ।

অর্জ্জুন ।—মহাত্মন্‌ ! আমাকে অকারণ কেন নিন্দা করেন ? রণস্থলে আত্মীয়ের রক্ষা বীরধর্ম্ম, আপনি এ কথা আজ কেন বিস্মৃত হ’লেন ?

ভূরিশ্রবা।—(রথ সমক্ষে আপনার ছিন্ন হস্ত রাখিয়া মস্তক দ্বারা ভূমি স্পর্শ পূর্ব্বক পূর্ব্বাস্য হইয়া উপবেশন)

শ্রীকৃষ্ণ।—রাজন্! তুমি অসংখ্য অগ্নিহোত্র-ফলে বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত স্থানে গমন কর।

[রথচালনা করিয়া প্রস্থান।

(উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণের নিশ্চেষ্ট হইয়া ভূরিশ্রবাকে দর্শন।)

(সাত্যকির প্রবেশ।)

সাত্যকি।—(ভূরিশ্রবার মস্তক ছেদন করিয়া)—রে পাষণ্ড! তুই আমার বক্ষে পদাঘাত করে কি মুনি-ব্রতের ভাণ করে রক্ষা পা'বি মনে করেছিস্?

নেপথ্যে।—রে বীরকলঙ্ক সাত্যকি! তোরে সহস্র ধিক্!

সাত্যকি।—সৈন্যগণ! নিশ্চেষ্ট হয়ে কি দেখ্‌চো—যুদ্ধ কর—কৌরবদের পরাস্ত কর। জয় ধর্ম্মের জয়!

দৈববাণী।—রে ধর্ম্ম-কঞ্চুকধারী সাত্যকি! তুই যেমন মত্তের ন্যায় প্রায়োপবিষ্ট ভূরিশ্রবাকে বধ কর্‌লি, তেমনি তোর মত্তাবস্থায় মৃত্যু হবে।

তৃতীয় দৃশ্য।

সূচীব্যূহের মধ্যভাগ।

(জয়দ্রথ ও শকুনি।

শকুনি।—আর ভয় কি, বাপু! সূর্য্য ত পাটে বসেন।

জয়দ্রথ।—মাতুল, বিশ্বাস হয় না। ঐ দেখুন, অর্জ্জুনের রথধ্বজ ক্রমেই অগ্রসর হ'য়ে আস্‌চে। বোধ হয়, সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে আমারও জীবন-ভানু অস্তমিত হ'বে।

শকুনি।—বালাই, অমন কথা ব'ল না, বাপু! ও রথ এখনো অনেক দূরে—এখনো পদ্মব্যূহ ভেদ কর্‌তে পারে নি! আমি দুর্য্যোধনকে ব'লে দিছি, কর্ণ হেরে গেলেই যেন সব রথীরে এক সঙ্গে যুদ্ধ করে। সপ্তরথীতে ছেলেটা মরেছে, শত সহস্র রথীতেও কি বাপটা মর্‌বে না?

জয়দ্রথ।—মাতুল! আপনি যতই আশা দিন না কেন, আমার মন কিছুতেই প্রবোধ মান্‌চে না।—আমার শরীর ক্রমেই অবসন্ন হ'য়ে আস্‌চে। কি হ'বে, কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চি নে। ওহো মাতুল! মহাদেব বলেছিলেন, অর্জ্জুন ব্যতীত আর কারও হস্তে তোর মৃত্যু-ভয় নেই। এ যে সেই অর্জ্জুন—এ যে আমারি বধে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ; ঐ দেখ, ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হচ্চে। কি হ'বে? মাতুল! আমাকে লয়ে চল, আমি পাণ্ডবনাথ যুধিষ্ঠিরের শরণাপন্ন হই গে।

শকুনি।—এ দেহে! তুমি নিতান্তই বালক! অর্জ্জুন কোথায় আর তুমি কোথায়? দেখ দেখ, সূর্য্য অস্ত যায় তবু তোমার শঙ্কা যায় না? ঐ দেখ, অর্জ্জুনের রথধ্বজ স্থির। সে বুঝি সূর্য্য অস্ত হ'লো দেখে মর্‌বার উদ্যোগ কর্‌চে।

জয়দ্রথ।—অ্যাঁ, মর্‌বার উদ্যোগ কর্‌চে?

(এক জন সৈনিকের প্রবেশ।)

সৈনিক।—মহারাজ বল্লেন, যদি আপনারা অর্জ্জুনের চিতারোহণ দেখ্‌তে যান ত আসুন।

জয়দ্রথ।—অর্জ্জুনের চিতারোহণ!

সৈনিক।—আজ্ঞা হাঁ। চিতা সজ্জিত হ'য়েছে। সাত্যকি শিবিরে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী প্রভৃতিকে আন্‌তে গেছে। মহারাজ বল্লেন, আজ পাণ্ডবেরা সবাই চিতারোহণ ক'র্‌বে।

জয়দ্রথ।—চল।

শকুনি।—বাবা! কেষ্টা বেটাকে বিশ্বাস নেই। আগে চাকি ডুবুক তার পর যেও—

জয়দ্রথ। সেই ভাল। আচ্ছা, তুমি যাও—আমরা যাচ্ছি;

[সৈনিকের প্রস্থান।

চলুন, মাতুল! সজ্জিত হই গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

যুদ্ধক্ষেত্র।

অভিমন্যুর মৃতদেহ পতিত।

(আলুথালু বেশে সুভদ্রার প্রবেশ।)

সুভদ্রা।—কৈ কৈ? আমার অভিমন্যু কৈ?—আমার প্রাণের অভিমন্যু কৈ?—এই—এই—এই——— প্রাণ বেরিয়ে গেল!—আর দেখ্‌তে পারি নে! হা অভিমন্যু!—(মূর্চ্ছা; ক্ষণপরে)—অভিমন্যু রে! অভিমন্যু রে!—কোথায় গেলি? অভাগিনী মাকে ফেলে কোথায় পালালি? আমাকে যে মা বল্‌তে আর কেউ নাই রে! ওরে, কে আর আমাকে মা বলে ডাক্‌বে? কার মুখ দেখে আর আমি নয়ন সার্থক কর্‌বো? বাছা রে! কোথায় গেলি?—কোথায় গেলি?—মায়ের কোল শূন্য করে কোথায় গেলি? আর যে বাঁচি নে!

"বিহনে তোমার, প্রাণ যায় রে
দুখিনী-রতন!
হেরি চারি দিক শূন্যময়, বাঁচি না আর
সুখের সংসার হইল বন!
তোর দুখিনী জননী, ডাকে রে যাদুমণি,

উঠ রে উঠ, মা বলে ডাক রে

জুড়াক জীবন।

চাও রে মেলি' নয়ন, তোল রে বদন, হৃদয়-ধন!

বাবা! এই কি তোর শয়ন কর্‌বার স্থান রে?—অভিমন্যু, বাবা! একবার ওঠ, একবার চেয়ে দেখ; তোমার অভাগিনী মা তোমার কাছে এসেছে! একবার মা বলে ডাক! বাবা! তোর ও কোমল অঙ্গে অস্ত্রের আঘাত লেগেছে,—ওরে, আমার বুকে লাগ্‌লো না কেন? এ বুক ফাটে না রে ফাটে না!—(বক্ষে করাঘাত)—এ বুক পাষাণ, ফাটে না—ফাটে না! এ প্রাণ বেরোয় না—বেরোয় না! বাছা রে! তোমার দেহ ধূলায় ধূসরিত, আর দেখ্‌তে পারিনে। ওঠ—ওঠ, তোমার জন্য মনোরম শয্যা প্রস্তুত করে রেখেছি; সেখানে শয়ন কর্‌বে চল। মায়ের কথা শুন্‌।—(কিয়ৎক্ষণ পরে)—অভিমন্যু রে! তোর মনে এই ছিল, আমাকে এমন করে ফেলে পালাবি? তা যদি জান্‌তেম, তা হলে যে, আমি আগে বিষ খেয়ে যেতেম রে! ওরে, তখনি আমি বারণ করেছিলেম! বাছা রে, স্বপ্নপ্রাপ্ত রত্নের মত দেখা দিয়ে কোথায় পাল্‌য়ে গেলি? বাবা, আমি যে আজ শূন্যময় দেখ্‌ছি রে! বাবা অভিমন্যু!—অভিমন্যু!—অভিমন্যু! তোর কি কেউ রক্ষক ছিল না রে? কৃষ্ণ যার মাতুল—ধনঞ্জয় যার জনক, তাকে সপ্তরথীতে অন্যায় করে বধ কর্‌লে? ওরে কৌরবদের ধিক্‌! তাদের জীবনে ধিক্‌! তাদের বীরত্বে ধিক্‌! ওরে, আমার সর্ব্বনাশের জন্যই কি কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হয়েছিল? দুরাত্মা দুর্য্যোধন! তোর সর্ব্বনাশ হবে। আমি মায়ের চক্ষের জলের সহিত বল্‌চি—তোর সর্ব্বনাশ হবে—হবে—হবে। আমি মায়ের চক্ষের জলের সহিত বল্‌চি—তুই নির্ব্বংশ হবি। আমি মায়ের চক্ষের জলের সহিত

বল্‌চি—তোর বংশে বাতি দিতে কেউ থাক্‌বে না। আমার যেমন অন্তরাত্মা পুড়ে থাক্ হয়ে যাচ্চে, তুই এর চতুর্গুণ পুড়্‌বি। বিধাতা, তোমার মনে এই ছিল! দুঃখিনীকে একটি মাত্র রত্ন দিয়ে অবশেষে তাও হরণ করলে? আমি তোমার কাছে কোন্ দোষে দোষী?—কোন্ পাপে পাপী, কোন্ অপরাধে অপরাধী? আমার যে আর নাই!

বিধাতা, দুখিনী-ভালে এই কি হে লিখেছিলে!
একটি রতন দিয়ে তাও শেষে হরে নিলে?
হায় রে, তোমার সম, জগতে নাহি নির্ম্মম,
কি দোষে দাসীর বুকে দারুণ শেল হানিলে॥
বিনে অভিমন্যু-ধন, যায় রে যায় জীবন
সহে না যন্ত্রণা আর, প্রাণ সঁপিব অনলে॥

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।)

শ্রীকৃষ্ণ। এ কি সুভদ্রা, তুমি এখানে কেন?

সুভদ্রা।—দাদা! আমার যে সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! আমার অভিমন্যু যে আমায় ফেলে পালিয়ে গেছে! দাদা, তুমি থাক্‌তে আমার এই হলো? তুমি থাক্‌তে আমার অভিমন্যুকে দুর্ম্মতি কৌরবেরা অন্যায় করে বিনাশ করলে? দাদা, আমি আর বাঁচি না, আমায় বিদায় দাও—আমার অভিমন্যু যেখানে গেছে, আমিও সেইখানে যাই।

শ্রীকৃষ্ণ।—সুভদ্রে! ভগিনি! ক্ষান্ত হও—আর শোক করো না। কাল সকলকেই সংহার করে, সূর্য্যকুলোদ্ভব ক্ষত্রিয়ের যেরূপে জীবন পরিত্যাগ করা উচিত, তোমার অভিমন্যু সেইরূপেই প্রাণত্যাগ করেছে। অভিমন্যু বীরগণের অভিলষিত গতি লাভ করেছে। সে লক্ষ লক্ষ শত্রু বিনাশ করে, পবিত্র অক্ষয় লোকে গমন করেছে। যুগে

যুগে মহাযোগিগণ, যোগসাধন, তপশ্চর্য্যা দ্বারা যে গতি না প্রাপ্ত হন, তোমার অভিমন্যু সেই গতি লাভ ক'রেছে। সুভদ্রে! তুমি বীর-জননী, বীরভগিনী, বীরপত্নী, বীরনন্দিনী, বীরবান্ধবা—অভিমন্যুর জন্য ওরূপ কাতর হওয়া তোমার উচিত নয়।

সুভদ্রা।—ভুলতে যে পারি নে—বুকের ভিতর দপ্ করে যে জলে ওঠে! আমার যে সব শূন্য হয়েছে! আমার চক্ষে যে সব অন্ধকার। এই কি অভিমন্যুর বীরলোকে যা'বার সময়? সে যে এখনও আমার কোলে থাকৃত। দাদা! আমার দুধের ছেলেকে কৌরবেরা অন্যায় করে মারলে! অভিমন্যু আমার অনাথ?—তার কি রক্ষক ছিল না?

শ্রীকৃষ্ণ।—পাপাত্মা বালকহন্তা জয়দ্রথ অচিরেই তার পাপের প্রতিফল প্রাপ্ত হবে। * * * ভগ্নি, শোক পরিত্যাগ কর—আর ক্রন্দন ক'রো না—চক্ষের জল নিবারণ কর।

সুভদ্রা।—চক্ষের জল নিবারণ হয় না। দাদা! যে অভিমন্যুর পশ্চাতে পশ্চাতে শত শত দাস দাসী নিয়ত পরিভ্রমণ করতো—আজ আমার সেই অভিমন্যু কি না শ্মশান-শিবাগণের সঙ্গে বাস কর্‌ছে?

শ্রীকৃষ্ণ।—সুভদ্রে! তুমি শীঘ্র এ স্থান পরিত্যাগ কর, এ স্থানে যত থাকবে, তত তোমার মন ব্যাকুল হবে। চল।

[সুভদ্রাকে লইয়া প্রস্থান।

(কিয়ৎক্ষণ পরে ভীমসেনের প্রবেশ।)

ভীম।—কৃষ্ণের লীলা বোঝা ভার! কৃষ্ণ সহায় থাকতে অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হলো না, এ কেমন হ'লো? কিছুই বুঝতে পারি নে—না; আর বুঝতে চেষ্টা করবার দরকার কি? কৃষ্ণের আদেশ পালন করি—বৎস অভিমন্যুর মৃত দেহ লয়ে যাই।

[মৃতদেহ লইয়া প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

দ্বৈপায়ন হ্রদের তীর।

গগনপ্রান্তে সূর্য্য।

এক পার্শ্বে বৃহৎ চিতা সজ্জিত।

(একখণ্ড শিলার উপর অর্জ্জুন উপবিষ্ট, পার্শ্বে গাণ্ডীব পতিত।)

অর্জ্জুন।—সখা বল্লেন, আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই—কেন? এখন ত সন্ধ্যা হয় নাই—(চিন্তা)—যাক্, সে কথা ভাব্‌বার আমার প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণের ইচ্ছারই জয় হোক্। বৎস অভিমন্যুকে ক্রোড়ে নিয়ে মরতেও ত পাব। সেই সুখ—তাই যথেষ্ট। কত ক্ষণে সখা আস্‌বেন—কতক্ষণে দুঃখের অবসান হ'বে?—(দেখিয়া)—হা অভিমন্যু!—(মূর্চ্ছা)

(অভিমন্যুর মৃতদেহ স্কন্ধে ভীমের প্রবেশ।)

ভীম।—অর্জ্জুন! ভীমের পাষাণ হৃদয়ও আজ বিদীর্ণ হয়ে গেল! ওহো! এ কি?—হরি! এ কি? তুমি যাদের সহায়, তাদের ভাগ্যে এ কি? তোমার লীলা যে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লেম না—(মৃতদেহ ভূতলে রক্ষা ও এক পার্শ্বে উপবেশন)—বৎস! ব্যূহ মধ্যে তোর অনুগমন কর্‌বো বলেছিলেম, কিন্তু জয়দ্রথের ভয়ে পারি নে। আজ তোর অনুগমন কর্‌বো। আমি তোরে, ভুলেছিলেম না, বাপ্! তোর জন্যে কত অপমান সয়েছি, তা ভগবানই জানেন। যারে চরণে দলিত করেছিলেম—তার চরণ ধরে সেধেছিলেম, কিছুই কর্‌তে পারি নি—ওঃ!

অর্জ্জুন।—(চেতনা পাইয়া)—হা বৎস! এ কি বেশ তোর! বাপ! কেন এমন ধুলায় পড়ে রয়েছ! এ বেশ ত তোমার শোভা পায় না—

বৎস, তোমার শোধ ল'ব বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেম, কিন্তু পার্‌লেম না। তবে চল্‌ বাপ! চিতায় আরোহণ করি গিয়ে—অনলের কোলে গিয়ে তোর শোকানল নির্ব্বাণ করি গিয়ে। দেখ্‌ বাপ, সূর্য্য অস্তে গেল—(এই সময় একেবারে সূর্য্য অস্ত হইবে)—আমার চন্দ্রও যে অস্ত গিয়েছে! তবে অন্ধকার পৃথিবীতে থেকে কি হ'বে?—চল যাই—(অভিমন্যুর বক্ষে পতিত হইয়া রোদন)

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।)

শ্রীকৃষ্ণ।—(অর্জ্জুনকে স্পর্শ করিয়া)—সখা, শোক করা বৃথা—প্রস্তুত হও, মহারাজ এলেন বলে।

(কর্ণ, দুর্য্যোধন, জয়দ্রথ, দুঃশাসন, ও শকুনির প্রবেশ।)

ভীম।—(উত্থিত হইয়া)—কৃষ্ণ! মর্‌বো তা তো নিশ্চয়, কিন্তু প্রতিজ্ঞা অপূর্ণ থাক্‌তে মর্‌বো কেন? অনুমতি কর, দুঃশাসনের রক্ত পান ক'রে এই গদাঘাতে দুর্য্যোধনের ঊরু ভঙ্গ করি।

শ্রীকৃষ্ণ।—না, আর্য্য! আর মৃত্যুকালে পাপ সঞ্চয় ক'রে কি হ'বে?

ভীম।—পাপ?—প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করা যদি পাপ, তবে পুণ্য কি?

(যুধিষ্ঠির, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, সুনন্দা ও উত্তরার প্রবেশ।)

শ্রীকৃষ্ণ।—শোনো সকলে—অগ্রে দ্রৌপদী পরে কনিষ্ঠাদি ক্রমে পাণ্ডবেরা স্বর্গারোহণ কর্‌বেন। আমি এঁদের বিরহ কখনই সহ্য কর্‌তে পারি না, আমি অগ্রে দেহত্যাগ কর্‌বো।

ভীম।—না কৃষ্ণ! তা হবে না; আমি স্বীয় প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না করে প্রাণত্যাগ কর্‌বো না। এখনি অনুমতি দাও। যা বল, তাতেই প্রস্তুত আছি। নইলে সকল শেষ হ'লে আমি স্বীয় প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে; তবে মর্‌বো, তার আগে মর্‌চি নে। দ্রৌপদি! তুমি থেকো, তোমার কেশ

শ্রীকৃষ্ণ।—সখা! গাণ্ডীব ত্যাগ করো না।

ভীম।—আমিও গদা ত্যাগ কর্‌ছি নে।

দুর্য্যোধন।—অর্জ্জুন! আর দেরি কেন? সন্ধ্যা ত অনেক ক্ষণ হয়েছে। দ্রৌপদি! তুমি কেন মিছে দেহ ত্যাগ কর্‌বে?—(ঈষৎ হাস্য)

ভীম।—কৃষ্ণ! আর না—আর সহ্য হয় না—অনুমতি কর।

শকুনি।—অর্জ্জুন! মিছে আর মুখ চাওয়াচায়ি করে কি হ'বে, বাপু! প্রতিজ্ঞা রক্ষাই পুরুষের কার্য্য!

অর্জ্জুন।—সখা! আর কেন, যাই—

শ্রীকৃষ্ণ।—অর্জ্জুন! সখা! ঐ দেখ এখনও সূর্য্য—সন্ধ্যার এখনও অনেক বাকি? স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন কর।

[অর্জ্জুনের জয়দ্রথকে আক্রমণ, কর্ণের বাধা দিতে অগ্রসর হওয়া ও সাত্যকির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

[ভীম ও দুর্য্যোধন, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দুঃশাসন, সহদেব ও শকুনির যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

[জয়দ্রথের বেগে পলায়ন ও অর্জ্জুনের পশ্চাৎ ধাবন তৎপশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, নকুল, দ্রৌপদী ও সুভদ্রার প্রস্থান

সুনন্দা।—প্রিয়সখি! আমরাও যাই চল।—(হস্তধারণ)

উত্তরা।—আমাকে ছেড়ে দাও, আমি যাই—যাই—যাই। প্রাণনাথ যেখানে গেছেন। আমিও সেখানে যাই। আর আমার পৃথিবীতে কিছুই নাই, জীবনের সার রত্ন অপহৃত হয়েছে! এখন আমি পথের কাঙালিনী—ভিখারিণী। পতি বিনা সতীর জীবন

বিড়ম্বনা—আমার কিছুতেই প্রয়োজন নাই। সুনন্দা, গৃহে যাও, আমি নাথের সহগমন কর্‌বো। নাথ! নাথ! প্রাণনাথ!

(শবদেহ আলিঙ্গন করিয়া)—

কোথায় গেলে প্রাণনাথ, ত্যজিয়ে চিরদাসীরে।
ফেলিয়ে এ অভাগীরে চির শোকের পাথারে॥
দিয়ে নিদারুণ ব্যথা, ছিঁড়িয়ে প্রণয়-লতা'
কোথা গেলে প্রাণনাথ, জগত আঁধার করে॥
দেখ নাথ, তব দাসী কাঁদে তব পাশে বসি'
ভাসি'ছে নয়ন, হায়, সতত শোকের নীরে।
উঠ উঠ, প্রাণনাথ, দুখ হইল প্রভাত
অস্তমিত সুখ-শশী হেরি খর-দিবাকরে॥

(উঠিয়া সুনন্দার কণ্ঠ ধারণ করিয়া)—

যার তরে এ জীবন যতনে করি ধারণ,
সে করিল পলায়ন, সখি রে এখন!

(অলঙ্কার খুলিতে খুলিতে)—

বসনে ভূষণে আর কি কাজ আছে আমার
সুচিকণ অলঙ্কারে নাহি প্রয়োজন।

(অলঙ্কার দূরে নিক্ষেপ)

বিমুখ জগত আমারে, স্বজনি,
আমি রে দুখিনী—বিধবা রমণী
পতিহীনা নারী পতি-কাঙ্গালিনী
পতির সহিত করিব গমন।

(সুনন্দার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া)—

হায়, ফুরা'ল সকলি সখি, এ জীবনে,

চাহি না আর জীবনে।
দেহ গো বিদায় মোরে, যাই নাথ সনে,
দিব এই দেহ আজি দেব হুতাশনে।
হৃদয়ের শান্তি আর নাহি রে এখানে
যা'ব সখি, আজি চির-শান্তি-নিকেতনে।

সখি! গৈরিক বস্ত্র নিয়ে এসো, আমাকে পরিয়ে দাও, আমি বিধবা বেশ ধারণ করি।

সুনন্দা।—সে ত চিরকালই পর্‌বে, তার জন্য এত তাড়াতাড়ি কেন?

উত্তরা।—বড় অধিক দিন নয়, অধিক ক্ষণও নয়, আমি এখনি এ পৃথিবী হ'তে বিদায় হ'ব। সখি! আমাকে বিদায় দাও। দাও—আমাকে বিধবা সাজ্যে দাও। জগৎ দেখুক, পৃথিবী দেখুক—উত্তরা আজ বিধবা। জগৎ দেখুক—বিধবা পতিহীনা অভাগিনী উত্তরা আজ পৃথিবী হ'তে জন্মের মত চল্‌ল।

সুনন্দা।—প্রিয়সখি, ক্ষান্ত হও, আর অমন করো না।

উত্তরা।—কি বল্‌ছো, সুনন্দা?—আর আমার বেশ ভূষায় প্রয়োজন কি? যাঁর জন্য এই সব, এ তাঁ'রি সঙ্গে সঙ্গে যা'বে। শুভ বিবাহ দিনে সিন্দূর পরেছিলেম, এই কাল চিরবিচ্ছেদের দিনে তা উঠে যা'বে। না গেছে—আগে থেকেই গেছে।

সুনন্দা।—সখি, যা হবা'র তা হ'লো। এখন যুবরাজের মৃত দেহের সংকার হে'াক্। চল, আর এখানে থেকে কাজ নাই।

উত্তরা।—না—আমি যাব না। আমার সম্মুখেই সব হে'াক। জ্বাল—তোমরা চিতা জ্বাল, যা বল্‌ছি তাই কর—আমার এই শেষ অনুরোধটি রক্ষা কর—আর আমি কারও কাছে কিছুই চাইতে আস্‌বো না। সুনন্দা! আমায় স্নান করয়ে আন।

সুনন্দা।—স্নান করে বাড়ী যা'বে চল।

উত্তরা।—বাড়ী কোথা? কোথা যা'ব? সব অরণ্য—সব অরণ্য! চল, আমাকে স্নান করয়ে দেবে চল। সুনন্দা, তুমিও আমার প্রতি বিমুখ হলে,—আমার শেষ একটি অনুরোধ রক্ষা কর্‌তে পার্‌লে না? হায় বিধাতা বিমুখ হলে তার প্রতি জগৎ বিমুখ হয়।

সুনন্দা।—কেন আমাকে মিছে ভৎর্সনা কর, তুমি কি বল্‌ছ?

উত্তরা।—আচ্ছা তুমি না যেতে পার, আমি একাই যাই—আর আমার কাকে ভয়—কাকে লজ্জা? আমি পৃথিবী হ'তে জন্মের মত যাচ্চি, আর আমার ভয় কি—লজ্জা কি?

[প্রস্থান।

সুনন্দা।—দাঁড়াও—দাঁড়াও।

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রণস্থল।

(প্রথমতঃ কর্ণ সাত্যকি, পশ্চাৎ ক্রমে ভীম
দুর্য্যোধন, ধৃষ্টদ্যুম্ন দুঃশাসন,
সহদেব ও শকুনির
যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ ও প্রস্থান)

[পটপরিবর্ত্তন]

দূরে কৌরবশিবির।

(জয়দ্রথ পশ্চাতে অর্জ্জুন।)

অর্জ্জুনের পাশুপাত ত্যাগ ও জয়দ্রথের
মস্তকচ্ছেদ; সুদর্শনচক্রের আবির্ভাব ও
মুণ্ড লইয়া উর্দ্ধে অন্তর্ধান।)

শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির প্রভৃতির প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির।—ভগবান! এ কি? কি, আশ্চর্য্য! জয়দ্রথের মুণ্ড

শূন্যে অন্তর্হিত হ'লো কেন ? ও মুণ্ড কোথা গেল ?

শ্রীকৃষ্ণ ।—কোথা গেল ঐ দেখুন—

[পটপরিবর্ত্তন]

সমন্তপঞ্চক তীর্থ।

(বৃদ্ধক্ষত্র যোগাসীন।)

(জয়দ্রথের মুণ্ড শূন্যপথে আসিয়া তাহার ক্রোড়ে পতন।)

(বৃদ্ধক্ষত্র কর্ত্তৃক মুণ্ড ভূমে নিক্ষেপ ও বৃদ্ধক্ষত্রের মস্তক বিদীর্ণ হইয়া মৃত্যু।)

যুধিষ্ঠির।—হরি, তোমার লীলা বোঝা মনুষ্যের সাধ্য নয়—এ কি দেখা'লে কিছুই যে বুঝতে পার্‌লেম না।

শ্রীকৃষ্ণ।—মহারাজ ! ঐ যে যোগীর মৃত্যু হ'লো, ও কে বোধ হয় আপনি জানেন, ঐ জয়দ্রথের পিতা। জয়দ্রথের পিতা জয়দ্রথকে বর দিয়েছিল, যে, যে জয়দ্রথের মস্তক ভূতলে নিক্ষেপ কর্‌বে, তার তৎক্ষণাৎ মস্তক বিদীর্ণ হ'য়ে মৃত্যু হ'বে, তাই এই কৌশলে অর্জ্জুনের প্রাণ রক্ষা কর্‌লাম।

সকলে। জয় হরি দয়াময় !

শ্রীকৃষ্ণ।—মহারাজ আপনি নারীগণকে ল'য়ে শিবিরে যা'ন, আমি পশ্চাৎ যাচ্চি—

[কৃষ্ণার্জ্জুন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ।—সখা ! তুমিও যাও—বিশ্রাম করগে, "আমি অভিমন্যুর মৃতদেহের সৎকার্য্যের চেষ্টা দেখি।

অর্জ্জুন।—কৃষ্ণ তুমি আমার শ্রবণশক্তির লোপ কর। ওহো ! ও নিষ্ঠুর কথা আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ কর্‌বার পূর্ব্বে আমার মৃত্যু হ'লো না কেন ? অভিমন্যু রে তোর দেহ আজ অনলে দগ্ধ হবে !—ওহো বুক ফেটে গেল।

[শ্রীকৃষ্ণের অর্জ্জুনকে লইয়া প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

"দ্বৈপায়ন হ্রদের তীর

প্রজ্বলিত চিতা।

(বিধবা বেশে উত্তরা।)

উত্তরা।—(চিতা প্রদক্ষিণ করিতে করিতে)—

চলিল দুখিনী আজি ত্যজিয়ে সংসার গো!
পতি বিনে অবলার সকলি অসার গো! ॥
কোথা পিতা, কোথা মাতা, কোথা প্রিয়তম ভ্রাতা,
আত্মীয় স্বজন কোথা, দেখ এক বার গো! ॥
দুখিনী বিধবা বালা জুড়া'তে বৈধব্য-জ্বালা,
চলিল ত্যজিতে আজি জীবনের ভার গো! ॥
কোথা প্রভু নারায়ণ, স্মরি' তব শ্রীচরণ,
অতিক্রম করি আজি শোক-পারাবার গো ॥

হে মাতঃ বসুন্ধরে! বিদায় দাও! নাথ! আমায় সঙ্গে লও!—
চিতায় পড়িবার উপক্রম)—

দৈববাণী।—

উত্তরে! অনলে দেহ কর না অর্পণ।
গর্ভেতে তোমার আছে কুমার রতন ॥"

উত্তরা।—হা! যেতে পার্‌লেম না—পার্‌লেম না—চির অন্ধকারে র'তে হ'লো—হা নাথ!—(ভূতলে পতন)"।

ইতি পঞ্চমাঙ্ক।

যবনিকা পতন।

সমাপ্ত।

সপ্ত-সম্বোধন।

(কাব্য)

প্রথম খণ্ড।

"সংসার-বিষ-বৃক্ষস্য দ্বে এব রসবৎ ফলম্।
কাব্যামৃত-রসাস্বাদং, সঙ্গমং স্বজনৈঃ সহ॥"

[illegible]

[illegible]

উপহার ।

কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায়

বান্ধববরেষু—

"অবসর-সরোজিনী," "বীণা,"—বঙ্গ-বিমোহিনী,
গভীর "নিশীথ-চিন্তা," "নিভৃত-নিবাস,"
পতিরতা—"পতিব্রতা", "অনলে বিজলী"—সীতা,
"কবিতা-কৌমুদী,"—নানা কবিতা প্রকাশ ;
বঙ্গভূমি-বিভূষণ, সুচারু "বঙ্গভূষণ,"
"বাল্মীকির রামায়ণ"—সুধার আধার,
সটীক, সরল ছাঁদে অবিকল অনুবাদে,
সাজাইলে বাঙ্গালার কবিতা-ভাণ্ডার।
যে করে এ কাব্যচয় করিলে সৃজন,
সে করে অর্পিনু এই "সপ্ত সম্বোধন।"

শ্রীপ্রমথ—

সপ্ত-সম্বোধন।

(কাব্য)

প্রথম সম্বোধন।

কমলিনীর প্রতি।

সময়,—ঊষা। স্থান,—সরোবর-তীর।

[১]

খোল খোল, কমলিনি! সুন্দর বদনখানি,
দেখ দেখ দেখ মেলি' সুচারু নয়ন :—
সুনীল গগন-গায়, ওই মিলাইয়ে যায়,
জ্বলন্ত তারকারাজি যামিনী-ভূষণ ;
ললাটিকা নিশামণি, চারু স্বর্ণকান্ত মণি,
হইয়াছে হীনজ্যোতিঃ মলিন এখন ;
নৈশ সরঃ-সুশোভিনী, প্রমোদিনী-কুমুদিনী,
বিষম প্রমাদ গণি' ঢাকিল বদন।
থর থর কাঁপিতেছে সরসীর নীর ;
ধীরে ধীরে দুলিতেছে তোমার শরীর।

[২]

ওই আসিতেছে ঊষা, পরিয়া কুসুম-ভূষা,
সঙ্গে লয়ে মৃদু-মন্দ ধীর সমীরণ ;
ওই দেখ সমীরণ, নাচাইয়ে কুঞ্জবন,
চলেছে যেখানে আছে কুসুম-রতন।
দেখ দেখ দেখ চেয়ে, ফুল-পরিমল লয়ে,
চঞ্চল অনিল ওই করিছে ভ্রমণ ;

হরষে যতেক পাখী, পাইয়ে নূতন আঁখি,
পাদপ-শাখায় বসি করিছে কূজন ।
উঠ উঠ, কমলিনি ! ঘুমা'ও না আর,
দুখের যামিনী এবে পোহাল তোমার ।

[৩]

দেখ চেয়ে পূর্ব্ব দিকে, আসিতেছে একে একে,
ভাঙ্গা ভাঙ্গা রাঙ্গা রাঙ্গা ক্ষুদ্র মেঘগণ ;
ত্বরায় আসিবে, সতি, তোমার প্রাণের পতি,
উজলিতে, আলোকিতে এ বিশ্বভবন ;
নিশা অবসান হল, চোক খোল, মুখ তোল,
আর কেন থাক তুমি ঘুমে অচেতন ?
আর কেন কর ভয় ? "জয় দিনমণি জয় !"
উচ্চরবে সবে ভবে করিছে ঘোষণ ।
খোল খোল মুখ খোল, রবি-সীমন্তিনি !
প্রেমের আকর্ষি লয়ে আসে দিনমণি ।

[৪]

সহস্র যোজন পরে, সুদূর গগনোপরে,
ভ্রমণ করেন সদা দেব দিবাকর ;
নিম্ন পাতাল দেশে, জলময় সরোরসে,
ফুলরাণি কমলিনি ! বসতি তোমার ।
এত দূর দুই জনে, তবু প্রণয়-বন্ধনে
দৃঢ় বাঁধা আছে মন, হায়, দুজনার !
পবিত্র প্রণয় এই, সুধারস রসময়ী,
মিলনে উথলে সুখ-সুধা-পারাবার ।
প্রণয়ের যাহা কিছু, আছে তা তোমায়,
প্রণয়-আদর্শ তুমি নিখিল ধরায় ।

[৫]

ওই দেখ, কমলিনি! ধীরে ধীরে দিনমণি,
উঠিছেন তুষিবারে সাদরে তোমায়;
ঊষার সীমন্তে বসি, দেখ সরসী রূপসী,
শোভিছেন অভিরাম অরুণ বিভায়।
প্রাণেশ তোমার এল, চোক খোল, মুখ তোল,
সাজাও সরসী-জল অতুল শোভায়;
পিপাসিত অলিকুলে, দান কর প্রাণ খুলে
মিষ্ট মকরন্দ-ধন,—অলি যাহা চায়।
গুন্ গুন্ রবে গান, করুক ভ্রমর;
শুনিয়ে জুড়াক মোর শ্রবণ-বিবর।

[৬]

কমল! তোমার রূপ, শোভাময় অপরূপ,
নেহারি এখন, মরি, জুড়াল নয়ন।
হাসি-হাসি মুখখানি, অনন্ত রূপের খনি,
এই কি তোমার, ধনি! নবীন যৌবন?
ফুটিছে সুন্দর কলি, যুটিছে যতেক অলি,
ছুটিছে চৌভিতে, মরি, সৌরভ এখন!
জলে নামি দিনমণি, তব পাশে, কমলিনি!
ওই দেখ ধীরে ধীরে করিছে গমন।
রাঙ্গা দেহ, ভাঙ্গা ভাঙ্গা তরঙ্গে চড়িয়া,
রঙ্গিতেছে সরোবর রাঙ্গা রঙ্গ দিয়া।

[৭]

হায়! যদি কবিগণ, করিত রে দরশন
এ হেন সুন্দর ছবি, এ হেন সময়;

তা হলে এ সরোবরে বিমল সলিল'পরে,
নলিনি, তোমার থাকা হ'ত মহা দায়!
সবাই তোমারে লয়ে, ছুটে যেত লোকালয়ে,—
অন্বেষিত যেথা পেত সুন্দর বদন;
সু-উরস যেথা পেত অমনি ছুটিয়া যেত,
ছুটে যেত যেথা পেত সুন্দর চরণ।
করিত তোমারে লয়ে কত টানাটানি!
বড় ভালবাসে কবি তোমারে, নলিনি!

[৮]

নাচিতে নাচিতে সুখে, লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে,
ছুটিছে মধুপকুল মধুর আশায়;—
এই মনোরম ছবি যদ্যপি দেখিত কবি,
হয় ত লিখিত গিয়া কবিতা-মালায়,
ভাবে গদ গদ হয়ে, আদি-রসে মেতে গিয়ে,
লিখিত রসিকরাজ রসিক গাথায়,—
"রবি অস্তমিত দেখে, ভ্রমরে লইয়ে বুকে
দ্বিচারিণী কমলিনী যামিনী কাটায়।"
কমলিনী দ্বিচারিণী কবি-কল্পনায়;
শত শত নমস্কার, কবি, তব পায়!

[৯]

সে সকল ভাব, হায়! না আছে এ অভাগায়,
কবি-ভাব কোথা পাব, কবি-শক্তি কই?
কবি হলে দেখিতাম, প্রাণ খুলে লিখিতাম,
দৈব বিড়ম্বনে, হায়, কবি আমি নই!
কমলে আনিয়ে ঘরে, প্রিয়ার বদন ধরে,
তুলনা তুলিতে আমি নারিনু কখন;
নারিনু মৃণালে আনি, ধরি প্রেয়সীর পাণি,

নধর মৃণালে, হায়, বলিতে অধম !
হাস তুমি, কমলিনি, বসি সরোবরে,
কাঁদাব না অলিকুলে তুলিয়ে তোমারে।

[১০]

যামিনী প্রভাত হল, দিনমণি প্রকাশিল,
হাস তুমি, কমলিনি, হাস বার বার ;
বসি সরসীর নীরে, মৃদু মন্দানিল ভরে,
নাচি নাচি সুশোভিত কর চারি ধার।
তোমার সুখের দিন, থাক্ থাক্ চিরদিন,
থাকুন গগনে দিনমণি দিবানিশি ;
তামসীর তমোরাশি, ভয়ঙ্কর বেশে আসি,
পুন যেন না কাঁদায় তোমায়, রূপসি !
চাই না উজ্জ্বল তারা, পূর্ণ শশধরে,
গেলে যদি রবি আর না আসেন ফিরে !

[১১]

ভারত-সৌভাগ্য-রবি, রুদ্র তেজোময় ছবি,
অস্তমিত চিরকাল—চিরকাল তরে রে,
আর না আসিল ফিরি, উজলি উদয়-গিরি,
সে সুখ-নলিনী আর হাসিল না নীরে রে !
তমসে মগন, হায়, ভারতের সমুদায়
বিশুষ্ক ভারত-সুখ-নলিনী এখন !
দুষ্ট নিশাচর দল, করি মহা-কোলাহল,
বিলোড়ি ভারত-বক্ষ করিছে ভ্রমণ !
বিগত সে ভারতের বীর অহঙ্কার ;
ভারত-সৌভাগ্য-রবি ফিরিবে না আর !!

[১২]

তাই বলি, কমলিনি ! দিবানিশি দিনমণি,

সুনীল গগনতলে করুন ভ্রমণ ;
যামিনীতে স্থানান্তরে, দিও না যাইতে তাঁরে,
ছেড়ো না ক, কাছে রেখো, করিয়া যতন ।
ভারত-সৌভাগ্য-রবি, রুদ্র তেজোময় ছবি
অস্তমিত চিরকাল—চিরকাল তরে রে !
আর না আসিল ফিরি, উজলি উদয়-গিরি,
সে সুখ-নলিনী আর হাসিল না নীরে রে !
বিগত সে ভারতের বীর-অহঙ্কার !
ভারত-সৌভাগ্য-রবি ফিরিবে কি আর ?

দ্বিতীয় সম্বোধন ।

গঙ্গার প্রতি ।

[১]

পবিত্রসলিলে গঙ্গে, হিমাদ্রি-নন্দিনি !
ভারতের চিরশোভা, ভারত-মোহিনি !
চঞ্চল তরঙ্গমালা হৃদে ধরি, শৈলবালা !
কোথায় যাইছ বেগে, চঞ্চল-গামিনি ?
দাঁড়াও ক্ষণেক তরে, শুন মোর বাণী ।

[২]

সুগন্ধি কুসুম-কুল নয়ন-রঞ্জন,
সুচারু তরঙ্গ-শিরে করি আরোহণ,
কমলিনী কত শত, বিকশিত সুবাসিত
নাচিয়া নাচিয়া যায়, বিমোহিয়া মন :—
সুন্দর, জাহ্নবি, তব কুসুম-ভূষণ ।

[৩]

তীরে অপরূপ শোভা তোমার তটিনি।
ফুটিয়ে রয়েছে কত স্থল-কমলিনী!
সুচারু অধরে মধু, বাঙ্গালী-কুলের বধূ,
তোমার পবিত্র নীরে স্নানি, বিনোদিনি,
শোভিতেছে যেন শিশিরার্দ্র কমলিনী।

[৪]

সচঞ্চল জলরাশি করে কল কল,
তরণী বাহিয়া যায় নাবিকের দল,
সারি সারি বসি সবে, সারি গায় উচ্চ রবে,
উছলে সে রবে তব হৃদয় তরল;
হাসিতে হাসিতে নাচে তরঙ্গ সকল।

[৫]

শারদ উৎসবাগমে উৎসাহে মাতিয়া,
রমণী-রঞ্জন চারু বসন লইয়া,
একটি বরষ পরে, আরোহি তরণী'পরে,
বিরহী যাইছে ঘরে, পুলকিত হিয়া;
ধীরি ধীরি যায় তরী তব বারি দিয়া।

[৬]

শতধা বিভক্ত তনু তেজস্বী তপন,
তোমার সলিলে পড়ি করে সন্তরণ,
কভু ডোবে, কভু ভাসে, দেখিয়া তরঙ্গ হাসে,
তরল রজত-স্রোতিঃ ঝলসে নয়ন,
উলটি পালটি খায় দিনেশ-রতন।

[৭]

অতুল তোমার শোভা এ বিশ্ব ভুবনে,
কবি-চিত্ত বিমোহিত ক্ষণ দরশনে,

তরঙ্গেরা তালে তালে নাচে ঘন কুতূহলে
নব নব শোভা আসি নাচায় নয়নে;—
শোভার ভাণ্ডার তুমি এ বিশ্ব ভুবনে!

[৮]

কিন্তু গো হৃদয়ে ও কি করেছ ধারণ?
শশাঙ্কে কলঙ্ক-লেখা কহ কি কারণ?
ধরিয়াছ কোন্ মুখে, বিমল কোমল বুকে
বহু বিদেশের জল-যান অগণন?
স্বদেশের কিছু নাই নয়ন রঞ্জন!

[৯]

আপন শোণিত দিয়া পালিছ ভারতে,
নন্দনকাননিভ ভূমি এ মরতে!
শস্যপূর্ণা সদা, সতী, ফুলবতী, ফলবতী,
জগতের ছবি খানি, বিদিত জগতে,
যা নাই ভারতে তাহা নাই এ জগতে।

[১০]

যা নাই কোথাও, আর তাই কত জন,—
তোমার হৃদয়ে বসি করিছে হরণ,—
ভারতবরষ-বাসী অমূল্য রতন-রাশি,
ভারতের শস্যচয়,—ভারত জীবন,
বসিয়ে তোমার বুকে করিছে শোষণ।

[১১]

হরষে হসিত মুখ হাসিতে হাসিতে;
যেও না যেও না, গঙ্গে! নাচিতে নাচিতে,
শুন কথা অভাগার, দাঁড়াও, যেও না আর
ভারতের অরাতির পদ প্রক্ষালিতে,
যেও না অরাতি-মন সাদরে তুষিতে।

[১২]

শুনিয়াছি, ভাগীরথি ! পুরাণ-কাহিনী,
হরিপদোদ্ভবা তুমি স্বর্গ-বিহারিণী !
মহেশের শিরোপরি, বহিতে গো ধীরি ধীরি,
ব্রহ্মা-কমণ্ডলু মাঝে ছিলে সুরধুনী,
তারিতে পাতকী জনে ভারত-চারিণি !

[১৩]

এ হেন কলুষ-শূন্য সুপবিত্র বারি,
হেন পুণ্যময়ী গঙ্গা অধম-কিঙ্করী ?
ধিক্ শত ধিক্ হায়, ধিক্ জাহ্নবী তোমায়,
কি সুখে কি মুখে তোল হাসির লহরী !
কি সুখে কি মুখে বহ কল কল করি ?

[১৪]

পরম পুরুষ বিষ্ণু, দেব গঙ্গাধর,
পাঠালেন তোমারে কি ভারত ভিতর,
দেখা'তে কর্ম্মের ফের, ধোয়াইতে অধমের,
পাপ-পঙ্ক-কলুষিত পদ নিরন্তর ?
ধরিতে বিদেশী পোত বুকের উপর ?

[১৫]

যাও, গঙ্গে ! যাও ফিরি হিমালয়াচলে,
চাহি না, চাহি না আর ও পুণ্য সলিলে
ভারতের সুখগ্রাসী, আনিয়া বিলাসরাশি,
ভারতের সর্ব্বনাশ তুমিই ঘটালে,
ভারতের স্বাধীনতা তুমিই ঘুচালে।

[১৬]

ভারত এখন শুধু তোমারি কৃপায়,
বিদেশের মুখ চেয়ে জীবন কাটায়।

নীচে দিকে গতি যার, নীচ দিকে মতি তার,
বাঁধিয়া দাসত্বডোরে ভারত মাতায়;
বাঁধিলে দাসত্ব-ডোর আপন গলায়!

[১৭]

কে বলে তোমার হৃদে সেতু মনোহর?
আমি বলি সেতু নয়—শৃঙ্খল সুন্দর!
ভারতের সঙ্গে সঙ্গে, বদ্ধ হ'লে তুমি গঙ্গে,
বহ এবে মহোল্লাসে, বহ নিরন্তর,
লৌহের নিগড় অতি সুন্দর—সুন্দর!

[১৮]

সুরকুলশিরোমণি দেবেন্দ্র-বাহন,
ভীম পরাক্রমশালী ভীষণ-দর্শন,
রোধিতে তোমার গতি প্রমত্ত মাতঙ্গপতি
এসেছিল দম্ভভরে দাম্ভিক যখন,
তখন কি ছিলে তুমি, হয় কি স্মরণ?

[১৯]

প্রমত্ত মাতঙ্গ যবে দম্ভ-অবতার,
সহিতে নারিল তব তরঙ্গ-প্রহার,
তৃণবৎ অবশেষে দূরদেশে গেল ভেসে;
অসীম ক্ষমতা ভবে করিলে প্রচার:—
সে সকল কথা মনে আছে কি তোমার?

[২০]

হায়, দেবি! তুমিই কি সেই ভাগীরথী?
তুমিই কি সেই বেগবতী স্রোতস্বতী?
বল, বল, বল, গঙ্গে! তুমিই কি সেই অঙ্গে
পরিয়াছ দাসত্বের শৃঙ্খল সম্প্রতি?
বল দেবি! তুমিই কি সেই ভাগীরথী?

তৃতীয় সম্বোধন।

আলোকের প্রতি।

[১]

যামিনীর যবনিকা হলে অপসৃত,
ভেদিয়া পূরবাচল কনকবরণ,
উষার অঞ্চল ধরি, আ'স তুমি ধীরি ধীরি,
শুনিতে বিহঙ্গকুল-মধুর-কূজন,
দেখিতে বিশ্বের শোভা নয়নরঞ্জন।

[২]

সুশীতল সমীরণ বহে মৃদু মৃদু,
গুন্ গুন্ গান করে ভ্রমর-নিকর,
ফুলছড়ি হাতে করি, মুক্তামালা গলে পরি,
প্রকৃতি সুন্দরী যবে সাজে মনোহর,
তখনি আইস তুমি অবনী উপর।

[৩]

ব্রহ্মমূর্ত্তি ধরি যবে ব্রহ্মাণ্ড-প্রকাশ,
দেখা দেন দিনপতি উজলি গগন,
সুগোল মূরতিখানি, দীপ্ত অনলের খনি,
দেখিয়া প্রফুল্ল হও তুমিও তখন,
রৌদ্ররূপে দাও দেখা দহিতে ভুবন।

[৪]

এ বিশ্বভুবন যবে হয় নি সৃজিত,
সমুদয় বিশ্ব যবে ছিল একাকার,
আকাশ নক্ষত্র যবে, ছিল না বিপুল ভবে,
তুমিও ছিলে না, শুদ্ধ ছিল অন্ধকার,
কিছুই ছিল না,—চিহ্ন না ছিল ধরার।

[৫]

কি ছিল তখন, কিছু বুঝিতে না পারি,
কি ভাবে ছিল এ বিশ্ব না পাই চিন্তিয়া,
বিশ্বগ্রাসী অন্ধকার, কি আর ভাবিব তার!
নহে সে গোধূলি, ঊষা;—কি নিব ভাবিয়া!
ভাবিলে চঞ্চল হয় অচঞ্চল হিয়া।

[৬]

সহসা একটি শব্দ হইল উত্থিত;—
"হউক আলোক!"—আজ্ঞা পরম পিতার,
ঈশ্বর-আদেশ-ক্রমে, জনমিলে তুমি ক্রমে,
তাঁহারি মহিমারাজি করিতে প্রচার;—
বিশ্বের সৃষ্টির পূর্ব্বে জনম তোমার।

[৭]

শুনিয়াছি দিনমণি নিজে রশ্মিহীন,
উজ্জ্বল অস্বচ্ছ গ্রহ গগন-মণ্ডলে,
অপরের রশ্মি লয়ে, দ্বিগুণ উজ্জ্বল হয়ে,
উজ্জ্বল করেন বিশ্ব দিব্য রশ্মি-জালে,
চন্দ্র যথা সৌরালোক পায় নিশাকালে।

[৮]

সবিতার চারি ধারে ঘেরে আছ তুমি,
তোমার তেজেতে সূর্য্য এত তেজোবান,
বাইবেল্-বিজ্ঞান-তত্ত্ব যদি হয় সত্য সত্য,
সূর্য্য তবে নাম মাত্র, এই বুঝিলাম;
তুমিই করিছ জীবে নয়ন প্রদান।

[৯]

পবিত্র ত্রিদিবজাত পবিত্র আলোক!
আদি সৃষ্ট, জগতের তুমি হে নয়ন!

তুমি না থাকিলে, হায়, অন্ধকার সমুদায়,
তোমা বিনা সর্ব্বে অন্ধ, থাকিতে নয়ন,
গাঢ়তম তমস্তূপে অবনী মগন।

[১০]

তোমার কারণে দেখি এ বিশ্ব সংসার,
আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহগণ,
তরু, লতা, গুল্ম আদি তড়াগ, ভূধর, নদী,
সুনাদী বিহঙ্গদল,—বিচিত্র বরণ,
যাবতীয় জীবজন্তু,—জগত-ভূষণ।

[১১]

কিন্তু, হে আলোক! অমা-যামিনী আসিলে,
কোথায় পালাও তুমি, বল মোরে বল,
তিমিরে ডুবাও বিশ্ব, কিছুই না হয় দৃশ্য,
জাগে শুধু গগনের জ্যোতিষ্কমণ্ডল,
মেঘ-অন্তরাল হ'তে চাহে তারা-দল।

[১২]

কাহারে তোমার ভয়? আদি-সৃষ্ট তুমি,
কি ছার তোমার কাছে নৈশ অন্ধকার!
দেখ, এ বিপুল ভবে কনিষ্ঠ তোমার সবে,
সৃষ্টির মাঝেতে তুমি অগ্রজ সবার,
আদি-সৃষ্ট তুমি; ভয় কাহারে তোমার?

[১৩]

নৈশ অন্ধকারে নর হইয়া আকুল,
তব আরাধনা করে বিহিত বিধানে,
নৈশ তম দূরিবারে, এ জগত দেখিবারে,
নানা উপকরণেতে তোমায় আহ্বানে,
বসায় দীপের মধ্যে পরম যতনে।

[১৪]

তামসীর তমমাঝে বিরাজ' যখন,
বড় ভালবাসি আমি তোমারে দেখিতে,
দীপের ডগায় বসি, ক্ষুদ্রকায় হাঁসি হাসি
নিকটের তমোরাশি তাড়াও দূরেতে,
বড় ভালবাসি আমি তোমারে দেখিতে।

[১৫]

গৃহস্থের গৃহমাঝে তুমি হে যখন,
নৃত্য কর মৃদু-মন্দ পবন-হিল্লোলে,
অথবা নদীর জলে, যখন পড়িয়ে ঢলে,
নাচ তুমি তরঙ্গের ভঙ্গে তালে তালে,—
গলিত সুবর্ণ যেন দোলে নদী-কোলে।

[১৬]

কাল জলে জ্বলে যবে ও সুন্দর কায়া,
কি শোভা তখন হয় আলোক, তোমার!
দেখিয়া জুড়াল আঁখি, চঞ্চল মানস-পাখী,
তোমার সহিত জলে দেয় হে সাঁতার,
ক্ষণেক উপরে থাকে, ডুবে আর বার।

[১৭]

নারী রূপবতী হলে এ মহীমণ্ডলে,
সবে বলে 'রূপে আলো' করেছে সুন্দরী;
কথাটি শুনিতে ভাল, কিন্তু সে কেমন আলো,
কেমন কিরণ তার, বুঝিতে না পারি,
শুনি শুধু 'রূপে আলো' করেছে সুন্দরী।

[১৮]

এ কেমন আলো আমি কিছুই না জানি,
কেবল শুনেছি মাত্র দেখে নি নয়ন,

রূপসীর গূঢ় তত্ত্ব, তাহাতে নাহিক স্বত্ব,
যাক্, ও কথায় আর নাহি প্রয়োজন ;
রূপ লয়ে থাক্ ধুয়ে রূপপ্রিয়গণ !

[১৯]

ভাবিতে ও সব কথা নাহিক সময়,
হায় রে, ভারতে এবে ঘোর অন্ধকার !
সত্য বটে রবি শশী ল'য়ে তুমি দিবানিশি,
ভ্রমিছে সতত ভারতের চারি ধার,
তথাপি ভারতে, হায়, ঘোর অন্ধকার !

[২০]

যে দিন হইতে, হায়, দুরন্ত যবন,
ভারতের স্বাধীনতা করেছে হরণ,
সে দিন হইতে, হায়, ভারতের সমুদায়,
গাঢ়তম তমস্তূপে হয়েছে মগন,
আঁধার !—আঁধার !—হায়, ভারত ভুবন !!

চতুর্থ সম্বোধন।

সূর্য্যের প্রতি

[১]

নিশি আসি ধীরে ধীরে, তিমির-সাগর-নীরে,
ডুবায়ে গিয়াছে বিশ্ব আঁধারি নয়ন ;
সে তমঃ-সাগর হতে, এ মহীরে উদ্ধারিতে,
উর, দেব বিশ্বব্যাপী-জগত-লোচন !
প্রভাতে পূরবাচলে, রক্ত কাদম্বিনী-কোলে,
সিন্দূরে চর্চ্চিত তনু তরুণ তপন ॥

উগরি কিরণরাশি, তামসীর তমঃ নাশি,
আলোকিত কর, দেব! এ বিশ্ব ভুবন।
যামিনীর অন্ধকার এখনি ঘুচিবে ;
কুসুম-ভূষণে মহী এখনি হাসিবে।

[২]

হাসিবে প্রকৃতি সতী ; কুসুমিত বসুমতী ;
হাসিবে তড়াগ, নদ, নদী, সরোবর ;
প্রেমানন্দে হেলে দুলে, হাসিবে নলিনী জলে ;
হাসিবে মুকুতারাজি তৃণের উপর ;
শ্যামল উজ্জ্বল কায়, হাসিবে পাদপচয় ;
হাসিবে বিহঙ্গ-কুল প্রফুল্ল অন্তর ;
হর্ষ-নীরে নিমগন হইবে মানব-মন,
হেরি তব আগমন, দেব দিবাকর !
তব আগমনে দেব সবাই হাসিবে,
অভাগা বিরলে কিন্তু একাকী কাঁদিবে।

[৩]

বিরলে বিজনে বসি, নয়ন-সলিলে ভাসি
একাকী অভাগা, হায়, নিরন্তর কাঁদিবে ;
তোমার রক্তিম আভা, জগতের চারু শোভা,
অভাগার মনে সুখ দিতে নাহি পারিবে ;
দেখি প্রকৃতির হাসি, আমার বিষাদরাশি,
এ তাপিত প্রাণ হ'তে যাবে না হে যাবে না।
শুনিয়ে বিহঙ্গ-গান, পবিত্র প্রভাতী তান,
এ বিষাদ অবসান হবে না হে হবে না।
আমার মনের দুখ মনেতেই রহিবে,
অন্তরে অন্তরে মোরে সততই দহিবে।

[৪]

শমনের তাড়নায়, এ প্রাণ কাঁদে না, হায়,
স্নতীক্ষ্ণ বিরহ-বাণে নহি জর জর,—
প্রাণ যা'রে ভালবাসে সে আছে প্রাণের পাশে,
দারিদ্র্য-যন্ত্রণা-হেতু কাঁদে না অন্তর।
তবু কেন ভ্রান্ত মন, দুঃখ-নীরে নিমগন ?
তবু কেন নয়নেতে বহিছে আসার ?
আশা-বীজ প্রুতি নাই, সে তরু শুকায় নাই,
অনুভব করি নাই নৈরাশ্য আশার !
তবু কেন কাঁদে প্রাণ সতত আমার ?
তবু কেন মনোমধ্যে ঘোর অন্ধকার ?

[৫]

দুখের কারণ নাই, তবু কেন দুখ পাই ?
থাকিতে না সুখ পাই একি বিপরীত !
হৃদয়ের শান্তি মোর, হরিলেক কোন্ চোর ?
শয়নে স্বপনে মনে না পাই পীরিত !
জানি শান্তি এ ধরায়, মানবের তরে নয়,
তথাপি আংশিক সুখ পায় জীবগণ ;—
অভাগার চক্ষে, হায়, বিষময়-সমুদায়,
যন্ত্রণা-আগ্নেয়-শূল দহে এ জীবন !
হৃদয়ের শান্তি মোর কোথায় এখন ?
কেন সহি এত দুখ না জানি কারণ !

[৬]

দেব ! তুমি তমোনাশ, আমার হৃদয়াবাস,
গাঢ়তম তমোপূর্ণ,—কর দরশন !
উজ্জ্বল কিরণজালে, নৈশ তমঃ বিদূরিলে,
হাসাইলে জীব জন্তু স্থাবর জঙ্গম ;—
অভাগার হৃদিমাঝে, যে তমঃ সদা বিরাজে.

তাড়াইতে সেই তমঃ পার কি এখন ?
হাসাতে আমারে তুমি, পার কি, হে দিবাস্বামী !
যেরূপে হাসালে তুমি এ বিশ্ব ভুবন ?
পার যদি তাড়াও এ মনের আঁধার,
নিবেদন তব পদে এই হে আমার।

[৭]

নৈদাঘ গগনে বসি, উগরিয়া অগ্নিরাশি,
দগ্ধ কর রুদ্র তেজে জীবজন্তুগণ,
প্রখর প্রচণ্ড হয়ে, জলপূর্ণ জলাশয়ে,
জলশূন্য করি তুমি তেজেতে আপন।
শোক-নীরে নিমগন, অভাগার প্রাণ মন,
সে শোক-সলিল তুমি পার কি হে শুষিতে ?
গণ্ডূষে অগস্ত্য মুনি, শুষিল সিন্ধুর পাণি,
এ সামান্য শোক-বারি পার না কি শুষিতে ?
তমোনাশ ! হৃদয়ের তমঃ নাশ কর,
বিষাদ-সলিল-রাশি নিজ তেজে হর।

[৮]

গগন-সাগরে, হায় ! যে শকতি সদা বায়
তোমারে,—রজত-পোত—হে দেব তপন !
এ সংসার-পারাবারে, যিনি বাহিছেন মোরে,
তিনিই করুন মোর দুঃখ বিমোচন।
জগদীশ ! দিবাকরে চালাইছ যে প্রকারে—
স্থির, অচঞ্চল ভাবে, চালাও আমায়।
আর এ যাতনা ঘোর, সহে না হৃদয়ে মোর
বিকম্পিত মনোতরী নিমগন-প্রায় !
হায় ! এ যন্ত্রণানল নির্ব্বাণ হইবে,
যখন শমন আসি আমারে গ্রাসিবে !

পঞ্চম সম্বোধন।

শুকতারার প্রতি।

[১]

ছড়াইয়া রূপরাশি, উজলিয়া পূর্ব্বদিশি,
কে তুমি সুন্দরী বসি সুনীল গগনে?
নিশি-শেষে নিতি-নিতি, স্বর্ণ-সিংহাসন পাতি,
কে তুমি বসিয়া থাক বল, সুবদনে!
অগণিত তারাদল, শোভে নীলাম্বর-তল,
সবার উজ্জ্বল তুমি ঊষা অগ্রদূতি!
নাহিক রূপের শেষ, উজ্জ্বল মধুর বেশ,
উজ্জ্বল মাধুরীময় তব দেহ, সতি!
গগন-গবাক্ষ খুলি' উজ্জ্বল নয়নে,
কা'র মুখ চেয়ে থাক, বল, সুবদনে?

[২]

নিশাশেষে শশধর, পাণ্ডুবর্ণ কলেবর,
তাই কি দেখি'ছ তুমি বল, বিনোদিনি!
অথবা সরসী-নীরে, ব্যাকুলিতা কুমুদীরে,
দেখিছ কি একদৃষ্টে বল, সীমন্তিনি!
কমলিনী কুমুদিনী, সহোদরা দু'ভগিনী,
এ হাসে উহার দুখে অতি চমৎকার!
সহোদরা দুখ-দেখি', সহোদরা নহে দুখী,
আশ্চর্য্য ভগিনী-স্নেহ! বিচিত্র ব্যাপার!
নিশায় কুমুদী হাসে—কাঁদে কমলিনী,
দিনে কমলিনী হাসে—কাঁদে কুমুদিনী।

[৩]

তাই কি দেখিতে, সতি! আ'স তুমি নিতি-নিতি,
অথবা অর্দ্ধেক সুপ্ত জগত-সংসারে,

স্বপন যখন গিয়া, নিদ্রা সহ জড়াইয়া,
দেখায় অদ্ভুত দৃশ্য মানবনিকরে ;
কিম্বা গো যামিনী-শেষে, মধুর উজ্জ্বল বেশে,
আহ্বানিতে আ'স তুমি রবি-আগমন,
কিম্বা বরণ্ডালা করে, বিদায়-বরণ ক'রে,
এসেছ পূর্ণিম-চাঁদে দিতে বিসর্জ্জন ?
কি লাগি', গো সুরবালে ! তব আগমন ?
বল বল বল মোরে—রাখ নিবেদন।

[৪]

নেহারি' তোমার ভাতি, মনে ভাবি' দিনপতি,
তারাদল মিলাইল গগনের কোলে,
কেবলি রহিলে তুমি, উজলি' গগন-ভূমি,
যামিনীর শেষ-আশা তুমি, সুরবালে !
চাঁদের মুখচন্দ্রমা, হায় ! হয়েছে কালিমা,
তুমিই উজ্জ্বল শুধু মলিন গগনে !
যামিনীর শেষ দশা, তাহার ভরসা আশা;
তুমিই রহিলে মাত্র এ তিন ভুবনে।
দাঁড়াও—ক্ষণেক থাক, তারাদল-রাণি !
তুমি গেলে ফুরাইবে এখনি যামিনী।

[৫]

যামিনীর শুকতারা ! তোমায় হইয়া হারা,
যামিনীর নৈশ লীলা এখনি ফুরা'বে !
অস্তমিত হ'বে শশী, স্বর্ণ বর্ণ হ'বে মসী,
বিমল সরসী-নীরে কুমুদী কাঁদিবে।
কাঁদিবে কুমুদী জলে, সুনীল গগনতলে,
আর না ভাতিবে ক্ষুদ্র তারকা-নিচয়,

স্বর্ণ-সম্মার্জ্জনী ধরি', ঊষা আসি' ত্বরাত্বরি,
কুড়াইবে গগনের রত্ন সমুদয়।
ত্বরায় ধরিবে বিশ্ব নূতন মূরতি,
যেও না, ক্ষণেক থাক, গগনেতে, সতি!

[৬]

সতেজ সরক্ত তনু, পূরব অচলে ভানু,
এখনি উদিবে, হায়, দহিতে ভুবন,
নিশার সুষমা রাশি, এখনি নাশিবে আসি,
উষ্ণতর করি' নৈশ মৃদুল পবন।
প্রফুল্ল সৌরভময়, নিশার কুসুমচয়,
এখনি হইবে, হায়, বিষাদে মলিন;
কেবল হাসিবে, সতি! পাইয়া প্রাণের পতি,
বিমল সরসী-নীরে কোমল নলিন।
নব রাজা, নবাসনে, নব নভঃস্থলে,
নব রাজ্যে, নব ভাবে, শাসিবে সকলে।

[৭]

দেখিতে দেখিতে, হায়, রঞ্জিত গগন-গায়,
ওই যে ক্রমশঃ তুমি যাইতেছ মিশা'য়ে,
না শুনি' সকল কথা, অন্তরেতে দিয়ে ব্যথা,
অদৃশ্য হই'ছ ক্রমে যামিনীরে নাশিয়ে;
যামিনীর জীবলীলা, চন্দ্রমার নৈশ খেলা
দেখিতে দেখিতে, হায়, ফুরাইয়া আসিল!
ওই দেখ সরোবরে, কমলিনী ধীরে ধীরে,
মধুর অধর পাশে মধু হাসি হাসিল।
প্রভাতের শুকতারা, ক্ষণেক দাঁড়াও,
অভাগার কথা ক'টি শুনে তবে যাও।

[৮]

সবাই যামিনী-শেষে, অচেতন নিদ্রাবশে,
আমিই এসেছি হেথা দেখিতে তোমায়,
অন্তরের কথাগুলি, অন্তর হইতে তুলি',
তোমারে বলিতে আজ জেগেছি নিশায়।
আমার অজ্ঞাতে, সতি!, আ'স যাও নিতি-নিতি,
ক্ষণমাত্র গগনেতে করি' অবস্থান,
বিনাশিয়া যামিনীরে, বিদারিয়া শশধরে,
ডাকি' দেব দিবাকরে কর অন্তর্ধান।
পেয়েছি তোমায়, আজ ক্ষণেক দাঁড়াও,
অভাগার কথা ক'টি শুনে তবে যাও।

[৯]

যামিনীর শেষ দশা, যামিনীর শেষ আশা,
শেষের ভরসা তা'র, জানি হে তোমায়,
আমার তেমনি, হায়, শুকতারা তব প্রায়,
একটি শেষের আশা ছিল এ ধরায়।
আমারো একটি ছিল, কিন্তু সে কোথায় গেল,
শূন্য করি' এ হৃদয়, আঁধারি' নয়ন!
আমার ভরসা আশা, অন্তরের ভালবাসা,
ফেলিয়ে আমারে কোথা করিল গমন?
তোমা বিনা যামিনীর যাই'ছে জীবন;
সে বিনা অভাগা কিন্তু জীবিত এখন!

[১০]

সেই আশালতা ধ'রে, এত দিন এ সংসারে,
বেড়াতাম ঘুরে ঘুরে শুন, সুবদনে!
দিয়ে নিদারুণ ব্যথা, আমার সে আশালতা,
নিয়াছে ছিঁড়িয়া, হায়, বুকে বজ্র হেনে।

করিয়াছি কি বা পাপ, কেন হেন মনস্তাপ!
কি দোষে যে দোষী আমি বিধাতৃ-চরণে;
কিছুই না জানি আমি, জানেন অন্তরযামী,
এত দুখ ভাগ্যে মোর কিসের কারণে?
আমি কাঁদি, যা'র তরে শয়নে স্বপনে,
সে কি কভু আমায় গো ক'রে থাকে মনে?

[১১]

হায় রে, শৈশবাবধি, যা'রে আমি নিরবধি,
প্রাণের অধিক ভাল বেসেছি যতনে;
যা'র দুখ নিরখিয়ে, মহাদুখ পাশরিয়ে,
ধরেছিনু এত দিন তাপিত জীবনে;
যা'রে হেরে ভাবিতাম, সংসার সুখের ধাম,
ভেবেছিনু যা'রে ল'য়ে কাটা'ব জীবন,
শৈশবের সহচরী, সংসার-সাগর তরী,
সে আমায় ফেলে কোথা করিল গমন?
শুকতারা! তোমা বিনা যামিনী মরি'ছে;
সে বিনা কেমনে প্রাণ আমার রহি'ছে।

[১২]

বিষম কৌলীন্য-প্রথা, খাই'ছে দেশের মাথা,
আমার সে আশালতা ছিন্ন সে কারণে;
কৌলীন্য-শ্মশান-কালী, তাহার চরণে বলি
দিয়াছে নিষ্ঠুরগণ মোর প্রাণধনে।
তাহার সুখের আশা, আমার সুখের বাসা,
জনমের মত, হায়, ঘুচাইয়া দিয়াছে!
সে নয় আমার আর, আমি আর নই তা'র
আমার সে শুকতারা অস্তমিত হ'য়েছে!
তোমার বিহনে নিশি জীবন ত্যজিল
আমি আর কি লইয়ে বেঁচে থাকি বল।

[১৩]

ভারতের শুকতারা, ভারত হইয়া হারা,
হয়ে'ছে জীবনে মরা, হায় রে, এখন!
হৃদয়ে হানিয়ে বাজ, পৃথ্বীপতি পৃথ্বীরাজ,
শমন-ভবনে, হায়, করেছে গমন!
ভারতের সুখনিশি, ভারতের সুখশশী,
ভারতের সুখরাশি যবন-কবলে;
আমার সুখের আশা, অন্তরের ভালবাসা,
ডুবেছে অতল বিষ-সাগরের জলে!
আশা বাসা যাহা ছিল—গেল যদি চ'লে,
যাক্ এ দুখের ধরা, যাক্ রসাতলে।

[১৪]

আবার আসিবে নিশি, আবার আসিবে শশী,
আবার আসিবে তুমি, পুরব-আকাশে;
কিন্তু হায়, অভাগার, জীবন-জীবনাধার,
আর কি আসিবে পুন অভাগার পাশে?
আর কি হাসিবে আসি, ভারতের সুখশশী?
ভারতের সুখনিশি আর কি আসিবে?
আর কি সে শুকতারা, উজ্জ্বল কিরণভরা,
ভারতে আসিয়ে পুন হাসা'বে হাসিবে?
আর কি পাইব আমি জীবন-জীবনে?
আর কি ভারত পা'বে সে অমূল্য ধনে?

ষষ্ঠ সম্বোধন।

পাখীর প্রতি।

[১]

প্রভাত হইল নিশি, গাও পাখী, গাও,
পবিত্র প্রভাতী তান, মধুর ঝঙ্কারে,
মধুর ঝঙ্কারে গান গাইয়া জাগাও,
নিদ্রায় চৈতন্য-হীন মানব-নিকরে,
এখনো মানবগণ ঘুমে অচেতন;
এখনো কুহক-খেলা খেলি'ছে স্বপন।

[২]

স্বপন চেতনা সহ জড়াজড়ি করি'
খুলিতে না দেয় আঁখি নিদ্রিত মানবে,
না পারে উঠিতে কেহ নিদ্রা পরিহরি,
জাগুক জগত-জন তোমার ও রবে।
ঊষা-আগমন-বার্ত্তা কর হে ঘোষণা,
বাজাইছে স্রোতস্বতী প্রভাতী বাজনা।

[৩]

ও কণ্ঠ-নিঃসৃত গীত এ প্রভাত কালে,
প্রভাত-সমীর-শিরে, করি আরোহণ,
পশিলে আমার এই শ্রবণযুগলে,
বড় প্রীতি পাই আমি, ওরে বিহঙ্গম!
গাও পাখী! কলকণ্ঠে, গাও গীত গাও,
শুনিতে ও গীত যত মানবে জাগাও।

[৪]

যামিনীতে রমণীর সুরবে শুনিয়া,
বিলাসী বাঙ্গালীগণ হয়েছে নিদ্রিত
তোমার সুরবে এবে উঠুক জাগিয়া,
গাও পাখী, গাও, গাও গীত সুললিত।
বাঙ্গালী সঙ্গীত-প্রিয় বিদিত ভুবনে,
এখনি জাগিবে তব সঙ্গীত শ্রবণে।

[৫]

অথবা বাঙ্গালীগণ গাঢ় নিদ্রাগত,
ভাঙ্গে না তাঁদের ঘুম বিহঙ্গম-গানে,
তা না হলে সুললিত ভারত-সঙ্গীত,
না পারে তাদের ঘুম ভাঙ্গা'তে সুতানে ?
বীণার ঝঙ্কার কানে সবাই পশিছে,
তথাপি বাঙ্গালীগণ ঘুমাইয়া আছে।

[৬]

হায় রে ! অসাড় এবে বাঙ্গালী-জীবন,
তাদের সুনিদ্রা এবে অনড়—অচল,
চাহে না তাহারা কিছু পেলে নিদ্রাধন,
সার করিয়াছে তারা রমণী-অঞ্চল।
কি ছার ও সুললিত রব তোমাদের,
শত বজ্রাঘাতে ঘুম না ভাঙ্গে তা'দের।

[৭]

কানন-নিবাসী পাখী ! কানন-রতন !
কানন আনন্দময় তোমারে লইয়া,
রূপে কর কাননের শোভা সংবর্দ্ধন,
শাখি-শাখা শিরে শিরে নাচিয়া নাচিয়া।

নাচিয়া নাচিয়া গাও, কাননের পাখী,
দেখিয়া জুড়াক মোর এ যুগল আঁখি।

[৮]

স্বাধীন অন্তরে, পাখী, বেড়াও কাননে,
স্বাধীন অন্তরে গান গাও হে উল্লাসে,
অধীনতা কারে বলে জান না স্বপনে,
বনবাসী! বনে আছ মনের হরষে!
বনে থাকি বন-ফলে বাঁচাও জীবন,
বিমণ্ডিত তব শিরে স্বাধীনতা-ধন।

[৯]

কিন্তু পাখী!

যে ভাবে সঙ্গীত গাও কানন মাঝারে,
সে ভাব তোমার কেন না হেরি নয়নে,
যখন মানবগণ আনিয়া তোমারে,
লালন পালন করে পরম যতনে।
যে জন যতনে করে তোমারে পালন;
তার কাছে কেন আর গাও না তেমন?

[১০]

আশ্রয়দাতার প্রতি কপট আচার!
তবে কি কৃতঘ্ন তুই, ওরে বিহঙ্গম?
কি রূপ বুঝিতে নারি তোর ব্যবহার,
সৃষ্টির মাঝেতে তোরা নিতান্ত অধম।
না না না, তা নয় বুঝি স্বাধীনতা-শোকে,
দিবানিশি পিঞ্জরেতে থাক মনোদুখে?

[১১]

বিহঙ্গ! আবদ্ধ তুমি সুবর্ণ-পিঞ্জরে,
পরাধীন তুমি পাখী, পরের প্রত্যাশী,

স্বাধীনতা তোমার সে কানন মাঝারে,
তাই মনোদুঃখে তুমি থাক দিবানিশি।
সে স্বর কাননে তব স্বাধীনতা সনে,
তাই আর গাও না ক উল্লাসিত মনে।

[১২]

ভারতের সুবিস্তৃত কবিতা-কানন,
হায় রে, বিহঙ্গশূন্য নিরানন্দ-ময়,
কে গায় মধুর গীত শ্রবণ-রঞ্জন ?
গিয়াছে সুকণ্ঠ পাখী শমন-আলয়!
ভারতের কবিগণ আছে কি রে আর,
বরষিতে এ ভারতে অমৃতের ধার !

[১৩]

যখন গাইত তারা ভারত-কাননে,
ললিত মধুর তানে, মধুর ঝঙ্কারে,
প্রতিধ্বনি চমকিয়া ভ্রমিত ভুবনে,
প্রবেশিত সুধাসম শ্রবণবিবরে।
ব্যাস বাল্মীকির গীত সুধার আধার,
কালিদাস, ভবভূতি—অমৃত-ভাণ্ডার।

[১৪]

বঙ্গের বিহঙ্গগণ বঙ্গ শূন্য করি,
চলিয়া গিয়াছে, হায়, শমন-ভবন ;
আর রে শুনি না সেই সুস্বর-লহরী,
নীরব সুরব হায়, বঙ্গেতে এখন !
কৃত্তিবাস, কাশীদাস কোথায় এখন ?
ভারত, ঈশ্বর কোথা শ্রীমধুসূদন ?

[১৫]

পর-নিন্দা-গত-প্রাণ বঙ্গের বানর,
সাহিত্য-শাখাগ্রে যারা শিখেছে ধরিতে
মধুময় মধুর সে সঙ্গীত সুন্দর,
রসহীন ব'লে নিন্দা করে নানা মতে।
বঙ্গ-কাব্যোদ্যানে যার অভিনব তান,
করিতে চাহে রে তারা অকবি প্রমাণ।

[১৬]

কাননের পাখী! তরু-শাখায় বসিয়া,
স্বাধীন-সঙ্গীত গাও এক বার তরে,
ভারতে স্বাধীন গান গিয়াছে ঘুচিয়া,
অন্তরের তান লয় নিহিত অন্তরে।
গাও রে! তোমার মুখে শুনি সেই তান,
ভারতে নাহিক আর সে স্বাধীন গান।

[১৭]

হায় রে, দুরন্ত ব্যাধ ভারত-কাননে,
পশিয়াছে বলদর্পী ঘোর অত্যাচারী,
না দেয় গাইতে গান বিহঙ্গমগণে,
না দেয় তুলিতে আর সুস্বর-লহরী।
কানন-ব্যাপিত জাল করিয়া বিস্তার,
বন্দী করিয়াছে সবে কৌশলে এ বার।

[১৮]

নীরব নীরব হায়, ভারত-সঙ্গীত,
সমুচ্চ সপ্তম স্বরে সুরাগে সুতালে,
বাজে না মধুর বীণা হ'য়ে পুলকিত,
রুদ্ধকণ্ঠ পিককুল ব্যাধের কৌশলে।

না পারে ফুটিতে মুখে মনে যত আশ,
কালরূপী কিরাতের হোক সর্ব্বনাশ।

[১৯]

তাই বলি, পাখী! তুমি এক বার গাও,
প্রাণ পূরে, তান ধরে, স্বাধীন অন্তরে,
নিভৃত কাননস্থল ঝঙ্কারে মাতাও,
জাগাও এ নিদ্রাগত মানবনিকরে।
তুমি ছাড়া, গলা ছেড়ে কে আর গাইবে?
স্বাধীন তুমি, রে পাখী, এ বিপুল ভবে।

[২০]

ওই দেখ ঊষা দেবী পূর্ব্ব-প্রাচী হতে,
ধীরে ধীরে নামিছেন বিশ্ব-বিকাসিনী,
তোমার সে মধুমাখা সঙ্গীত শুনিতে,
গাও, পাখী, উচ্চ তানে, পূরাও মেদিনী।
ঊষা-আগমন-বার্ত্তা কর হে ঘোষণা,
ওই বাজে নদী-গর্ভে প্রভাতী বাজনা!

সপ্তম সম্বোধন।

তরুর প্রতি।

[১]

তরুবর! তব তলে কত শত বার,
এসেছি গিয়াছি আমি এই নিশাকালে;
তরু হে! তোমার তলে হৃদয় আমার,
কত বার ভেসেছিল আনন্দ-সলিলে।

সম্মুখে সরসী—স্বচ্ছ তরল দর্পণ,
কত সুখ-প্রতিবিম্ব দেখা'ত তখন;
সুনীল গগনে চাঁদ, পাতিয়ে রূপের ফাঁদ,
হাসা'ত বিচিত্র রূপে নিখিল ধরায়,—
শোভাময়ী বিভাবরী, পুষ্প-অলঙ্কার পরি,
ফুটা'ত উজ্জ্বল ফুল গগন-তলায়,—
তোমার শ্যামল পত্র, সুশীতল আতপত্র,
কৌমুদী-বিধৌত দেহ শাখি-শাখা-গায়,
ধরিত হে কত শোভা, নীরদে বিজলী-প্রভা,
হাসাইত প্রকৃতিরে, হাসা'ত আমায়।
আমি হাসিতাম আর প্রেয়সী হাসিত,
নব নব শোভা যত নয়নে পশিত।
আমাদের দুজনায় তুমি লয়ে কোলে,
আবরি দোঁহার দেহ তিমির-বসনে,
বসায়ে রাখিতে তব শ্যামল তলে,
আশ্রিতে আশ্রয় দান করিতে যতনে।

[২]

কত হাসি হাসিতাম বসিয়া এখানে,
কত শোভা দেখিতাম সরসীর জলে,
কত সুখী হইতাম প্রেয়সীর সনে,
কত প্রীতি পাইতাম বসি' তব তলে।
সুন্দর বদনখানি রাখি মোর বুকে,
কত হাসি হাসিতেন প্রিয়া মনোসুখে!
কিন্তু হে এখন, হায়, বিষময় সমুদায়,
বিষময় তব তল, বিষময় শশী,
বিষ নৈশ সমীরণ, বিষ চন্দ্রমা-কিরণ,
বিষময়ী শোভাময়ী তারাময়ী নিশি।

সেই ত সকলি আছে, সেই পাতা সেই গাছে,
সেই চাঁদ সেই তারা গগনের তলে,
সেই সে বিজলী-হাস, তব পত্রে পরকাশ,
সেই আমি বসি তব তমোময় কোলে।
সেই ত রয়েছে সব শোভা মনোরম,
কিন্তু হে, কোথায় সেই সুখ অনুপম ?
হায় রে ! মনের সুখ গিয়াছে চলিয়া,
অন্তর আমার এবে বিষাদে মগন,
প্রেমবৃন্ত হতে, হায়, লয়েছে তুলিয়া,
সুখের কুসুম মোর—আঁধারি নয়ন।

[৩]

তরুবর ! তিলাকার বীজ হতে তুমি,
ধরিয়াছ ক্রমে ক্রমে এ দীর্ঘ আকার,
আবরণ করিয়াছ তব তল-ভূমি
সুশ্যামল সুবিস্তৃত দেহেতে তোমার।
প্রসারিয়া কর শত হস্ত পরিমাণ,
করিতেছ কাননের দৈর্ঘ্য পরিমাণ।
হায়, তরু ! এ বিজনে, সমীরণ পরশনে,
কি গা'স্ আপন মনে বল্ রে আমায়।
সর্ সর্ স্বর তুলে, কার গুণ হেলে দুলে,
গা'স্ প্রেমানন্দে গলে, বল্ রে আমায় ?
গভীর রজনীযোগে, কি শোক উঠে রে জেগে,
তোর মনে, বল্ আগে বল্ রে আমায় ?
কি জ্বালা অন্তরে জ্বলে, নিবাইতে যে অনলে
ভাসিস্ নয়ন-জলে, বল্ রে আমায় ?
প্রভাতে দেখি রে তোর নয়নেতে নীর,
লোকে বলে পড়িয়াছে নিশির শিশির।

শিশিই বা কি কারণে আঁখি-জল ফেলে,
প্রকাশিয়া, তরু! তুই দে আমায় বলে,
আমি জানি আমি ভাসি নয়নের জলে,
আশায় আমার ছাই পড়িয়াছে ব'লে।

[৪]

তরুবর! তিলাকার বীজ হ'তে, হায়,
বাড়িয়াছে যতনের প্রণয় আমার,
এক মনে এক প্রাণে রজনী দিবায়
করিতেছি আরাধনা আমি রে তাহার।
মনোমন্দিরেতে তায় করিয়া স্থাপন,
ভাবিতেছি মনে মনে মুদিয়া নয়ন।
প্রাণ সমা প্রিয়া সনে, বসি এ বিজন স্থানে,
বিনিময় প্রাণে প্রাণে করিতাম, হায়,
হৃদয়-কবাট খুলি, হৃদয়ের কথাগুলি,
করিতাম বলাবলি মোরা দুজনায়।
প্রাণ-সম প্রিয়া সনে, বসি এ বিজন স্থানে,
দেখিতাম এ মরতে স্বরগ উদয়,
তারে লয়ে ভাবিতাম, সংসার সুখের ধাম,
হায়, এবে তমোপূর্ণ অনন্ত নিরয়!
ধরা-গর্ভ-গামী মূল তরু হে তোমার!
পশেছে প্রণয়-মূল হৃদয়ে আমার।
জড়াইয়া হৃদয়ের প্রত্যেক পঞ্জরে,
বিঁধিয়াছে মূল তার হৃদি অন্তস্তলে,
ক্ষুদ্র দেহ বট যথা ইষ্টক-প্রাচীরে,
প্রত্যেক ইষ্টকে রাখে জড়াইয়া মূলে।

[৫]

বল্, তরু! বল্ মোরে, সেই বট গাছে,
না ভাঙ্গি প্রাচীরে কে বা পারে উৎপাটিতে?
কে বা পারে উৎপাটিতে, কে এমন আছে,
হৃদি-বিদ্ধ এ প্রণয়ে এ হৃদয় হতে?
হৃদয়-পঞ্জর একে একে চূর্ণ হ'বে,
তবু এ প্রণয় হায়, উঠান না যাবে!
মনে ভাবি, ভাবিব না, আর মনে আনিব না,
সেই মুখ, সেই চোখ, সেই বিম্বাধর,
মনে করি বিধিমতে, মনে মনে দৃঢ় হতে,
হায় রে, বালির বাঁধ ভাঙ্গে অতঃপর!
সিন্ধু সমাগম আশে, হেসে হেসে ভেসে ভেসে,
নদীর তরল জল একমুখো ধায়,
দুর্ব্বল বালির বাঁধে, কে আছে তাহারে বাঁধে,
ফিরাইতে তার গতি কে পারে ধরায়?
ধরা-প্রেমাকাঙ্ক্ষী তব বৃন্তচ্যুত ফলে,
কেবা পারে উড়াইতে ঊর্দ্ধ শূন্যস্থলে?
প্রেম-গুণে বাঁধা সবে এ মহীমণ্ডলে,
তরুতে জড়িতা লতা প্রেমের কারণে,
প্রেমে চন্দ্র সূর্য্য তারা বাঁধা নভস্তলে,
ঈশ্বর আপনি বাঁধা প্রেমের বন্ধনে।

[৬]

যে বলে বলুক প্রেম-তরু বিষময়,
বিষময় ফল তার বিষময় সব,
আমি বলি সুধাময় পবিত্র প্রণয়,
বিরহ-অনলে যদি না পোড়ে মানব।

মাস বর্ষ দিন ক্ষণ ক্রমে ক্রমে যায়,
প্রণয়ি প্রণয়ি-হৃদে সুধা বরষয়।
দিন যায়, ক্ষণ যায়, সাধের যৌবন যায়,
প্রণয়-পিপাসা, হায়, কোন কালে থামে না,
দিন যায়, ক্ষণ যায়, অনলে আহুতি প্রায়,
প্রণয়ীর প্রেম-আশা বাড়ে বই কমে না।
দিন যাবে, ক্ষণ যাবে, সাধের যৌবন যাবে,
আমার প্রণয়-আশা সমভাবে রবে,
দিন যাবে, ক্ষণ যাবে, মাস বর্ষ গত হ'বে,
দিন দিন প্রেম-তরু হৃদয়ে বাড়িবে।
হৃদয়ে প্রণয়-মূল ক্রমেই বিঁধিবে,
হৃদয়ের সঙ্গে শেষ উৎপাটিত হবে।
ভীম প্রভঞ্জন কিম্বা মানবের বলে,
হও যদি উৎপাটিত তুমি, তরুবর!
যত মৃত্তি জড়াইয়া রবে তব মূলে,
তত মৃত্তি মূল সহ উঠিবে উপর।

[৭]

বল, তরু, কোথা মোর জীবন-রূপিণী?
আমি যে এসেছি তারে দেখিতে হেথায়!
লুকায়েছে তাহারে কি তামসী যামিনী!
বল, তরু! বল মোরে, বল রে আমায়!
বসিতে নির্জ্জন স্থানে সে ভালবাসিত,
তাই সে আমার সনে এখানে আসিত।
সর সর স্বর তুলে, কেঁপে কেঁপে দুলে দুলে,
কি বলিলে?—ওহ!—থাম, আর বলিও না,
হায়, ও দারুণ কথা, বল না, বল না [illegible],
"শমন লয়েছে তারে"!—আর বলিও না!!

সপ্ত-সম্বোধন।

এই কি উচিত তার? এই কি রে সুবিচার,
দয়াময় প্রেমময় পরম পিতার?
নিদয় নিষ্ঠুর যমে, সমর্পিয়া পুত্রপ্রেমে,
করিলেন প্রেমের কি মাহাত্ম্য প্রচার?
হায়, যদি তারে হরি' লয়েছে শমন,
আমিও তাহার পাশে করিব গমন।
না, না, নারী-প্রেম কভু সুখময় নয় রে!
প্রথমে মধুর, কিন্তু শেষে বিষময় রে!!
কুসুমেতে কীট আছে গরল সুধায় রে!
প্রণয়ে বিরহ আছে, হায় হায় হায় রে!!

সম্পূর্ণ।

গ্রন্থাবলী সমাপ্ত।

মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ-প্রণীত

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি স্বতন্ত্রাকারে পাওয়া যায়।

১। অশোক (ঐতিহাসিক নাটক। বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ ও এম-এ শ্রেণীর পাঠ্য) ১৲
২। প্রফুল্ল (সামাজিক নাটক। বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ ও এম-এ শ্রেণীর পাঠ্য) ১৲
৩। বলিদান (সামাজিক নাটক) ১৲
৪। গৃহলক্ষ্মী (ঐ) ১৲
৫। শাস্তি কি শান্তি (ঐ) ১৲
৬। জনা (পৌরাণিক নাটক) ১৲
৭। শঙ্করাচার্য্য (ঐ) ১৲
৮। বুদ্ধদেব-চরিত (ঐ) ১৲
৯। তপোবল (ঐ) ১৲
১০। পাণ্ডব-গৌরব (ঐ) ১৲
১১। পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস (ঐ) ১৲
১২। ভ্রান্তি (অলৌকিক নাটক) ১৲
১৩। প্রতিধ্বনি (গিরিশচন্দ্র-রচিত যাবতীয় কবিতা-সংগ্রহ) সুন্দর বাঁধাই ৸০, অবাঁধাই ৷৶০
১৪। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর (প্রেম ও বৈরাগ্য-মূলক নাটক) ১৲
১৫। মনের মতন (মিলনান্ত নাটক) ৸০
১৬। বাসর (ঐ) ॥০
১৭। আবুহোসেন (গীতিনাট্য) ৷৶০
১৮। মণিহরণ (ঐ) ।০
১৯। দেলদার (ঐ) ৷৶০
২০। আলাদ্দিন (ঐ) ।০
২১। বেল্লিক-বাজার (প্রহসন) ৷৶০
২২। আয়না (ঐ) ।০
২৩। য্যায়সা-কা-ত্যায়সা (ঐ) ।০
২৪। ছুটাকা (নূতন প্রকাশিত প্রহসন) ৷৶০

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়-প্রণীত ও সম্পাদিত

১। মেঘনাদ বধ (নটগুরু গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক নাটকাকারে গঠিত মাইকেলের মহাকাব্য) ৸০
২। ঝকমারী (সামাজিক প্রহসন) ৷৶০
৩। ওলোট-পালোট (ঐ) ৷৶০
৪। চাঁদে চাঁদে (গীতিনাট্য) ।০
৫। শিব-চতুর্দ্দশী ঐ ৶০
৬। নীতিশতক বা চাণক্য-শ্লোক (বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের অনুমোদিত স্কুলপাঠ্য) ৶০

রঙ্গালয়ের রঙ্গ-কথা

নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু-লিখিত ভূমিকা সহ

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়-প্রণীত

বহু চিত্র-সুশোভিত রসাল গল্পের বহি। সুন্দর সিল্কের বাঁধাই,—মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

গিরিশচন্দ্র

নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের সুবিস্তৃত জীবন-চরিত। নটগুরু গিরিশচন্দ্রের শেষ জীবনের নিত্যসহচর

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়-প্রণীত।

মহাকবির ধারাবাহিক জীবন-চরিত, তাঁহার কর্ম্মজীবন—নাট্যজীবন—ধর্ম্মজীবন—কি উপাদানে তাঁহার প্রকৃতি গঠিত হইয়াছিল—তৎসম্বন্ধে বহুসংখ্যক গল্প ও প্রসঙ্গ, বঙ্গ নাট্যশালার ইতিহাস, অভিনেতা-অভিনেত্রীগণের অভিনয়-কথা, কবির নাটক প্রভৃতি যাবতীয় রচনার আলোচনা এবং সে কালের সমাজ ও সাহিত্য ইত্যাদি নানা বিষয় সংযোগে গ্রন্থখানি পরম উপাদেয় হইয়াছে। রচনা এবং ঘটনা-বৈচিত্র্যে ইহা উপন্যাসের ন্যায় সরস ও সুখপাঠ্য।

সাত শত পৃষ্ঠা এবং ৭৯ খানি ফটো-চিত্রে সুশোভিত। কাগজ, ছাপা এবং বাঁধাই অতি সুন্দর। মূল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।